D. K. [illegible]

Shri KESHABJI GOULIYA NAD
Mathura (U.P.)

Narasimhey
1928
[illegible]

১। গীতাবলী —

২। কল্যাণকল্পতরু —

৩। শ্রীশরণাগতি —

৪। সর্ব্বত্র বর্ত্তমান —

৫। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও রূপ-সনাতন কথা প্রশ্নোত্তর —
গৌর-বিষয়ক দেব দর্শন ও মহাপ্রভুর বর্ণনা
পঞ্চম খণ্ড বর্ষাচক্রে দিগ্বিজয় সিদ্ধি —

RK. Narasinha 19.58 Cuttack

Shri KESHABJI GOUDIYA MATH
Mathura (U.P.)

শ্রীগৌরচন্দ্রায় নমঃ

# গীতাবলী

## অরুণোদয়-কীর্ত্তন

( ১ )

উদিল অরুণ পূরব ভাগে,
দ্বিজমণি গোরা অমনি জাগে,
ভকতসমূহ লইয়া সাথে,
গেলা নগর-ব্রাজে।
তাথই তাথই বাজল খোল,
ঘন ঘন তাহে ঝাঁজের রোল,
প্রেমে ঢল ঢল সোণার অঙ্গ,
চরণে নূপুর বাজে ॥ ১ ॥
মুকুন্দ মাধব যাদব হরি,
বলরে বলরে বদন ভরি'
মিছে নিদবশে গেলরে রাতি
দিবস শরীর-সাজে।

এমন দুর্লভ মানব-দেহ,
পাইয়া কি কর ভাবনা কেহ,
এবে না ভজিলে যশোদা-সুত,
চরমে পড়িবে লাজে ॥ ২ ॥
উদিত তপন হইলে অস্ত,
দিন গেল বলি' হইবে ব্যস্ত,
তবে কেন এবে অলস হই'
না ভজ হৃদয়রাজে ।
জীবন অনিত্য জানহ সার,
তাহে নানাবিধ বিপদ ভার,
নামাশ্রয় করি' যতনে তুমি,
থাকহ আপন কাজে ॥ ৩ ॥
কৃষ্ণনাম-সুধা করিয়া পান,
জুড়াও ভকতিবিনোদ-প্রাণ,
নাম বিনা কিছু নাহিক আর,
চৌদ্দ ভুবন-মাঝে ।

জীবের কল্যাণ সাধন-কাম,
জগতে আসি' এ মধুর নাম,
অবিদ্যা-তিমির-তপন-রূপে
হৃদ্‌গগনে বিরাজে ॥ ৪ ॥

( ২ )

জীব জাগ জীব জাগ গোরাচাঁদ বলে।
কত নিদ্রা যাও মায়া-পিশাচীর কোলে ॥ ১ ॥
ভজিব বলিয়া এসে সংসার-ভিতরে।
ভুলিয়া রহিলে তুমি অবিদ্যার ভরে ॥ ২ ॥
তোমারে লইতে আমি হৈনু অবতার।
আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার ॥ ৩ ॥
এনেছি ঔষধি মায়া নাশিবার লাগি'।
হরিনাম মহামন্ত্র লও তুমি মাগি'
ভক্তিবিনোদ প্রভু-চরণে পড়িয়া।
সেই হরিনাম-মন্ত্র লইল মাগিয়া ॥ ৫ ॥

# আরতি

( ১ )

## শ্রীগৌরগোবিন্দ-আরতি

ভালে গোরা-গদাধরের আরতি নেহারি।
নদীয়া পূরব ভাবে যাঁউ বলিহারী ॥ ১ ॥
কল্পতরুতলে রত্নসিংহাসনোপরি।
সবু সখী-বেষ্টিত কিশোরকিশোরী ॥ ২ ॥
পুরট-জড়িত কত মণি-গজমতি।
ঝমকি' ঝমকি' লভে প্রতি অঙ্গ-জ্যোতি ॥ ৩ ॥
নীল নীরদ লাগি বিদ্যুৎ-মালা।
দুহুঁ অঙ্গ মিলি' শোভা ভুবন উজালা ॥ ৪ ॥
শঙ্খ বাজে ঘণ্টা বাজে বাজে করতাল।
মধুর মৃদঙ্গ বাজে পরম রসাল ॥ ৫ ॥
বিশাখাদি সখীবৃন্দ দুহুঁ গুণ গাওয়ে।
প্রিয়নর্ম্মসখীগণ চামর ঢুলাওয়ে ॥ ৬ ॥

অনঙ্গমঞ্জরী চুয়া চন্দন দেওয়ে।
মালতীর মালা রূপমঞ্জরী লাগাওয়ে ॥ ৭ ॥
পঞ্চ প্রদীপে ধরি' কর্পূর বাতি।
ললিতাসুন্দরী করে যুগল-আরতি ॥ ৮ ॥
দেবী-লক্ষ্মী-শ্রুতিগণ ধরণী লোটাওয়ে।
গোপীজন অধিকার রওয়ত গাওয়ে ॥ ৯ ॥
ভকতিবিনোদ রহি' সুরভিকি কুঞ্জে।
আরতি দরশনে প্রেম-সুখ ভুঞ্জে ॥ ১০ ॥

( ২ )

## গৌর-আরতি

জয় জয় গোরাচাঁদের আরতিকো শোভা।
জাহ্নবী-তটবনে জগমন লোভা ॥ ১ ॥
দক্ষিণে নিতাইচাঁদ বামে গদাধর।
নিকটে অদ্বৈত শ্রীনিবাস ছত্রধর ॥ ২ ॥
বসিয়াছে গোরাচাঁদ রত্নসিংহাসনে।
আরতি করেন ব্রহ্মা-আদি দেবগণে ॥ ৩ ॥

নরহরি-আদি করি চামর ঢুলায়।
সঞ্জয়-মুকুন্দ-বাসুঘোষ আদি গায়॥ ৪॥
শঙ্খ বাজে ঘণ্টা বাজে বাজে করতাল।
মধুর মৃদঙ্গ বাজে পরম রসাল॥ ৫॥
বহু কোটী চন্দ্র জিনি' বদন উজ্জ্বল।
গলদেশে বনমালা করে ঝলমল॥ ৬॥
শিব-শুক-নারদ প্রেমে গদগদ।
ভকতিবিনোদ দেখে গোরার সম্পদ॥ ৭॥

( ৩ )

## যুগল-আরতি

জয় জয় রাধাকৃষ্ণ যুগল মিলন।
আরতি করয়ে ললিতাদি সখীগণ॥ ১॥
মদনমোহন রূপ ত্রিভঙ্গসুন্দর।
পিতাম্বর শিখিপুচ্ছ-চূড়া মনোহর॥ ২॥
ললিতমাধব-বামে বৃষভানু-কন্যা।
নীলবসনা গৌরী রূপে গুণে ধন্যা॥ ৩॥

নানাবিধ অলঙ্কার করে ঝলমল।
হরিমনোবিমোহন বদন উজ্জ্বল ॥ ৪ ॥
বিশাখাদি সখীগণ নানা রাগে গায়।
প্রিয়নর্ম্মসখী যত চামর ঢুলায় ॥ ৫ ॥
শ্রীরাধামাধব-পদ-সরসিজ-আশে।
ভকতিবিনোদ সখীপদে সুখে ভাসে ॥ ৬ ॥

( ৪ )

## ভোগ-আরতি

ভজ ভকতবৎসল শ্রীগৌরহরি।
শ্রীগৌরহরি সোহি গোষ্ঠবিহারী,
নন্দযশোমতী-চিত্তহারী ॥
বেলা হ'লো, দামোদর, আইস এখন।
ভোগ-মন্দিরে বসি' করহ ভোজন ॥
নন্দের নিদেশে বৈসে গিরিবরধারী।
বলদেব-সহ সখা বৈসে সারি সারি ॥

শুক্তা-শাকাদি ভাজি নালিতা কুষ্মাণ্ড।
ডালি ডাল্‌না দুগ্ধতুম্বী দধি মোচাখণ্ড॥
মুদ্গবড়া মাষবড়া রোটিকা ঘৃতান্ন।
শস্কুলী পিষ্টক ক্ষীর পুলি পায়সান্ন॥
কর্পূর অমৃতকেলী রম্ভা ক্ষীরসার।
অমৃত রসালা অম্ল দ্বাদশ প্রকার॥
লুচি চিনি সরপুরী লাড্ডু রসাবলী।
ভোজন করেন কৃষ্ণ হ'য়ে কুতূহলী॥
রাধিকার পক্ক অন্ন বিবিধ ব্যঞ্জন।
পরম আনন্দে কৃষ্ণ করেন ভোজন॥
ছলে বলে লাড্ডু খায় শ্রীমধুমঙ্গল।
বগল বাজায় আর দেয় হরিবোল॥
রাধিকাদি গণে হেরি নয়নের কোণে।
তৃপ্ত হ'য়ে খায় কৃষ্ণ যশোদা-ভবনে॥
ভোজনান্তে পিয়ে কৃষ্ণ সুবাসিত বারি।
সবে মুখ প্রক্ষালয় হ'য়ে সারি সারি॥

হস্ত মুখ প্রক্ষালিয়া যত সখাগণে ।
আনন্দে বিশ্রাম করে বলদেব সনে ॥
তাম্বুল রসাল আনে তাম্বুল মসালা ।
তাহা খেয়ে কৃষ্ণচন্দ্র সুখে নিদ্রা গেলা ॥
বিলাসক শিখি-পুচ্ছ-চামর ঢুলায় ।
অপূর্ব্ব শয্যায় কৃষ্ণ সুখে নিদ্রা যায় ॥
যশোমতী-আজ্ঞা পেয়ে ধনিষ্ঠা আনীত ।
শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ রাধা ভুঞ্জে হ'য়ে প্রীত ॥
ললিতাদি সখীগণ অবশেষ পায় ।
মনে মনে সুখে রাধা-কৃষ্ণগুণ গায় ॥
হরি-লীলা একমাত্র যাহার প্রমোদ ।
ভোগারতি গায় সেই ভকতিবিনোদ ॥

# প্রসাদ-সেবায়

( ১ )

শরীর অবিদ্যা-জাল, জড়েন্দ্রিয় তাহে কাল,
জীবে ফেলে বিষয়-সাগরে।
তার মধ্যে জিহ্বা অতি, লোভময় সুদুর্ম্মতি,
তা'কে জেতা কঠিন সংসারে॥
কৃষ্ণ বড় দয়াময়, করিবারে জিহ্বা জয়,
স্বপ্রসাদ-অন্ন দিল ভাই।
সেই অন্নামৃত খাও, রাধাকৃষ্ণ গুণ গাও
প্রেমে ডাক চৈতন্য নিতাই॥

( ২ )

একদিন শান্তিপুরে, প্রভু অদ্বৈতের ঘরে,
দুই প্রভু ভোজনে বসিল।
শাক করি' আস্বাদন, প্রভু বলে, ভক্তগণ,
এই শাক কৃষ্ণ আস্বাদিল॥

হেন শাক আস্বাদনে  কৃষ্ণপ্রেম আইসে মনে,
সেই প্রেমে কর আস্বাদন।
জড়বুদ্ধি পরিহরি'  প্রসাদ ভোজন করি'
হরি হরি বল সর্ব্বজন ॥

( ৩ )

শচীর অঙ্গনে কভু,  মাধবেন্দ্রপুরী প্রভু,
প্রসাদান্ন করেন ভোজন।
খাইতে খাইতে তাঁর  আইল প্রেম সুদুর্ব্বার,
বলে, শুন সন্ন্যাসীর গণ ॥
মোচাঘণ্ট ফুলবড়ি,  ডালি ডালনা চচ্চড়ি,
শচীমাতা করিল রন্ধন।
তার শুদ্ধা ভক্তি হেরি,  ভোজন করিল হরি,
সুধা-সম এ অন্ন ব্যঞ্জন ॥
যোগে যোগী পায় যাহা,  ভোগে আজ হবে তাহা,
হরি বলি' খাও সবে ভাই।

কৃষ্ণের প্রসাদ-অন্ন, ত্রিজগৎ করে ধন্য,
ত্রিপুরারি নাচে যাহা পাই' ॥

( ৪ )

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ,
গৌরীদাস পণ্ডিতের ঘরে।
লুচি চিনি ক্ষীর সর, মিঠাই পায়স আর,
পিঠাপানা আস্বাদন করে ॥

মহাপ্রভু-ভক্তগণে, পরম-আনন্দ মনে,
আজ্ঞা দিল করিতে ভোজন।
কৃষ্ণের প্রসাদ-অন্ন, ভোজনে হইয়া ধন্য,
কৃষ্ণ বলি' ডাকে সর্ব্বজন ॥

একদিন নীলাচলে, প্রসাদসেবন-কালে,
মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

( ৫ )

বলিলেন ভক্তগণে, খেচরান্ন শুদ্ধমনে,
সেবা করি' হও আজ ধন্য ॥
খেচরান্ন পিঠাপানা, অপূর্ব্ব প্রসাদ নানা,
জগন্নাথ দিল তোমা সবে।
আকণ্ঠ ভোজন করি' বল মুখে হরি হরি,
অবিদ্যা-দুরিত নাহি রবে ॥
জগন্নাথ, প্রসাদান্ন, বিরিঞ্চি শম্ভুর মান্য,
খাইলে প্রেম হইবে উদয়।
এমন দুর্ল্লভ ধন পাইয়াছ সর্ব্বজন,
জয় জয় জগন্নাথ জয় ॥

( ৬ )

রামকৃষ্ণ গোচারণে, যাইবেন দূর বনে,
এত চিন্তি যশোদা রোহিণী ॥
ক্ষীর সর ছানা ননী, দুজনে খাওয়ান আনি,
বাৎসল্যে আনন্দ মনে গণি' ॥

বয়স্য রাখালগণে, খায় রামকৃষ্ণ-সনে,
নাচে গায় আনন্দ অন্তরে।
কৃষ্ণের প্রসাদ খায়, উদর ভরিয়া যায়,
আর দেও আর দেও করে॥

---

# শ্রীনগর-কীর্ত্তন

(১)

নদীয়া গোদ্রুমে নিত্যানন্দ মহাজন।
পাতিয়াছে নামহট্ট জীবের কারণ॥
শ্রদ্ধাবান্ জন হে, শ্রদ্ধাবান্ জন হে,
প্রভুর কৃপায় ভাই, মাগি এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥
অপরাধশূন্য হ'য়ে লহ কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ ধন প্রাণ॥

কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি' অনাচার।
জীবে দয়া কৃষ্ণনাম সর্ব্বধর্ম্ম-সার॥

( ২ )

গায় গোরা মধুর স্বরে।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
গৃহে থাক বনে থাক, সদা হরি বলে ডাক,
সুখে দুঃখে ভুল না'ক,
বদনে হরিনাম কররে।
মায়াজালে বদ্ধ হ'য়ে, আছ মিছে কাজ ল'য়ে,
এখনও চেতন পেয়ে,
রাধামাধব নাম বলরে॥
জীবন হইল শেষ, না ভজিলে হৃষীকেশ,
ভক্তিবিনোদোপদেশ,
একবারে নামরসে মাতরে।

( ৩ )

একবার ভাব মনে,
আশা-বশে ভ্রমি' হেথা, পাবে কি সুখ জীবনে।
কে তুমি কোথায় ছিলে, কি করিতে হেথা এলে,
কিবা কাজ ক'রে গেলে, যাবে কোথা শরীর-পতনে॥
কেন সুখ দুঃখ ভয়, অহংতা মমতাময়,
তুচ্ছ জয়-পরাজয়, ক্রোধ হিংসা দ্বেষ অন্যজনে।
ভকতিবিনোদ কয়, করি' গোরা-পদাশ্রয়,
চিদানন্দ রসময়, হও রাধাকৃষ্ণ-নাম গানে॥

( ৪ )

রাধাকৃষ্ণ বল্ বল্ বল্‌রে সবাই।
( এই ) শিক্ষা দিয়া, সব নদীয়া,
ফিরেছ নেচে গৌর নিতাই॥

( মিছে ) মায়ার বশে,  যাচ্ছ ভেসে,
খাচ্ছ হাবুডুবু ভাই।
( জীব ) কৃষ্ণদাস,  এ বিশ্বাস,
কর্‌লে ত আর দুঃখ নাই॥
( কৃষ্ণ ) বল্‌বে যবে,  পুলক হ'বে,
ঝর্‌বে আঁখি বলি' তাই।
( রাধা ) কৃষ্ণ বল,  সঙ্গে চল,
এই মাত্র ভিক্ষা চাই॥
( যায় ) সকল বিপদ্,  ভক্তিবিনোদ,
বলেন, যখন ওনাম গাই॥

( ৫ )

গায় গোরাচাঁদ জীবের তরে
হরে কৃষ্ণ হরে। ধ্রু
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে কৃষ্ণ হরে।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে
হরে কৃষ্ণ হরে ॥
একবার বল রসনা উচ্চৈঃস্বরে ।
( বল ) নন্দের নন্দন, যশোদাজীবন,
শ্রীরাধারমণ, প্রেম-ভরে ॥
( বল ) শ্রীমধুসূদন, গোপী-প্রাণধন,
মুরলীবদন, নৃত্য ক'রে ।
( বল ) অঘ-নিসূদন, পূতনা-ঘাতন,
ব্রহ্ম-বিমোহন, উর্দ্ধ করে ॥

( ৬ )

অঙ্গ উপাঙ্গ-অস্ত্র-পার্ষদ-সঙ্গে ।
নাচই ভাব-মূরতি গোরারঙ্গে ॥
গাওত কলিযুগপাবন নাম ।
ভ্রমই শচীসুত নওদীয়া ধাম ॥
হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥

( ৭ )

হরে কৃষ্ণ হরে। ধ্রু

নিতাই কি নাম এনেছে রে।

( নিতাই ) নাম এনেছে নামের হাটে,

শ্রদ্ধামূল্যে নাম দিতেছে রে ॥

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে রে।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে রে ॥

( নিতাই ) জীবের দশা, মলিন দেখে ;

নাম এনেছে ব্রজ থেকে রে।

এ নাম শিব জপে পঞ্চমুখে রে ( মধুর

এই হরিনাম )

এ নাম ব্রহ্মা জপে চতুর্মুখে রে ( মধুর

এই হরিনাম )

এ নাম নারদ জপে বীণাযন্ত্রে রে ( মধুর

এই হরিনাম )

এ নামাভাসে অজামিল বৈকুণ্ঠে গেল রে।
এ নাম বল্‌তে বল্‌তে ব্রজে চল রে ॥
( ভক্তিবিনোদ বলে )

( ৮ )

হরি ব'লে মোদের গৌর এলো। ধ্রু
এলরে গৌরাঙ্গচাঁদ প্রেমে এলো-থেলো।
নিতাই অদ্বৈত-সঙ্গে গোদ্রুমে পশিল ॥
সঙ্কীর্ত্তন-রসে মেতে নাম বিলাইল।
নামের হাটে এসে প্রেমে জগৎ ভাসাইল ॥
গোদ্রুমবাসীর আজ দুঃখ দূরে গেল।
ভক্তবৃন্দ সঙ্গে আসি' হাট জাগাইল ॥
নদীয়া ভ্রমিতে গোরা এল নামের হাটে।
গৌর এল হাটে সঙ্গে নিতাই এল হাটে ॥
নাচে মাতোয়ারা নিতাই গোদ্রুমের মাঠে।
জগৎ মাতায় নিতাই প্রেমের মালসাটে ॥
( তোরা দেখে যারে )

অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ নাচে ঘাটে ঘাটে।
পলায় দুরন্ত কলি পড়িয়া বিভ্রাটে ॥
কি সুখে ভাসিল জীব গোরাচাঁদের হাটে।
দেখিয়া শুনিয়া পাষণ্ডীর বুক ফাটে ॥

---

# শ্রীনাম-কীর্ত্তন

## ( ১ )

যশোমতী-নন্দন, ব্রজবর নাগর,
গোকুল-রঞ্জন কান।
গোপী-পরাণ-ধন, মদন-মনোহর,
কালীয়দমন বিধান ॥
অমল হরিনাম অমিয় বিলাসা।
বিপিন-পুর-দর, নবীন নাগরবর,
বংশীবদন সুবাসা ॥

ব্রজ-জন-পালন, অসুরকুল-নাশন,
নন্দ-গোধন-রাখওয়ালা।
গোবিন্দ মাধব, নবনীত-তস্কর,
সুন্দর নন্দগোপাল॥
যমুনাতটচর, গোপী-বসনহর,
রাস-রসিক কৃপাময়।
শ্রীরাধাবল্লভ, বৃন্দাবন-নটবর,
ভকতিবিনোদ-আশ্রয়॥

( ২ )

দয়াল নিতাই চৈতন্য ব'লে
নাচ্‌রে আমার মন।
নাচ্‌রে আমার মন, নাচ্‌রে আমার মন॥
( এমন দয়াল তো নাই হে,
মার খেয়ে প্রেম দেয় )
( ওয়ে ) অপরাধ দূরে যাবে পাবে প্রেমধন।
( ও নামে অপরাধ বিচার তো নাই হে )

( তখন ) কৃষ্ণনামে রুচি হ'বে ঘুচিবে বন্ধন।
( কৃষ্ণনামে অনুরাগ তো হ'বে হে )
( তখন ) অনায়াসে সফল হ'বে জীবের জীবন ॥
( কৃষ্ণরতি-বিনা জীবন তো মিছে হে )
( শেষে ) বৃন্দাবনে রাধাশ্যামে পাবে দরশন ॥
( গৌর-কৃপা হ'লে হে )

( ৩ )

হরি বল, হরি বল, হরি বল ভাইরে।
হরিনাম আনিয়াছে গৌরাঙ্গ নিতাইরে॥
( মোদের দুঃখ দেখেরে )
হরিনাম বিনা জীবের অন্য ধন নাইরে।
হরিনামে শুদ্ধ হ'লো জগাই-মাধাইরে।
( বড় পাপী ছিল রে )
মিছে মায়বদ্ধ হ'য়ে জীবন কাটাইরে।
( আমি আমার ব'লেরে )

আশাবশে ঘুরে ঘুরে আর কোথা যাইরে।
( আশার শেষ নাইরে )
হরি ব'লে দেও ভাই আশার মুখে ছাইরে।
( নিরাশ ত সুখরে )
ভোগ-মোক্ষবাঞ্ছা ছাড়ি' হরিনাম গাইরে।
( শুদ্ধসত্ত্ব হ'য়েরে )
না চেয়েও নামের গুণে ও সব ফল পাইরে।
( তুচ্ছ ফলে প্রয়াস ছেড়েরে )
বিনোদ বলে যাই ল'য়ে নামের বালাইরে॥
( নামের বালাই ছেড়েরে )

( ৪ )

বোল হরি বোল ( ৩ বার )
মনের আনন্দে ভাই বোল হরি বোল॥
বোল হরি বোল ( ৩ বার )
জনমে জনমে সুখে বোল হরি বোল।
বোল হরি বোল ( ৩ বার )

মানব-জন্ম পেয়ে ভাই বোল হরি বোল।
বোল হরি বোল ( ৩ বার )
সুখে থাক, দুঃখে থাক, বোল হরি বোল ॥
বোল হরি বোল ( ৩ বার )
সম্পদে বিপদে ভাই, বোল হরি বোল
বোল হরি বোল ( ৩ বার )
কৃষ্ণের সংসারে থাকি' বোল হরি বোল ॥
বোল হরি বোল ( ৩ বার )
অসৎসঙ্গ ছাড়ি' ভাই, বোল হরি বোল ॥
বোল হরি বোল ( ৩ বার )
বৈষ্ণবচরণে পড়ি', বোল হরি বল।
বোল হরি বোল ( ৩ বার )
গৌর-নিত্যানন্দ বোল ( ৩ বার )
গৌর-গদাধর বোল ( ৩ বার )
গৌর-অদ্বৈত বোল ( ৩ বার )

( ৫ )

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥
রাধাগোবিন্দবল ( ৪ বার )
গোবিন্দ গোবিন্দ গোবিন্দ বল।
রাধাগোবিন্দ বল ( ৪ বার )
গুরুকৃপা-জলে নাশি' বিষয়-অনল।
রাধাগোবিন্দ বল ( ৪ বার )
কৃষ্ণেতে অর্পিয়া দেহ-গেহাদি সকল।
রাধাগোবিন্দ বল ( ৪ বার )
অনন্যভাবেতে চিত্ত করিয়া সরল।
রাধাগোবিন্দ বল ( ৪ বার )
রূপানুগ বৈষ্ণবের পিয়া পদজল।
রাধাগোবিন্দ বল ( ৪ বার )

দশ অপরাধ ত্যজি' ভুক্তি-মুক্তি-ফল।
রাধাগোবিন্দ বল ( ৪ বার )
সখীর চরণরেণু করিয়া সম্বল।
রাধাগোবিন্দ বল ( ৪ বার )
স্বরূপেতে ব্রজবাসে হইয়া শীতল।
রাধাগোবিন্দ বল ( ৪ বার )

---

# শ্রেয়োনির্ণয়

( ১ )

কৃষ্ণভক্তি বিনা কভু নাহি ফলোদয়।
মিছে সব ধর্ম্মাধর্ম্ম জীবের উপাধিময়।
যোগ-জাগ-তপোধ্যান, সন্ন্যাসাদি ব্রহ্মজ্ঞান,
নানাকাণ্ড-রূপে জীবের বন্ধন-কারণ হয় ॥ ১ ॥
বিনোদের বাক্য-ধর, নানাকাণ্ড ত্যাগ কর,
নিরুপাধি কৃষ্ণপ্রেমে হৃদয়ে দেহ আশ্রয় ॥ ২ ॥

( ২ )

আর কেন মায়াজালে পড়িতেছ, জীব-মীন।
নাহি জান বদ্ধ হ'য়ে রবে তুমি চিরদিন ॥
অতি তুচ্ছ ভোগ-আশে, বন্দী হ'য়ে মায়া-পাশে,
রহিলে বিকৃতভাবে দণ্ড্য যথা পরাধীন ॥ ১ ॥
এখন ভকতিবলে, কৃষ্ণপ্রেমসিন্ধু-জলে,
ক্রীড়া করি' অনায়াসে থাক তুমি কৃষ্ণাধীন ॥

( ৩ )

পীরিতি সচ্চিদানন্দে রূপবতী নারী।
দয়াধর্ম্ম আদি গুণ অলঙ্কার সব তাহারি ॥
জ্ঞান তার পট্টসাটি, যোগ-গন্ধ-পরিপাটি,
এসবে শোভিতা সতী করে কৃষ্ণ মনচুরী ॥ ১ ॥
রূপ বিনা অলঙ্কারে, কিবা শোভা এ সংসারে।
পীরিতি-বিহীন গুণে, কৃষ্ণে না তুষিতে পারি ॥ ২ ॥
বানরীর অলঙ্কার, শোভা নাহি হয় তা'র,
কৃষ্ণপ্রেম বিনা তথা গুণে না আদর করি ॥ ৩ ॥

( ৪ )

নিরাকার নিরাকার করিরা চিৎকার।
কেন সাধকের শান্তি ভাঙ্গ ভাই বার বার ॥
তুমি যা' বুঝেছ ভাল, তাই ল'য়ে কাট কাল,
ভক্তি বিনা ফলোদয় তর্কে নাহি জান সার ॥ ১ ॥
সামান্য তর্কের বলে, ভক্তি নাহি আস্বাদিলে,
জনম হইল বৃথা, না করিলে সুবিচার ॥ ২ ॥
রূপাশ্রয়ে কৃষ্ণে ভজি, যদি হরিপ্রেমে মজি,
তা' হ'লে অলভ্য ভাই, কি রহিবে বল আর ॥ ৩ ॥

( ৫ )

কেন আর কর দ্বেষ, বিদেশী জন-ভজনে।
ভজনের লিঙ্গ নানা নানাদেশে নানাজনে ॥
কেহ মুক্ত কচ্ছে ভজে, কেহ হাঁটু গাড়ি' পূজে,
কেহ বা নয়ন মুদি' থাকে ব্রহ্ম-আরাধনে ॥ ১ ॥
কেহ যোগাসনে পূজে, কেহ সংকীর্ত্তনে মজে,
সকলেই ভজিছে সেই একমাত্র কৃষ্ণধনে ॥ ২ ॥

অতএব ভ্রাতৃভাবে, থাক সবে সুসদ্ভাবে,
হরিভক্তি সাধ সদা, এ জীবনে বা মরণে ॥ ৩ ॥

( ৬ )

ভজ রে ভজ রে আমার মন অতি মন্দ।
( ভজন বিনা গতি নাইরে )।
( ভজ ) ব্রজবনে রাধাকৃষ্ণচরণারবিন্দ ॥
( জ্ঞান-কর্ম্ম পরিহরি রে )
( ভজ ) গৌর-গদাধরাদ্বৈত গুরু নিত্যানন্দ।
( গৌরকৃষ্ণে অভেদ জেনে রে )
( গুরু কৃষ্ণপ্রিয় জেনেরে )
( স্মর ) শ্রীনিবাস, হরিদাস, মুরারি, মুকুন্দ ॥
( গৌরপ্রেমে স্মর, স্মররে )
( স্মর ) রূপ-সনাতন জীব-রঘুনাথদ্বন্দ্ব।
( যদি ভজন করবে রে )
( স্মর ) রাঘব-গোপালভট্টস্বরূপ-রামানন্দ ॥
( কৃষ্ণপ্রেম যদি চাওরে )

( স্মর ) গোষ্ঠীসহ কর্ণপূর, সেন শিবানন্দ।
( অজস্র স্মর, স্মররে )
( স্মর ) রূপানুগ সাধুজন ভজন-আনন্দ ॥
( ব্রজে বাস যদি চাওরে )

( ৭ )

ভাবনা ভাবনা মন তুমি অতি দুষ্ট।
( বিষয় বিষে আছ হে )
কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদাদি-আবিষ্ট ॥
( রিপুর বশে আছ হে )
অসদ্বার্ত্তা ভুক্তি-মুক্তি-পিপাসা-আকৃষ্ট।
( অসৎকথা ভাল লাগে হে )
প্রতিষ্ঠাশা-কুটীনাটী-শঠতাদি-পিষ্ট ॥
( সরল ত হ'লে না হে )
ঘিরিছে তোমারে ভাই, এ সব অরিষ্ট ॥
( এ সব ত শত্রু হে )

এ সব না ছেড়ে কিসে পাবে রাধাকৃষ্ণ ॥
( যতনে ছাড়, ছাড় হে )
সাধুসঙ্গ বিনা আর কোথা তব ইষ্ট ?
( সাধুসঙ্গ কর হে )
বৈষ্ণব চরণে মজ, ঘুচিবে অনিষ্ট ॥
( একবার ভেবে দেখ হে )

---

# শ্রীনামাষ্টক

( ১ )

( ললিত—একতালা ও দশকুশী )

শ্রীরূপ-বদনে, শ্রীশচীকুমার
স্বনাম-মহিমা করল প্রচার।
যো নাম সো হরি, কিছু নাহি ভেদ,
সে নাম সত্যমিতি গায়তি বেদ ॥

সবু উপনিষদ, রত্নমালা দ্যুতি,
ঝকমকি'-চরণ-সমীপে।
মঙ্গল-আরতি, করই অনুক্ষণ,
দ্বিগুণিত-পঞ্চ-প্রদীপে॥
চৌদ্দ ভুবন মাহ, দেব-নর-দানব,
ভাগ যাকর বলবান্।
নামরস-পীযুষ, পিয়ই অনুক্ষণ,
ছোড়ত করম গেয়ান॥
নিত্যমুক্ত পুনঃ, নাম উপাসনা,
সতত করই সামগানে।
গোলোকে বৈঠত, গাওয়ে নিরন্তর,
নাম-বিরহ নাহি জানে॥
সবুরস-আকর, 'হরি' ইতি দ্ব্যক্ষর,
সবুভাবে করল আশ্রয়।
নাম-চরণে প'ড়ে ভক্তিবিনোদ কহে,
তুয়া পদে মাগহু নিলয়॥

( ২ )

জয় জয় হরিনাম, চিদানন্দামৃতধাম,
পরতত্ত্ব অক্ষর-আকার।
নিজজনে কৃপা করি' নামরূপে অবতরি'
জীবে দয়া করিলে অপার ॥
জয় হরি কৃষ্ণনাম, জগজ্জন-সুবিশ্রাম,
সর্ব্বজন-মানস-রঞ্জন।
মুনিবৃন্দ নিরন্তর, যে নামের সমাদর,
করি' গায় ভরিয়া বদন ॥
ওহে কৃষ্ণনামাক্ষর, তুমি সর্ব্বশক্তিধর,
জীবের কল্যাণ-বিতরণে।
তোমা বিনা ভবসিন্ধু, উদ্ধারিতে নাহি বন্ধু,
আসিয়াছ জীব-উদ্ধারণে ॥
আছে তাপ জীবে যত, তুমি সব কর হত,
হেলায় তোমায়ে একবার।

ডাকে যদি কোনজন, হ'য়ে দীন অকিঞ্চন,
নাহি দেখি' অন্ত প্রতিকার ॥
তব স্বল্প স্ফূর্ত্তি পায়, উগ্রতাপ দূরে যায়,
লিঙ্গ-ভঙ্গ হয় অনায়াসে।
ভকতি বিনোদ কয়, জয় হরিনাম জয়,
প'ড়ে থাকি তুয়া পদ আশে ॥

( ৩ )

বিভাষ—একতালা

বিশ্বে উদিত, নাম-তপন,
অবিদ্যা-বিনাশ লাগি'।
ছোড়ত সব, মায়া-বিভব,
সাধু তাহে অনুরাগী ॥
হরিনাম-প্রভাকর, অবিদ্যা-তিমির-হরি,
তোমার মহিমা কেবা জানে।
কে হেন পণ্ডিত জন, তোমার মাহাত্ম্যগণ,
উচ্চৈঃস্বরে সকল বাখানে ॥

তোমার আভাস পহিলহি ভায়।
এ ভব-তিমির কবলিত প্রায়॥
অচিরে তিমির নাশিয়া প্রজ্ঞান।
তত্ত্বাঞ্জনয়নে করেন বিধান॥
সেইত প্রজ্ঞান বিশুদ্ধা ভকতি।
উপজায় হরিবিষয়িণী মতি॥
এ অদ্ভুত লীলা সতত তোমার।
ভকতিবিনোদ জানিয়াছে সার॥

( ৪ )

জ্ঞানী জ্ঞান-যোগে, করিয়া যতনে,
ব্রহ্মের সাক্ষাৎ করে।
ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার, অপ্রারব্ধ কর্ম্ম,
সম্পূর্ণ জ্ঞানেতে হরে॥
তবুত প্রারব্ধ, নাহি হয় ক্ষয়,
ফলভোগ বিনা কভু।

ব্রহ্মভূত জীব, ফলভোগ লাগি',
জনম-মরণ লভু ॥

কিন্তু ওহে নাম, তব স্ফূর্ত্তি হ'লে,
একান্তী জনের আর।
প্রারব্ধাপ্রারব্ধ, কিছু নাহি থাকে,
বেদে গায় বার বার ॥

তোমার উদয়ে, জীবের হৃদয়,
সম্পূর্ণ শোধিত হয়।
কর্ম্মজ্ঞান-বন্ধ, সব দূরে যায়,
অনায়াসে ভব-ক্ষয় ॥

ভক্তিবিনোদ, বাহু তুলে কয়,
নামের নিশান ধর।
নামডঙ্কা-ধ্বনি, করিয়া যাইবে,
ভেটিবে মুরলীধর ॥

( ৫ )

ললিত বিভাষ—একতালা

হরিনাম তুয়া অনেক স্বরূপ।

যশোদা-নন্দন, আনন্দ-বর্দ্ধন,

নন্দতনয় রসকূপ ॥

পুতনা-ঘাতন, তৃণাবর্ত্ত-হন,

শকট-ভঞ্জন গোপাল।

মুরলী-বদন, অঘ-বক-মর্দ্দন,

গোবর্দ্ধনধারী রাখাল ॥

কেশী-মর্দ্দন, ব্রহ্ম-বিমোহন,

সুরপতি-দর্প-বিনাশী।

অরিষ্ট-পাতন, গোপী-বিমোহন,

যামুনপুলিন-বিলাসী ॥

রাধিকা-রঞ্জন, রাস-রসায়ন,

রাধাকুণ্ড-কুঞ্জ-বিহারী।

রাম, কৃষ্ণ, হরি, মাধব, নরহরি,
মৎস্যাদি-গণে অবতারী ॥
গোবিন্দ, বামন, শ্রীমধুসূদন,
যাদবচন্দ্র, বনমালী।
কালীয়-শাতন, গোকুল-রঞ্জন,
রাধাভজন-সুখশালী ॥
ইত্যাদিক নাম, স্বরূপে প্রকাম,
বাড়ুক মোর রতি রাগে।
রূপস্বরূপ-পদ, জানি' নিজ সম্পদ,
ভক্তিবিনোদ ধরি' মাগে ॥

[ ৬ ]

বিভাষ—ঝাঁপি লোফা

বাচ্য, বাচক, এই দুই স্বরূপ তোমার।
বাচ্য—তব শ্রীবিগ্রহ চিদানন্দাকার ॥

বাচক-স্বরূপ তব শ্রীকৃষ্ণাদি নাম।
বর্ণরূপী সর্ব্বজীব-আনন্দ বিশ্রাম ॥
এই দুই স্বরূপে তব অনন্ত প্রকাশ।
দয়া করি' দেয় জীবে তোমার বিলাস ॥
কিন্তু জানিয়াছি নাথ বাচক-স্বরূপ।
বাচ্যাপেক্ষা দয়াময় এই অপরূপ ॥
নাম নামী ভেদ নাই বেদের বচন।
তবু নাম—নামী হ'তে অধিক করুণ ॥
কৃষ্ণ-অপরাধে যদি নামে শ্রদ্ধা করি'।
প্রাণ ভরি' ডাকে নাম 'রাম, কৃষ্ণ, হরি' ॥
অপরাধ দূরে যায় আনন্দ-সাগরে।
ভাসে সেই অনায়াসে রসের পাথারে ॥
বিগ্রহ-স্বরূপ বাচ্যে অপরাধ করি'।
শুদ্ধনামাশ্রয়ে সেই অপরাধে তরি ॥
ভকতিবিনোদ মাগে শ্রীরূপ-চরণে।
বাচক-স্বরূপ নামে রতি অনুক্ষণে ॥

( ৭ )

ললিত ঝিঁঝিট—একতালা

ওহে হরিনাম, তব মহিমা অপার।
তব পদে নতি আমি করি বারবার ॥
গোকুলের মহোৎসব আনন্দ-সাগর।
তোমার চরণে পড়ি হইয়া কাতর ॥
তুমি কৃষ্ণ-পূর্ণবপু রসের নিদান।
তব পদে পড়ি' তব গুণ করি গান ॥
যে করে তোমার পদে একান্ত আশ্রয়।
তার আর্ত্তিরাশি নাশ করহ নিশ্চয় ॥
সর্ব্ব অপরাধ তুমি নাশ কর তার।
নাম-অপরাধাবধি নাশহ তাহার ॥
সর্ব্বদোষ ধৌত করি' তাহার হৃদয়-
সিংহাসনে বৈস তুমি পরম আশ্রয় ॥
অতিরম্য চিদ্‌ঘন-আনন্দ-মূর্ত্তিমান।
'রসো বৈ সঃ' বলি' বেদ করে তুয়া গান ॥

ভক্তিবিনোদ রূপগোস্বামি-চরণে।
মাগয়ে সর্ব্বদা নাম-স্ফূর্ত্তি সর্ব্বক্ষণে॥

( ৮ )

মঙ্গল বিভাষ—একতালা

নারদমুনি, বাজায় বীণা,
রাধিকারমণ-নামে।
নাম অমনি, উদিত হয়,
ভকত-গীতসামে।
অমিয়া-ধারা, বরিষে ঘন,
শ্রবণ-যুগলে গিয়া।
ভকত-জন, সঘনে নাচে,
ভরিয়া আপন হিয়া॥
মাধুরী-পূর, আসব পশিয়া
মাতায় জগত-জনে।
কেহ বা কাঁদে, কেহ বা নাচে,
কেহ মাতে মনে মনে॥

পঞ্চবদন, নারদে ধরি',
প্রেমের সঘন রোল।
কমলাসন, নাচিয়া বলে,
'বোল বোল, হরি বোল॥'
সহস্রানন, পরম সুখে,
'হরি হরি' বলি' গায়।
নাম-প্রভাবে, মাতিল বিশ্ব,
নাম-রস সবে পায়॥
শ্রীকৃষ্ণনাম, রসনে স্ফুরি'
পুরা'ল আমার আশ।
শ্রীরূপ-পদে, যাচ'য়ে ইহা
ভকতিবিনোদ-দাস॥

---

# শ্রীরাধাষ্টক

( ১ )

রাধিকাচরণ-পদ্ম, সকল শ্রেয়ের সদ্ম,
যতনে যে নাহি আরাধিল।
রাধাপদ্মাঙ্কিত ধাম, বৃন্দাবন যার নাম,
তাহা যে না আশ্রয় করিল ॥ ১ ॥
রাধিকাভাব-গম্ভীর, চিত্ত যেবা মহাধীর-
গণ-সঙ্গ না কৈল জীবনে।
কেমনে সে শ্যামানন্দ, রসসিন্ধু-স্নানানন্দ,
লভিবে বুঝহ একমনে ॥ ২ ॥
রাধিকা উজ্জ্বলরসের আচার্য্য।
রাধামাধব-শুদ্ধপ্রেম বিচার্য্য ॥ ৩ ॥
যে ধরিল রাধাপদ পরম যতনে।
সে পাইল কৃষ্ণপদ অমূল্য রতনে ॥ ৪ ॥
রাধাপদ বিনা কভু কৃষ্ণ নাহি মিলে।
রাধার দাসীর কৃষ্ণ সর্ব্ববেদে বলে ॥ ৫ ॥

ছোড়ত ধনজন, কলত্র-সুতমিত,
ছোড়ত করম গেয়ান।
রাধা-পদপঙ্কজ, মধুরত সেবন,
ভকতিবিনোদ পরমাণ ॥ ৬ ॥

( ২ )

বিরজার পারে শুদ্ধপরব্যোম-ধাম।
তদুপরি শ্রীগোকুল বৃন্দারণ্য নাম ॥ ১ ॥
বৃন্দাবন চিন্তামণি, চিদানন্দ-রত্নখনি,
চিন্ময় অপূর্ব্ব-দরশন।
তহিঁ মাঝে চমৎকার, কৃষ্ণ বনস্পতিসার,
নীলমণি তমাল যেমন ॥ ২ ॥
তাহে এক স্বর্ণময়ী, লতা সর্ব্বধাম-জয়ী
উঠিয়াছে পরম পাবনী।
হ্লাদিনীশক্তির সার, 'মহাভাব' নাম যার,
ত্রিভুবনমোহন-মোহিনী ॥ ৩ ॥

রাধানামে পরিচিত, তুষিয়া গোবিন্দ-চিত
বিরাজয়ে পরম আনন্দে।
সেই লতা-পত্রফুল, ললিতাদি সখীকুল,
সবে মিলি' বৃক্ষে দৃঢ় বান্ধে ॥ ৪ ॥
লতার পরশে প্রফুল্ল তমাল।
লতা ছাড়ি' নাহি রহে কোন কাল ॥ ৫ ॥
তমাল ছাড়িয়া লতা নাহি বাঁচে।
সে লতা-মিলন সদাকাল যাচে ॥ ৬ ॥
ভকতিবিনোদ মিলন দোঁহার।
না চাহে কখন বিনা কিছু আর ॥ ৭ ॥

( ৩ )

রমণী-শিরোমণি, বৃষভানু-নন্দিনী,
নীলবসন-পরিধানা।
ছিন্ন-পুরট-জিনি' বর্ণ-বিকাশিনী,
বদ্ধকবরী হরিপ্রাণা ॥ ১ ॥

আভরণ মণ্ডিতা, হরিরস-পণ্ডিতা
তিলকসুশোভিতা-ভালা।
কঞ্চুলিকাচ্ছাদিতা, স্তনমণি-মণ্ডিতা,
কজ্জলনয়নী রসালা ॥ ২ ॥

সকল ত্যজিয়া সে রাধা-চরণে।
দাসী হ'য়ে ভজ পরম যতনে ॥ ৩ ॥
সৌন্দর্য্যকিরণ দেখিয়া যাঁহার।
রতি-গৌরী-লীলা-গর্ব্ব পরিহরি ॥ ৪ ॥
শচী-লক্ষ্মী-সত্যা সৌভাগ্য-বলনে।
পরাজিত হয় যাঁহার চরণে ॥ ৫ ॥
কৃষ্ণবশীকারে চন্দ্রাবলী আদি।
পরাজয় মানে হইয়া বিবাদী ॥ ৬ ॥
হরিদয়িত-রাধা-চরণপ্রয়াসী।
ভকতিবিনোদ শ্রীগোদ্রুমবাসী ॥ ৭ ॥

( ৪ )

রসিক নাগরী- গণ-শিরোমণি,
কৃষ্ণপ্রেমে সরহংসী।
বৃষভানুরাজ, শুদ্ধ কল্পবল্লী,
সর্ব্বলক্ষ্মীগণ-অংশী ॥ ১ ॥

রক্ত পট্টবস্ত্র, নিতম্ব-উপরি,
ক্ষুদ্র ঘণ্টি দুলে তায়।
কুচযুগোপরি, দুলি' মুক্তা-মালা,
চিত্তহারী শোভা পায় ॥ ২ ॥

সরসিজবর- কর্ণিকা-সমান,
অতিশয় কান্তিমতী।
কৈশোর অমৃত, তারুণ্য-কর্পূর,
মিশ্রস্মিতাধরা সতী ॥ ৩ ॥

বনান্তে আগত, ব্রজপতি-সুত,
পরম চঞ্চল বরে।
হেরি' শঙ্কাকুল, নয়ন-ভঙ্গিতে,
আদরেতে স্তব করে ॥ ৪ ॥
ব্রজের মহিলা- গণের পরাণ,
যশোমতী-প্রিয়পাত্রী।
ললিত ললিতা- স্নেহেতে প্রফুল্ল-
শরীরা ললিতগাত্রী ॥ ৫ ॥
বিশাখার সনে, বনফুল তুলি'
গাঁথে বৈজয়ন্তী মালা।
সকল-শ্রেয়সী, কৃষ্ণবৃক্ষ-স্থিতা,
পরম প্রেয়সী বালা ॥ ৬ ॥
স্নিগ্ধ বেণুরবে, দ্রুতগতি যাই',
কুঞ্জে পে'য়ে নটবরে।
হসিত-নয়নী, নম্রমুখী সতী,
কর্ণ কণ্ডুয়ন করে ॥ ৭ ॥

স্পর্শিয়া কমল, বায়ু সুশীতল
করে যবে কুণ্ডনীর।
নিদাঘে তথায়, নিজগণ সহ,
তুষয় গোকুল-বীর ॥ ৮ ॥
ভক্তিবিনোদ, রূপ-রঘুনাথে,
কহয়ে চরণ ধরি'।
হেন রাধাদাস্য, সুধীর সম্পদ্,
কবে দিবে কৃপা করি' ॥ ৯ ॥

( ৫ )

মহাভাব-চিন্তামণি, উদ্ভাবিত তনুখানি,
সখীপতি-সজ্জ প্রভাবতী।
কারুণ্য-তারুণ্য আর, লাবণ্য-অমৃতধার,
তাহে স্নাতা লক্ষ্মীজয়ী সতী ॥ ১ ॥
লজ্জা পট্টবস্ত্র যার, সৌন্দর্য্য কুঙ্কুম-সার,
কস্তুরী-চিত্রিত কলেবর।
কম্পাশ্রু-পুলক-রঙ্গ, স্তম্ভ-স্বেদ-স্বরভঙ্গ,
জাড্যোন্মাদ নবরত্নধর ॥ ২ ॥

পঞ্চবিংশতিক গুণ,  ফুলমালা সুশোভন,
ধীরাধীরা-ভাব-পট্টবাসা।
পিহিত-মানধম্মিল্লা,  সৌভাগ্য-তিলকোজ্জ্বলা
কৃষ্ণনামযশঃকর্ণোল্লাসা ॥ ৩ ॥
রাগতাম্বূলিত ওষ্ঠ,  কৌটিল্য-কজ্জল-স্পষ্ট
স্মিতকর্পূরিত নর্ম্মশীলা।
কীর্ত্তিযশ-অন্তঃপুরে,  গর্ব্ব-খট্টোপরি স্ফুরে,
তুলিত প্রেমবৈচিত্ত্যমালা ॥ ৪ ॥
প্রণয়রোষ-কঞ্চুলী,  পিহিত-স্তনযুগ্মকা,
চন্দ্রাজয়ী কচ্ছপী রবিণী।
সখীদ্বয়স্কন্ধে লীলা-  করাম্বুজার্পণশীলা,
শ্যামা শ্যামামৃত-বিতরণী ॥ ৫ ॥
এ হেন রাধিকা-পদ,  তোমাদের সুসম্পদ,
দন্তে তৃণ যাচে তব পায়।
এ ভক্তিবিনোদ দীন,  রাধা-দাস্যামৃত-কণ,
রূপ রঘুনাথ!  দেহ তায় ॥ ৬ ॥

( ৬ )

বরজ-বিপিনে যমুনা-কূলে।
মঞ্জু মনোহর শোভিত ফুলে ॥ ১ ॥
বনস্পতি লতা তুষয়ে আঁখি।
তদুপরি কত ডাকয়ে পাখী ॥ ২ ॥
মলয় অনিল বহয়ে ধীরে।
অলিকুল মধু- লোভেতে ফিরে ॥ ৩ ॥
বাসন্তীর রাকা উড়ুপ তদা
কৌমুদী বিতরে আদরে সদা ॥ ৪ ॥
এমত সময়ে রসিকবর
আরম্ভিল রাস মুরলীধর ॥ ৫ ॥
শতকোটী গোপী- মাঝেতে হরি।
রাধা-সহ নাচে আনন্দ করি' ॥ ৬ ॥
মাধব-মোহিনী গাইয়া গীত।
হরিল সকল জগত-চিত ॥ ৭ ॥

স্থাবর-জঙ্গম মোহিলা সতী।
হারাওল চন্দ্রা- বলীর মতি ॥ ৮ ॥
মথিয়া বরজ- কিশোর-মন।
অন্তরিত হয় রাধা তখন ॥ ৯ ॥
ভকতিবিনোদ পরমাদ গণে।
রাস ভাঙ্গল ( আজি ) রাধা বিহনে ॥ ১০ ॥

( ৭ )

শতকোটি গোপী মাধব-মন।
রাখিতে নারিল করি' যতন ॥ ১১ ॥
বেণুগীতে ডাকে রাধিকা-নাম।
'এস এস রাধে! ডাকয়ে শ্যাম ॥ ১২
ভাঙ্গিয়া শ্রীরাস- মণ্ডল তবে।
রাধা-অন্বেষণে চলয়ে যবে ॥ ১৩ ॥
'দেখা দিয়া রাধে! রাখহ প্রাণ!'
বলিয়া কাঁদয়ে কাননে কান ॥ ১৪

নির্জ্জন কাননে রাধারে ধরি'
মিলিয়া পরাণ জুড়ায় হরি ॥ ১৫ ॥
বলে, তুঁহু বিনা কাহার রাস ?
তুহু লাগি' মোর বরজ-বাস ॥ ১৬ ॥
এ হেন রাধিকা- চরণ-তলে।
ভকতিবিনোদ কাঁদিয়া বলে ॥ ১৭ ॥
"তুয়া গণ-মাঝে আমারে গণি'।
কিঙ্করী করিয়া রাখ আপনি ॥" ১৮ ॥

( ৮ )

রাধাভজনে যদি মতি নাহি ভেলা।
কৃষ্ণভজন তব অকারণ গেলা ॥ ১ ॥
আতপ-রহিত সূরয নাহি জানি।
রাধা-বিরহিত মাধব নাহি মানি ॥ ২ ॥
কেবল মাধব পূজয়ে, সো অজ্ঞানী।
রাধা অনাদর করই অভিমানী ॥ ৩ ॥

কবঁহি নাহি করবি তাঁকর সঙ্গ।
চিত্তে ইচ্ছসি যদি ব্রজরস-রঙ্গ ॥ ৪ ॥
রাধিকা-দাসী যদি হোয় অভিমান।
শীঘ্রই মিলই তব গোকুল-কান ॥ ৫ ॥
ব্রহ্মা, শিব, নারদ, শ্রুতি, নারায়ণী।
রাধিকা-পদরজ পূজয়ে মানি ॥ ৬ ॥
উমা, রমা, সত্যা, শচী, চন্দ্রা, রুক্মিণী।
রাধা অবতার সবে,—আম্নায়-বাণী ॥ ৭ ॥
হেন রাধা-পরিচর্য্যা যাঁকর ধন।
ভকতিবিনোদ তাঁর মাগয়ে চরণ ॥ ৮ ॥

## পরিশিষ্ট

ভোজন-লালসে রসনে আমার,
শুনহ বিধান মোর।
শ্রীনামযুগল- রাগ সুধারস,
খাইয়া থাকহ ভোর ॥ ১ ॥

নবসুন্দর পীযুষ রাধিকানাম।
অতিমিষ্ট মনোহর তর্পণ ধাম ॥ ২ ॥
কৃষ্ণনাম মধুরাদ্ভুত গাঢ় দুগ্ধে।
অতীব যতনে কর মিশ্রিত লুব্ধে ॥ ৩ ॥
সুরভি রাগ হিম রম্য তঁহি আনি'।
অহরহ পান করহ সুখ জানি' ॥ ৪ ॥
নাহি রবে রসনে প্রাকৃত পিপাসা।
অদ্ভুত রস তুয়া পুরাওব আশা ॥ ৫ ॥
দাসরঘুনাথ-পদে ভক্তিবিনোদ।
যাচই শ্রীরাধাকৃষ্ণ-নাম প্রমোদ ॥ ৬ ॥

---

# শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শতনাম গান।

১ম গীত

( যথা রাগ )

নদীয়ানগরে নিতাই নেচে নেচে
গায় রে ॥ ধ্রু।

( ১ )

জগন্নাথসুত মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
মায়াপুর-শশী নবদ্বীপ-সুধাকর ॥
শচীসুত গৌরহরি নিমাই সুন্দর।
রাধাভাবকান্তি-আচ্ছাদিত নটবর ॥
নামানন্দ চপল বালক মাতৃভক্ত।
ব্রহ্মাণ্ডবদন তর্কী কৌতুকানুরক্ত ॥

( ২ )

বিদ্যার্থি-উড়ুপ চৌরদ্বয়ের মোহন।
তৈর্থিক-সর্ব্বস্ব গ্রাম্যবালিকা-ক্রীড়ন॥
লক্ষ্মী-প্রতি বরদাতা উদ্ধত বালক।
শ্রীশচীর পতি-পুত্র-শোক-নিবারক॥
লক্ষ্মীপতি পূর্ব্বদেশ-সর্ব্বক্লেশহর।
দিগ্বিজয়িদর্পহারী বিষ্ণুপ্রিয়েশ্বর॥
আর্য্যধর্ম্ম-পাল পিতৃ-গয়াপিণ্ডদাতা।
পুরীশিষ্য মধ্বাচার্য্যসম্প্রদায়-পাতা॥
কৃষ্ণনামোন্মত্ত কৃষ্ণতত্ত্ব-অধ্যাপক।
নামসংকীর্ত্তন যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তক॥
অদ্বৈত-বান্ধব শ্রীনিবাসগৃহধন।
নিত্যানন্দপ্রাণ গদাধরের জীবন॥

( ৩ )

অন্তর্দ্বীপশশধর সীমন্ত-বিজয়।
গোদ্রুম-বিহারী মধ্যদ্বীপ-লীলাশ্রয়॥

কোলদ্বীপপতি ঋতুদ্বীপ-মহেশ্বর।
জহ্নু-মোদদ্রুম-রুদ্রদ্বীপের ঈশ্বর॥
নবখণ্ড-রঙ্গনাথ জাহ্নবী-জীবন।
জগাই মাধাই আদি দুর্ব্বৃত্ত-তারণ
নগরকীর্ত্তনসিংহ কাজী-উদ্ধারণ।
শুদ্ধনাম-প্রচারক ভক্তার্ত্তিহরণ॥
নারায়ণী-কৃপাসিন্ধু জীবের নিয়ন্তা।
অধম-পড়ুয়াদণ্ডী ভক্তদোষ-হন্তা॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র ভারতী-তারণ।
পরিব্রাজ-শিরোমণি উৎকল-পাবন॥

( ৫ )

অম্বুলিঙ্গ-ভুবনেশ-কপোতেশ-পতি।
ক্ষীরচোর গোপাল-দর্শন-সুখী যতী॥
নির্দ্দণ্ডি-সন্ন্যাসী সার্ব্বভৌম কৃপাময়।
স্বানন্দ-আস্বাদানন্দী সর্ব্বসুখাশ্রয়॥

পুরট-সুন্দর বাসুদেব-ত্রাণকর্ত্তা।
রামানন্দসখা ভট্টকুল-ক্লেশহর্ত্তা॥

( ৬ )

বৌদ্ধ জৈন-মায়াবাদি-কুতর্ক-খণ্ডন।
দক্ষিণ-পাবন ভক্তিগ্রন্থ-উদ্ধারণ॥
আলাল-দর্শনানন্দী রথাগ্রনর্ত্তক।
গজপতি-ত্রাণ দেবানন্দ-উদ্ধারক॥
কুলিয়া প্রকাশে দুষ্ট পড়ুয়ার ত্রাণ।
রূপসনাতনবন্ধু সর্ব্বজীবপ্রাণ॥

( ৭ )

বৃন্দাবনানন্দমূর্ত্তি বলভদ্র-সঙ্গী।
যবন-উদ্ধারী ভট্ট-বল্লভের রঙ্গী॥
কাশীবাসি-সন্ন্যাসি-উদ্ধারী প্রেমদাতা।
মর্কটবৈরাগি-দণ্ডী আচণ্ডাল-ত্রাতা॥
ভক্তের গৌরবকারী ভক্তপ্রাণধন।
হরিদাস-রঘুনাথ-স্বরূপ-জীবন॥

নদীয়া-নগরে নিতাই নেচে নেচে গায় রে।
ভকতিবিনোদ তাঁ'র পড়ে রাঙ্গা পায় রে॥

২য় গীত

জয় গোদ্রুমপতি গোরা।
নিতাই-জীবন, অদ্বৈতের ধন,
বৃন্দাবন-ভাব-বিভোরা॥
গদাধর-প্রাণ, শ্রীবাস-শরণ,
কৃষ্ণভক্ত-মানসচোরা॥

৩য় গীত

কলিযুগ-পাবন বিশ্বম্ভর।
গৌড়চিত্তগগন-শশধর॥
কীর্ত্তন-বিধাতা, পরপ্রেম-দাতা,
শচীসুত পুরটসুন্দর॥

৪র্থ গীত

কৃষ্ণচৈতন্য অদ্বৈত প্রভু নিত্যানন্দ।
গদাধর শ্রীনিবাস মুরারি মুকুন্দ।
স্বরূপ-রূপ-সনাতন-পুরী রামানন্দ॥

অষ্টপ্রহর-নামকীর্ত্তনের জন্য

# শ্রীকৃষ্ণের বিংশোত্তরশত

# নামসঙ্কীর্ত্তন

১ম গীত

নগরে নগরে গোরা গায় ॥ ধ্রু ॥

( ১ )

যশোমতী-স্তন্যপায়ী শ্রীনন্দনন্দন।
ইন্দ্রনীলমণি ব্রজ-জনের জীবন ॥
শ্রীগোকুল-নিশাচরী-পুতনা-ঘাতন।
দুষ্ট-তৃণাবর্ত্ত-হন্তা শকট-ভঞ্জন ॥
নবনীতচোর দধিহরণ-কুশল।
যমল-অর্জ্জুন-ভঞ্জী গোবিন্দ গোপাল ॥

( ২ )

দামোদর বৃন্দাবন গোবৎস রাখাল।
বৎসাসুরান্তক হরি নিজজনপাল ॥

বকশত্রু অঘহন্তা ব্রহ্মবিমোহন ।
ধেনুকনাশন কৃষ্ণ কালিয়দমন ॥
পীতাম্বর শিখিপিচ্ছধারী বেণুধর ।
ভাণ্ডারীকানন-লীল দাবানল-হর ॥

( ৩ )

নটবর গুহাচর শরতবিহারী ।
বল্লবীবল্লভ দেব গোপীবস্ত্রহারী ॥
যজ্ঞপত্নীগণ প্রতি করুণার সিন্ধু ।
গোবর্দ্ধনধৃক্ মাধব ব্রজবাসিবন্ধু ॥
ইন্দ্রদর্পহারী নন্দরক্ষিতা মুকুন্দ ।
শ্রীগোপীবল্লভ রাসক্রীড় পূর্ণানন্দ ॥

( ৪ )

শ্রীরাধাবল্লভ রাধামাধব সুন্দর ।
ললিতাবিশাখা আদি সখী-প্রাণেশ্বর ॥
নবজলধরকান্তি মদনমোহন ।
বনমালী স্মেরমুখ গোপীপ্রাণধন ॥

ত্রিভঙ্গী মুরলীধর যামুন-নাগর।
রাধাকুণ্ড-রঙ্গনেতা রসের সাগর ॥

( ৫ )

চন্দ্রাবলী-প্রাণনাথ কৌতুকাভিলাষী।
রাধামান-সুলম্পট মিলন-প্রয়াসী ॥
মানসগঙ্গার দানী প্রসূন-তস্কর।
গোপীসহ-হঠকারী ব্রজবনেশ্বর ॥
গোকুল-সম্পদ্ গোপদুঃখ-নিবারণ।
দুর্ম্মদ-দমন ভক্ত-সন্তাপহরণ ॥

( ৬ )

সুদর্শন-মোচন শ্রীশঙ্খচূড়ান্তক।
রামানুজ শ্যামচাঁদ মুরলীবাদক ॥
গোপীগীত-শ্রোতা মধুসূদন মুরারি।
অরিষ্টঘাতক রাধাকুণ্ডাদি-বিহারী ॥
ব্যোমান্তক পদ্মনেত্র কেশীনিসূদন।
রঙ্গক্রীড় কংসহন্তা মল্লপ্রহরণ ॥

( ৭ )

বাসুদেব-সুত বৃষ্ণিবংশ-কীর্ত্তিধ্বজ ।
দীননাথ মথুরেশ দেবকীগর্ভজ ॥
কুব্জা-কৃপাময় বিষ্ণু শৌরি নারায়ণ ।
দ্বারকেশ নবকন্দ্র শ্রীযদুনন্দন ॥
শ্রীরুক্মিণীকান্ত সত্যাপতি সুরপাল ।
পাণ্ডববান্ধব শিশুপালাদির কাল ।

( ৮ )

জগদীশ জনার্দ্দন কেশবার্ত্তত্রাণ ।
সর্ব্ব অবতার-বীজ বিশ্বের নিদান ॥
মায়েশ্বর যোগেশ্বর ব্রহ্মতেজাধার ।
সর্ব্বাত্মার আত্মা প্রভু প্রকৃতির পার ॥
পতিতপাবন জগন্নাথ সর্ব্বেশ্বর ।
বৃন্দাবনচন্দ্র সর্ব্বরসের আকর ॥
নগরে নগরে গোরা গায় ।
ভকতিবিনোদ তছু পায় ॥

২য় গীত

কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে।
গোপীবল্লভ শৌরে ॥
শ্রীনিবাস দামোদর শ্রীরাম মুরারে।
নন্দনন্দন মাধব নৃসিংহ কংসারে ॥

৩য় গীত

রাধাবল্লভ মাধব শ্রীপতি মুকুন্দ।
গোপীনাথ মদনমোহন রাস-রসানন্দ।
আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ-বিহারী গোবিন্দ ॥

৪র্থ গীত

রাধামাধব কুঞ্জবিহারী।
গোপীজনবল্লভ গিরিবরধারী ॥
যশোদানন্দন, ব্রজজন-রঞ্জন,
যমুনাতীর-বনচারী ॥

## ৫ম গীত

রাধাবল্লভ, রাধাবিনোদ।
রাধামাধব, রাধাপ্রমোদ॥
রাধারমণ, রাধানাথ,
রাধাবরণামোদ।
রাধা-রসিক, রাধাকান্ত,
রাধামিলন-মোদ॥

## ৬ষ্ঠ গীত

জয় যশোদানন্দন কৃষ্ণ গোপাল গোবিন্দ।
জয় মদনমোহন অনন্ত মুকুন্দ॥
জয় অচ্যুত মাধব রাম বৃন্দাবনচন্দ্র।
জয় মুরলীবদন শ্যাম গোপীজনানন্দ॥

---

# শ্রীশিক্ষাষ্টক

( ১ )

( ঝাঁপি—লোফা )

পীতবরণ কলিপাবন গোরা।
গাওয়ই ঐছন ভাববিভোরা॥
চিত্তদর্পণ-পরিমার্জ্জনকারী।
কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় চিত্তবিহারী॥
হেলাভবদাব-নির্ব্বাপণবৃত্তি।
কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় ক্লেশনিবৃত্তি॥
শ্রেয়ঃ-কুমুদবিধু জ্যোৎস্নাপ্রকাশ।
কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় ভক্তিবিলাস॥
বিশুদ্ধ বিদ্যাবধু-জীবনরূপ।
কৃষ্ণকীর্ত্তন জয়সিদ্ধস্বরূপ॥

আনন্দপয়োনিধি-বর্দ্ধনকীর্ত্তি ।
কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় প্লাবনমূর্ত্তি ॥
পদে পদে পীযূষস্বাদ-প্রদাতা ।
কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় প্রেমবিধাতা ॥
ভক্তিবিনোদ স্বাত্মসম্পনবিধান ।
কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় প্রেমনিদান ॥

( ২ )

তুঁহু দয়ার সাগর তারয়িতে প্রাণী ।
নাম অনেক তুয়া শিখাওলি আনি' ॥
সকল শকতি দেই নামে তোহারা ।
গ্রহণে রাখলি নাহি কাল-বিচারা ॥
শ্রীনামচিন্তামণি তোহারি সমানা ।
বিশ্বে বিলাওলি করুণা নিদানা ॥
তুয়া দয়া ঐছন পরম উদারা ।
অতিশয় মন্দ, নাথ ভাগ্য হামারা ॥

নাহি জনমল নামে অনুরাগ মোর।
ভক্তিবিনোদ-চিত্ত দুঃখে বিভোর॥

( ৩ )

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে যদি মানস তোহার।
পরম যতনে তঁহি লভ অধিকার॥
তৃণাধিক হীন দীন অকিঞ্চন ছার।
আপনে মানবি সদা ছাড়ি' অহঙ্কার॥
বৃক্ষসম ক্ষমাগুণ করবি সাধন।
প্রতিহিংসা ত্যজি' অন্যে করবি পালন॥
জীবন নির্ব্বাহে জানে উদ্বেগ না দিবে।
পর-উপকারে নিজ-সুখ পাসরিবে॥
হইলেও সর্ব্বগুণে গুণী মহাশয়।
প্রতিষ্ঠাশা ছাড়ি' কর অমানী হৃদয়॥
কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান সর্ব্বজীবে জানি' সদা।
করবি সম্মান সবে আদরে সর্ব্বদা॥

দৈন্য, দয়া, অন্যে মান, প্রতিষ্ঠা-বর্জ্জন।
চারিগুণে গুণী হই' করহ কীর্ত্তন॥
ভকতিবিনোদ কাঁদি' বলে প্রভু-পায়।
হেন অধিকার কবে দিবে হে আমায়॥

( ৪ )

ঝাঁপি—লোফা

প্রভু! তব পদযুগে মোর নিবেদন।
নাহি মাগি, দেহ-সুখ, বিদ্যা, ধন, জন॥
নাহি মাগি স্বর্গ, আর মোক্ষ নাহি মাগি।
না করি প্রার্থনা কোন বিভূতির লাগি'॥
নিজকর্ম্মগুণ-দোষে যে যে জন্ম পাই।
জন্মে জন্মে যেন তব নাম-গুণ গাই॥
এই মাত্র আশা মম তোমার চরণে।
অহৈতুকী ভক্তি হৃদে জাগে অনুক্ষণে॥
বিষয়ে যে প্রীতি এবে আছয়ে আমার।
সেই মত প্রীতি হউক চরণে তোমার॥

বিপদে সম্পদে থাকুক তাহা সমভাবে।
দিনে দিনে বৃদ্ধি হউক নামের প্রভাবে॥
পশুপক্ষী হ'য়ে থাকি স্বর্গে বা নিরয়ে।
তব ভক্তি রহু ভক্তিবিনোদ-হৃদয়ে॥

( ৫ )

ছোট দশকুশী

অনাদি করম-ফলে, পড়ি' ভবার্ণব জলে,
তরিবারে না দেখি উপায়।
এ বিষয়-হলাহলে, দিবানিশি হিয়া জ্বলে,
মন কভু সুখ নাহি পায়॥
আশা-পাশ শত-শত, ক্লেশ দেয় অবিরত,
প্রবৃত্তি-উর্ম্মির তাহে খেলা।
কাম-ক্রোধ-আদি ছয়, বাটপাড়ে দেয় ভয়,
অবসান হৈল আসি' বেলা॥
জ্ঞান-কর্ম্ম—ঠগ দুই, মোরে প্রতারিয়া লই',
অবশেষে ফেলে সিন্ধুজলে।

এ হেন সময়ে বন্ধু,  তুমি কৃষ্ণ কৃপাসিন্ধু,
কৃপা করি' তোল মোরে বলে ॥
পতিত কিঙ্করে ধরি'  পাদপদ্ম ধূলি করি',
দেহ ভক্তিবিনোদে আশ্রয় ।
আমি তব নিত্যদাস,  ভুলিয়া মায়ার পাশ,
বদ্ধ হ'য়ে আছি দয়াময় ॥

( ৬ )

ছোট দশকুশী—লোফা

অপরাধ-ফলে মম,  চিত্ত ভেল বজ্রসম,
তুয়া নামে না লভে বিকার ।
হতাশ হইয়ে হরি,  তব নাম উচ্চ করি'
বড় দুঃখে ডাকি বারবার ॥
দীন দয়াময় করুণা-নিদান ।
তাকবিন্দু দেই' রাখহ পরাণ ॥
কবে তব নাম-উচ্চারণে মোর ।
নয়নে ঝরব জল গদ গদ লোর ॥

গদগদ-স্বর কণ্ঠে উপজব।
মুখে বোল আধ আধ বাহিরাব ॥
পুলকে ভরব শরীর হামার।
স্বেদ-কম্প-স্তম্ভ হবে বার বার ॥
বিবর্ণ শরীরে হারাওব জ্ঞান।
নাম-সমাশ্রয়ে ধরবুঁ পরাণ ॥
মিলব হামার কিএ ঐছে দিন।
রোয়ে ভক্তিবিনোদ মতিহীন ॥

( ৭ )

ঝাঁপি— লোফা

গাইতে গাইতে নাম কি দশা হইল।
কৃষ্ণ-নিত্যদাস মুঞি হৃদয়ে স্ফুরিল ॥
জানিলাম মায়াপাশে এ জড়-জগতে।
গোবিন্দ-বিরহে দুঃখ পাই নানামতে ॥

আর যে সংসার মোর নাহি লাগে ভাল।
কাঁহা যাই, কৃষ্ণ হেরি এ চিন্তা বিশাল॥
কাঁদিতে কাঁদিতে মোর আঁখি বরিষয়।
বর্ষাধারা হেন চক্ষে হইল উদয়॥
নিমেষ হইল মোর শতযুগ-সম।
গোবিন্দ-বিরহ আর সহিতে অক্ষম॥

## দশকুশী

শূন্য ধরাতল, চৌদিকে দেখিয়ে,
পরাণ উদাস হয়।
কি করি, কি করি, স্থির নাহি হয়,
জীবন নাহিক রয়॥
ব্রজবাসিগণ, মোর প্রাণ রাখ,
দেখাও শ্রীরাধানাথে।
ভকতিবিনোদ, মিনতি মানিয়া,
লওহে তাহারে সাথে॥

শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ আর সহিতে না পারি।
পরাণ ছাড়িতে আর দিন দুই চারি॥

দশকুশী

গাইতে গোবিন্দনাম, উপজিল ভাবগ্রাম,
দেখিলাম যমুনার কূলে।
বৃষভানুসুতা-সঙ্গে, শ্যাম নটবর রঙ্গে,
বাঁশরী বাজায় নীপমূলে॥
দেখিয়া যুগলধন, অস্থির হইল মন,
জ্ঞানহারা হইনু তখন।
কতক্ষণ নাহি জানি, জ্ঞানলাভ হইল মানি,
আর নাহি ভেল দরশন॥

ঝাঁপি—লোফা

সখি গো, কেমতে ধরিব পরাণ।
নিমেষ হইল যুগের সমান॥

দশকুশী

শ্রাবণের ধারা, আঁখি বরষয়,
শূন্য ভেল ধরাতল।
গোবিন্দ-বিরহে, প্রাণ নাহি রহে,
কেমনে বাঁচিব বল॥
ভকতিবিনোদ অস্থির হইয়া,
পুনঃ নামাশ্রয় করি'।
ডাকে রাধানাথ, দিয়া দরশন,
প্রাণ রাখ, নহে মরি॥
( অধিকারিভেদে— )

( ৮ )

দশকুশী

বন্ধুগণ! শুনহ বচন মোর।
ভাবেতে বিভোর. থাকিয়ে যখন,
দেখা দেয় চিত-চোর॥

বিচক্ষণ করি' দেখিতে চাহিলে,
হয় আঁখি -অগোচর।
পুনঃ নাহি দেখি' কাঁদয়ে পরাণ,
দুঃখের নাহি থাকে ওর ॥
জগতের বন্ধু সেই কভু মোরে লয় সাথ।
যথা তথা রাখু মোরে আমার সে প্রাণনাথ ॥
দর্শন-আনন্দ-দানে, সুখ দেয় মোর প্রাণে,
বলে মোরে প্রণয়-বচন।
পুনঃ অদর্শন দিয়া, দগ্ধ করে মোর হিয়া,
প্রাণে মোরে মারে প্রাণধন ॥
যাহে তার সুখ হয় সেই সুখ মম।
নিজ-সুখে-দুঃখে মোর সর্ব্বদাই সম ॥
ভকতিবিনোদ, সংযোগে, বিয়োগে,
তাহে জানে প্রাণেশ্বর।
তা'র সুখে সুখী, সেই প্রাণনাথ,
সে কভু না হয় পর ॥

( ৮ )

দশকুশী

যোগপীঠোপরিস্থিত, অষ্টসখী-সুবেষ্টিত,
বৃন্দারণ্যে কদম্ব-কাননে।
রাধা-সহ বংশীধারী, বিশ্বজন-চিত্তহারী,
প্রাণ মোর তাঁহার চরণে॥
সখী-আজ্ঞামত করি দোঁহার সেবন॥
পাল্যদাসী সদা ভাবি দোঁহার চরণ॥
কভু কৃপা করি' মম হস্ত ধরি,
মধুর বচন বলে।
তাম্বুল লইয়া খায় দুই জনে
মালা লয় কুতূহলে॥
অদর্শন হয় কখন কি ছলে।
না দেখিয়া দোঁহে হিয়া মোর জ্বলে॥

যেখানে সেখানে, থাকুক দুজনে,
আমি ত চরণ-দাসী।
মিলনে আনন্দ, বিরহে যাতনা,
সকল সমান বাসি॥
রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর জীবনে মরণে।
মোরে রাখি' মারি' সুখে থাকুক দুজনে॥
ভক্তিবিনোদ আন নাহি জানে,
পড়ি' নিজসখী-পায়।
রাধিকার গণে, থাকিয়া সতত,
যুগলচরণ চায়॥

---

সমাপ্ত

Narasimha

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরচিত

# কল্যাণকল্পতরু

পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-

সম্পাদিত।

সপ্তম সংস্করণ

# দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

প্রিয় পাঠক,

বেদ পুরাণাদি গ্রন্থে যাহা নিত্যধর্ম্ম বলিয়া বর্ণিত আছে, ভক্তবেশ ধারণ করত শ্রীচৈতন্যদেব নিজ চরিত্র-দ্বারা যাহা জগৎকে শিখাইয়াছেন, নিরপেক্ষ ভক্তগণের চিত্তে যাহা চিরদিন প্রতিফলিত আছে, তাহাই শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর মহাশয় এই কবিতা কএকটীতে লিখিয়াছেন।

যুক্তির বলে রুচিভেদে শত শত প্রকার বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত ও সাধন কল্পিত হয়; কিন্তু তাহা দ্বারা কি বিষয়-পিপাসা মিটে? তাই বলি, একবার নিষ্কপটে কল্পতরুর শীতল ছায়া লাভ করিয়া তাপিত হৃদয় শীতল করুন।

প্রকাশক

# গ্রন্থকারের পরিচয়

"কল্যাণকল্পতরু"র রচয়িতার পরিচয় জানিবার জন্য অনেকের কৌতূহল হইতে পারে। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন—শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়তম—শ্রীগৌরাঙ্গের মনোঽভীষ্টের প্রচারক এবং শ্রীরূপানুগবর আচার্য্য। সরলতা ও নিষ্কপটতা—ভক্তজীবনের এই ভূষণদ্বয়ে তিনি সমলঙ্কৃত। বিদ্ধজ্ঞানের কাঠিন্য, ফল্গু-বৈরাগ্যের শুষ্কতা তাঁহাতে পাওয়া যায় না। তিনি সম্বিৎএর সার কৃষ্ণজ্ঞানে জ্ঞানী, সন্ধিনীর সার কৃষ্ণেতর বিষয়বিরক্ত নিত্যানন্দময়। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের বহুবিধা সেবায় নিপুণবর, শুদ্ধভক্তির প্রচারক, শুদ্ধভক্তি-স্রোতের বর্ত্তমানকালের মূল প্রবর্ত্তক এবং আদর্শ অপ্রাকৃত ভক্তিবিগ্রহ।

কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার ভারে খিন্নজনগণ তাঁহার ইহ-জগতে শুভাগমনে উৎসাহহীন। হরিসেবায় তাঁহার আনন্দ এবং তিনি "শ্রীসচ্চিদানন্দদাস" বলিয়া পরিচিত। শুদ্ধভক্তির অভাবে স্থূল চক্ষুর্দ্বারা তাঁহার স্বরূপ অব্যক্ত, ভজনশীলের

নিকট তিনি সর্ব্বদা ব্যক্ত ও পরিস্ফুট। আমরা তাঁহাকে "ভক্তের বান্ধব" এবং "ভগবানের প্রিয়তম" বলিয়া জানি।

তিনি কাহারও হিংসা করেন নাই, সুতরাং তাঁহার প্রতি কাহারও হিংসা উদিত হওয়ার অবকাশ নাই। তিনি নির্ম্মৎসর সাধুগণের ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গাতীত কৃষ্ণপ্রেমধর্ম্মের অনুশীলনকারী। মৃত্যুর পথে নির্ব্বিশেষ জ্ঞানে পর্য্যবসিত হইবার জন্য যাঁহারা নশ্বর সাধন লইয়া মুক্ত হইবার বাসনা করেন এবং যাঁহারা নশ্বর ইন্দ্রিয়তর্পণই জীবনের তাৎপর্য্য বলিয়া মনে করেন, তাঁহারাও এই গ্রন্থকারের আদর্শচরিত ও ভাব লক্ষ্য করিয়া নিত্য ভজনপথে অগ্রসর হইতে পারেন।

শুদ্ধভক্তগণ গ্রন্থকারের উদ্দেশ্যে এরূপ প্রণতি-শ্লোক বলিয়া থাকেন ;—

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দনামিনে।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে॥

——০——

# কল্যাণকল্পতরু

## গীতসূচী


| | |
|---|---|
| অপূর্ব্ব বৈষ্ণবতত্ত্ব | ৪৮ |
| অমার সমান হীন | ৫৭ |
| আমি অতি পামর | ২৮ |
| আমি ত দুর্জ্জন | ৫৪ |
| ওরে মন কর্ম্মের | ৩০ |
| ওরে মন কি বিপদ্ | ৩১ |
| ওরে মন ক্লেশ | ৩২ |
| ওরে মম বলি শুন | ৪১ |
| ওরে মন বাড়িবার | ৩৫ |
| ওরে মন ভাল নাহি | ৩৩ |
| ওরে মন ভুক্তি মুক্তি | ৩৬ |
| ওরে ভাই, মন কেন | ১২ |
| কবে আহা গৌরাঙ্গ | ৭৩ |

কবে মুই বৈষ্ণব ৬৭
কবে মোর মূঢ় মন ৬৩
কবে মোর শুভ দিন ৫৮
কবে শ্রীচৈতন্য ৫৩
কবে হবে হেন ৭০
কলি-কুক্কুর-কদন ৮২
কি আর বলিব ২৫
কৃপা কর বৈষ্ণব ৬৯
কৃষ্ণবংশীগীত ৯২
কেন মন কামেরে ২৬
গোপীনাথ, আমার ৭৮
গোপীনাথ, ঘুচাও ৭৬
গোপীনাথ, মম ৭৫
চিজ্জড়ের দ্বৈত ৫০
জনম সফল তার ৮৫
জয় জয় শ্রীচৈতন্য ১

জীবে কৃপা করি, ৮৯
দীক্ষাগুরু কৃপা করি. ৪
দুর্ল্লভ মানবজন্ম ৩৮
দেখ মন ব্রতে যেন ২২
বহির্ম্মুখ হ'য়ে ৮৭
বিভাবরী শেষ ৮৩
বিষয়-বাসনারূপ ৫৬
ভবার্ণবে প'ড়ে ৫৫
মন তব কেন ৯
মন তুমি তীর্থে সদা ২০
মন তুমি পড়িলে কি ১০
মন তুমি বড়ই চঞ্চল ২৩
মন তুমি বড়ই পামর ৮
মন তুমি ভালবাস ৫
মন তুমি সন্ন্যাসী ১৮
মন তোরে বলি ২৪

মন, যোগী হ'তে ১১
মনরে কেন আর ১৪
মনরে কেন কর ১৫
মনরে কেন মিছে ৪
মনরে তুমি বড় ৬
মনরে ধনমদ ১৭
যমুনা-পুলিনে ৯০
রূপের গৌরব ১৬
শরীরের সুখে মন ৩৯
শুন হে রসিক জন ৮৮
শ্রীগুরুবৈষ্ণব-কৃপা ৬০
শ্রীরাধাকৃষ্ণ-পদকমলে ৮০
সাধুসঙ্গ না হইল ২৯
হা হা কবে গৌরনিতাই ৭২
হা হা মোর গৌরকিশোর ৭১
হরি হরি কবে মোর ৬৬

শ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ

# কল্যাণকল্পতরু

—ঃ*ঃ*ঃ—

## মঙ্গলাচরণ

জয় জয় শ্রীচৈতন্য পতিতপাবন।
জয় নিত্যানন্দ প্রভু অনাথতারণ॥
জয় জয়াদ্বৈতচন্দ্র কৃপার সাগর।
জয় রূপ-সনাতন, জয় গদাধর॥
শ্রীজীব গোপালভট্ট রঘুনাথদ্বয়।
জয় ব্রজধামবাসী বৈষ্ণবনিচয়॥
জয় জয় নবদ্বীপবাসী ভক্তগণ।
সবে মিলি' কৃপা মোরে কর বিতরণ॥
নিখিল বৈষ্ণবজন দয়া প্রকাশিয়া।
শ্রীজাহ্নবা-পদে মোরে রাখহ টানিয়া॥

আমি ত' দুর্ভাগা অতি, বৈষ্ণব না চিনি।
মোরে কৃপা করিবেন বৈষ্ণব আপনি॥
শ্রীগুরুচরণে মোরে ভক্তি কর দান।
যে চরণবলে পাই তত্ত্বের সন্ধান॥
ব্রাহ্মণ সকলে করি' কৃপা মোর প্রতি।
বৈষ্ণব-চরণে মোরে দেহ দৃঢ়মতি॥
উচ্চ নীচ সর্ব্বজীব-চরণে শরণ।
লইলাম আমি দীন হীন অকিঞ্চন॥
সকলে করিয়া কৃপা দেহ মোরে বর।
বৈষ্ণবে করুন এই গ্রন্থের আদর॥
গ্রন্থদ্বারা বৈষ্ণবজনের কৃপা পাই।
বৈষ্ণবকৃপায় কৃষ্ণলাভ হয় ভাই॥
বৈষ্ণববিমুখ যা'রে, তাহার জীবন।
নিরর্থক জান ভাই প্রসিদ্ধ বচন॥
শ্রীবৈকুণ্ঠধামে আছে নিঃশ্রেয়স বন।
তাহে শোভা পায় কল্পতরু অগণন॥

তাহা-মাঝে এ কল্যাণকল্পতরুরাজ।
নিত্যকাল নিত্যধামে করেন বিরাজ॥
স্কন্ধত্রয় আছে তা'র অপূর্ব্ব দর্শন।
উপদেশ, উপলব্ধি, উচ্ছ্বাস গণন॥
সুভক্তিপ্রসূন তাহে অতি শোভা পায়।
'কল্যাণ' নামক ফল অগণন তায়॥
যে সুজন এ বিটপী করেন আশ্রয়।
'কৃষ্ণসেবা'-সুকল্যাণ-ফল তাঁর হয়॥
শ্রীগুরুচরণ-কৃপা-সামর্থ্য লভিয়া।
এ-হেন অপূর্ব্ব বৃক্ষ দিলাম আনিয়া॥
টানিয়া আনিতে বৃক্ষ এ কর্কশ মন।
নাশিল ইহার শোভা শুন সাধুজন॥
তোমরা সকলে হও এ বৃক্ষের মালী।
শ্রদ্ধাবারি দিয়া পুনঃ কর রূপশালী॥
ফলিবে কল্যাণ-ফল—যুগলসেবন।
করিব সকলে মিলি' তাহা আস্বাদন॥

নৃত্য করি' হরি বল, খাও সেবাফল।
ভক্তিবলে কর দূর কুতর্ক-অনল ॥

—০—

## উপদেশ

দীক্ষাগুরু কৃপা করি' মন্ত্র উপদেশ।
করিয়া দেখান কৃষ্ণতত্ত্বের নির্দ্দেশ ॥
শিক্ষাগুরুবৃন্দ কৃপা করিয়া অপার।
সাধকে শিখান সাধনের অঙ্গসার ॥
শিক্ষাগুরুগণ-পদে করিয়া প্রণতি।
উপদেশমালা বলি নিজ মনঃপ্রতি ॥

১

মনরে কেন মিছে ভজিছ অসার।
ভূতময় এ সংসার, জীবের পক্ষেতে ছার,
অমঙ্গল-সমুদ্র অপার ॥
ভূতাতীত শুদ্ধজীব, নিরঞ্জন সদাশিব,
মায়াতীত প্রেমের আধার।

তব শুদ্ধসত্ত্বা তাই, এ জড়জগতে ভাই,
কেন মুগ্ধ হও বার বার ॥
ফিরে দেখ একবার, আত্মা অমৃতের ধার,
তা'তে বুদ্ধি উচিত তোমার।
তুমি আত্মারূপী হ'য়ে, শ্রীচৈতন্য-সমাশ্রয়ে
বৃন্দাবনে থাক অনিবার ॥
নিত্যকাল সখীসঙ্গে, পরানন্দ-সেবা-রঙ্গে,
যুগলভজন কর সার।
এ-হেন যুগল ধন, ছাড়ে যেই মূর্খ জন,
তা'র গতি নাহি দেখি আর ॥

২

মন তুমি ভালবাস কামের তরঙ্গ।
জড়কাম পরিহরি', শুদ্ধকাম সেবা করি'
বিস্তারহ অপ্রাকৃত রঙ্গ ॥
অনিত্য জড়ীয় কাম, শান্তিহীন অবিশ্রাম,
নাহি তাহে পিপাসার ভঙ্গ।

কামের সামগ্রী চাও,　　তবু তাহা নাহি পাও,
পাইলেও ছাড়ে তব সঙ্গ ॥
তুমি সেবা কর যা'রে,　　সে তোমা ভজিতে নারে,
দুঃখে জ্বলে বিনোদের অঙ্গ।
ছাড় তবে মিছা-কাম,　　হও তুমি সত্যকাম,
ভজ বৃন্দাবনের অনঙ্গ।
যাঁহার কুসুম-শরে,　　তব নিত্য কলেবরে,
ব্যাপ্ত হবে প্রেম অন্তরঙ্গ ॥

৩

মন রে তুমি বড় সন্দিগ্ধ-অন্তর।
আসিয়াছ এ সংসারে,　　বদ্ধ হ'য়ে জড়াধারে,
জড়াসক্ত হ'লে নিরন্তর ॥
ভুলিয়া স্বকীয় ধাম,　　সেবি' জড়গত কাম,
জড় বিনা না দেখ অপর।
তোমার তুমিত্ব যিনি,　　আচ্ছাদিত হ'য়ে তিনি,
লুপ্তপ্রায় দেহের ভিতর ॥

তুমি ত' জড়ীয় জ্ঞান, সদা করিতেছ ধ্যান,
তাহে সৃষ্টি কর চরাচর।
এ দুঃখ কহিব কা'রে, নিত্যপতি-পরিহারে,
তুচ্ছতত্ত্বে করিলে নির্ভর॥
নাহি দেখ' আত্মতত্ত্ব, ছাড়ি' দিলে শুদ্ধসত্ত্ব,
আত্মা হ'তে নিলে অবসর।
আত্মা আছে কিনা আছে, সন্দেহ তোমার কাছে,
ক্রমে ক্রমে পাইল আদর॥
এইরূপে ক্রমে ক্রমে, পড়িয়া জড়ের ভ্রমে,
আপনা আপনি হ'লে পর।
এবে কথা রাখ মোর, নাহি হও আত্মচোর,
সাধুসঙ্গ কর অতঃপর॥
বৈষ্ণবের কৃপাবলে, সন্দেহ যাইবে চ'লে,
তুমি পুনঃ হইবে তোমার।
পা'বে বৃন্দাবন-ধাম, সেবিবে শ্রীরাধাশ্যাম,
পুলকাশ্রুময় কলেবর॥

ভক্তিবিনোদের ধন, রাধাকৃষ্ণ-শ্রীচরণ,
তাহে রতি রহুঁ নিরন্তর ॥

৪

মন তুমি বড়ই পামর।
তোমার ঈশ্বর হরি, তাঁ'কে কেন পরিহরি'
কামমার্গে ভজ দেবান্তর ॥
পরব্রহ্ম এক তত্ত্ব, তাঁহাতে সঁপিয়া সত্ত্ব,
নিষ্ঠাগুণে করহ আদর।
আর যত দেবগণ, মিশ্রসত্ত্ব অগণন,
নিজ নিজ কার্য্যের ঈশ্বর ॥
সে সবে সম্মান করি' ভজ একমাত্র হরি,
যিনি সর্ব্ব-ঈশ্বর-ঈশ্বর।
মায়া যাঁ'র ছায়াশক্তি, তাঁ'তে ঐকান্তিকী ভক্তি,
সাধি' কাল কাট নিরন্তর ॥
মূলেতে সিঞ্চিলে জল, শাখা-পল্লবের বল,
শিরে বারি নহে কার্য্যকর।

হরিভক্তি আছে যাঁ'র, সর্ব্বদেব বন্ধু তাঁ'র,
ভক্তে সবে করেন আদর।
বিনোদ কহিছে মন, রাধাকৃষ্ণ-শ্রীচরণ,
ভজ ভজ ভজ নিরন্তর॥

৫

মন তব কেন এ সংশয়।
জড়-প্রতি ঘৃণা করি' ভজিতে প্রেমের হরি,
স্বরূপ লক্ষিতে কর ভয়॥
স্বরূপ করিতে ধ্যান, পাছে জড় পায় স্থান,
এই ভয়ে ভাব ব্রহ্মময়।
নিরাকার নিরঞ্জন, সর্ব্বব্যাপী সনাতন,
অস্বরূপ করিছ নিশ্চয়॥
অভাবধর্ম্মের বশে, স্বভাব না চিত্তে পশে,
ভাবের অভাব তাহে হয়।
ত্যজ এই তর্কপাশ, পরানন্দ-পরকাশ,
কৃষ্ণচন্দ্রে করহ আশ্রয়॥

সচ্চিৎ আনন্দময়,　　কৃষ্ণের স্বরূপ হয়,
সর্ব্বানন্দ-মাধুর্য্য-নিলয়।
সর্ব্বত্র সম্পূর্ণরূপ,　　এই এক অপরূপ,
সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মে তাহা নয়॥
অতএব ব্রহ্ম তাঁ'র,　　অঙ্গকান্তি সুবিস্তার,
বৃহৎ বলিয়া তাঁ'রে কয়।
ব্রহ্ম পরব্রহ্ম যেই,　　শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ সেই,
বিনোদের যাহাতে প্রণয়॥

৬

মন তুমি পড়িলে কি ছার।
নবদ্বীপে পাঠ করি'　　ন্যায়রত্ন নাম ধরি'
ভেকের কচ্‌কচি কৈলে সার॥
দ্রব্যাদি পদার্থজ্ঞান,　　ছলাদি নিগ্রহ-স্থান,
সমবায় করিলে বিচার।
তর্কের চরমফল,　　ভয়ঙ্কর হলাহল,
নাহি বিচারিলে দুর্নিবার॥

হৃদয় কঠিন হ'ল, ভক্তি-বীজ না বাড়িল,
কিসে হ'বে ভবসিন্ধু পার।
অনুমিলে যে ঈশ্বর, সে কুলালচক্রধর,
সাধন কেমনে হ'বে তাঁ'র ॥
সহজ-সমাধি ত্যজি', অনুমিতি মান ভজি'
তর্কনিষ্ঠ হৃদয় তোমার।
সে হৃদয়ে কৃষ্ণধন, নাহি পান সুখাসন,
অহো ধিক্ সেই তর্ক ছার।
অন্যায় ন্যায়ের মত, দূর কর অবিরত,
ভজ কৃষ্ণচন্দ্র সারাৎসার ॥

৭

মন, যোগী হ'তে তোমার বাসনা।
যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন, নিয়ম, যম-সাধন,
প্রাণায়াম, আসন-রচনা ॥
প্রত্যাহার, ধ্যান, ধৃতি, সমাধিতে হ'লে ব্রতী,
ফল কিবা হইবে বল না।

দেহ মন শুষ্ক করি'　　রহিবে কুম্ভক ধরি'
ব্রহ্মাত্মতা করিবে ভাবনা ॥
অষ্টাদশ সিদ্ধি পা'বে,　　পরমার্থ ভুলে যা'বে,
ঐশ্বর্য্যাদি করিবে কামনা।
স্থূল জড় পরিহরি',　　সূক্ষ্মেতে প্রবেশ করি'
পুনরায় ভুগিবে যাতনা ॥
আত্মা নিত্য শুদ্ধধন,　　হরিদাস অকিঞ্চন,
যোগে তা'র কি ফল ঘটনা।
কর ভক্তি-যোগাশ্রয়,　　না থাকিবে কোন ভয়,
সহজ অমৃত সম্ভাবনা ॥
বিনোদের এ মিনতি,　　ছাড়ি' অন্য যোগগতি,
কর রাধাকৃষ্ণ আরাধনা ॥

৮

ওহে ভাই, মন কেন ব্রহ্ম হ'তে চায়।
কি আশ্চর্য্য ক'ব কা'কে,　　সদোপাস্য বল যাঁ'কে,
তাঁ'তে কেন আপনে মিশায় ॥

বিন্দু নাহি হয় সিন্ধু, বামন না স্পর্শে ইন্দু,
রেণু কি ভূধর-রূপ পায় ?
লাভমাত্র অপরাধ, পরমার্থ হয় বাধ,
সাযুজ্যবাদীর হায় হায় ॥
এ-হেন দুরন্ত বুদ্ধি, ত্যজি' কর সত্ত্বশুদ্ধি,
অন্বেষহ প্রীতির উপায়।
'সাযুজ্য'-'নির্ব্বাণ'-আদি, শাস্ত্রে শব্দ দেখ যদি,
সে সব ভক্তির অঙ্গে যায় ॥
কৃষ্ণপ্রীতি-ফলময়, 'তত্ত্বমসি' আদি হয়,
সাধক চরমে কৃষ্ণ পায়।
অখণ্ড-আনন্দময়, বৃন্দাবন কৃষ্ণালয়,
পরব্রহ্ম-স্বরূপ জানায় ॥
তা' হ'তে কিরণ-জাল, ব্রহ্মরূপে শোভে ভাল,
মায়িক জগৎ চমকায়।
মায়াবদ্ধ জীব তাহে, নির্ব্বৃত্ত হইতে চাহে,
সূর্য্যাভাবে খদ্যোতের প্রায় ॥

যদি কভু ভাগ্যোদয়ে,　　সাধুগুরুসমাশ্রয়ে,
বৃন্দাবন সম্মুখেতে ভায়।
কৃষ্ণাকৃষ্ট হ'য়ে তবে,　　ক্ষুদ্ররস-অনুভবে
ব্রহ্ম ছাড়ি' পরব্রহ্মে ধায়॥
শুকাদির সুজীবন,　　কর ভাই আলোচন,
এ দাস ধরিছে তব পায়॥

৯

মন রে কেন আর বর্ণ-অভিমান।
মরিলে পাতকী হ'য়ে,　　যমদূতে যা'বে ল'য়ে,
না করিবে জাতির সম্মান॥
যদি ভাল কর্ম্ম কর,　　স্বর্গভোগ অতঃপর,
তা'তে বিপ্র চণ্ডাল সমান।
নরকেও দুই জনে,　　দণ্ড পা'বে একসনে,
জন্মান্তরে সমান বিধান॥
তবে কেন অভিমান,　　ল'য়ে তুচ্ছ বর্ণ-মান,
মরণ অবধি যা'র মান।

উচ্চ বর্ণপদ ধরি', বর্ণান্তরে ঘৃণা করি'
নরকের না কর সন্ধান ॥
সামাজিক মান ল'য়ে, থাক ভাই বিপ্র হ'য়ে,
বৈষ্ণবে না কর অপমান।
আদার ব্যাপারী হ'য়ে, বিবাদ জাহাজ ল'য়ে,
কভু নাহি করে বুদ্ধিমান ॥
তবে যদি কৃষ্ণভক্তি, সাধ তুমি যথাশক্তি,
সোণায় সোহাগা পাবে স্থান।
সার্থক হইবে সূত্র, সর্ব্বলাভ ইহামুত্র,
বিনোদ করিবে স্তুতিগান ॥

১০

মন রে কেন কর বিদ্যার গৌরব।
স্মৃতিশাস্ত্র, ব্যাকরণ, নানা-ভাষা-আলোচন,
বৃদ্ধি করে যশের সৌরভ ॥
কিন্তু দেখ চিন্তা করি' যদি না ভজিলে হরি,
বিদ্যা তব কেবল রৌরব।

কৃষ্ণ-প্রতি অনুরক্তি, সেই বীজে জন্মে ভক্তি,
বিদ্যা হ'তে তাহা অসম্ভব ॥
বিদ্যায় মার্জ্জন তা'র, কভু কভু অপকার,
জগতেতে করি অনুভব।
যে বিদ্যার আলোচনে, কৃষ্ণরতি স্ফুরে মনে,
তাহারি আদর জান সব ॥
ভক্তি বাধা যাহা হ'তে, সে বিদ্যার মস্তকেতে,
পদাঘাত কর অকৈতব।
সরস্বতী কৃষ্ণপ্রিয়া, কৃষ্ণভক্তি তাঁ'র হিয়া,
বিনোদের সেই সে বৈভব ॥

১১

রূপের গৌরব কেন ভাই।
অনিত্য এ কলেবর, কভু নহে স্থিরতর,
শমন আইলে কিছু নাই।
এ অঙ্গ শীতল হ'বে, আঁখি স্পন্দহীন র'বে,
চিতার আগুনে হ'বে ছাই ॥

যে মুখসৌন্দর্য্য হের' দর্পণেতে নিরন্তর,
শ্ব-শিবার হইবে ভোজন।
যে বস্ত্রে আদর কর, যেবা আভরণ পর',
কোথা সব রহিবে তখন॥
দারা সুত বন্ধু সবে শ্মশানে তোমারে ল'বে,
দগ্ধ করি' গৃহেতে আসিবে।
তুমি কা'র, কে তোমার, এবে বুঝি' দেখ সার,
দেহ-নাশ অবশ্য ঘটিবে॥
সুনিত্য-সম্বল চাও, হরিগুণ সদা গাও,
হরিনাম জপহ সদাই।
কুতর্ক ছাড়িয়া মন, কর কৃষ্ণ-আরাধন,
বিনোদের আশ্রয় তাহাই॥

১২

মন রে ধনমদ নিতান্ত অসার।
ধন জন বিত্ত যত, এ দেহের অনুগত,
দেহ গেলে সে সকল ছার॥

বিদ্যার যতেক চেষ্টা,　　চিকিৎসক উপদেষ্টা,
কেহ দেহ রাখিবারে নারে।
অজপা হইলে শেষ,　　দেহ মাত্র অবশেষ,
জীব নাহি থাকেন আধারে॥
ধনে যদি প্রাণ দিত,　　ধনী রাজা না মরিত,
ধরামর হইত রাবণ।
ধনে নাহি রাখে দেহ,　　দেহ গেলে নহে কেহ,
অতএব কি করিবে ধন॥
যদি থাকে বহু ধন,　　নিজে হ'বে অকিঞ্চন,
বৈষ্ণবের কর উপকার।
জীবে দয়া অনুক্ষণ,　　রাধা-কৃষ্ণ-আরাধন,
কর সদা হ'য়ে সদাচার॥

১৩

মন তুমি সন্ন্যাসী সাজিতে কেন চাও।
বাহিরের সাজ যত,　　অন্তরেতে ফাঁকি তত,
দম্ভ পূজি' শরীর নাচাও॥

আমার বচন ধর, অন্তর বিশুদ্ধ কর,
কৃষ্ণামৃত সদা কর পান।
জীবন সহজে যায়, ভক্তি বাধা নাহি পায়,
তদুপায় করহ সন্ধান॥
অনায়াসে যাহা পাও, তাহে তুষ্ট হ'য়ে যাও,
আড়ম্বরে না কর প্রয়াস।
পূর্ণবস্ত্র যদি নাই, কৌপীন পরহে ভাই,
শীতবস্ত্র কন্থা বহির্ব্বাস॥
অগুরু চন্দন নাই, মৃত্তিকা-তিলক ভাই,
হারের বদলে ধর মালা।
এইরূপে আশা-পাশ, সুখাদির কুবিলাস,
খর্ব্বি' ছাড় সংসারের জ্বালা॥
সন্ন্যাস-বৈরাগ্য-বিধি, সেহ আশ্রমের নিধি,
তাহে কভু না কর আদর।
সে সব আদরে ভাই, সংসারে নিস্তার নাই,
দাম্ভিকের লিঙ্গ নিরন্তর॥

তুমি ত' চৈতন্যদাস,　　হরিভক্তি তব আশ,
আশ্রমের লিঙ্গে কিবা ফল।
প্রতিষ্ঠা করহ দূর,　　বাস তব শান্তিপুর,
সাধু-কৃপা তোমার সম্বল॥
বৈষ্ণবের পরিচয়,　　আবশ্যক নাহি হয়,
আড়ম্বরে কভু নাহি যাও।
বিনোদের নিবেদন,　　রাধাকৃষ্ণ-গুণগণ,
ফুকারি' ফুকারি' সদা গাও॥

১৪

মন তুমি তীর্থে সদা রত।
অযোধ্যা, মথুরা, মায়া,　　কাশী, কাঞ্চী, অবন্তিয়া,
দ্বারাবতী আর আছে যত॥
তুমি চাহ ভ্রমিবারে,　　এ সকল বারে বারে,
মুক্তিলাভ করিবার তরে।
সে কেবল তব ভ্রম,　　নিরর্থক পরিশ্রম,
চিত্ত স্থির তীর্থে নাহি করে॥

তীর্থফল সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গে অন্তরঙ্গ,
শ্রীকৃষ্ণভজন মনোহর।
যথা সাধু, তথা তীর্থ, স্থির করি' নিজ-চিত্ত,
সাধুসঙ্গ কর নিরন্তর॥

যে তীর্থে বৈষ্ণব নাই, সে তীর্থেতে নাহি যাই,
কি লাভ হাঁটিয়া দূরদেশ।
যথায় বৈষ্ণবগণ, সেই স্থান বৃন্দাবন,
সেই স্থানে আনন্দ অশেষ॥

কৃষ্ণভক্তি যেই স্থানে, মুক্তিদাসী সেইখানে,
সলিল তথায় মন্দাকিনী।
গিরি তথা গোবর্দ্ধন, ভূমি তথা বৃন্দাবন,
আবির্ভূতা আপনি হ্লাদিনী॥

বিনোদ কহিছে ভাই, ভ্রমিয়া কি ফল পাই,
বৈষ্ণব-সেবন মোর ব্রত॥

১৫

দেখ মন ব্রতে যেন না হও আচ্ছন্ন।
কৃষ্ণভক্তি আশা করি'　　আছ নানা ব্রত ধরি'
রাধাকৃষ্ণে করিতে প্রসন্ন॥
ভক্তি যে সহজ তত্ত্ব,　　চিত্তে তা'র আছে সত্ত্ব,
তাহার সমৃদ্ধি তব আশ।
দেখিবে বিচার করি'　　সু-কঠিন ব্রত ধরি'
সহজের না কর বিনাশ॥
কৃষ্ণ-অর্থে কায়ক্লেশ,　　তা'র ফল আছে শেষ,
কিন্তু তাহা সামান্য না হয়।
ভক্তির বাধক হ'লে,　　ভক্তি আর নাহি ফলে,
তপঃফল হইবে নিশ্চয়॥
কিন্তু ভেবে দেখ ভাই,　　তপস্যায় কাজ নাই,
যদি হরি আরাধিত হন।
ভক্তি যদি না ফলিল.　　তপস্যার তুচ্ছ ফল,
বৈষ্ণব না লয় কদাচন॥

ইহাতে যে গূঢ় মর্ম্ম, বুঝ বৈষ্ণবের ধর্ম্ম,
পাত্রভেদে অধিকার ভিন্ন।
বিনোদের নিবেদন, বিধিমুক্ত অনুক্ষণ,
সারগ্রাহী শ্রীকৃষ্ণপ্রপন্ন।

১৬

মন তুমি বড়ই চঞ্চল।
একান্ত সরল ভক্ত- জনে নহ অনুরক্ত,
ধূর্ত্তজনে আসক্তি প্রবল॥
বুজরুগী জানে যেই, তব সাধুজন সেই,
তা'র সঙ্গ তোমারে নাচায়।
ক্রূর-বেশ দেখ যাঁ'র, শ্রদ্ধাস্পদ সে তোমার,
ভক্তি করি' পড় তা'র পায়॥
ভক্ত-সঙ্গ হয় যাঁ'র, ভক্তিফল ফলে তাঁ'র,
অকৈতবে শান্তভাব ধর'।
চঞ্চলতা ছাড়ি' মন, ভজ কৃষ্ণ-শ্রীচরণ,
ধূর্ত্তসঙ্গ দূরে পরিহর'॥

১৭

মন তোরে বলি এ বারতা।
অপক্ক বয়সে হায়,　　বঞ্চিত বঞ্চক-পায়,
বিকাইলে নিজ স্বতন্ত্রতা॥
সম্প্রদায়ে দোষবুদ্ধি　　জানি' তুমি আত্মশুদ্ধি
করিবারে হৈলে সাবধান।
না নিলে তিলক মালা,　　ত্যজিলে দীক্ষার জ্বালা,
নিজে কৈলে নবীন বিধান॥
পূর্ব্বমতে তালি দিয়া,　　নিজমত প্রচারিয়া,
নিজে অবতার-বুদ্ধি ধরি'।
ব্রতাচার না মানিলে,　　পূর্ব্বপথ জলে দিলে,
মহাজনে ভ্রমদৃষ্টি করি'॥
ফোঁটা দীক্ষা মালা ধরি'　　ধূর্ত্ত করে সুচাতুরী,
তাই তাহে' তোমার বিরাগ।
মহাজন-পথে দোষ　　দেখিয়া তোমার রোষ,
পথ প্রতি ছাড় অনুরাগ॥

এখন দেখহ ভাই, স্বর্ণ ছাড়ি' লৈলে ছাই,
ইহকাল পরকাল যায়।
কপট বলিল সবে, ভকতি বা পেলে কবে,
দেহান্তে বা কি হ'বে উপায় ॥

১৮

কি আর বলিব তোরে মন।
মুখে বল "প্রেম প্রেম", বস্তুতঃ ত্যজিয়া হেম,
শূন্যগ্রন্থি অঞ্চলে বন্ধন ॥
অভ্যাসিয়া অশ্রুপাত, লম্ফ ঝম্প অকস্মাৎ,
মূর্চ্ছা-প্রায় থাকহ পড়িয়া।
এ লোক বঞ্চিতে রঙ্গ, প্রচারিয়া অসৎসঙ্গ
কামিনী কাঞ্চন লভ গিয়া ॥
প্রেমের সাধন—'ভক্তি', তা'তে নৈল অনুরক্তি,
শুদ্ধপ্রেম কেমনে মিলিবে।
দশ-অপরাধ ত্যজি' নিরন্তর নাম ভজি'
কৃপা হ'লে সুপ্রেম পাইবে ॥

না মানিলে সুভজন,　　সাধুসঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন,
না করিলে নির্জ্জনে স্মরণ।
না উঠিয়া বৃক্ষোপরি,　　টানাটানি ফল ধরি'
দুষ্টফল করিলে অর্জ্জন॥
অকৈতব কৃষ্ণ-প্রেম,　　যেন সুবিমল হেম,
এই ফল নৃলোকে দুর্ল্লভ।
কৈতবে বঞ্চনা মাত্র,　　হও আগে যোগ্যপাত্র,
তবে প্রেম হইবে সুলভ॥
কামে প্রেমে দেখ ভাই,　　লক্ষণেতে ভেদ নাই,
তবু কাম 'প্রেম' নাহি হয়।
তুমি ত' বরিলে কাম,　　মিথ্যা তাহে 'প্রেম' নাম
আরোপিলে কিসে শুভ হয়॥

১৯

কেন মন কামেরে নাচাও প্রেম প্রায়।
চর্ম্মমাংসময়কাম,　　জড়সুখ অবিরাম,
জড়বিষয়েতে সদা ধায়॥

জীবের স্বরূপ-ধর্ম্ম, চিৎস্বরূপে প্রেমমর্ম্ম,
তাহার বিষয়মাত্র হরি।
কাম-আবরণে হায়, প্রেম এবে সুপ্তপ্রায়,
প্রেমে জাগাও কাম দূর করি'॥
শ্রদ্ধা হৈতে সাধুসঙ্গে ভজনের ক্রিয়া-রঙ্গে,
নিষ্ঠা-রুচি-আসক্তি-উদয়।
আসক্তি হইতে ভাব, তাহে প্রেম প্রাদুর্ভাব,
এই ক্রমে প্রেম উপজয়॥
ইহাতে যতন যা'র, সেই পায় প্রেমসার,
ক্রমত্যাগে প্রেম নাহি জাগে।
এ-ক্রম-সাধনে ভয়, কেন কর দুরাশয়,
কামে প্রেম কভু নাহি লাগে॥
নাটকাভিনয় প্রায়, সকপট প্রেম ভায়,
তাহে মাত্র ইন্দ্রিয়সন্তোষ।
ইন্দ্রিয়-তোষণ ছার, সদা কর পরিহার,
ছাড়' ভাই অপরাধ-দোষ॥

# উপলব্ধি

আমি অতি পামর দুর্জ্জন।
কি করিনু হায় হায়, প্রকৃতির দাসতায়,
কাটাইনু অমূল্য জীবন॥
কতদিন গর্ব্ভাবাসে, কাটাইনু অনায়াসে,
বাল্য গেল বালধর্ম্মবশে।
গ্রাম্যধর্ম্মে এ যৌবন, মিছে দিনু বিসর্জ্জন,
বৃদ্ধকাল এল অবশেষে॥
বিষয়ে নাহিক সুখ, ভোগশক্তি সুবৈমুখ,
অন্ত দন্ত, শরীর অশক্ত।
জীবন যন্ত্রণাময়, মরণেতে সদা ভয়,
বল কিসে হই অনুরক্ত॥
ভোগ্যবস্তু-ভোগশক্তি, তা'তে ছিল অনুরক্তি,
যে পর্য্যন্ত ছিল দেহে বল।
সমস্ত বিগত হ'ল, কি লইয়া থাকি বল,
এবে চিত্ত সদাই চঞ্চল॥

সামর্থ্য থাকিতে কায়, হরি না ভজিনু হায়,
আসন্ন কালেতে কিবা করি।
ধিক্ মোর এ জীবনে, না সাধিনু নিত্যধনে,
মিত্র ছাড়ি' ভজিলাম অরি॥

২

সাধুসঙ্গ না হইল হায়।
গেল দিন অকারণ, করি' অর্থ উপার্জ্জন,
পরমার্থ রহিল কোথায়॥
সুবর্ণ করিয়া ত্যাগ, তুচ্ছ লোষ্ট্র-অনুরাগ,
দুর্ভাগার এই ত' লক্ষণ।
কৃষ্ণেতর সঙ্গ করি' সাধুজনে পরিহরি'
মদগর্ব্বে কাটানু জীবন॥
ভক্তিমুদ্রা দরশনে, হাস্য করিতাম মনে,
বাতুলতা বলিয়া তাহায়।
যে সভ্যতা শ্রেষ্ঠ গণি' হারাইনু চিন্তামণি,
শেষে তাহা রহিল কোথায়॥

জ্ঞানের গরিমা বলে,　　ভক্তিরূপ সুসম্বলে-
উপেক্ষিনু স্বার্থ পাশরিয়া।
দুষ্ট জড়াশ্রিত জ্ঞান,　　এবে হ'ল অন্তর্দ্ধান,
কর্ম্মভোগে আমাকে রাখিয়া॥
এবে যদি সাধুজনে　　কৃপা করি' এ দুর্জ্জনে
দেন ভক্তিসমুদ্রের বিন্দু।
তা' হইলে অনায়াসে,　　মুক্ত হ'য়ে ভবপাশে,
পার হই এ সংসারসিন্ধু॥

৩

ওরে মন কর্ম্মের কুহরে গেল কাল।
স্বর্গাদি সুখের আশে,　　পড়িলাম কর্ম্মফাঁসে,
ঊর্ণনাভি-সম কর্ম্মজাল॥
উপবাস-ব্রত ধরি',　　নানা কায়ক্লেশ করি',
ভস্মে ঘৃত ঢালিয়া অপার।
মরিলাম নিজ দোষে,　　জরা মরণের ফাঁসে,
হইবারে নারিনু উদ্ধার॥

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম যজি' নানা দেবদেবী ভজি'
মদগর্ব্বে কাটানু জীবন।
স্থির না হইল মন, না লভিনু শান্তিধন,
না ভজিনু শ্রীকৃষ্ণ-চরণ॥
ধিক্ মোর এ জীবনে, ধিক্ মোর ধনজনে,
ধিক্ মোর বর্ণ-অভিমান।
ধিক্ মোর কুলমানে, ধিক্ শাস্ত্রঅধ্যয়নে,
হরিভক্তি না পাইল স্থান॥

৪

ওরে মন কি বিপদ হইল আমার।
মায়ার দৌরাত্ম্য-জ্বরে, বিকার জীবেরে ধরে,
তাহা হৈতে পাইতে নিস্তার॥
সাধিনু অদ্বৈত মত, যাহে মায়া হয় হত,
বিষ সেবি' বিকার কাটিল।
কিন্তু এ দুর্ভাগ্য মোর, বিকার কাটিল ঘোর,
বিষের জ্বালায় প্রাণ গেল॥

'আমি ব্রহ্ম একমাত্র',　　এ জ্বালায় দহে গাত্র,
ইহার উপায় কিবা ভাই।
বিকার যে ছিল ভাল,　　ঔষধ জঞ্জাল হ'ল,
ঔষধ-ঔষধ কোথা পাই॥
মায়াদত্ত কুবিকার,　　মায়াবাদ বিষভার,
এ দুই আপদ-নিবারণ।
হরিনামামৃত-পান,　　সাধু-বৈদ্য-সুবিধান,
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শ্রীচরণ॥

৫

ওরে মন ক্লেশ তাপ দেখি যে অশেষ।
অবিদ্যা, অস্মিতা আর,　　অভিনিবেশ দুর্ব্বার,
রাগ, দ্বেষ—এই পঞ্চ ক্লেশ॥
অবিদ্যাত্মবিস্মরণ,　　অস্মিতান্যবিভাবন,
অভিনিবেশান্যে গাঢ়মতি।
অন্যে প্রীতি রাগান্ধতা,　　বিদ্বেষাত্মবিশুদ্ধতা,
পঞ্চ ক্লেশ সদাই দুর্গতি॥

ভুলিয়া বৈকুণ্ঠতত্ত্ব, মায়াভোগে সুপ্রমত্ত,
"আমি" "আমি" করিয়া বেড়াই।
'এ আমার, সে আমার', এ ভাবনা অনিবার
ব্যস্ত করে মোর চিত্ত ভাই॥
এ রোগ-শমনোপায়, অন্বেষিয়া হায় হায়,
মিলে বৈদ্য সদ্য যমোপম।
'আমি ব্রহ্ম মায়াভ্রম', এই ঔষধের ক্রম
দেখি' চিন্তা হইল বিষম॥
একে ত' রোগের কষ্ট, যমোপম বৈদ্য ভ্রষ্ট,
এ যন্ত্রণা কিসে যায় মোর।
শ্রীচৈতন্য দয়াময়, কর যদি সমাশ্রয়,
পার হ'বে এ বিপদ ঘোর॥

১

ওরে মন ভাল নাহি লাগে এ সংসার।
জনম মরণ জরা, যে সংসারে আছে ভরা,
তাহে কিবা আছে বল সার॥

২

ধন-জন-পরিবার, কেহ নহে কভু কা'র,
কালে মিত্র, অকালে অপর।
যাহা রাখিবারে চাই, তাহা নাহি থাকে ভাই,
অনিত্য সমস্ত বিনশ্বর॥
আয়ু অতি অল্পদিন, ক্রমে তাহা হয় ক্ষীণ,
শমনের নিকট দর্শন।
রোগ শোক অনিবার, চিত্ত করে ছারখার,
বান্ধব-বিয়োগ দুর্ঘটন॥
ভাল ক'রে দেখ ভাই, অমিশ্র আনন্দ নাই,
যে আছে সে দুঃখের কারণ।
সে সুখের তরে তবে, কেন মায়া-দাস হ'বে,
হারাইবে পরমার্থ-ধন॥
ইতিহাস-আলোচনে, ভেবে দেখ নিজ মনে,
কত আসুরিক দুরাশয়।
ইন্দ্রিয়তর্পণ সার, করি' কত দুরাচার,
শেষে লভে মরণ নিশ্চয়॥

মরণ-সময় তা'রা, উপায় হইয়া হারা,
অনুতাপ-অনলে জ্বলিল।
কুক্কুরাদি পশুপ্রায়, জীবন কাটায় হায়,
পরমার্থ কভু না চিন্তিল॥
এমন বিষয়ে মন, কেন থাক অচেতন,
ছাড় ছাড় বিষয়ের আশা।
শ্রীগুরু-চরণাশ্রয়, কর সবে ভবজয়,
এ দাসের সেই ত ভরসা॥

২

ওরে মন বাড়িবার আশা কেন কর।
পার্থিব উন্নতি যত, শেষে অবনতি তত,
শান্ত হও মোর বাক্য ধর॥
আশার ইয়ত্তা নাই, আশাপথ সদা ভাই,
নৈরাশ্য-কণ্টকে রুদ্ধ আছে।
বাড়' যত আশা তত, আশা নাহি হয় হত,
আশা নাহি নিত্যানিত্য বাছে॥

এক রাজ্য আজ পাও,　　অন্য রাজ্য কা'ল চাও,
সর্ব্বরাজ্য কর যদি লাভ।
তবু আশা নহে শেষ,　　ইন্দ্রপদ অবশেষ,
ছাড়ি' চা'বে ব্রহ্মার প্রভাব ॥
ব্রহ্মত্ব ছাড়িয়া ভাই,　　শিবপদ কিসে পাই,
এই চিন্তা হ'বে অবিরত।
শিবত্ব লভিয়া নর,　　ব্রহ্মসাম্য তদন্তর,
আশা করে শঙ্করানুগত ॥
অতএব আশা-পাশ,　　যাহে হয় সর্ব্বনাশ,
হৃদয় হইতে রাখ দূরে।
অকিঞ্চন-ভাব ল'য়ে,　　চৈতন্য-চরণাশ্রয়ে,
বাস কর সদা শান্তিপুরে ॥

৩

ওরে মন ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা কর দূর।
ভোগের নাহিক শেষ,　　তাহে নাহি সুখলেশ,
নিরানন্দ তাহাতে প্রচুর ॥

ইন্দ্রিয়তর্পণ বই, ভোগে আর সুখ কই,
সেও সুখ অভাব-পূরণ।
যে সুখেতে আছে ভয়, তা'কে সুখ বলা নয়,
তা'কে দুঃখ বলে বিজ্ঞজন॥
শাস্ত্রে ফলশ্রুতি যত, সেই লোভে কতশত,
মূঢ়জন ভোগ-প্রতি ধায়।
সেসব কৈতব জানি', ছাড়িয়া বৈষ্ণবজ্ঞানী
মুখ্যফল কৃষ্ণরতি পায়॥
মুক্তিবাঞ্ছা দুষ্ট অতি, নষ্ট করে শিষ্টমতি,
মুক্তি-স্পৃহা কৈতবপ্রধান।
তাহা যে ছাড়িতে নারে, মায়া নাহি ছাড়ে তা'রে,
তা'র যত্ন নহে ফলবান্॥
অতএব স্পৃহাদ্বয়, ছাড়ি' শোধ' এ-হৃদয়,
নাহি রাখ কামের বাসনা।
ভোগ মোক্ষ নাহি চাই, শ্রীকৃষ্ণ-চরণ পাই,
বিনোদের এই ত সাধনা॥

৪

দুর্ল্লভ মানবজন্ম লভিয়া সংসারে।
কৃষ্ণ না ভজিনু,—দুঃখ কহিব কাহারে॥
'সংসার' 'সংসার' ক'রে মিছে গেল কাল।
লাভ না হইল কিছু, ঘটিল জঞ্জাল॥
কিসের সংসার এই, ছায়াবাজীপ্রায়।
ইহাতে মমতা করি' বৃথা দিন যায়॥
এ দেহ পতন হ'লে কি র'বে আমার।
কেহ সুখ নাহি দিবে পুত্র-পরিবার॥
গর্দ্দভের মত আমি করি পরিশ্রম।
কা'র লাগি' এত করি, না ঘুচিল ভ্রম॥
দিন যায় মিছা কাজে, নিশা নিদ্রাবশে।
নাহি ভাবি, মরণ নিকটে আছে ব'সে॥
ভাল মন্দ খাই, হেরি, পরি, চিন্তাহীন।
নাহি ভাবি, এ দেহ ছাড়িব কোন্ দিন॥

দেহ-গেহ-কলত্রাদি-চিন্তা অবিরত।
জাগিছে হৃদয়ে মোর বুদ্ধি করি' হত॥
হায় হায় নাহি ভাবি,—অনিত্য এ সব।
জীবন বিগতে কোথা রহিবে বৈভব॥
শ্মশানে শরীর মম পড়িয়া রহিবে।
বিহঙ্গ পতঙ্গ তায় বিহার করিবে॥
কুক্কুর শৃগাল সব আনন্দিত হ'য়ে।
মহোৎসব করিবে আমার দেহ ল'য়ে॥
যে দেহের এই গতি, তা'র অনুগত।
সংসার-বৈভব আর বন্ধুজন যত॥
অতএব মায়া মোহ ছাড়ি' বুদ্ধিমান।
নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান॥

৫

শরীরের সুখে মন দেহ জলাঞ্জলি।
এ দেহ তোমার নয়, বরঞ্চ এ শত্রু হয়,
সিদ্ধ-দেহ সাধন-সময়ে।
সর্ব্বদা ইহার বলে রহিয়াছ বলী।

কিন্তু নাহি জান মন,　　এ শরীর অচেতন,
প'ড়ে রয় জীবন-বিলয়ে ॥
দেহের সৌন্দর্য্য, বল—নহে চিরদিন।
অতএব তাহা ল'য়ে,　　না থাক গর্ব্বিত হ'য়ে
তোমা'-প্রতি এই অনুনয়।
শুদ্ধজীব সিদ্ধদেহে সদাই নবীন।
জড়ীভূত দেহ-যোগ,　　জীবনের কর্ম্মভোগ,
জীবের পতন যদাশ্রয় ॥
যে পর্য্যন্ত এ দেহেতে জীবের সঙ্গতি।
চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা,　　ত্বগাদির জড়স্পৃহা,
জীবে ল'য়ে করে টানাটানি।
দেখ দেখ ভয়ঙ্কর জীবের দুর্গতি।
জীব চায় কৃষ্ণ ভজি,　　দেহ জড়ে যায় মজি',
শেষে জীব পাশরে আপনি ॥
আর কেন জীব জড়ে করিবে সমর।
জড়ে দেও বিসর্জ্জন,　　শুদ্ধজীব-প্রবোধন,

সহজসমাধি-যোগে সাধ'।
ক্রমে ক্রমে জড়সত্তা হ'বে অবসর।
সিদ্ধদেহ-অনুগত কর দেহ জড়াশ্রিত,
পরমার্থ না হইবে বাধ ॥

---

## সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন

ওরে মন বলি শুন তত্ত্ববিবরণ।
যাহার বিস্মৃতি-জন্য জীবের বন্ধন ॥
তত্ত্ব এক অদ্বিতীয় অতুল্য অপার।
সেই তত্ত্ব পরব্রহ্ম সর্ব্বসারাৎসার ॥
সেই তত্ত্ব শক্তিমান সম্পূর্ণ সুন্দর।
শক্তি শক্তিমান এক বস্তু নিরন্তর ॥
নিত্যশক্তি নিত্যসর্ব্ব-বিলাস-পোষক।
বিলাসার্থ বৃন্দাবন, বৈকুণ্ঠ, গোলোক ॥
বিলাসার্থ নাম ধাম গুণ পরিকর।
দেশ কাল পাত্র সব শক্তি-অনুচর ॥

শক্তির প্রভাব আর প্রভুর বিলাস।
পরব্রহ্ম-সহ নিত্য একাত্ম-প্রকাশ ॥
অতএব ব্রহ্ম আগে, শক্তিকার্য্য পরে।
যে করে সিদ্ধান্ত, সেই মূর্খ এ সংসারে ॥
পূর্ণচন্দ্র বলিলে কিরণ-সহ জানি।
অকিরণ চন্দ্রসত্তা কভু নাহি মানি ॥
ব্রহ্ম আর ব্রহ্মশক্তি-সহ পরিকর।
সমকাল নিত্য বলি' মানি অতঃপর ॥
অখণ্ড বিলাসময় পরব্রহ্ম যেই।
অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে কৃষ্ণচন্দ্র সেই ॥
সেই সে অদ্বয়তত্ত্ব পরানন্দাকার।
কৃপায় প্রকট হৈল ভারতে আমার ॥
কৃষ্ণ সে পরমতত্ত্ব প্রকৃতির পর।
ব্রজেতে বিলাস কৃষ্ণ করে নিরন্তর ॥
চিদ্ধাম-ভাস্কর কৃষ্ণ, তার জ্যোতির্গত।
অনন্ত চিৎকণ জীব তিষ্ঠে অবিরত ॥

সেই জীব প্রেমধর্ম্মী, কৃষ্ণগতপ্রাণ।
সদা কৃষ্ণাকৃষ্ট, ভক্তিসুধা করে পান॥
নানাভাবমিশ্রিত পিয়া দাস্য-রস।
কৃষ্ণের অনন্তগুণে সদা থাকে বশ॥
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ সখা, পতি।
এই সব ভিন্নভাবে কৃষ্ণে করে রতি॥
কৃষ্ণ সে পুরুষ এক, নিত্য বৃন্দাবনে।
জীবগণ নারীবৃন্দ, রমে কৃষ্ণসনে॥
সেই ত' আনন্দলীলা যা'র নাই অন্ত।
অতএব কৃষ্ণলীলা অখণ্ড অনন্ত॥
যে-সব জীবের ভোগ-বাঞ্ছা উপজিল।
পুরুষ-ভাবেতে তা'রা জড়ে প্রবেশিল॥
মায়াকার্য্য জড়, মায়া—নিত্যশক্তি-ছায়া।
কৃষ্ণদাসী সেহ সত্য, কারা-কর্ত্রী মায়া॥
সেই মায়া আদর্শের সমস্ত বিশেষ।
লইয়া গঠিল বিশ্ব যাহে পূর্ণ ক্লেশ॥

জীব যদি হইলেন কৃষ্ণবহির্ম্মুখ।
মায়াদেবী তবে তা'রে যাচিলেন সুখ॥
মায়াসুখে মত্ত জীব শ্রীকৃষ্ণ ভুলিল।
সেই সে অবিদ্যাবশে অস্মিতা জন্মিল॥
অস্মিতা হইতে হৈল মায়াভিনিবেশ।
তাহা হইতে জড়গত রাগ আর দ্বেষ॥
এই রূপে জীব কর্ম্মচক্রে প্রবেশিয়া।
উচ্চাবচ গতিক্রমে ফিরেন ভ্রমিয়া॥
কোথা সে বৈকুণ্ঠানন্দ, শ্রীকৃষ্ণবিলাস!
কোথা মায়াগত সুখ, দুঃখ, সর্ব্বনাশ!!
চিত্তত্ত্ব হইয়া জীবের মায়াভিরমণ।
অতি তুচ্ছ জুগুপ্সিত অনন্ত পতন॥
মায়িক দেহের ভাবাভাবে দাস্য করি'।
পরতত্ত্ব জীবের কি কষ্ট আহা মরি॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুসঙ্গ হয়।
পুনরায় গুপ্ত নিত্যধর্ম্মের উদয়॥

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথা হয় আলোচন।
পূর্ব্বভাব উদি' কাটে মায়ার বন্ধন॥
কৃষ্ণ-প্রতি জীব যবে করেন ঈক্ষণ।
বিদ্যারূপা মায়া করে বন্ধন ছেদন॥
মায়িক জগতে বিদ্যা নিত্য বৃন্দাবন।
জীবের সাধনজন্য করে বিভাবন॥
সেই বৃন্দাবনে জীব ভাবাবিষ্ট হ'য়ে।
নিত্য সেবালাভ করে চৈতন্য-আশ্রয়ে॥
প্রকটিত লীলা আর গোলোক-বিলাস।
এক তত্ত্ব, ভিন্ন নয়, দ্বিবিধ প্রকাশ॥
নিত্যলীলা নিত্যদাসগণের নিলয়।
এ প্রকটলীলা বদ্ধজীবের আশ্রয়॥
অতএব বৃন্দাবন জীবের আবাস।
অসার সংসারে নিত্যতত্ত্বের প্রকাশ॥
বৃন্দাবনলীলা জীব করহ আশ্রয়।
আত্মগত রতিতত্ত্ব যাহে নিত্য হয়॥

জড়রতি-খদ্যোতের আলোক অধম।
আত্মরতি-সূর্য্যোদয়ে হয় উপশম॥
জড়রতিগত যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
জীবের সম্বন্ধে সব ঔপাধিক ধর্ম্ম॥
জড়রতি হৈতে লোক-ভোগ অবিরত।
জড়রতি ঐশ্বর্য্যের সদা অনুগত॥
জড়রতি, জড়দেহ প্রভুসম ভায়।
মায়িক বিষয়-সুখে জীবকে নাচায়॥
কভু তা'রে ল'য়ে যায় ব্রহ্মলোক যথা।
কভু তা'রে শিক্ষা দেয় যোগৈশ্বর্য্য-কথা॥
যোগৈশ্বর্য্য, ভোগৈশ্বর্য্য—সকলি সভয়।
বৃন্দাবনে আত্মরতি জীবের অভয়॥
শ্রীকৃষ্ণবিমুখ জন ঐশ্বর্য্যের আশে।
মায়িক জড়ীয়সুখে বদ্ধ মায়াপাশে॥
অকিঞ্চন আত্মরত কৃষ্ণরতিসার।
জানি' ভুক্তি-মুক্তি-আশা করে পরিহার॥

সংসারে জীবনযাত্রা অনায়াসে করি'।
নিত্যদেহে নিত্য সেবে আত্মপ্রদ হরি ॥
বর্ণমদ, বলমদ, রূপমদ যত।
বিসর্জ্জন দিয়া ভক্তিপথে হন রত ॥
আশ্রমাদি বিধানেতে রাগদ্বেষহীন।
একমাত্র কৃষ্ণভক্তি জানি' সমীচীন ॥
সাধুগণ-সঙ্গে সদা হরিলীলা-রসে।
যাপন করেন কাল নিত্যধর্ম্মবশে ॥
জীবনযাত্রার জন্য বৈদিকবিধান।
রাগদ্বেষ বিসর্জ্জিয়া করেন সম্মান ॥
সামান্য বৈদিকধর্ম্ম অর্থফলপ্রদ।
অর্থ হৈতে কাম-লাভ মূঢ়ের সম্পদ ॥
সেই ধর্ম্ম, সেই অর্থ, সেই কাম যত।
স্বীকার করেন দিন-যাপনের মত ॥
তাহাতে জীবনযাত্রা করেন নির্ব্বাহ।
জীবনের অর্থ—কৃষ্ণভক্তির প্রবাহ ॥

অতএব লিঙ্গহীন সদা সাধুজন।
দ্বন্দ্বাতীত হ'য়ে করেন শ্রীকৃষ্ণভজন॥
জ্ঞানের প্রয়াসে কাল না করি' যাপন।
ভক্তিবলে নিত্যজ্ঞান করেন সাধন॥
যথা তথা বাস করি', যে সে বস্ত্র পরি'।
সুলব্ধ-ভোজনদ্বারা দেহরক্ষা করি'॥
কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণসেবা-আনন্দে মাতিয়া।
সদা কৃষ্ণপ্রেমরসে ফিরেন গাহিয়া॥
নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যপ্রভু অবতার।
ভকতিবিনোদ গায় কৃপায় তাঁহার॥

২

অপূর্ব্ব বৈষ্ণবতত্ত্ব! আত্মার আনন্দ-
প্রস্রবণ! নাহি যা'র তুলনা সংসারে;
স্বধর্ম্ম বলিয়া যা'র আছে পরিচয়
এ জগতে! এ তত্ত্বের শুন বিবরণ।
পরব্রহ্ম সনাতন আনন্দস্বরূপ,

নিত্যকাল রসরূপ, রসের আধার—
পরাৎপর, অদ্বিতীয়, অনন্ত, অপার !
তথাপি স্বরূপতত্ত্ব, শক্তি শক্তিমান,
লীলারস-পরাকাষ্ঠা, আশ্রয়-স্বরূপ।
তর্ক কি সে তত্ত্ব কভু স্পর্শিবারে পারে ?
রসতত্ত্ব সুগম্ভীর ! সমাধি-আশ্রয়ে
উপলব্ধ ! আহা মরি, সমাধি কি ধন !!
সমাধিস্থ হ'য়ে দেখ, সুস্থির অন্তরে,
হে সাধক ! রসতত্ত্ব অখণ্ড আনন্দ ;
কিন্তু তাহে আস্বাদক-আস্বাদ্য-বিধান,
নিত্যধর্ম্ম অনুস্যূত ! অদ্বিতীয় প্রভু,
আস্বাদক কৃষ্ণরূপ,—আস্বাদ্য রাধিকা,
দ্বৈতানন্দ ! পরানন্দ-পীঠ বৃন্দাবন !
প্রাকৃত জগতে যাঁ'র প্রকাশ-বিশেষ
যোগমায়া প্রকাশিতা ! তাঁহার আশ্রয়ে
লভিছে সাধকবৃন্দ নিত্য প্রেমতত্ত্ব—

আদর্শ, যাহার নাম বিকুণ্ঠ-কল্যাণ !!
যদি চাহ নিত্যানন্দ-প্রবাহ সেবিতে
অবিরত, গুরু-পাদাশ্রয় কর জীব।
নীরস ভজন সমুদয় পরিহরি'
ব্রহ্মচিন্তা আদি যত, সদা সাধ রতি,
কুসুমিত বৃন্দাবনে শ্রীরাসমণ্ডলে।
পুরুষত্ব-অহঙ্কার নিতান্ত দুর্ব্বল
তব। তুমি শুদ্ধ জীব! আস্বাদ্য স্বজন,
শ্রীরাধার নিত্যসখী! পরানন্দরস
অনুভবি'! মায়াভোগ তোমার পতন!!!

৩

চিজ্জড়ের দ্বৈত যিনি করেন স্থাপন
জড়ীয় কুতর্কবলে হায়।
ভ্রমজাল তা'র বুদ্ধি করে আচ্ছাদন,
বিজ্ঞান-আলোক নাহি তায়॥

চিত্তত্ত্বে আদর্শ বলি' জানে যেই জনে
জড়ে অনুকৃতি বলি মানি'।
তাহার বিজ্ঞান শুদ্ধ রহস্য সাধনে
সমর্থ বলিয়া আমি জানি॥
অতএব এ জগতে যাহা লক্ষ্য হয়
বৈকুণ্ঠের জড় অনুকৃতি।
নির্দ্দোষ বৈকুণ্ঠগত-সত্তা সমুদয়
সদোষ জড়ীয় পরিমিতি॥
বিকুণ্ঠ-নিলয়ে যেই অপ্রাকৃত রতি
সুমধুর মহাভাবাবধি।
তা'র তুচ্ছ অনুকৃতি পুরুষ-প্রকৃতি
সঙ্গসুখ-সংক্লেশ-জলধি॥
অপ্রাকৃত সিদ্ধদেহ করিয়া আশ্রয়
সহজসমাধি-যোগবলে।
সাধক প্রকৃতিভাবে শ্রীনন্দ-তনয়
ভজেন সর্ব্বদা কৌতুহলে॥

৪

'জীবন সমাপ্ত কালে করিব ভজন,
এবে করি গৃহসুখ।'
কখন একথা নাহি বলে বিজ্ঞজন
এ দেহ পতনোন্মুখ॥
আজি বা শতেক বর্ষে অবশ্য মরণ
নিশ্চিন্ত না থাক ভাই।
যত শীঘ্র পার, ভজ শ্রীকৃষ্ণচরণ,
জীবনের ঠিক নাই॥
সংসার নির্ব্বাহ করি' যা'ব আমি বৃন্দাবন,
ঋণত্রয় শোধিবারে করিতেছি সুযতন॥
এ আশায় নাহি প্রয়োজন।
এমন দুরাশাবশে, যা'বে প্রাণ অবশেষে,
না হইবে দীনবন্ধু-চরণ-সেবন॥
যদি সুমঙ্গল চাও, সদা কৃষ্ণনাম গাও,
গৃহে থাক, বনে থাক, ইথে তর্ক অকারণ॥

# উচ্ছ্বাস

১

কবে শ্রীচৈতন্য মোরে করিবেন দয়া।
কবে আমি পাইব বৈষ্ণব-পদ-ছায়া॥
কবে আমি ছাড়িব এ বিষয়াভিমান।
কবে বিষ্ণুজনে আমি করিব সম্মান॥
গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলি বৈষ্ণব-নিকটে।
দন্তে তৃণ করি' দাঁড়াইব নিষ্কপটে॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইব দুঃখগ্রাম।
সংসার-অনল হৈতে মাগিব বিশ্রাম॥
শুনিয়া আমার দুঃখ বৈষ্ণব ঠাকুর।
আমা লাগি' কৃষ্ণে আবেদিবেন প্রচুর॥
বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়।
এ হেন পামর প্রতি হবেন সদয়॥
বিনোদের নিবেদন বৈষ্ণবচরণে।
কৃপা করি' সঙ্গে লহ এই অকিঞ্চনে॥

২

আমি ত' দুর্জ্জন অতি সদা দুরাচার।
কোটি কোটি জন্মে মোর নাহিক উদ্ধার॥
এ হেন দয়ালু কেবা এ জগতে আছে।
এমত পামরে উদ্ধারিয়া ল'বে কাছে॥
শুনিয়াছি শ্রীচৈতন্য পতিতপাবন।
অনন্তপাতকীজনে করিলা মোচন॥
এমত দয়ার সিন্ধু কৃপা বিতরিয়া।
কবে উদ্ধারিবে মোরে শ্রীচরণ দিয়া॥
এইবার বুঝা যা'বে করুণা তোমার।
যদি এ পামর জনে করিবে উদ্ধার॥
কর্ম্ম নাই, জ্ঞান নাই, কৃষ্ণভক্তি নাই।
তবে বল কিরূপে ও শ্রীচরণ পাই॥
ভরসা আমার মাত্র করুণা তোমার।
অহৈতুকী সে করুণা বেদের বিচার॥

তুমি ত পবিত্রপদ, আমি দুরাশয়।
কেমনে তোমার পদে পাইব আশ্রয় ॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে এ পতিত ছার।
পতিতপাবন নাম প্রসিদ্ধ তোমার ॥

৩

ভবার্ণবে প'ড়ে মোর আকুল পরাণ।
কিসে কূল পা'ব তা'র না পাই সন্ধান ॥
না আছে করম-বল, নাহি জ্ঞানবল।
যাগ-যোগ-তপোধর্ম্ম—না আছে সম্বল ॥
নিতান্ত দুর্ব্বল আমি না জানি সাঁতার।
এ বিপদে কে আমারে করিবে উদ্ধার ॥
বিষয়-কুম্ভীর তাহে ভীষণ-দর্শন।
কামের তরঙ্গ সদা করে উত্তেজন ॥
প্রাক্তন-বায়ুর বেগ সহিতে না পারি।
কাঁদিয়া অস্থির মন, না দেখি কাণ্ডারী ॥
ওগো শ্রীজাহ্নবা দেবি এদাসে করুণা।
কর আজি নিজগুণে ঘুচাও যন্ত্রণা ॥

তোমার চরণ-তরী করিয়া আশ্রয়।
ভবার্ণব পার হ'ব ক'রেছি নিশ্চয়॥
তুমি নিত্যানন্দশক্তি, কৃষ্ণভক্তি-গুরু।
এদাসে করহ দান পদ-কল্পতরু॥
কত কত পামরেরে ক'রেছ উদ্ধার।
তোমার চরণে আজ এ কাঙ্গাল ছার॥

৪

বিষয়-বাসনারূপ চিত্তের বিকার।
আমার হৃদয়ে ভোগ করে অনিবার॥
কত যে যতন আমি করিলাম হায়।
না গেল বিকার, বুঝি শেষে প্রাণ যায়॥
এ ঘোর বিকার মোরে করিল অস্থির।
শান্তি না পাইল স্থান, অন্তর অধীর॥
শ্রীরূপ গোস্বামী মোরে কৃপা বিতরিয়া।
উদ্ধারিবে কবে যুক্ত-বৈরাগ্য অর্পিয়া॥
কবে সনাতন মোরে ছাড়ায়ে বিষয়।

নিত্যানন্দে সমর্পিবে হইয়া সদয় ॥
শ্রীজীব গোস্বামী কবে সিদ্ধান্ত-সলিলে।
নিবাইবে তর্কানল, চিত্ত যাহে জ্বলে ॥
শ্রীচৈতন্য নাম শুনে উদিবে পুলক।
রাধাকৃষ্ণামৃত পানে হইব অশোক ॥
কাঙ্গালের সুকাঙ্গাল দুর্জ্জন এজন।
বৈষ্ণবচরণাশ্রয় যাচে অকিঞ্চন ॥

৫

আমার সমান হীন নাহি এ সংসারে।
অস্থির হ'য়েছি পড়ি' ভব-পারাবারে ॥
কুলদেবী যোগমায়া মোরে কৃপা করি'।
আবরণ সম্বরিবে কবে বিশ্বোদরী ॥
শুনেছি আগমে বেদে মহিমা তোমার।
শ্রীকৃষ্ণবিমুখে বাঁধি' করাও সংসার ॥
শ্রীকৃষ্ণসাম্মুখ্য যা'র ভাগ্যক্রমে হয়।
তা'রে মুক্তি দিয়া কর অশোক অভয় ॥

এদাসে জননি করি' অকৈতব দয়া।
বৃন্দাবনে দেহ স্থান, তুমি যোগমায়া॥
তোমাকে লঙ্ঘিয়া কোথা জীবে কৃষ্ণ পায়।
কৃষ্ণ রাস প্রকটিল তোমার কৃপায়॥
তুমি কৃষ্ণ-অনুচরী জগৎ-জননী।
তুমি দেখাইলে মোরে কৃষ্ণচিন্তামণি॥
নিষ্কপট হ'য়ে মাতা চাও মোর পানে॥
বৈষ্ণবে বিশ্বাসবৃদ্ধি হ'ক প্রতিক্ষণে॥
বৈষ্ণব-চরণ বিনা ভব-পারাবার।
ভকতিবিনোদ নারে হইবারে পার॥

১

কবে মোর শুভদিন হইবে উদয়।
বৃন্দাবনধাম মম হইবে আশ্রয়॥
ঘুচিবে সংসারজ্বালা বিষয়-বাসনা।
বৈষ্ণব-সংসর্গে মোর পূরিবে কামনা॥

ধূলায় ধূসর হ'য়ে হরিসংকীর্ত্তনে।
মত্ত হ'য়ে প'ড়ে র'ব বৈষ্ণব-চরণে॥
কবে শ্রীযমুনাতীরে কদম্বকাননে।
হেরিব যুগল রূপ হৃদয়-নয়নে॥
কবে সখী কৃপা করি' যুগল-সেবায়।
নিযুক্ত করিবে মোরে রাখি' নিজ পায়॥
কবে বা যুগললীলা করি' দরশন।
প্রেমানন্দভরে আমি হ'ব অচেতন॥
কতক্ষণ অচেতন পড়িয়া রহিব।
আপন শরীর আমি কবে পাশরিব।
উঠিয়া স্মরিব পুনঃ অচেতন-কালে।
যা' দেখিনু কৃষ্ণলীলা ভাসি' আঁখিজলে॥
কাকুতি মিনতি করি' বৈষ্ণবসদনে।
বলিব ভকতি-বিন্দু দেহ এ দুর্জ্জনে॥
শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরীর চরণশরণ।
এ ভক্তিবিনোদ আশা করে অনুক্ষণ॥

২

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-কৃপা কত দিনে হ'বে।
উপাধিরহিত রতি চিত্তে উপজিবে॥
কবে সিদ্ধদেহ মোর হইবে প্রকাশ।
সখী দেখাইবে মোরে যুগলবিলাস॥
দেখিতে দেখিতে রূপ হইব বাতুল।
কদম্বকাননে যা'ব ত্যজি' জাতিকুল॥
স্বেদ কম্প পুলকাশ্রু বৈবর্ণ্য প্রলয়।
স্তম্ভ স্বরভেদ কবে হইবে উদয়॥
ভাবময় বৃন্দাবন হেরিব নয়নে।
সখীর কিঙ্করী হ'য়ে সেবিব দু'জনে॥
কবে নরোত্তম-সহ সাক্ষাৎ হইবে।
কবে বা প্রার্থনা-রস চিত্তে প্রবেশিবে॥
চৈতন্যদাসের দাস ছাড়ি' অন্য রতি।
কর যুড়ি' মাগে আজ শ্রীচৈতন্যে মতি॥

আমার এমন ভাগ্য কত দিনে হ'বে।
আমারে আপন বলি' জানিবে বৈষ্ণবে॥
শ্রীগুরুচরণামৃত-মাধ্বিক-সেবনে।
মত্ত হ'য়ে কৃষ্ণগুণ গা'ব বৃন্দাবনে॥
কর্ম্মী জ্ঞানী কৃষ্ণদ্বেষী বহির্ম্মুখজন।
ঘৃণা করি' অকিঞ্চনে করিবে বর্জ্জন॥
কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণ করিবে সিদ্ধান্ত।
আচাররহিত এই নিতান্ত অশান্ত॥
বাতুল বলিয়া মোরে পণ্ডিতাভিমানী।
ত্যজিবে আমার সঙ্গ মায়াবাদী জ্ঞানী॥
কুসঙ্গরহিত দেখি' বৈষ্ণব সুজন।
কৃপা করি' আমারে দিবেন আলিঙ্গন॥
স্পর্শিয়া বৈষ্ণবদেহ এ দুর্জ্জন ছার।
আনন্দে লভিবে কবে সাত্ত্বিকবিকার॥
চৈতন্যচন্দ্রের লীলা-সমুদ্র অপার।
বুঝিতে শকতি নাহি এই কথা সার॥

শাস্ত্রের অগম্য তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ আমার।
তাঁ'র লীলা-অন্ত বুঝে শকতি কাহার॥
তবে মূর্খজন কেন শাস্ত্র বিচারিয়া।
গৌরলীলা নাহি মানে অন্ত না পাইয়া॥
অনন্তের অন্ত আছে কোন্ শাস্ত্রে গায়।
শাস্ত্রাধীন কৃষ্ণ ইহা শুনি' হাসি পায়॥
কৃষ্ণ হইবেন গোরা, ইচ্ছা হ'ল তাঁ'র।
সবৈকুণ্ঠ নবদ্বীপে হৈলা অবতার॥
যখন আসেন কৃষ্ণ জীব উদ্ধারিতে।
সঙ্গে সব সহচর আসে পৃথিবীতে॥
গোরা অবতারে তাঁ'র শ্রীজয় বিজয়।
নবদ্বীপে শত্রুভাবে হইল উদয়॥
পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতারে অসুর আছিল।
শাস্ত্রে বলে পণ্ডিত হইয়া জনমিল॥
স্মৃতি-তর্কশাস্ত্রবলে বৈর প্রকাশিয়া।
গোরাচাঁদ-সহ রণ করিল মাতিয়া॥

অতএব নবদ্বীরবাসী যত জন।
শ্রীচৈতন্যলীলা পুষ্টি করে অনুক্ষণ ॥
এখন যে ব্রহ্মকুলে চৈতন্যের অরি।
তা'কে জানি চৈতন্যের লীলা-পুষ্টিকারী ॥
শ্রীচৈতন্য-অনুচর শত্রু মিত্র যত।
সকলের শ্রীচরণে হইলাম নত ॥
তোমরা করহ কৃপা এ দাসের প্রতি।
চৈতন্যে সুদৃঢ় কর বিনোদের মতি ॥

৫

কবে মোর মূঢ় মন ছাড়ি' অন্য ধ্যান।
শ্রীকৃষ্ণচরণে পাবে বিশ্রামের স্থান ॥
কবে আমি জানিব আপনে অকিঞ্চন।
আমার অপেক্ষা ক্ষুদ্র নাহি অন্য জন ॥
কবে আমি আচণ্ডালে করিব প্রণতি।
কৃষ্ণভক্তি মাগি' ল'ব করিয়া মিনতি ॥

সর্ব্বজীবে দয়া মোর কত'দিনে হ'বে।
জীবের দুর্গতি দেখি' লোতক পড়িবে॥
কাঁদিতে কাঁদিতে আমি যা'ব বৃন্দাবন।
ব্রজধামে বৈষ্ণবের লইব শরণ॥
ব্রজবাসি-সন্নিধানে যুড়ি' দুই কর।
জিজ্ঞাসিব লীলাস্থান হইয়া কাতর॥
ওহে ব্রজবাসি, মোরে অনুগ্রহ করি'।
দেখাও কোথায় লীলা করিলেন হরি॥
তবে কোন ব্রজজন সকৃপ অন্তরে।
আমারে যা'বেন ল'য়ে বিপিন ভিতরে॥
বলিবেন, দেখ এই কদম্ব-কানন।
যথা রাসলীলা কৈল ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
ঐ দেখ নন্দগ্রাম নন্দের আবাস।
ঐ দেখ বলদেব যথা কৈল রাস॥
ঐ দেখ যথা হৈল দুকূল-হরণ।
ঐ স্থানে বকাসুর হইল নিধন॥

এইরূপ ব্রজজনসহ বৃন্দাবনে।
দেখিব লীলার স্থান সতৃষ্ণ নয়নে॥
কভু বা যমুনাতীরে শুনি' বংশীধ্বনি।
অবশ হইয়া লাভ করিব ধরণী॥
কৃপাময় ব্রজজন 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলি'।
পান করাইবে জল পূরিয়া অঞ্জলি॥
হরিনাম শুনে পুনঃ পাইয়া চেতন।
ব্রজজন-সহ আমি করিব ভ্রমণ॥
কবে হেন শুভদিন হইবে আমার।
মাধুকরী করি' বেড়াইব দ্বার দ্বার॥
যমুনা-সলিল পিব অঞ্জলি ভরিয়া।
দেবদ্বারে রাত্রিকালে রহিব শুইয়া॥
যখন আসিবে কাল এ ভৌতিক পুর।
জলজন্তু-মহোৎসব হইবে প্রচুর॥
সিদ্ধ-দেহে নিজ-কুঞ্জে সখীর চরণে।
নিত্যকাল থাকিয়া সেবিব কৃষ্ণধনে॥

এই সে প্রার্থনা করে এ পামর ছার।
শ্রীজাহ্নবা মোরে দয়া কর এইবার॥

৬

হরি হরি কবে মোর হবে হেন দিন।
বিমল বৈষ্ণবে রতি উপজিবে,
বাসনা হইবে ক্ষীণ॥
অন্তর-বাহিরে সম ব্যবহার,
অমানী মানদ হ'ব।
কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণে
সতত মজিয়া র'ব॥
এ দেহের ক্রিয়া অভ্যাসে করিব
জীবন যাপন লাগি'।
শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে অনুকূল যাহা,
তাহে হ'ব অনুরাগী॥
ভজনের যাহা প্রতিকূল, তাহা
দৃঢ়ভাবে তেয়াগিব।

ভজিতে ভজিতে সময় আসিলে
এ দেহ ছাড়িয়া দিব ॥
ভকতিবিনোদ এই আশা করি'
বসিয়া গোদ্রুমবনে।
প্রভু-কৃপা লাগি' ব্যাকুল অন্তরে
সদা কাঁদে সঙ্গোপনে ॥

৭

কবে মুই বৈষ্ণব চিনিব হরি হরি।
বৈষ্ণব-চরণ কল্যাণের খনি
মাতিব হৃদয়ে ধরি' ॥
বৈষ্ণবঠাকুর অপ্রাকৃত সদা,
নির্দ্দোষ, আনন্দময়।
কৃষ্ণনামে প্রীত, জড়ে উদাসীন,
জীবেতে দয়ার্দ্র হয় ॥
অভিমানহীন, ভজনে প্রবীণ,
বিষয়েতে অনাসক্ত।

অন্তর-বাহিরে নিষ্কপট সদা,
নিত্যলীলা-অনুরক্ত ॥
কনিষ্ঠ, মধ্যম, উত্তম প্রভেদে
বৈষ্ণব ত্রিবিধ গণি।
কনিষ্ঠে আদর, মধ্যমে প্রণতি,
উত্তমে শুশ্রূষা শুনি ॥
যে যেন বৈষ্ণব চিনিয়া লইয়া
আদর করিব যবে।
বৈষ্ণবের কৃপা, যাহে সর্ব্বসিদ্ধি,
অবশ্য পাইব তবে ॥
বৈষ্ণব-চরিত্র সর্ব্বদা পবিত্র
যেই নিন্দে হিংসা করি'।
ভকতিবিনোদ না সম্ভাষে তা'রে
থাকে সদা মৌন ধরি ॥

৮

কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর।

সম্বন্ধ জানিয়া ভজিতে ভজিতে
অভিমান হউ দূর॥
'আমি ত' বৈষ্ণব' এ বুদ্ধি হইলে
অমানী না হ'ব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি' হৃদয় দূষিবে,
হইব নিরয়গামী॥
তোমার কিঙ্কর আপনে জানিব
'গুরু'-অভিমান ত্যজি'।
তোমার উচ্ছিষ্ট, পদজলরেণু
সদা নিষ্কপটে ভজি॥
'নিজে শ্রেষ্ঠ' জানি' উচ্ছিষ্টাদি দানে
হ'বে অভিমান-ভার।
তাই শিষ্য তব থাকিয়া সর্ব্বদা
না লইব পূজা কা'র॥

অমানী মানদ হইলে কীর্ত্তনে
অধিকার দিবে তুমি।
তোমার চরণে নিষ্কপটে আমি
কাঁদিয়া লুটিব ভূমি॥

৯

কবে হ'বে হেন দশা মোর।
ত্যজি' জড় আশা বিবিধ বন্ধন
ছাড়িব সংসার ঘোর॥
বৃন্দাবনাভেদে নবদ্বীপ-ধামে
বাঁধিব কুটীরখানি।
শচীর নন্দন- চরণ-আশ্রয়
করিব সম্বন্ধ মানি'॥
জাহ্নবী-পুলিনে চিন্ময়কাননে
বসিয়া বিজনস্থলে।
কৃষ্ণনামামৃত নিরন্তর পিব
ডাকিব 'গৌরাঙ্গ' ব'লে॥

হা গৌরনিতাই, তোরা দু'টী ভাই
পতিতজনের বন্ধু।
অধম পতিত আমি হে দুর্জ্জন,
হও মোরে কৃপাসিন্ধু॥
কাঁদিতে কাঁদিতে ষোলক্রোশ-ধাম
জাহ্নবী উভয়কূলে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে কভু ভাগ্যফলে
দেখি কিছু তরুমূলে॥
'হাহা মনোহর কি দেখিনু আমি
বলিয়া মূর্চ্ছিত হ'ব।
সম্বিৎ পাইয়া কাঁদিব গোপনে
স্মরি' দুঁহু কৃপালব॥

১০

হা হা মোর গৌরকিশোর।
কবে দয়া করি' শ্রীগোদ্রুমবনে
দেখা দিবে মনচোর॥

আনন্দ-সুখদ-　　কুঞ্জের ভিতরে
গদাধরে বামে করি'।
কাঞ্চনবরণ,　　চাঁচর চিকুর,
নটন সুবেশ ধরি'॥
দেখিতে দেখিতে　　শ্রীরাধামাধব
রূপেতে করিবে আলা।
সখীগণ-সঙ্গে　　করিবে নটন
গলেতে মোহনমালা॥
অনঙ্গ-মঞ্জরী　　সদয় হইয়া
এ দাসী-করেতে ধরি'।
দুঁহে নিবেদিবে,　　দুঁহার মাধুরী
হেরিব নয়ন ভরি'॥

১১

হা হা কবে গৌরনিতাই।
এ পতিতজনে　　উরু কৃপা করি'
দেখা দিবে দু'টী ভাই॥

তুঁহু-কৃপাবলে নবদ্বীপ-ধামে
দেখিব ব্রজের শোভা।
আনন্দ-সুখদ- কুঞ্জ মনোহর
হেরিব নয়ন-লোভা॥
তাহার নিকটে শ্রীললিতাকুণ্ড,
রত্নবেদী কত শত।
যথা রাধাকৃষ্ণ লীলা বিস্তারিয়া
বিহরেন অবিরত॥
সখীগণ যথা লীলার সহায়,
নানা সেবা-সুখ পায়।
এ দাসী তথায় সখীর আজ্ঞাতে
কার্য্যে ইতি উতি ধায়॥
মালতীর মালা গাঁথিয়া আনিব,
দিব তবে সখী-করে।
রাধাকৃষ্ণ-গলে সখী পরাইবে,
নাচিব আনন্দভরে॥

১২

কবে আহা গৌরাঙ্গ বলিয়া।

ভোজন শয়নে　　দেহের যতন
ছাড়িব বিরক্ত হঞা॥
নবদ্বীপ-ধামে　　নগরে নগরে
অভিমান পরিহরি'॥
ধামবাসী-ঘরে　　মাধুকরী ল'ব
খাইব উদর ভরি'॥
নদীতটে গিয়া　　অঞ্জলী অঞ্জলী
পিব প্রভু-পদজল।
তরুতলে পড়ি'　　আলস্য ত্যজিব,
পাইব শরীরে বল॥
কাকুতি করিয়া　　'গৌর-গদাধর',
'শ্রীরাধামাধব' নাম।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া　　ডাকি' উচ্চরবে
ভ্রমিব সকল ধাম॥

বৈষ্ণব দেখিয়া পড়িব চরণে
হৃদয়ের বন্ধু জানি'।
বৈষ্ণব ঠাকুর 'প্রভুর কীর্ত্তন'
দেখাইবে দাস মানি' ॥

## বিজ্ঞপ্তি

গোপীনাথ, মম নিবেদন শুন।
বিষয়ী দুর্জ্জন, সদা কামরত,
কিছু নাহি মোর গুণ ॥
গোপীনাথ, আমার ভরসা তুমি।
তোমার চরণে লইনু শরণ,
তোমার কিঙ্কর আমি ॥
গোপীনাথ, কেমনে শোধিবে মোরে।
না জানি ভকতি, কর্ম্মে জড়মতি,
প'ড়েছি সংসার-ঘোরে ॥
গোপীনাথ, সকলি তোমার মায়া।
নাহি মম বল, জ্ঞান সুনির্ম্মল,
স্বাধীন নহে এ কায়া ॥

গোপীনাথ, নিয়ত চরণে স্থান।
মাগে এ পামর কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
করহে করুণা দান॥
গোপীনাথ, তুমি ত' সকলি পার।
দুর্জ্জনে তারিতে তোমার শকতি,
কে আছে পাপীর আর॥
গোপীনাথ, তুমি কৃপা-পারাবার।
জীবের কারণে, আসিয়া প্রপঞ্চে
লীলা কৈলে সুবিস্তার॥
গোপীনাথ, আমি কি দোষে দোষী।
অসুর সকল, পাইল চরণ,
বিনোদ থাকিল বসি'॥

২

গোপীনাথ, ঘুচাও সংসার-জ্বালা।
অবিদ্যা-যাতনা, আর নাহি সহে,
জনম-মরণ-মালা॥

গোপীনাথ, আমি ত' কামের দাস।
বিষয়-বাসনা জাগিছে হৃদয়ে,
ফাঁদিছে করম-ফাঁস॥

গোপীনাথ, কবে বা জাগিব আমি।
কামরূপ অরি দূরে তেয়াগিব,
হৃদয়ে স্ফুরিবে তুমি॥

গোপীনাথ, আমি ত' তোমার জন।
তোমারে ছাড়িয়া সংসার ভজিনু
ভুলিয়া আপন ধন॥

গোপীনাথ, তুমি ত' সকলি জান।
আপনার জনে দণ্ডিয়া এখন
শ্রীচরণে দেহ স্থান॥

গোপীনাথ, এই কি বিচার তব।
বিমুখ দেখিয়া ছাড় নিজ জনে,
না কর করুণালব॥

গোপীনাথ, আমি ত' মূরখ অতি।
কিসে ভাল হয়, কভু না বুঝিনু,
তাই হেন মম গতি॥
গোপীনাথ, তুমি ত' পণ্ডিতবর।
মূঢ়ের মঙ্গল তুমি অন্বেষিবে,
এ দাসে না ভাব পর॥

৩

গোপীনাথ, আমার উপায় নাই।
তুমি কৃপা করি' আমারে লইলে
সংসারে উদ্ধার পাই॥
গোপীনাথ, প'ড়েছি মায়ার ফেরে।
ধন, দারা, সুত ঘিরেছে আমারে,
কামেতে রেখেছে জেরে॥
গোপীনাথ, মন যে পাগল মোর।
না মানে শাসন, সদা অচেতন,
বিষয়ে র'য়েছে ঘোর॥

গোপীনাথ, হার যে মেনেছি আমি।
অনেক যতন, হইল বিফল,
এখন ভরসা তুমি॥

গোপীনাথ, কেমনে হইবে গতি।
প্রবল ইন্দ্রিয়- বশীভূত মন,
না ছাড়ে বিষয়-রতি॥

গোপীনাথ, হৃদয়ে বসিয়া মোর।
মনকে শমিয়া লহ নিজ-পানে,
ঘুচিবে বিপদ ঘোর॥

গোপীনাথ, অনাথ দেখিয়া মোরে।
তুমি হৃষীকেশ, হৃষীক দমিয়া
তা'র হে সংসৃতি-ঘোরে॥

গোপীনাথ, গলায় লেগেছে ফাঁস।
কৃপা-অসি ধরি' বন্ধন ছেদিয়া
বিনোদে করহ দাস॥

৪

শ্রীরাধাকৃষ্ণপদকমলে মন।
কেমনে লভিবে চরম শরণ॥
চিরদিন করিয়া ও' চরণ-আশ।
আছে হে বসিয়া এ অধম দাস॥
হে রাধে, হে কৃষ্ণচন্দ্র ভক্ত-প্রাণ।
পামরে যুগল-ভক্তি কর দান॥
ভক্তিহীন বলি' না কর উপেক্ষা।
মূর্খজনে দেহ জ্ঞান-সুশিক্ষা॥
বিষয়-পিপাসা-প্রপীড়িত দাসে।
দেহি অধিকার যুগল-বিলাসে॥

চঞ্চল জীবন-　　স্রোত প্রবাহিয়া
কালের সাগরে ধায়।
গেল যে দিবস,　　না আসিবে আর,
এবে কৃষ্ণ কি উপায়॥

তুমি পতিতজনের বন্ধু।
জানিহে তোমারে নাথ,
তুমি ত করুণাজলসিন্ধু ॥
আমি ভাগ্যহীন, অতি অর্ব্বাচীন,
না জানি ভকতি-লেশ।
নিজগুণে নাথ, কর আত্মসাৎ
ঘুচাইয়া ভব-ক্লেশ ॥
সিদ্ধ দেহ দিয়া বৃন্দাবন-মাঝে
সেবামৃত কর দান।
পিয়াইয়া প্রেম, মত্ত করি' মোরে,
শুন নিজ গুণগান ॥
যুগল সেবায় শ্রীরাসমণ্ডলে
নিযুক্ত কর আমায়।
ললিতা সখীর অযোধ্যা কিঙ্করী,
বিনোদ ধরিছে পায় ॥

---

## উচ্ছ্বাসকীর্ত্তন

### নাম-কীর্ত্তন

কলিকুক্কুর কদন যদি চাও ( হে )।
কলিযুগপাবন　　কলিভয়নাশন
শ্রীশচীনন্দন গাও ( হে ) ॥
গদাধরমাদন,　　নিতা'য়ের প্রাণধন,
অদ্বৈতের প্রপূজিত গোরা।
নিমাঞী বিশ্বম্ভর,　　শ্রীনিবাস-ঈশ্বর,
ভক্তসমূহ-চিত-চোরা ॥
নদীয়া-শশধর,　　মায়াপুর-ঈশ্বর,
নাম-প্রবর্ত্তন সুর।
গৃহিজনশিক্ষক,　　ন্যাসিকুলনায়ক,
মাধব রাধাভাবপূর ॥
সার্ব্বভৌম-শোধন,　　গজপতিতারণ,
রামানন্দপোষণ বীর।

রূপানন্দবর্দ্ধন, সনাতনপালন,
হরিদাসমোদন ধীর ॥
ব্রজরসভাবন, দুষ্টমতশাতন,
কপটী বিঘাতন কাম।
শুদ্ধভক্তপালন, শুষ্কজ্ঞান-তাড়ন,
ছলভক্তি-দূষণ রাম ॥

২

বিভাবরী-শেষ, আলোক-প্রবেশ,
নিদ্রা ছাড়ি' উঠ জীব।
বল হরি হরি, মুকুন্দ মুরারি,
রাম-কৃষ্ণ হয়গ্রীব ॥
নৃসিংহ বামন, শ্রীমধুসূদন,
ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্যাম।
পুতনা ঘাতন, কৈটভশাতন,
জয় দাশরথি রাম ॥

যশোদাদুলাল,　　গোবিন্দ গোপাল,
বৃন্দাবন-পুরন্দর।
গোপীপ্রিয়জন,　　রাধিকারমণ,
ভুবন-সুন্দরবর ॥
রাবণান্তকর,　　মাখনতস্কর,
গোপীজন-বস্ত্রহারী ॥
ব্রজের রাখাল,　　গোপবৃন্দপাল-
চিত্তহারী, বংশীধারী ॥
যোগীন্দ্রবন্দন,　　শ্রীনন্দনন্দন,
ব্রজজন-ভয়হারী।
নবীন নীরদ-　　রূপ মনোহর,
মোহনবংশীবিহারী ॥
যশোদানন্দন,　　কংসনিসূদন,
নিকুঞ্জ-রাসবিলাসী ॥
কদম্ব-কানন,　　রাসপরায়ণ,
বৃন্দাবিপিন-নিবাসী ॥

আনন্দবর্দ্ধন, প্রেমনিকেতন,
ফুলশরযোজক কাম।
গোপাঙ্গনাগণ, চিত্তবিনোদন,
সমস্তগুণগণধাম॥
যামুন-জীবন, কেলিপরায়ণ,
মানস-চন্দ্রচকোর।
নামসুধারস, গাও কৃষ্ণ-যশ,
রাখ বচন মন মোর॥

---

## রূপকীর্ত্তন

### কামোদ

জনম সফল তা'র, কৃষ্ণ-দরশন যা'র
ভাগ্যে হইয়াছে একবার।
বিকশিয়া হৃন্নয়ন, করি' কৃষ্ণ-দরশন,
ছাড়ে জীব চিত্তের বিকার॥

বৃন্দাবন-কেলিচতুর বনমালী।
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমা রূপ,　　বংশীধারী অপরূপ,
রসময়নিধি, গুণশালী॥
বর্ণ নব-জলধর,　　শিরে শিখিপিচ্ছবর,
অলকা তিলক শোভা পায়।
পরিধান পীতবাস,　　বদনে মধুর হাস,
হেন রূপ জগত মাতায়॥
ইন্দ্রনীল জিনি,　　কৃষ্ণরূপখানি
হেরিয়া কদম্বমূলে।
মন উচাটন,　　না চলে চরণ,
সংসার গেলাম ভুলে॥
( সখি হে ) সুধাময়, সে রূপমাধুরী।
দেখিলে নয়ন,　　হয় অচেতন,
ঝরে প্রেমময় বারি॥
কিবা চূড়া শিরে,　　কিবা বংশী করে,
কিবা সে ত্রিভঙ্গ-ঠাম।

চরণকমলে অমিয়া উছলে,
তাহাতে নূপুরদাম ॥
সদা আশা করি, ভৃঙ্গরূপ ধরি'
চরণকমলে স্থান।
অনায়াসে পাই, কৃষ্ণগুণ গাই,
আর না ভজিব আন ॥

## গুণকীর্ত্তন। ১। (ধানশী)

বহির্ম্মুখ হ'য়ে মায়ারে ভজিয়ে
সংসারে হইনু রাগী।
কৃষ্ণ দয়াময় প্রপঞ্চে উদয়
হইলা আমার লাগি' ॥
(সখি হে) কৃষ্ণচন্দ্র গুণের সাগর।
অপরাধী জনে, কৃপা বিতরণে,
শুধিতে নহে কাতর ॥
সংসারে আসিয়া প্রকৃতি ভজিয়া
পুরুষাভিমানে মরি।

কৃষ্ণ দয়া করি'　　নিজে অবতরি'
বংশীরবে নিল হরি' ॥
এমন রতনে　　বিশেষ যতনে
ভজ সখি অবিরত।
বিনোদ এখনে　　শ্রীকৃষ্ণচরণে
গুণে বাঁধা, সদা নত ॥

## (২) ভাটীয়ারি

শুন হে রসিক জন,　　কৃষ্ণগুণ অগণন,
অনন্ত কহিতে নাহি পারে।
কৃষ্ণ জগতের গুরু,　　কৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু,
নাবিক সে ভব-পারাবারে ॥
হৃদয় পীড়িত যা'র,　　কৃষ্ণ চিকিৎসক তা'র,
ভব-রোগ নাশিতে চতুর।
কৃষ্ণ বহির্ম্মুখজনে,　　প্রেমামৃত-বিতরণে,
ক্রমে লয় নিজ অন্তঃপুর ॥

কর্ম্মবন্ধ-জ্ঞানবন্ধ- আবেশে মানব অন্ধ,
তারে কৃষ্ণ করুণা-সাগর।
পাদপদ্ম-মধু দিয়া অন্ধভাব ঘুচাইয়া
চরণে করেন অনুচর॥
বিধিমার্গরত জনে স্বাধীনতা-রত্নদানে
রাগমার্গে করান প্রবেশ।
রাগ-বশবর্ত্তী হ'য়ে পারকীয়-ভাবাশ্রয়ে
লভে জীব কৃষ্ণপ্রেমাবেশ॥
প্রেমামৃতবারিধারা সদা পানরত তাঁ'রা,
কৃষ্ণ তাঁহাদের বন্ধু পতি।
সেই সব ব্রজজন, সুকল্যাণ-নিকেতন,
দীন হীন বিনোদের গতি॥

---

## লীলাকীর্ত্তন। ১। (ধানশী)

জীবে কৃপা করি গোলোকের হরি
ব্রজভাব প্রকাশিল।

সে ভাবরসজ্ঞ, বৃন্দাবন-যোগ্য,
জড়বুদ্ধি না হইল ॥
কৃষ্ণলীলা-সমুদ্র-অপার।
বৈকুণ্ঠ-বিহার- সমান ইহার
কভু নহে জান সার ॥
কৃষ্ণ নরাকার, সর্ব্বরসাধার,
শৃঙ্গারের বিশেষতঃ।
বৈকুণ্ঠসাধক, সখ্যে অপারক,
মধুরে না হয় রত ॥
ব্রজে কৃষ্ণধন, নবীন মদন,
অপ্রাকৃতরসময়।
জীবের সহিত নিত্যলীলোচিত
কৃষ্ণ-গুণগণ হয় ॥

২। ( ধানশী )

যমুনাপুলিনে কদম্ব-কাননে
কি হেরিনু সখি আজ।

শ্যাম বংশীধারী, মণিমঞ্চোপরি,

করে লীলা রসরাজ ॥

কৃষ্ণকেলি সুধা-প্রস্রবণ।

অষ্টদলোপরি শ্রীরাধা শ্রীহরি,

অষ্টসখী পরিজন ॥

সুগীত-নর্ত্তনে সব সখীগণে

তুষিছে যুগলধনে।

কৃষ্ণলীলা হেরি' প্রকৃতি সুন্দরী

বিস্তারিছে শোভা বনে ॥

ঘরে না যাইব, বনে প্রবেশিব,

ও' লীলা-রসের তরে।

ত্যজি' কুললাজ ভজ ব্রজরাজ,

বিনোদ মিনতি করে ॥

# রসকীর্ত্তন

## অভিসার—কামোদ

কৃষ্ণবংশীগীত শুনি'　　দেখি' চিত্রপটখানি
লোকমুখে গুণ শ্রবণিয়া।
পূর্ব্বরাগাক্রান্ত চিত,　　উন্মাদলক্ষণান্বিত,
সখীসঙ্গে চলিল ধাইয়া॥
নিকুঞ্জকাননে করিল অভিসার।
না মানিল নিবারণ,　　গৃহকার্য্য অগণন,
ধর্ম্মাধর্ম্ম না করিল বিচার॥
যমুনাপুলিনে গিয়া　　সখীগণে সম্বোধিয়া
জিজ্ঞাসিল প্রিয়ের উদ্দেশ।
ছাড়িল প্রাণের ভয়,　　বনেতে প্রবেশ হয়,
বংশীধ্বনি করিয়া নির্দ্দেশ॥
নদী যথা সিন্ধু-প্রতি　　ধায় অতি বেগবতী,
সেইরূপ রসবতী সতী।

অতি বেগে কুঞ্জবনে, গিয়া কৃষ্ণ-সন্নিধানে,
আত্ম-নিবেদনে কৈল মতি ॥
কেন মোর দুর্ব্বলা লেখনী নাহি সরে।
অভিসার আরম্ভিয়া সকম্প অন্তরে ॥
মিলন সম্ভোগ বিপ্রলম্ভাদি বর্ণন।
প্রকাশ করিতে নাহি সরে মম মন ॥
দুর্ভাগা না বুঝে রাসলীলা-তত্ত্বসার
শূকর যেমন নাহি চিনে মুক্তাহার ॥
অধিকারহীন-জন-মঙ্গল চিন্তিয়া।
কীর্ত্তন করিনু শেষ, কাল বিচারিয়া ॥

কীর্ত্তন সমাপ্ত।

## মঙ্গলাচরণ

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং
শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং
তং সজীবম্ ।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং
কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা
শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥

---

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত

# শ্রীশরণাগতি

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত

চতুর্দ্দশ সংস্করণ

ঢাকা, ৪৮এ ভাগবত সাহা শঙ্খনিধি রোড্ স্থিত
মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে

শ্রীরমেশ চন্দ্র দে সরকার কর্ত্তৃক
মুদ্রিত

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৫২

ভিক্ষা এক আনা

প্রাপ্তিস্থান :—

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীমায়াপুর,

পোঃ শ্রীমায়াপুর—নদীয়া।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট্, বাগবাজার

কলিকাতা।

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ

নারিন্দা ঢাকা।

শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক।

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, স্বর্গদ্বার, পুরী।

শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ

এলাহাবাদ।

শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল এম, এ,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

---

# প্রকাশকের নিবেদন

বৈষ্ণবসমাজমুকুটমণি বর্ত্তমানকালের শুদ্ধভক্তিস্রোতের মূল মহাপুরুষ দিব্যসূরি শ্রীগৌর নিজ-জন শ্রীশ্রীমৎ ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ তদাশ্রিতজনের জন্য "শরণাগতি" নামক কবিতা কয়েকটীতে শুদ্ধভক্তির মূল নিদর্শন লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে লিখিত আছে,—

অসৎসঙ্গত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥
এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ॥
শরণাগতের অকিঞ্চনের একই লক্ষণ।
তার মধ্যে প্রবেশয়ে আত্মসমর্পণ॥

শরণ লঞা করে কৃষ্ণ আত্মসমর্পণ।
কৃষ্ণ তারে করে তৎকালে আত্মসম॥

বৈষ্ণবের একমাত্র সদাচার এই যে, অবৈষ্ণব-সঙ্গ-পরিত্যাগ। 'অবৈষ্ণব' বলিলে স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণভজনরহিত—এই দুই শ্রেণীকে বুঝায়। স্ত্রীসঙ্গ দ্বিবিধ.—( ১ ) বৈধ-ধর্ম্মপরস্ত্রীসঙ্গ, যাহাতে পুণ্যময় শৌক্র-বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত ও তৎফলে স্বর্গসুখ-লাভ; ( ২ )অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, যাহা অধর্ম্মপর এবং শৌক্রবর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিশৃঙ্খলতাকারক ও তৎফলে নরকদুঃখলাভ। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম নামক পুন্যময় ত্রিবর্গ স্ত্রীসঙ্গরূপ অবৈষ্ণবাচারে আবদ্ধ। 'মোক্ষ' নামক বর্গও হরি-বিমুখতা-নিবন্ধন হেয় অর্থাৎ মুক্তি কামনাও অবৈষ্ণবতা। মুমুক্ষ-মায়া-বাদী বা বুভুক্ষু মায়াবিলাসী উভয়েই

অবৈষ্ণব। মুমুক্ষু মায়াবাদী নিজোৎকর্ষের জন্য জড়-ভোগত্যাগী; বুভুক্ষু. স্ত্রীসঙ্গী ভোগী—উভয়েই ফলান্বেষী, অশান্ত ও জড়াহঙ্কারে ব্যস্ত; কৃষ্ণদাস তাদৃশ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মী নহেন। তিনি সমর্পিতাত্মা এবং সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদ ও নির্ব্যলীক। বৈষ্ণব—বর্ণাশ্রমধর্ম্মীর শ্রীশ্রীগুরুদেব।

শরণাগত না হইলে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ প্রভুর অপ্রাকৃত ভজনের সরলভাবে অনু-সরণ করা সাধারণের পক্ষে সহজ নহে যাঁহারা অবৈধভাবে নিজের প্রকৃত বলের উপর নির্ভর করিয়া দুঃসঙ্গের বোঝা মাথায় লইয়া বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত পাদপদ্ম-দর্শনে দৌড়িবেন, তাঁহারা রাবণের মায়া-সীতা-হরণের ন্যায় প্রাকৃত বস্তুই লাভ করিবেন।

কর্ম্ম, জ্ঞান বা মিছাভক্তিতে নিপুণতা থাকিলে কখনই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মাশ্রয়ের অধিকার হয় না। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকৃত কৃপা পাইলেই জীব, শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীচরণে অপ্রাকৃতত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পরিচয় অনেকের নিকট অজ্ঞাত, অনেকের ধারণায় প্রকৃত সত্য হইতে বিকৃত, অনেকের নিকট স্বকপোলকল্পিত-বিশ্বাসে পুষ্ট। ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা—এই দোষ-চতুষ্টয় প্রকৃত সত্যকে আবরণ করে। পরম সত্য বা নিত্য-সত্য অনেকের নিকট আবৃত থাকিলেও চিরদিনই সত্য। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সত্য, তাহার সেবকও

নিত্য। নিত্যসেব্যের নিত্যসেবক নিত্য-কাল নিত্য সেবা করেন।

মানবগণ স্থূল ও সূক্ষ্মভাবে বিষয়ের ভোক্তা হইয়া যে সুখ-দুঃখ লাভ করেন, তাহাকে ফলভোগময় 'কর্ম্মবাদ' বলে। বিষয়ের ভোক্তৃত্ব ছাড়িয়া সুখ-দুঃখের ফল ত্যাগ পূর্ব্বক যে নির্ব্বিশিষ্ট, নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান অথবা বোধরাহিত্যশূন্য নির্ব্বাণ লক্ষ্য করেন, তাহাকে জ্ঞানবাদ বলে। নিজের সুখ-দুঃখ-ফল-লাভেচ্ছা, সুখ-দুঃখফল-লাভ-ত্যাগেচ্ছা—উভয়প্রকার এষণা-চালিত না হইয়া কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য-বিশিষ্ট অপ্রাকৃতাবস্থানে ভক্তির নিত্য স্থিতি। ঠাকুর মহাশয় কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যবিশিষ্ট আত্মবিদ্ নিত্য ভগবদ্ভক্ত ছিলেন। তিনি শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত-লিখিত "আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-

বাঞ্ছা তারে বলি 'কাম'। কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম ॥"—এই বাক্যের কায়মনোবাক্যে নিত্যসেবক ছিলেন।

ঠাকুর মহাশয় শ্রীকৃষ্ণে সুদৃঢ়বিশ্বাস-সম্পন্ন, কৃষ্ণসেবায় জাতরতি ও হ'রি-রসের নিত্যপ্রেমিক ছিলেন। তিনি অনিত্য স্থূলদেহ দ্বারা বা সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক অনিত্য মনের দ্বারা কৃষ্ণকে অনিত্য-সেব্যজ্ঞানে ও আপনাকে অনিত্য-সেবকাভিমানে কোন দিনই কৃষ্ণানুশীলন করেন নাই এবং দুর্ব্বল জীবগণকেও তাদৃশ অনিত্য উপাসনা-মার্গে নিযুক্ত করেন নাই। তিনি অপ্রাকৃত তত্ত্ব কৃষ্ণকে কোন দিন মাটিয়া বা প্রাকৃতবুদ্ধি দ্বারা জড়ের অন্যতম মনে করেন নাই। এ সকল কথা তাঁহার রচিত 'শরণাগতি', 'ভজন-

লালসা', 'বিজ্ঞপ্তি', নিবেদন' এবং 'কল্যাণ-কল্পতরু' প্রভৃতি সকল গীতিগুলিতেও পরিস্ফুট আছে। তিনি জীবের কল্যাণ-জন্য বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তদ্দ্বারা নিরপেক্ষ পাঠক, জড়ের ভোগময় সুদুর্ভেদ্য শৃঙ্খল অতিক্রম করিয়া চিত্তের ভোগাতীত নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানরূপ আত্মবিনাশের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারেন। তাঁহার লিখিত "তত্ত্বসূত্র", "শ্রীকৃষ্ণসংহিতা", "শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত", "তত্ত্ববিবেক", "জৈব-ধর্ম্ম" প্রভৃতি জলন্ত আদর্শ গ্রন্থ বর্ত্তমান আছে।

ঠাকুর মহাশয় প্রকটকালে নানাস্থানে দ্বারে দ্বারে গিয়া সকল শ্রেণীর ব্যক্তির নিকট হরিকথা বলিয়াছেন। অনেক শ্রদ্ধাবান্ অনসূয়াবিশিষ্ট শ্রোতৃবর্গ উহা

ন্যূনাধিক গ্রহণ করিয়াছেন। ঠাকুর মাহ-শয়ের অপূর্ব্ব সরলতা, নিরপেক্ষতা, মহত্ত্ব, জড়াভিনিবেশে বিতৃষ্ণা, ভক্তিতে অধিকার কারুণ্য প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলী তাঁহার পরিচিত সকলেই উপলব্ধি করিয়াছেন।

ঠাকুর মহাশয় আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত যাবতীয় বস্তুর প্রীতিপাত্র ছিলেন। তাহাদের কৃষ্ণবিমুখতা লক্ষ্য করিয়া তাহাদিগকে আদর্শজ্ঞানে কোন দিন প্রীতি করেন নাই। ব্যতিরেক বিচারে সেইগুলি গ্রহণ না করিলেও প্রকাশ্যভাবে গ্রহণ করিয়া তাহাদের সঙ্গ হইতে দূরে ছিলেন। কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাবশে ফলভোগী সম্প্রদায় যরূপ মিছাভক্তি প্রদর্শন করেন, তাদৃশ ভক্তি তাঁহার আদরের বিষয় ছিল

না। তিনি মিছাভক্তির আদর করেন নাই বলিয়া কর্ম্ম ও জ্ঞানাবৃত অন্যাভিলাষময়ী অভক্তির পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন না। মিছা-ভক্তগণ যেরূপ জড়প্রীতি-সংগ্রহকল্পে যাবতীয় অভক্তিমূলক ক্রিয়ার আবাহন করেন, তাদৃশ ভক্তিবিরোধিনী চেষ্টা তাঁহার উপর কোন বিক্রম প্রকাশ করিতে পারে নাই।

তিনি নিরন্তর শ্রীহরিনাম করিতেন, শ্রীনাম-মহিমা-সূচক গ্রন্থাদি রচনা করিতেন, শ্রীনামই জীবের একমাত্র উপাস্য বস্তু—এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া জগতে প্রচার করিয়াছেন। যে সকল সম্প্রদায় কুমত পোষণ করেন, তাহাদিগের দুর্নীতি কোন দিন পোষণ করেন নাই অথবা কাহাকেও তাঁহার সহিত ব্যক্তিগত মত-ভেদ আছে,

বুঝাইয়া দিতেন না। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবনোন্মুখ সৌভাগ্যবানকেই নিজের আত্মীয়জ্ঞানে নিরপেক্ষ কথা বলিতেন।

শ্রীহরি গুরুবৈষ্ণবদাসানুদাস

শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল,

( সম্পাদক, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভা।

# সূচীপত্র


| | | |
|---|---|---|
| অহং মম শব্দ | ... | ১৭ |
| আত্মনিবেদন তুয়া পদে | ... | ২১ |
| আত্মসমর্পণে গেলা | ... | ৩১ |
| আমার জীবন | ... | ৭ |
| আমার বলিতে প্রভু | ... | ১৮ |
| আমি ত স্বানন্দ | ... | ৩৮ |
| এখন বুঝিনু প্রভু | ... | ২৮ |
| এমন দুর্ম্মতি | ... | ১২ |
| ওহে ! বৈষ্ণব ঠাকুর | ... | ৫৩ |
| কবে গৌর-বনে | ... | ৬৩ |
| কবে হবে বল | ... | ৬৬ |
| কি জানি কি বনে | ... | ২৩ |
| কৃষ্ণ নাম ধরে কত বল | ... | ৬৯ |

| | | |
|---|---|---|
| কেশব তুয়া | ... | ৩৪ |
| গুরুদেব ! কবে তব | ... | ৬১ |
| গুরুদেব ! কবে মোয় | ... | ৬০ |
| গুরুদেব ! কৃপাবিন্দু | ... | ৫৯ |
| গুরুদেব ! বড় কৃপা | ... | ৫৭ |
| গোদ্রুমধামে ভজন | ... | ৪০ |
| ছোড়ত পুরুষ-অভিমান | ... | ৩২ |
| তুমি ত মারিবে যারে | ... | ২৯ |
| তুয়া ভক্তি-অনুকূল | ... | ৩৯ |
| তুয়া ভক্তি-প্রতিকূল | ... | ৩৫ |
| তুমি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর | ... | ৩৭ |
| দারা পুত্র নিজ দেহ | ... | ২৪ |
| দেখিতে দেখিতে | ... | ৬৪ |
| না করলুঁ করম | ... | ১৩ |
| নিবেদন করি প্রভু | ... | ২০ |
| ( প্রাণেশ্বর ) কহবুঁ কি | ... | ১৪ |

প্রভু ! তুয়া পদে ... ১০

( প্রভু হে ! ) শুন মোর ... ৯

( প্রাণেশ্বর ! ) শুন মোর ... ৯

বস্তুতঃ সকলি তব ... ১৯

বিদ্যার বিলাসে ... ৪

বিষয় বিমূঢ় আর ... ৩৬

বৃষভানু-সুতা ... ৬৫

ভুলিয়া তোমারে ... ২

মানস দেহ গেহ ... ১৫

যৌবনে যখন ... ৬

রাধাকুণ্ডতট ... ৪৪

শুদ্ধ ভকত ... ৪১

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু ... ১

সর্ব্বস্ব তোমার ... ২৬

হরি হে ! অর্থের সঞ্চয়ে ... ৪৬

হরি হে ! তোমারে ভুলিয়া ... ৫৫

হরি হে ! দান-প্রতিগ্রহে ... ৪৯
হরি হে ! নীর ধর্ম্মগত ... ৫২
হরি হে ! প্রপঞ্চে পড়িয়া ... ৪৫
হরি হে ! ভজন উৎসাহে ... ৪৮
হরি হে ! শ্রীরূপ গোসাঞি ... ৯৫
হরি হে ! সঙ্গদোষশূন্য ... ৫০

---

শ্রীগৌরচন্দ্রায় নমঃ।

# শ্রীশরণাগতি।

## (১)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি।
স্বপার্ষদ স্বীয় ধাম সহ অবতরি॥ ১॥
অত্যন্ত দুর্লভ প্রেম করিবারে দান।
শিখায় শরণাগতি ভকতের প্রাণ॥ ২॥
দৈন্য আত্মনিবেদন গোপ্তৃত্বে বরণ।
অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ বিশ্বাস পালন॥ ৩॥
ভক্তি-অনুকূলমাত্র কার্য্যের স্বীকার।
ভক্তি-প্রতিকূল-ভাব-বর্জ্জনাঙ্গীকার॥ ৪॥
ষড়ঙ্গ শরণাগতি হইবে যাঁহার।
তাঁহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দকুমার॥ ৫॥

রূপসনাতন-পদে দণ্ডে তৃণ করি।
ভকতিবিনোদ পড়ে দুই পদ ধরি ॥ ৬ ॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে আমি ত অধম ;
শিখায়ে শরণাগতি কর হে উত্তম ॥ ৭ ॥

( ২ )

ভুলিয়া তোমারে সংসারে আসিয়া,
পেয়ে নানাবিধ ব্যথা।
তোমার চরণে, আসিয়াছি আমি,
বলিব দুঃখের কথা ॥ ১ ॥
জননী-জঠরে, ছিলাম যখন,
বিষম বন্ধনপাশে ;
একবার প্রভু, দেখা দিয়া মোরে,
বঞ্চিলে এ দীন দাসে ॥ ২ ॥
কখন ভাবিনু, জনম পাইয়া,
করিব ভজন তব।

জনম হইল, পড়ি মায়া-জালে
না হইল জ্ঞান-লব ॥ ৩ ॥

আদরের ছেলে, স্বজনের কোলে
হাসিয়া কাটানু কাল।
জনক-জননী- স্নেহেতে ভুলিয়া,
সংসার লাগিল ভাল ॥ ৪ ॥

ক্রমে দিন দিন, বালক হইয়া,
খেলিনু বালক সহ।
আর কিছুদিনে, জ্ঞান উপজিল,
পাঠ পড়ি অহরহঃ ॥ ৫ ॥

বিদ্যার গৌরবে, ভ্রমি দেশে দেশে,
ধন উপার্জ্জন করি।
স্বজন পালন, করি এক মনে,
ভুলিনু তোমারে হরি। ৬ ॥

বার্দ্ধক্যে এখন, ভকতিবিনোদ,
কাঁদিয়া কাতর অতি।
না ভজিয়া তোরে, দিন বৃথা গেল,
এখন কি হবে গতি ॥ ৭ ॥

( ৩ )

বিদ্যার বিলাসে, কাটাইনু কাল,
পরম সাহসে আমি
তোমার চরণ, না ভজিনু কভু,
এখন শরণ তুমি ॥ ১ ॥
পড়িতে পাড়তে, ভরসা বাড়িল,
জ্ঞানে গতি হবে মানি।
সে আশা বিফল, সে জ্ঞান দুর্ব্বল,
সে জ্ঞান অজ্ঞান জানি ॥ ২ ॥
জড়বিদ্যা যত, মায়ার বৈভব,
তোমার ভজনে বাধা।

মোহ জনমিয়া, অনিত্য সংসারে,
জীবকে করয়ে গাধা ॥ ৩ ॥

সেই গাধা হ'য়ে, সংসারের বোঝা,
বহিনু অনেক কাল।
বার্দ্ধক্যে এখন, শক্তির অভাবে,
কিছু নাহি লাগে ভাল ॥ ৪ ॥

জীবন যাতনা, হইল এখন,
সে বিদ্যা অবিদ্যা ভেল।
অবিদ্যার জ্বালা, ঘটিল বিষম,
সে বিদ্যা হইল শেল ॥ ৫ ॥

তোমার চরণ, বিনা কিছু ধন,
সংসারে না আছে আর।
ভকতিবিনোদ, জড়বিদ্যা ছাড়ি,
তুয়া পদ করে সার ॥ ৬ ॥

( ৪ )

যৌবনে যখন, ধন উপার্জ্জনে,
হইনু বিপুল কামী।
যখন স্মরিয়া, গৃহিণীর কর,
ধরিনু তখন আমি ॥ ১ ॥
সংসার পাতা'য়ে, তাহার সহিত
কালক্ষয় কৈনু কত।
বহু সুত-সুতা, জনম লভিল,
মরমে হইনু হত ॥ ২ ॥
সংসারের ভার, বাড়ে দিনে দিনে,
অচল হইল গতি।
বার্দ্ধক্য আসিয়া, ঘেরিল আমারে,
অস্থির হইল মতি ॥ ৩ ॥
পীড়ায় অস্থির, চিন্তায় জরিত,
অভাবে জলিত চিত।

উপায় না দেখি, অন্ধকারময়,
এখন হ'য়েছি ভীত ॥ ৪ ॥
সংসার-তটিনী স্রোত নহে শেষ,
মরণ নিকটে ঘোর।
সব সমাপিয়া, ভজিব তোমায়,
এ আশা বিফল মোর ॥ ৫ ॥
এবে শুন প্রভু, আমি গতিহীন,
ভকতিবিনোদ কয়।
তব কৃপা বিনা, সকলি নিরাশ,
দেহ মোরে পদাশ্রয় ॥ ৬ ॥

( ৫ )

আমার জীবন, সদা পাপে রত,
নাহিক পুণ্যের লেশ।
পরেরে উদ্বেগ, দিয়াছি যে কত,
দিয়াছি জীবেরে ক্লেশ ॥ ১ ॥

নিজ সুখ লাগি, পাপে নাহি ডরি
দয়াহীন স্বার্থপর।
পর সুখে দুঃখী সদা মিথ্যা-ভাষী
পরদুঃখ সুখকর ॥ ২ ॥

অশেষ কামনা, হৃদি মাঝে মোর
ক্রোধী দম্ভপরায়ণ।
মদমত্ত সদা, বিষয়ে মোহিত,
হিংসা গর্ব্ব বিভূষণ ॥ ৩ ॥

নিদ্রালস্য-হত, সুকার্য্যে বিরত,
অকার্য্যে উদ্যোগী আমি।
প্রতিষ্ঠা লাগিয়া, শাঠ্য আচরণ,
লোভহত সদা-কামী ॥ ৪ ॥

এ হেন দুর্জ্জন, সজ্জন-বর্জ্জিত,
অপরাধী নিরন্তর।

শুভকার্য্যশূন্য, সদানর্থমনা,
নানা দুঃখে জর জর ॥ ৫ ॥
বার্দ্ধক্যে এখন, উপায়বিহীন,
তাতে দীন অকিঞ্চন।
ভকতিবিনোদ, প্রভুর চরণে,
করে দুঃখ নিবেদন ॥ ৬ ॥

( ৬ )

( প্রভু হে ) শুন মোর দুঃখের কাহিনী।
বিষয়-হলাহল, সুধাভাণে পিয়লুঁ,
আব্ অবসান দিনমণি ॥ ১ ॥
খেলারসে শৈশব, পড়ইতে কৈশোর,
গোঁয়াওলুঁ না ভেল বিবেক।
ভোগবশে যৌবনে, ঘর পাতি বসিলুঁ
সুত মিত বাড়ল অনেক ॥ ২ ॥

বৃদ্ধকাল আওল, সব সুখ ভাগল,
পীড়াবশে হইনু কাতর।
সর্ব্বেন্দ্রিয় দুর্ব্বল, ক্ষীণ কলেবর,
ভোগাভাবে দুঃখিত অন্তর ॥ ৩ ॥
জ্ঞান-লব-হীন, ভক্তিরসে বঞ্চিত,
আর মোর কি হবে উপায়।
পতিত বন্ধু তুহুঁ, পতিতাধম হাম,
কৃপায় উঠাও তব পায় ॥ ৪ ॥
বিচারিতে আবহি, গুণ নাহি পাওবি,
কৃপা কর ছোড়ত বিচার।
তব পদ-পঙ্কজ- সীধু পিবাওত,
ভকতিবিনোদে কর পার ॥ ৫ ॥

( ৭ )

প্রভু হে! তুয়া পদে এ মিনতি মোর।

তুয়া পদপল্লব, ত্যজত মরুমন,
বিষম বিষয়ে ভেল ভোর ॥ ১ ॥

উঠয়িতে তাকত, পুন নাহি মিলই,
অনুদিন করহুঁ হুতাশ।

দীনজন-নাথ, তুহুঁ কহায়সি,
তোমারি চরণ মম আশ ॥ ২ ॥

ঐছন দীনজন, কঁহি নাহি মিলই,
তুহুঁ মোরে কর পরসাদ।

তুয়া জন সঙ্গে, তুয়া কথারঙ্গে,
ছাড়হুঁ সকল পরমাদ ॥ ৩ ॥

তুয়া ধাম মাহে, তুয়া নাম গাওত,
গোয়ায়বুঁ দিবানিশি আশ।

তুয়া পদছায়া, পরম সুশীতল,
মাগে ভকতিবিনোদ দাস ॥ ৪ ॥

( ৮ )

এমন দুর্ম্মতি, সংসার ভিতরে
পড়িয়া আছিনু আমি।
তব নিজ জন, কোন মহাজনে,
পাঠাইয়া দিলে তুমি ॥ ১ ॥
দয়া করি মোরে, পতিত দেখিয়া,
কহিল আমারে গিয়া ;
ওহে দীনজন, শুন ভাল কথা,
উল্লসিত হবে হিয়া ॥ ২ ॥
তোমারে তারিতে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
নবদ্বীপে অবতার।
তোমা হেন কত, দীন হীন জনে,
করিলেন ভবপার ॥ ৩ ॥
বেদের প্রতিজ্ঞা, রাখিবার তরে,
কৃষ্ণবর্ণ বিপ্রসুত।

মহাপ্রভু নামে, নদীয়া মাতায়,
সঙ্গে ভাই অবধূত ॥ ৪ ॥
নন্দসুত যিনি, চৈতন্য গোঁসাঞী,
নিজ নাম করি দান ;
তারিল জগৎ, তুমিও যাইয়া,
লহ নিজ পরিত্রাণ ॥ ৫ ॥
সে কথা শুনিয়া, আসিয়াছি নাথ,
তোমার চরণতলে ।
ভকতিবিনোদ, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
আপন কাহিনী বলে ॥ ৬ ॥

( ৯ )

না করলুঁ করম, গেয়ান নাহি ভেল,
না সেবিলুঁ চরণ তোহার ।
জড়সুখে মাতিয়া আপনকু বঞ্চই,
পেখলুঁ চৌদিগ আন্ধিয়ার ॥ ১ ॥

তুহুঁ নাথ করুণানিদান।

তুয়া পদপঙ্কজে, আত্ম সমর্পিলুঁ,

মোরে কৃপা করবি বিধান ॥ ২ ॥

প্রতিজ্ঞা তোহার ঐ যো শরণাগত

নাহি সো জানব পরমাদ।

সো হাম দুষ্কৃতি, গতি না হেরই আন,

আব মাগোঁ তুয়া পরসাদ ॥ ৩ ।

আন মনোরথ, নিঃশেষ ছোড়ত,

কব হাম্ হউবুঁ তোহারা।

নিত্য সেব্য তুহুঁ, মুঞি নিত্য-সেবক,

ভকতিবিনোদ ভাব সারা ॥ ৪ ॥

( ১০ )

( প্রাণেশ্বর ) কহবুঁ কি সরম কি বাত।

ঐছন পাপ নাহি, যো হাম্ ন করলুঁ,

সহস্র সহস্র বেরি নাথ ॥ ১ ॥

সোহি করমফল, তবে মোকে পেশই,
দোখ দেওব আব কাহি।
তখনক পরিণাম, কছুনা বিচারণু,
আব পুছ তরইতে চাহি ॥ ২ ॥
দোখ বিচারই, তুহুঁ দণ্ড দেওবি,
হাম ভোগ করবুঁ সংসার।
করত গতাগতি, ভকত জন সঙ্গে,
মতি রহু চরণে তোহার ॥ ৩ ॥
আপন চতুর পণ, তুয়া পদে সোঁপলুঁ,
হৃদয়গরব দূরে গেলা।
দীন দয়াময়, তুয়া কৃপা নিরমল,
ভকতিবিনোদ আশা ভেলা ॥ ৪ ॥

( ১১ )

মানস দেহ গেহ যো কিছু মোর।
অর্পিলুঁ তুয়া পদে নন্দকিশোর ॥ ১ ॥

সম্পদে বিপদে জীবনে মরণে।
দায় মম গেলা তুয়া ও পদ বরণে ॥ ২ ॥
মারবি রাখবি যো ইচ্ছা তোহারা :
নিত্যদাস প্রতি তুয়া অধিকারা ॥ ৩ ॥
জন্মাওবি মোএ ইচ্ছা যদি তোর।
ভক্ত গৃহে জনি জন্ম হউ মোর ॥ ৪ ॥
কীট জন্ম হউ যথা তুয়া দাস।
বহির্ম্মুখ ব্রহ্মজন্মে নাহি আশ ॥ ৫ ॥
ভুক্তি-মুক্তিস্পৃহা-বিহীন যে ভক্ত।
সভইতে তাঁক সঙ্গ অনুরক্ত ॥ ৬ ॥
জনক জননী দয়িত তনয়।
প্রভু গুরু পতি তুহুঁ সর্ব্বময় ॥ ৭ ॥
ভকতিবিনোদ কহে শুন কান।
রাধানাথ তুহুঁ হামার পরাণ ॥ ৮ ॥

( ১২ )

অহং মম শব্দ অর্থে যাহা কিছু হয়।
অর্পিনু তোমার পদে ওহে দয়াময় ॥ ১ ॥
আমার আমি ত নাথ না রহিনু আর।
এখন হইনু আমি কেবল তোমার ॥ ২ ॥
আমি শব্দে দেহী জীব অহংতা ছাড়িল।
ত্বদীয়াভিমান আজি হৃদয়ে পশিল ॥ ৩ ॥
আমার সর্ব্বস্ব দেহ গেহ অনুচর-।
ভাই বন্ধু দারা সুত দ্রব্য দ্বার ঘর ॥ ৪ ॥
সে সব হইল তব আমি হৈনু দাস।
তোমার গৃহেতে এবে আমি করি বাস ॥৫॥
তুমি গৃহস্বামী আমি সেবক তোমার।
তোমার সুখেতে চেষ্টা এখন আমার ॥ ৬ ॥
স্থূল-লিঙ্গ-দেহে মোর সুকৃত দুষ্কৃত।
আর মোর নহে প্রভু আমি ত নিষ্কৃত ॥ ৭ ॥

তোমার ইচ্ছায় মোর ইচ্ছা মিশাইল।
ভকতিবিনোদ আজ আপনে ভুলিল ॥ ৮ ॥

( ১৩ )

আমার বলিতে প্রভু আর কিছু নাই।
তুমিই আমার মাত্র পিতা বন্ধু ভাই ॥ ১ ॥
বন্ধু দারা সুত সুতা তব দাসী দাস
সেই ত সম্বন্ধে সবে আমার প্রয়াস ॥ ২ ॥
ধন জন গৃহ দ্বার তোমার বলিয়া।
রক্ষা করি আমি মাত্র সেবক হইয়া ॥ ৩ ॥
তোমার কার্য্যের তরে উপার্জ্জিব ধন।
তোমার সংসারব্যয় করিব বহন ॥ ৪ ॥
ভালমন্দ নাহি জানি সেবামাত্র করি।
তোমার সংসারে আমি বিষয়-প্রহরী ॥ ৫ ॥
তোমার ইচ্ছায় মোর ইন্দ্রিয়চালনা।
শ্রবণ দর্শন ঘ্রাণ ভোজন বাসনা ॥ ৬ ॥

নিজসুখ লাগি কিছু নাহি করি আর।
ভকাতবিনোদ বলে তব সুখসার ॥ ৭ ॥

( ১৪ )

বস্তুতঃ সকলি তব জীব কেহ নয়।
অহং মম ভ্রমে ভ্রমি ভোগে শোক ভয় ॥১॥
অহং মম অভিমান এই মাত্র ধন।
বদ্ধ জীব নিজ বলি জানে মনে মন ॥ ২ ॥
সেই অভিমানে আমি সংসারে পড়িয়া।
হাবু ডুবু খাই ভবসিন্ধু সাঁতারিয়া ॥ ৩ ॥
তোমার অভয় পদে লইয়া শরণ।
আজি আমি করিলাম আত্মনিবেদন ॥ ৪
অহং মম অভিমান ছাড়িল আমায়।
আর যেন মম হৃদে স্থান নাহি পায় ॥৫॥
এইমাত্র বল প্রভু দিবে হে আমারে।
অহংতা মমতা দূরে পারি রাখিবারে ॥ ৬ ॥

আত্মনিবেদন ভাব হৃদে দৃঢ় রয়।
হস্তিস্নান সম যেন ক্ষণিক না হয় ॥৭॥
ভক্তিবিনোদ প্রভু নিত্যানন্দ পায়।
মাগে পরসাদ যাহে অভিমান যায় ॥ ৮ ॥

( ১৫ )

নিবেদন করি প্রভু তোমার চরণে।
পতিত অধম আমি জানে ত্রিভুবনে ॥ ১ ॥
আমা সম পাপী নাহি জগৎ ভিতরে।
মম সম অপরাধী নাহিক সংসারে ॥ ২ ॥
সেই সব পাপ আর অপরাধ আমি।
পরিহারে পাই লজ্জা সব জান তুমি ॥ ৩ ॥
তুমি বিনা কার আমি লইব শরণ।
তুমি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ৪ ॥
জগৎ তোমার নাথ তুমি সর্ব্বময়।
তোমাপ্রতি অপরাধ তুমি কর ক্ষয় ॥ ৫ ॥

তুমি ত স্খলিত-পদজনের আশ্রয়।
তুমি বিনা আর কিবা আছে দয়াময় ॥ ৬ ॥
সেইরূপ তব অপরাধী জন যত।
তোমার শরণাগত হইবে সতত ॥ ৭ ॥
কতিবিনোদ পদে লইয়া শরণ।
তুয়া পদে করে আজ আত্মসমর্পণ ॥ ৮ ॥

( ১৬ )

আত্মনিবেদন, তুয়া পদে করি,
হইনু পরম সুখী।
দুঃখ দূরে গেল চিন্তা না রহিল,
চৌদিকে আনন্দ দেখি ॥ ১ ॥
অশোক অভয়, অমৃত আধার,
তোমার চরণদ্বয়।
তাহাতে এখন, বিশ্রাম লভিয়া,
ছাড়িনু ভবের ভয় ॥ ২ ॥

তোমার সংসারে, করিব সেবন,
নহিব ফলের ভোগী ;
তব সুখ যাহে, করিব যতন
হ'য়ে পদে অনুরাগী ॥ ৩ ॥

তোমার সেবায়, দুঃখ হয় যত,
সেও ত পরম সুখ।
সেবা-সুখ-দুঃখ, পরম সম্পদ,
নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ ॥ ৪ ॥

পূর্ব্ব ইতিহাস, ভুলিনু সকল,
সেবা-সুখ পেয়ে মনে।
আমি ত তোমার, তুমি ত আমার,
কি কায অপর ধনে ॥ ৫ ॥

ভকতিবিনোদ, আনন্দে ডুবিয়া,
তোমার সেবার তরে।

সব চেষ্টা করে, তব ইচ্ছা মত,
থাকিয়া তোমার ঘরে ॥ ৬ ॥

( ১৭ )

কি জানি কি বলে, তোমার ধামেতে,
হইনু শরণাগত।
তুমি দয়াময়, পতিত পাবন,
পতিত-তারণে রত ॥ ১ ॥
ভরসা আমার, এই মাত্র নাথ,
তুমি ত করুণাময়।
তব দয়াপাত্র, নাহি মোর সম,
অবশ্য ঘুচাবে ভয় ॥ ২ ॥
আমারে তারিতে, কাহারো শকতি,
ভবনী ভিতরে নাহি।
হয়াল ঠাকুর, ঘোষণা তোমার,
অধম পামরে ত্রাহি ॥ ৩ ॥

সকল বুঝিয়া, আসিয়াছি আমি,
তোমার চরণে নাথ।
আমি নিত্যদাস, তুমি পালয়িতা,
তুমি গোপ্তা জগন্নাথ ॥ ৪ ॥
তোমার সকল, আমি মাত্র দাস,
আমারে তারিবে তুমি।
তোমার চরণ করিনু বরণ,
আমার নহি ত আমি ॥ ৫ ॥
ভকতিবিনোদ, কাঁদিয়া শরণ,
লয়েছে তোমার পায়।
কমি অপরাধ, নামে রুচি দিয়া,
পালন করহে তায় ॥ ৬ ॥

( ১৮ )

দারা পুত্র নিজদেহ কুটুম্ব পালনে।
সর্ব্বদা ব্যাকুল আমি ছিনু মনে মনে ॥১॥

কেমনে অর্জ্জিব অর্থ, যশ কিসে পাব।
কন্যা-পুত্র-বিবাহ কেমনে সম্পাদিব ॥ ২ ॥

এবে আত্মসমর্পণে চিন্তা নাহি আর।
তুমি নির্ব্বাহিবে প্রভো সংসার তোমার ॥৩॥

তুমি ত পালিবে মোরে নিজদাস জানি।
তোমার সেবায় প্রভু বড় সুখ মানি ॥ ৪ ॥

তোমার ইচ্ছায় প্রভু সব কার্য্য হয়।
জীব বলে, 'করি আমি' সে ত সত্য নয় ॥৫॥

জীব কি করিতে পারে তুমি না করিলে
আশামাত্র জীব করে, তব ইচ্ছাফলে ॥ ৬

নিশ্চিন্ত হইয়া আমি সেবিব তোমায়।
গৃহে ভাল মন্দ হ'লে নাহি মোর দায় ॥৭॥

ভকতিবিনোদ নিজ স্বাতন্ত্র্য ত্যজিয়া।
তোমার চরণ সেবে অকিঞ্চন হইয়া ॥৮॥

( ১৯ )

সর্ব্বস্ব তোমার, চরণে সঁপিয়া,
পড়েছি তোমার ঘরে।
তুমি ত ঠাকুর, তোমার কুকুর,
বলিয়া জানহ মোরে ॥ ১ ॥
রাখিয়া নিকটে, আমারে পালিবে,
রহিব তোমার দ্বারে।
প্রতীপজনেরে, আসিতে না দিব,
রাখিব গড়ের পারে ॥ ২ ॥
তব নিজজন, প্রসাদ সেবিবা,
উচ্ছিষ্ট রাখিবে যাহা।
আমার ভোজন, পরম আনন্দে,
প্রতিদিন হবে তাহা ॥ ৩ ॥
বসিয়া শুইয়া, তোমার চরণ,
চিন্তিব সতত আমি।

নাচিতে নাচিতে, নিকটে যাইব,
যখন ডাকিবে তুমি ॥ ৪ ॥
নিজের পোষণ, কভু না ভাবিব,
রহিব ভাবের ভরে।
ভক্তবিনোদ, তোমারে পালক,
বলিয়া বরণ করে ॥ ৫ ॥

( ২০ )

তুমি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ব্রজেন্দ্রকুমার।
তোমার ইচ্ছায় বিশ্বে সৃজন সংহার ॥ ১ ॥
তব ইচ্ছামত ব্রহ্মা করেন সৃজন।
তব ইচ্ছামত বিষ্ণু করেন পালন ॥ ২ ॥
তব ইচ্ছামত শিব করেন সংহার।
তব ইচ্ছামতে মায়া সৃজে কারাগার ॥ ৩ ॥
তব ইচ্ছামতে জীবের জনন মরণ।
সমৃদ্ধিনিপাত দুঃখ সুখসংঘটন ॥ ৪ ॥

মিছে মায়াবদ্ধ জীব আশাপাশে ফিরে।
তব ইচ্ছা বিনা কিছু করিতে না পারে ॥৫॥
তুমি ত রক্ষক আর পালক আমার।
তোমার চরণ বিনা আশা নাহি আর ॥৬॥
নিজবল-চেষ্টা প্রতি ভরসা ছাড়িয়া।
তোমার ইচ্ছায় আছি নির্ভর করিয়া ॥৭॥
ভকতিবিনোদ অতি দীন অকিঞ্চন।
তোমার ইচ্ছায় তার জীবন মরণ ॥৮॥

( ২১ )

এখন বুঝিনু প্রভু তোমার চরণ।
অশোক-অভয়ামৃতপূর্ণ সর্ব্বক্ষণ ॥ ১ ॥
সকল ছাড়িয়া তুয়া চরণকমলে।
পড়িয়াছি আমি নাথ তব পদতলে ॥ ২
তব পাদপদ্ম, নাথ, রক্ষিবে আমারে।
আর রক্ষাকর্ত্তা নাহি এ ভবসংসারে ॥৩॥

আমি তব নিত্যদাস জানিনু এবার।
আমার পালন-ভার এখন তোমার ॥ ৪ ॥
বড় দুঃখ পাইয়াছি স্বতন্ত্র জীবনে।
সব দুঃখ দূরে গেল ও পদ বরণে ॥ ৫ ॥
যে পদ লাগিয়া রমা তপস্যা করিল,
যে পদ পাইয়া শিব শিবত্ব লভিল ॥ ৬ ॥
যে পদ লভিয়া ব্রহ্মা কৃতার্থ হইল।
যে পদ নারদ মুনি হৃদয়ে ধরিল ॥ ৭ ॥
সেই সে অভয় পদ শিরেতে ধরিয়া।
পরম আনন্দে নাচি পদগুণ গাইয়া ॥ ৮ ॥
সংসার-বিপদ্ হ'তে অবশ্য উদ্ধার।
ভক্তিবিনোদে পদ করিবে তোমার ॥ ৯ ॥

( ২২ )

তুমি ত মারিবে যারে, কে তারে রাখিতে পারে
তব ইচ্ছাবশ ত্রিভুবন।

ব্রহ্মা আদি দেবগণ, তব দাস অগণন,
করে তব আজ্ঞার পালন ॥ ১ ॥

তব ইচ্ছা মতে যত, গ্রহগণ অবিরত,
শুভাশুভ ফল করে দান।
রোগ শোক মৃতি ভয়, তব ইচ্ছা মতে হয়
তব আজ্ঞা সদা বলবান্ ॥২॥

তব ভয়ে বায়ু বয়, চন্দ্র সূর্য্য সমুদয়,
স্ব স্ব নিয়মিত কার্য্য করে।
তুমি ত পরমেশ্বর, পরব্রহ্ম পরাৎপর,
তব বাস ভকত অন্তরে ॥ ৩ ॥

সদা শুদ্ধ সিদ্ধকাম, ভকতবৎসল নাম,
ভকত-জনের নিত্য স্বামী ;
তুমি ত রাখিবে যারে, কে তারে মারিতে পারে
সকল বিধির বিধি তুমি ॥ ৪ ॥

তোমার চরণে নাথ, করিয়াছি প্রণিপাত
ভকতিবিনোদ তব দাস।
বিপদ্ হইতে স্বামি, অবশ্য তাহারে তুমি,
রক্ষিবে তাহার এ বিশ্বাস ॥৫॥

( ২৩ )

আত্মসমর্পণে গেলা অভিমান।
নাহি করবুঁ নিজ রক্ষা বিধান ॥১॥
তুয়া ধন জানি তুহুঁ রাখবি নাথ।
পাল্য গোধন জানি করি তুয়া সাথ ॥২॥
চরাওবি মাধব যমুনাতীরে।
বংশী বাজাওত ডাকবি ধীরে ॥৩॥
অঘ বক মারত রক্ষা বিধান।
করবি সদা তুহুঁ গোকুল কান ॥৪॥
রক্ষা করবি তুহুঁ নিশ্চয় জানি।
দীন ভকতুঁ হাম যামুনপানি ॥৫॥

কালীয় দোখ করবি বিনাশা।
শোধাবি নদীজল বাড়াওবি আশা ॥৬॥
পিয়ত দাবানল রাখবি মোয়।
গোপাল গোবিন্দ নাম তব হোয় ॥ ৭ ॥
সুরপতি-দুর্ম্মতি নাশ বিচারি।
রাখিবে বর্ষণে গিরিবরধারি ॥ ৮ ॥
চতুরানন করব যব চোরি।
রক্ষা করবি মোএ গোকুল হরি ॥ ৯ ॥
ভকতিবিনোদ তুয়া গোকুল ধন।
রাখবি কেশব করত যতন ॥ ১০ ॥

( ২৪ )

ছোড়ত পুরুষ অভিমান।
কিঙ্করী হইলুঁ আজি কান ॥ ১ ॥
ব্রজ বিপিনে সখীসাথ।
সেবন করবুঁ রাধানাথ ॥ ২ ॥

কুসুমে গাথবুঁ হার।
তুলসী মণিমঞ্জীর তার ॥ ৩ ॥
যতনে দেওবুঁ সখীকরে।
হাতে লওব সখী আদরে ॥ ৪ ॥
সখী দিব তুয়া দুহুঁক গলে।
দূরত হেরবুঁ কুতূহলে ॥ ৫ ॥
সখী কহব, শুন সুন্দরি।
রহবি কুঞ্জে মম কিঙ্করী ॥ ৬ ॥
গাঁথবি মালা মনোহারিণী।
নিতি রাধাকৃষ্ণবিমোহিনী ॥ ৭ ॥
তুয়া রক্ষণভার হামারা।
মম কুঞ্জকুটীর তোহারা ॥ ৮ ॥
রাধামাধব-সেবনকালে।
রহবি হামার অন্তরালে ॥ ৯ ॥

তাম্বূল সাজি কর্পূর আনি।
দেওবি মোএ আপন জানি ॥ ১০ ॥

ভকতিবিনোদ শুনি বাত।
সখীপদে করে প্রণিপাত ॥ ১১ ॥

( ২৫ )

কেশব, তুয়া জগত বিচিত্র।
করমবিপাকে, ভববন ভ্রমই,
পেখলুঁ রঙ্গ বহুচিত্র ॥ ১ ॥

তুয়া পদবিস্মৃতি, আ-মর যন্ত্রণা,
ক্লেশ-দহনে দহি যাই।
কপিল পতঞ্জলি, গৌতম কণভোজী,
জৈমিনী বৌদ্ধ আওয়ে ধাই ॥ ২ ॥

তব কই নিজ মতে, ভুক্তি মুক্তি যাচত
প্রতই নানাবিধ ফাঁদ।

সো সবু বঞ্চক, তুয়া ভক্তি-বহির্মুখ,
ঘটাওয়ে বিষম পরমাদ ॥ ৩ ॥
বৈমুখ-বঞ্চনে, ভটসো যাহু,
নিরমিল বিবিধ পসার ॥
দণ্ডবৎ দূরতঃ, ভকতিবিনোদ ভেল,
ভকতচরণ করি সার ॥ ৪ ॥

( ২৬ )

তুয়া ভক্তি-প্রতিকূল ধর্ম্ম যাতে রয় ।
পরম যতনে তাহা ত্যজিব নিশ্চয় ॥ ১ ॥
তুয়া ভক্তি-বহির্ম্মুখ সঙ্গ না করিব ।
গৌরাঙ্গবিরোধি-জন-মুখ না হেরিব ॥ ২ ॥
ভক্তিপ্রতিকূল স্থানে না করি বসতি ।
ভক্তির অপ্রিয় কার্য্যে নাহি করি রতি ॥ ৩ ॥
ভক্তির বিরোধী গ্রন্থ পাঠ না করিব ।
ভক্তির বিরোধী ব্যাখ্যা কভু না শুনিব ॥ ৪ ॥

গৌরাঙ্গবর্জ্জিত স্থান তীর্থ নাহি মানি।
ভক্তির বাধক জ্ঞান-কর্ম্ম তুচ্ছ জানি ॥ ৫ ॥
ভক্তির বাধক কালে না করি আদর।
ভক্তিবহির্ম্মুখ নিজ জনে জানি পর ॥ ৬ ॥
ভক্তির বাধিকা স্পৃহা করিব বর্জ্জন।
অভক্ত-প্রদত্ত অন্ন না করি গ্রহণ ॥ ৭ ॥
যাহা কিছু ভক্তিপ্রতিকূল বলি জানি।
ত্যজিব যতনে তাহা এ নিশ্চয় বাণী ॥ ৮ ॥
ভকতিবিনোদ পড়ি প্রভুর চরণে।
মাগয় শকতি প্রাতিকূল্যের বর্জ্জনে ॥ ৯ ॥

( ২৭ )

[illegible]

ভক্তিশূন্য দুঁহে প্রাণ ধরে অকারণ ॥১॥
এই দুই সঙ্গ নাথ না হয় আমার।
প্রার্থনা করিয়ে আমি চরণে তোমার ॥ ২ ॥

সে দুয়ের মধ্যে বিষয়ী তবু ভাল।
মায়াবাদিসঙ্গ নাহি মাগি কোন কাল ॥৩॥

বিষয়ি-হৃদয়ে যবে সাধুসঙ্গ পায়।
অনায়াসে লভে ভক্তি ভক্তের কৃপায় ॥ ৪ ॥

মায়াবাদ-দোষ যার হৃদয়ে পশিল।
কুতর্কে হৃদয় তার বজ্রসম ভেল ॥ ৫ ॥

ভক্তির স্বরূপ আর "বিষয়" 'আশ্রয়"।
মায়াবাদী অনিত্য বলিয়া সব কয় ॥ ৬ ॥

ধিক্ তার কৃষ্ণ-সেবা শ্রবণ-কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ-অঙ্গে বজ্র হানে তাহার স্তবন ॥ ৭ ॥

মায়াবাদ সব ভক্তি-প্রতিকূল তাই;
অতএব মায়াবাদিসঙ্গ নাহি চাই ॥ ৮ ॥

ভক্তিবিনোদ মায়াবাদ দূর করি।
বৈষ্ণব-সঙ্গেতে বৈসে নামাশ্রয় ধরি। ৯।

( ২৮ )

আমি ত স্বানন্দসুখদবাসী।
রাধিকামাধবচরণ-দাসী ॥ ১ ॥
দুঁহার মিলনে আনন্দ করি।
দুঁহার বিয়োগে দুঃখেতে মরি ॥ ২ ॥
সখীস্থলী নাহি হেরি নয়নে।
দেখিলে শৈব্যাকে পড়য়ে মনে ॥ ৩ ॥
যে যে প্রতিকূল চন্দ্রার সখী।
প্রাণে দুখ পাই তাহারে দেখি ॥ ৪ ॥
রাধিকা-কুঞ্জ আঁধার করি।
লইতে চাহে সে রাধার হরি ॥ ৫ ॥
শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলন-সুখ।
প্রতিকূলজন না হেরি মুখ ॥ ৬ ॥
রাধা-প্রতিকূল যতেক জন।
সম্ভাষণে কভু না হয় মন ॥ ৭ ॥

ভকতিবিনোদ শ্রীরাধা-চরণে।
সঁপেছে পরাণ অতীব যতনে ॥ ৮ ॥

( ২৯ )

তুয়া ভক্তি-অনুকূল যে যে কার্য্য হয়।
পরম যতনে তাহা করিব নিশ্চয় ॥ ১ ॥
ভক্তি-অনুকূল যত বিষয় সংসারে।
করিব তাহাতে রতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারে ॥ ২ ॥
শুনিব তোমার কথা যতন করিয়া।
দেখিব তোমার ধাম নয়ন ভরিয়া ॥ ৩ ॥
তোমার প্রসাদে দেহ করিব পোষণ।
নৈবেদ্য তুলসী ঘ্রাণ করিব গ্রহণ ॥ ৪ ॥
কর দ্বারে করিব তোমার সেবা সদা।
তোমার বসতিস্থলে বসিব সর্ব্বদা ॥ ৫ ॥
তোমার সেবায় কাম নিয়োগ করিব।
তোমার বিদ্বেষি-জনে ক্রোধ দেখাইব ॥ ৬ ॥

এইরূপে সর্ব্ববৃত্তি আর সর্ব্বভাব।
তুয়া অনুকূল হ'য়ে লভুক প্রভাব ॥ ৭ ॥
তুয়া ভক্ত-অনুকূল যাহা যাহা করি।
তুয়া ভক্তি-অনুকূল বলি তাহা ধরি ॥ ৮ ॥
ভকতিবিনোদ নাহি জানে ধর্ম্মাধর্ম্ম।
ভক্তি-অনুকূল তার হউ সব কর্ম্ম ॥ ৯ ॥

( ৩০ )

গোদ্রুমধামে ভজন-অনুকূলে।
মাথুর শ্রীনন্দীশ্বর সমতুলে ॥ ১ ॥
তঁহি মাহ সুরভি-কুঞ্জ-কুটীরে।
বৈঠবুঁ হাম্ সুরতটিনীতীরে ॥ ২ ॥
গৌরভকত-প্রিয়বেশ দধানা।
তিলক তুলসীমালা শোভমানা ॥ ৩ ॥
চম্পক বকুল কদম্ব তমাল।
রোপত নিরমিব কুঞ্জ বিশাল ॥ ৪ ॥

মাধবী মালতী উঠাবঁ তাহে।
ছায়া-মণ্ডব করবঁ তহি যাহে ॥ ৫ ॥
রোপবঁ তত্র কুসুমবনরাজি।
যূথি জাতি মল্লী বিরাজব সাজি ॥ ৬ ॥
মঞ্চে বসাওবঁ তুলসী মহারাণী।
কীর্ত্তন সজ্জ তঁহি রাখব আনি ॥ ৭ ॥
বৈষ্ণবজন সহ গাওবঁ নাম।
জয় গোদ্রুম জয় গৌর কি ধাম ॥ ৮ ॥
ভকতিবিনোদ ভক্তি-অনুকূল।
জয় কুঞ্জ মুঞ্জ সুরনদীকূল ॥ ৯ ॥

( ৩১ )

শুদ্ধ ভকত- চরণ-রেণু
ভজন-অনুকূল।
ভকত-সেবা, পরম সিদ্ধি,
প্রেমলতিকার মূল ॥ ১ ॥

মাধব-তিথি ভক্তি-জননী
যতনে পালন করি।
কৃষ্ণকান্তি, বসতি বলি
পরম আদরে বরি ॥ ২ ॥

গৌর আমার, যে সব স্থানে,
করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে সব স্থান, হেরিব আমি,
প্রণয়িভকতসঙ্গে ॥ ৩ ॥

মৃদঙ্গধ্বনি, শুনিতে মন,
অবসর সদা যাচে।
গৌর-বিহিত কীর্ত্তন শুনি,
আনন্দে হৃদয় নাচে ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণমূর্ত্তি, দেখিয়া মোর,
পরম আনন্দ হয়।

প্রসাদ-সেবা, করিতে হয়,
সকল প্রপঞ্চ জয় ॥ ৫ ॥

যেদিন গৃহে, ভজন দেখি,
গৃহেতে গোলোক ভায়।
চরণ সীধু, দেখিয়া গঙ্গা,
সুখ না সীমা পায় ॥ ৬ ॥

তুলসী দেখি, জুড়ায় প্রাণ,
মাধবতোষণী জানি।
গৌর-প্রিয় শাক সেবনে,
জীবন সার্থক মানি ॥ ৭ ॥

ভক্তিবিনোদ, কৃষ্ণভজনে,
অনুকূল পায় যাহা।
প্রতি দিবসে, পরম সুখে
স্বীকার করয়ে তাহা ॥ ৮ ॥

( ৩২ )

রাধাকুণ্ডতটকুঞ্জকুটীর।
গোবর্দ্ধনপর্ব্বত যামুনতীর ॥ ১ ॥
কুসুমসরোবর মানসগঙ্গা।
কলিন্দনন্দিনী বিপুলতরঙ্গা ॥ ২ ॥
বংশীবট গোকুল ধীরসমীর।
বৃন্দাবনতরুলতিকাক নীর ॥ ৩ ॥
খগমৃগকুল মলয় বাতাস।
ময়ূর ভ্রমর মুরলী বিলাস ॥ ৪ ॥
বেণু শৃঙ্গ পদচিহ্ন মেঘমালা।
বসন্ত শশাঙ্ক শঙ্খ করতালা ॥ ৫ ॥
যুগলবিলাসে অনুকূল জানি।
লীলা-বিলাস উদ্দীপক মানি ॥ ৬ ॥
এ সব ছোড়ত কাঁহা নাহি যাঁউ।
এ সব ছোড়তু পরাণ হারাউ ॥ ৭ ॥

ভকতিবিনোদ কহে শুন কাল।
তুয়া উদ্ধারণ হামারা পরাণ ॥ ৮ ॥

---

## ভজন-লালসা।

(১)

হরি হে!
প্রপঞ্চে পড়িয়া, অগতি হইয়া,
না দেখি উপায় আর।
অগতির গতি, চরণে শরণ,
তোমায় করিনু সার ॥ ১ ॥
করম গেয়ান, কিছু নাহি মোর,
সাধন ভজন নাই।
তুমি কৃপাময়, আমি ত কাঙ্গাল,
অহৈতুকী কৃপা চাই ॥ ২ ॥

বাক্যমনোবেগ, ক্রোধ-জিহ্বা-বেগ,
উদর-উপস্থ-বেগ।
মিলিয়া এ সব, সংসারে ভাসায়ে,
দিতেছে পরমোদ্বেগ ॥ ৩ ॥

অনেক যতনে, সে সব দমনে,
ছাড়িয়াছি আশা আমি।
অনাথের নাথ, ডাকি তব নাম,
এখন ভরসা তুমি ॥ ৪ ॥

( ২ )

হরি হে!

অর্থের সঞ্চয়ে, বিষয়-প্রয়াসে,
আন কথা প্রজল্পনে।
আন অধিকার, নিয়ম আগ্রহে,
অসৎসঙ্গ-সংঘটনে ॥ ১ ॥

অস্থির সিদ্ধান্তে, রহিনু মজিয়া,
হরিভক্তি রৈল দূরে।
এ হৃদয়ে মাত্র, পরহিংসা-মদ,
প্রতিষ্ঠা, শঠতা স্ফুরে ॥ ২ ॥

এ সব আগ্রহ, ছাড়িতে নারিনু,
আপন দোষেতে মরি।
জনম বিফল, হইল আমার,
এখন কি করি হরি ॥ ৩ ॥

আমি ত পতিত, পতিতপাবন,
তোমার পবিত্র নাম।
সে সম্বন্ধ ধরি, তোমার চরণে,
শরণ লইনু হাম ॥ ৪ ॥

(৩)

হরি হে!

ভজনে উৎসাহ, ভক্তিতে বিশ্বাস,
প্রেমলাভে ধৈর্য্য-ধন।
ভক্তি-অনুকূল, কর্ম্ম-প্রবর্ত্তনে,
অসৎসঙ্গ বিসর্জ্জন ॥ ১ ॥

ভক্তি সদাচার, এই ছয় গুণ,
নহিল আমার সাথ।
কেমনে ভজিব, তোমার চরণ,
ছাড়িয়া মায়ার সাথ ॥ ২ ॥

গর্হিত আচারে, রহিলাম মজি,
না করিনু সাধুসঙ্গ।
লয়ে সাধু-বেশ, আনে উপদেশি,
এ বড় মায়ার রঙ্গ ॥ ৩ ॥

এ হেন দশায়, অহৈতুকী কৃপা,
তোমার পাইব হরি।
শ্রীগুরু-আশ্রয়ে, ডাকিব তোমায়,
কবে বা মিনতি করি ॥ ৪ ॥

( ৪ )

হরি হে!

দান প্রতিগ্রহ, মিথো গুপ্ত কথা,
ভক্ষণ, ভোজন-দান।
সঙ্গের লক্ষণ, এই ছয় হয়,
ইহাতে ভক্তির প্রাণ ॥ ১ ॥

তত্ত্ব না বুঝিয়ে, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে,
অসতে এ সব করি।
ভক্তি হারাইনু, সংসারী হইনু,
সুদূরে রহিলে হরি ॥ ২ ॥

কৃষ্ণভক্ত জনে, এ সঙ্গ লক্ষণে,
আদর করিব যবে।
ভক্তি মহাদেবী, আমার হৃদয়-
আসনে বসিবে তবে ॥ ৩ ॥

যোষিৎসঙ্গী জন, কৃষ্ণাভক্ত আর,
দুঁহু সঙ্গ পরিহরি।
তব ভক্তজন- সঙ্গ অনুক্ষণ,
কবে বা হইবে হরি ॥ ৪ ॥

( ৫ )

হরি হে ;

সঙ্গদোষশূন্য, দীক্ষিতাদীক্ষিত,
যদি তব নাম গায়।
হরষে আদর, করিব তাঁহারে,
জানি নিজজন তায় ॥ ১ ॥

দীক্ষিত হইয়া, ভজে তুয়া পদ,
তাঁহারে প্রণতি করি।
অনন্যভজনে, বিজ্ঞ যেই জন,
তাঁহারে সেবিব হরি ॥ ২ ॥

সর্ব্বভূতে সম, যে ভক্তের মতি,
তাঁহার দর্শনে মানি।
আপনাকে ধন্য, সে সঙ্গ পাইয়া,
চরিতার্থ হইল জানি ॥ ৩ ॥

নিষ্কপট-মতি, বৈষ্ণবের প্রতি,
এই ধর্ম্ম কবে পাব।
কবে এ সংসার, সিন্ধুপার হ'য়ে,
তব ব্রজপুরে যাব ॥ ৪ ॥

( ৬ )

বলি রে!

নীরধর্ম্মগত, জাহ্নবী-সলিলে,
পঙ্ক কেন দৃষ্ট হয়।
তথাপি কখন, ব্রহ্মদ্রবধর্ম্ম,
সে সলিল না ছাড়য় ॥ ১ ॥

বৈষ্ণব-শরীর, অপ্রাকৃত সদা,
স্বভাব বপুর ধর্ম্মে।
প্রভু নহে জড়, তথাপি যে নিন্দে,
পড়ে সে বিষমাধর্ম্মে ॥ ২ ॥

সেই অপরাধে, যমের যাতনা,
পায় জীব অবিরত।
হে নন্দনন্দন, সেই অপরাধে,
যেন নাহি হই হত ॥ ৩ ॥

তোমার বৈষ্ণব, বৈভব তোমার,
আমারে করুণা করো।
তবে মোর গতি, হবে তব প্রতি,
পাব তব পদছায়া ॥ ৪ ॥

( ৭ )

ওহে!
বৈষ্ণব ঠাকুর, দয়ার সাগর,
এ দাসে করুণা করি।
দিয়া পদছায়া, শোধ হে আমায়,
তোমার চরণ ধরি ॥ ১ ॥
ছয় বেগ * দমি, ছয় দোষ * শোধি,
ছয়গুণ * দেহ দাসে।

---

* (ক) ছয় বেগ যথা—বাক্যবেগ, মনোবেগ, ক্রোধবেগ, জিহ্বাবেগ, উদরবেগ ও উপস্থবেগ।

(খ) ছয়দোষ—অত্যাহার, জড় বিষয়ে

ছয় সৎসঙ্গ, দেহ হে আমারে,
বসেছি সঙ্গের আসে ॥ ২ ॥
একাকী আমার, নাহি পায় বল,
হরিনামসংকীর্ত্তনে।
তুমি কৃপা করি, শ্রদ্ধাবিন্দু দিয়া,
দেহ কৃষ্ণ-নাম-ধনে ॥ ৩ ॥
কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার,
তোমার শকতি আছে।

---

প্রয়াস, গ্রাম্যকথা, অসৎনিয়মাগ্রহ, অসৎজনসঙ্গ, অস্থির সিদ্ধান্ত বা ইন্দ্রিয়তর্পণে রুচি।

(গ) ছয়গুণ—ভজনে উৎসাহ, ভক্তিতে দৃঢ় বিশ্বাস, প্রেমলাভে ধৈর্য্য, ভক্তির অনুকূল কর্ম্মপ্রবৃত্তি অসৎসঙ্গত্যাগ ও ভক্তি-সদাচার।

(ঘ) ছয় সৎসঙ্গ—শুদ্ধভক্তের সহিত দান, প্রতিগ্রহ, ভজনকথা-শ্রবণ ও আলাপন, মহাপ্রসাদ-ভক্ষণ ও ভোজন দান।

আমি ত কাঙ্গাল, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি,
ধাই তব পাছে পাছে ॥ ৪ ॥

( ৮ )

হরি হে !
তোমারে ভুলিয়া, অবিদ্যা-পীড়ায়,
পীড়িত রসনা মোর ।
কৃষ্ণনামসুধা, ভাল নাহি লাগে,
বিষয়-সুখেতে ভোর ॥ ১ ॥

প্রতিদিন যদি, আদর করিয়া,
সে নাম কীর্ত্তন করি ।
সিতপল যেন, নাশি রোগ-মূল
ক্রমে স্বাদু হয় হরি ॥ ২ ॥

দুর্দ্দৈব আমার, সে নামে আদর,
না হইল দয়াময় ।

দশ অপরাধ, আমার দুর্দ্দৈব,
কেমনে হইবে ক্ষয় ॥ ৩ ॥

অনুদিন যেন, তব নাম গাই,
ক্রমেতে কৃপায় তব !
অপরাধ যাবে, নামে রুচি হবে,
আস্বাদিব নামসব ॥ ৪ ॥

( ৯ )

হরি হে !
শ্রীরূপ গোস্বামি, শ্রীগুরু-রূপেতে,
শিক্ষা দিলা মোর কাণে ।
জ্ঞান মোর কর্ম্ম, নামের কাঙ্গাল,
রতি পাবে নাম-গানে ॥ ১ ॥

কৃষ্ণ-নাম-রূপ- গুণ-সুচরিত,
পরম যতনে করি ।

রসনা মানসে, করহ নিয়োগ,
ক্রম-বিধি অনুসরি ॥ ২ ॥

ব্রজে করি বাস, রাগানুগ হঞা,
স্মরণ কীর্ত্তন কর।
এ নিখিল কাল, করহ যাপন,
উপদেশ-সার ধর ॥ ৩ ॥

হা! রূপ গোসাঞি, দয়া করি কবে,
দিবে দীনে ব্রজবাসা।
রাগাত্মিক তুমি, তব পদানুগ,
হইতে দাসের আশা ॥ ৪ ॥

( ১০ )

গুরুদেব!

বড় কৃপা করি, গৌড়বন মাঝে,
গোক্রমে দিয়াছ স্থান।

আজ্ঞা দিলা মোরে, এই ব্রজে বসি,
হরি নাম কর গান ॥ ১ ॥

কিন্তু কবে প্রভো, যোগ্যতা অর্পিবে,
এ দাসেরে দয়া করি।
চিত্ত স্থির হবে, সকল সহিব,
একান্তে ভজিব হরি ॥ ২ ॥

শৈশব যৌবনে, জড়সুখসঙ্গে,
অভ্যাস হইল মন্দ।
নিজকর্ম্ম-দোষে, এ দেহ হইল,
ভজনের প্রতিবন্ধ ॥ ৩ ॥

বার্দ্ধক্যে এখন, পঙ্করোগে হত,
কেমনে ভজিব বল।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া, তোমার চরণে,
পড়িয়াছি সুবিহ্বল ॥ ৪ ॥

( ১১ )

গুরুদেব !

কৃপাবিন্দু দিয়া, কর এই দাসে,
তৃণাপেক্ষা অতি হীন।
সকল সহনে, বল দিয়া কর,
নিজ মানে স্পৃহাহীন ॥ ১ ॥

সকলে সম্মান, করিতে শকতি,
দেহ নাথ যথাযথ।
তবে ত গাইব, হরিনাম সুখে,
অপরাধ হবে হত ॥ ২ ॥

কবে হেন কৃপা, লভিয়া এ জন,
কৃতার্থ হইবে নাথ।
শক্তিবুদ্ধিহীন, আমি অতি দীন,
কর মোরে আত্মসাথ ॥ ৩ ॥

যোগ্যতা-বিচারে, কিছু নাহি পাই,
তোমার করুণাসার।
করুণা না হৈলে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
প্রাণ না রাখিব আর ॥ ৪ ॥

( ১২ )

গুরুদেব! কবে মোর সেই দিন হবে।
মন স্থির করি, নির্জ্জনে বসিয়া,
কৃষ্ণনাম গাব যবে।
সংসার-ফুকার, কাণে না পশিবে,
দেহ-রোগ দূরে রবে ॥ ১ ॥

হরে কৃষ্ণ বলি, গাহিতে গাহিতে,
নয়নে বহিবে লোর।
দেহেতে পুলক, উদিত হইবে,
প্রেমেতে করিবে ভোর ॥ ২ ॥

গদ-গদ বাণী, মুখে বাহিরিবে,
কাঁপিবে শরীর মম ;
ঘর্ম্ম মুহুর্মুহু, বিবর্ণ হইবে,
স্তম্ভিত প্রলয় সম ॥ ৩ ॥

নিষ্কপটে হেন, দশা কবে হবে,
নিরন্তর নাম গাব ।
আবেশে রহিয়া, দেহযাত্রা করি,
তোমার করুণা পাব ॥ ৪ ॥

( ১৩ )

গুরুদেব ! কবে তব করুণা প্রকাশে ।
শ্রীগৌরাঙ্গলীলা, হয় নিত্যতত্ত্ব,
এই দৃঢ় বিশ্বাসে ।
হরি হরি বলি, গোদ্রুম কাননে,
ভ্রমিব দর্শন-আশে ॥ ১ ॥

নিতাই, গৌরাঙ্গ, অদ্বৈত শ্রীবাস,
গদাধর পঞ্চজন।
কৃষ্ণনাম-রসে, ভাসাবে জগৎ,
করি মহাসংকীর্ত্তন ॥ ২ ॥

নর্ত্তন-বিলাস, মৃদঙ্গ-বাদন,
শুনিব আপন কাণে।
দেখিয়া দেখিয়া, সে লীলা-মাধুরী,
ভাসিব প্রেমের বানে ॥ ৩ ॥

না দেখি আমার, সে লীলা-রতন,
কাঁদি হা গৌরাঙ্গ বলি।
আমারে বিষয়ী, পাগল বলিয়া,
অঙ্গেতে দিবেক ধূলি ॥ ৪ ॥

---

## সিদ্ধি-লালসা।

কবে গৌর-বনে, সুরধুনী-তটে,
হা রাধে হা কৃষ্ণ বলে।
কাঁদিয়া বেড়াব, দেহ-সুখ ছাড়ি,
নানা লতাতরুতলে ॥ ১ ॥

শ্বপচ-গৃহেতে, মাগিয়া খাইব,
পিব সরস্বতী-জল।
পুলিনে পুলিনে, গড়াগড়ি দিব,
করি কৃষ্ণ-কোলাহল ॥ ২ ॥

ধামবাসী জনে, প্রণতি করিয়া
মাগিব কৃপার লেশ।
বৈষ্ণব-চরণ- রেণু গায় মাখি,
ধরি অবধূত-বেশ ॥ ৩ ॥

গৌড়-ব্রজ-জনে ভেদ না দেখিব,
হইব ব্রজবাসী।

ধামের স্বরূপ, স্ফুরিবে নয়নে,
হইব রাধার দাসী ॥ ৪ ॥

( ১৫ )

দেখিতে দেখিতে, ভুলিব বা কবে,
নিজ স্থূল পরিচয়।
নয়নে হেরিব, ব্রজপুরশোভা,
নিত্য চিদানন্দময় ॥ ১ ॥
বৃষভানুপুরে, জনম লইব,
যাবটে বিবাহ হবে।
ব্রজগোপী-ভাব, হইবে স্বভাব,
আন ভাব না রহিবে ॥ ২ ॥
নিজ সিদ্ধদেহ, নিজ সিদ্ধনাম,
নিজরূপ স্ববসন।
রাধাকৃপাবলে, লভিব বা কবে
কৃষ্ণপ্রেম প্রকরণ ॥ ৩ ॥

যামুন সলিল, আহরণে গিয়া,
বুঝিব যুগলরস।
প্রেমমুগ্ধ হয়ে, পাগলিনী-প্রায়,
গাইব রাধার যশ ॥ ৪ ॥

( ১৬ )

বৃষভানুসুতা- চরণ-সেবনে,
হইব যে পাল্যদাসী।
শ্রীরাধার সুখ, সতত সাধনে,
রহিব আমি প্রয়াসী ॥ ১ ॥
শ্রীরাধার সুখে, কৃষ্ণের যে সুখ,
জানিব মনেতে আমি।
রাধাপদ ছাড়ি, শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গমে,
কভু না হইব কামী ॥ ২ ॥
সখীগণ মম, পরম সুহৃৎ,
যুগল প্রেমের গুরু।

তদনুগ হ'য়ে সেবিব রাধার
চরণ-কলপ-তরু ॥ ৩ ॥
রাধা পক্ষ ছাড়ি' যে জন সে জন
যে ভাবে সে ভাবে থাকে। ॥
আমি ত রাধিকা- পক্ষপাতী সদা,
কভু নাহি হেরি তাকে ॥ ৪ ॥

---

## বিভবস্তি।

রাগিণী—সুরট-খাম্বাজ, একতালা।

কবে হবে বল সে দিন আমার।
(আমার) অপরাধ ঘুচি, শুদ্ধ নামে রুচি
কৃপাবলে হবে হৃদয়ে সঞ্চার ॥ ১ ॥
তৃণাধিক হীন কবে নিজে মানি,
সহিষ্ণুতা-গুণ হৃদয়েতে আনি'

সকলে মানদ, আপনি অমানী
হয়ে আস্বাদিব নাম-রস-সার ॥ ২ ॥

ধন জন আর কবিতা সুন্দরী,
বলিব না চাহি দেহ সুখকরী,
জন্মে জন্মে দাও ওহে গৌরহরি,
অহৈতুকী ভক্তি চরণে তোমার ॥ ৩ ॥

কহিতে শ্রীকৃষ্ণ- নাম উচ্চারণ,
পুলকিত দেহ গদ্‌গদ বচন,
বৈবর্ণ্য-বেপথু হবে সংঘটন,
নিরন্তর নেত্রে ব'বে অশ্রুধার ॥ ৪ ॥

কবে নবদ্বীপে সুরধুনী-তটে,
গৌর-নিত্যানন্দ বলি নিষ্কপটে,
নাচিয়া গাইয়া, বেড়াইব ছুটে,
বাতুলের প্রায় ছাড়িয়া বিচার ॥ ৫ ॥

কবে নিত্যানন্দ মোরে করি দয়া,
ছাড়াইবে মোর বিষয়ের মায়া,
দিয়া মোরে নিজ চরণের ছায়া,
নামের হাটেতে দিবে অধিকার ॥ ৬ ॥
কিনিব, লুটিব হরি-নাম-রস,
নাম-রসে মাতি হইব বিবশ,
রসের রসিক- চরণ পরশ
করিয়া মজিব রসে অনিবার ॥ ৭ ॥
কবে জীবে দয়া হইবে উদয়,
নিজ সুখ ভুলি সুদীন-হৃদয়,
ভকতিবিনোদ করিয়া বিনয়,
শ্রীআজ্ঞা-টহল করিবে প্রচার ॥ ৮ ॥

---

## শ্রীনাম-মাহাত্ম্য।

কৃষ্ণ নাম ধরে কত বল।
বিষয়বাসনানলে, মোর চিত্ত সদা জ্বলে,
রবিতপ্ত মরুভূমি-সম।
কর্ণরন্ধ্র পথ দিয়া, হৃদি মাঝে প্রবেশিয়া
বরিষয় সুধা অনুপম ॥ ১ ॥

হৃদয় হইতে বলে, জিহ্বার অগ্রেতে চলে,
শব্দরূপে নাচে অনুক্ষণ।
কণ্ঠে মোর ভঙ্গে স্বর, অঙ্গ কাঁপে থর থর,
স্থির হইতে না পারে চরণ ॥ ২ ॥

চক্ষে ধারা দেহে ঘর্ম্ম, পুলকিত সব চর্ম্ম,
বিবর্ণ হইল কলেবর।
মূর্চ্ছিত হইল মন, প্রলয়ের আগমন,
ভাবে সর্ব্ব দেহ জর জর ॥ ৩ ॥

করি এত উপদ্রব চিত্তে বর্ষে সুধাদ্রব
মোরে ডারে প্রেমের সাগরে।
কিছু না বুঝিতে দিল, মোরে ত বাতুল কৈল
মোর চিত্ত বিত্ত সব হরে ॥ ৪ ॥

লইনু আশ্রয় যার, হেন ব্যবহার তার,
বর্ণিতে না পারি এ সকল।
কৃষ্ণনাম ইচ্ছাময়, যাহে যাহে সুখী হয়,
সেই মোর সুখের সম্বল ॥ ৫ ॥

প্রেমের কলিকা নাম, অদ্ভুত রসের ধাম
হেন বল করয়ে প্রকাশ।
ঈষৎ বিকশি পুন, দেখায় নিজ রূপগুণ,
চিত্ত হরি লয় কৃষ্ণপাশ ॥ ৬ ॥

পূর্ণ বিকশিত হঞা, ব্রজে মোরে যায় লঞা,
দেখায় মোরে স্বরূপ-বিলাস।

মোরে সিদ্ধ দেহ দিয়া, কৃষ্ণপাশে রাখে গিয়
এ দেহের করে সর্ব্বনাশ ॥ ৭ ॥
কৃষ্ণনাম চিন্তামণি, অখিল-রসের খনি
নিত্যমুক্ত শুদ্ধরসময় ।
নামের বালাই যত, সব ল'য়ে হই হত,
তব মোর সুখের উদয় ॥ ৮ ॥

---

"আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্য-বিবর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
আত্মনিঃক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্বিধা শরণাগতিঃ॥
—বৈষ্ণবতন্ত্রে।

"শরণাগতের আকিঞ্চনের একই লক্ষণ।
তার মধ্যে প্রবেশয়ে আত্মসমর্পণ॥
শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ
কৃষ্ণ তারে করে তৎকালে আত্মসম॥"

"ভবদাস্যসুখৈকসঙ্গিনাং
ভবনেষ্বপি কীটজন্ম মে
ইতরাবসথেষু মাস্ত্বভূদপি মে
জন্ম চতুর্ম্মুখাত্মনা।"

—যামুনাচার্য্য

কামাদীনাং কতি ন কতিধা
পালিতা দুর্নিদেশা
তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা
ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে
সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং
মাং নিযুঙ্ক্ষাত্মদাস্যে॥

নৈতন্মনস্তব কথাসু বিকুণ্ঠনাথ
সম্প্রীয়তে দুরিতদুষ্টমসাধু তীব্রম্।
কামাতুরং হর্ষশোকভয়ৈষণার্ত্তং
তস্মিন্ কথং তব গতিং বিমৃশামি দীনঃ॥

দুরিত দূষিত মন অসাধু মানস।
কাম-হর্ষ-শোক-ভয় এষণার বশ॥
তব কথা-রতি কিসে হইবে আমার?
কিসে কৃষ্ণ তব লীলা করিব বিচার?

জিহ্বৈকতোঽচ্যুত বিকর্ষতি মাবিতৃপ্ত
শিশ্নোঽন্যতস্ত্বগুদরং শ্রবণং কুতশ্চিৎ।
ঘ্রাণোঽন্যতশ্চপলদৃক্ ক্ব চ কর্ম্মশক্তি-
র্বহ্ব্যঃ সপত্ন্য ইব গেহপতিং লুনন্তি॥

জিহ্বা টানে রস প্রতি, উপস্থ কদর্থে।
উদর ভোজনে টানে বিষম অনর্থে॥

চর্ম্ম টানে শয্যাদিতে, শ্রবণ—কথায়।
ঘ্রাণ টানে সুরভীতে, চক্ষু দৃশ্যে যায়॥
কর্ম্মেন্দ্রিয় কর্ম্মে টানে, বহুপত্নী যথা।
গৃহপতি আকর্ষয়, মোর মন তথা॥
এমত অবস্থা মোর শ্রীনন্দনন্দন।
কিরূপে তোমার লীলা করিব স্মরণ?

তদস্তু মে নাথ স ভূরিভাগো
ভবেঽত্র বান্যত্র তু বা তিরশ্চাম্।
যেনাহমেকোঽপি ভবজ্জনানাং
ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্॥

এই ব্রহ্ম-জন্মেই বা অন্য কোন ভবে।
পশুপক্ষী হ'য়ে জন্মি তোমার বিভবে॥
এই মাত্র আশা তব ভক্তগণ-সঙ্গে।
থাকি' তব পদসেবা করি নানারঙ্গে॥

কোন্বীশ তে পাদসরোজভাজাং
সুদুর্ল্লভোঽর্থেষু চতুর্ষ্বপীহ।
তথাপি নাহং প্রবৃণোমি ভূমন্
ভবৎপদাম্ভোজনিষেবণোৎসুকঃ॥

কৃষ্ণ তব পাদপদ্মে ভক্তি আছে যাঁর।
চতুর্ব্বর্গ-মধ্যে কিবা অপ্রাপ্য তাঁহার॥
তথাপি তোমার পাদসেবা মাত্র চাই।
অন্য কোন অর্থে মোর প্রয়োজন নাই॥

ন কাময়ে নাথ তদপ্যহং ক্বচিৎ
ন যত্র যুষ্মচ্চরণাম্বুজাসবঃ।
মহত্তমান্তর্হৃদয়ান্মুখচ্যুতো
বিধৎস্ব কর্ণাযুতমেষ মে বরঃ॥

যাহাতে তোমার পদসেবা-সুখ নাই।
সেই বর আমি কভু নাহি চাই॥

ভক্তের হৃদয় হৈতে তব গুণ-গান।
শুনিতে অযুত কর্ণ করহ বিধান॥

ন নাকপৃষ্ঠং ন চ পারমেষ্ঠ্যং
ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধিরপুনর্ভবং বা
সমঞ্জসত্বা বিরহয্য কাঙ্ক্ষে॥

স্বর্গ পরমেষ্ঠী-স্থান, সার্ব্বভৌমপদ।
রসাতল-আধিপত্য, যোগের সম্পদ্॥
নির্ব্বাণ ইত্যাদি যত ছাড়ি' সেবা তব।
নাহি মাগি, এ মোর প্রতিজ্ঞা অকৈতব॥

অহং হরে তবপাদৈকমূল-
দাসানুদাসো ভবিতাস্মি ভূয়ঃ।
মনঃ স্মরেতাসুপতেগুর্ণানাং
গৃণীত বাক্ কর্ম্ম করোতু কায়ঃ॥

ছিনু তব নিত্যদাস, গলে বাঁধি' মায়াপাশ,
সংসারে পাইনু নানাক্লেশ।
এবে পুনঃ করি আশ, হঞা তব দাসের দাস,
ভজি পাই' তব ভক্তিলেশ॥
প্রাণেশ্বর তব গুণ, স্মরুক মন পুনঃ পুনঃ,
তব নাম জিহ্বা করুক গান।
করদ্বয় তব কর্ম্ম, করিয়া লভুক শর্ম্ম,
তব পদে সঁপিনু পরাণ॥

---

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী-ঠাকুর কৃত

# গুর্ব্বষ্টক

সংসার-দাবানল-লীঢ়-লোক-
ত্রাণায় কারুণ্যঘনাঘনত্বম্ ।
প্রাপ্তস্য কল্যাণ-গুণার্ণবস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ১ ॥

মহাপ্রভোঃ কীর্ত্তন-নৃত্য-গীত-
বাদিত্রমাদ্যন্মনসো রসেন ।
রোমাঞ্চ-কম্পাশ্রু-তরঙ্গভাজো
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ২ ॥

শ্রীবিগ্রহারাধন-নিত্য-নানা-
শৃঙ্গার-তন্মন্দির-মার্জ্জনাদৌ ।

যুক্তস্য ভক্তাংশ্চ নিযুঞ্জতোঽপি
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ৩ ॥

চতুর্ব্বিধ-শ্রীভগবৎপ্রসাদ-
স্বাদ্বন্নতৃপ্তান্ হরিভক্তসঙ্ঘান্ ।
কৃত্বৈব তৃপ্তিং ভজতঃ সদৈব
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ৪ ॥

শ্রীরাধিকামাধবয়োরপার-
মাধুর্য্য-লীলা-গুণ-রূপনাম্নাম্ ।
প্রতিক্ষণাস্বাদন-লোলুপস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ৫ ॥

নিকুঞ্জযূনো রতিকেলিসিদ্ধ্যৈ
যা যালিভির্যুক্তিরপেক্ষণীয়া ।
তত্রাতিদাক্ষ্যাদতিবল্লভস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ৬ ॥

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ-
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥ ৭ ॥

যস্য প্রসাদাদ্ভগবৎপ্রসাদো
যস্যাপ্রসাদান্নগতিঃ কুতোঽপি
ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥ ৮ ॥

শ্রীমদ্গুরোরষ্টকমেতদুচ্চৈ-
র্ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে পঠতি প্রযত্নাৎ।
যস্তেন বৃন্দাবন-নাথ-সাক্ষাৎ-
সেবৈব লভ্যা জনুষোঽন্ত এব॥ ৯ ॥

---

# সাধক-কণ্ঠমালা

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-
প্রভুপাদের অনুকম্পিত মহামহোপদেশক
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ সঙ্কলিত

দ্বিতীয় সংস্করণ

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড স্থিত
গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীঅনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি, এ-কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীগৌড়ীয়মঠ কলিকাতা।

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৪৮

---

ভিক্ষা আট আনা।

নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং

রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্ ।

রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো ! রাধিকা-মাধবাশাং

প্রাপ্তো যস্য প্রথিত-কৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি ॥

ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ গৌরকিশোরদাস

বাবাজী মহারাজ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-

বিনোদ ঠাকুর

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরঃ নঃ পরঃ ॥

# সূচী-পত্র

## বিষয়-সূচী


| বিষয় | | | পত্রাঙ্ক |
|---|---|---|---|
| মঙ্গলাচরণ | ... | ... | ১ |
| শ্রীশ্রীগুরুবন্দনা | | | ১ |
| শ্রীগুরুপরম্পরা ( সংস্কৃত ভাষায় ) | | ... | ২ |
| ঐ ( বঙ্গভাষায় ) | | ... | ৪ |
| শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা | ... | ... | ৭ |
| শ্রীবৈষ্ণবশরণ | ... | ... | ২৭ |
| শ্রীনামহট্ট | ... | ... | ২৯ |
| দালালের গীত | ... | ... | ৩৬ |
| শ্রীমন্মহাপ্রভুর শতনাম | ... | ... | ৩৮ |
| শ্রীশ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম | | ... | ৪২ |
| অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন | | ... | ৫০ |
| শ্রীশ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন | ... | ... | ৫৬ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| প্রেমধ্বনি | ... | ... | ৭১ |
| বাউল সঙ্গীত | ... | ... | ৭২ |
| শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-মহিমা | ... | ... | ৮২ |
| শ্রীমায়াপুর-মহিমা | ... | ... | ১১০ |
| শ্রীশ্রীনরোত্তমপ্রভোরষ্টকম্ | ... | ... | ১১৪ |
| আচার্য্য-বন্দনা | ... | ... | ১১৭ |
| শ্রীশ্রীষড়্গোস্বাম্যষ্টকম্ | ... | ... | ১২৩ |
| শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের "প্রার্থনা" | | ... | ১২৬ |
| ঐ "প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা" | ... | ... | ১৮১ |
| শ্রীষড়্গোস্বামীর শোচক | ... | ... | ২১৩ |
| শ্রীমনঃশিক্ষা ( শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর ) | | | ২৪৯ |
| ঐ ( অন্যান্য মহাজন-কৃত ) | | ... | ২৬৫ |
| গৌরভজন-নিষ্ঠা | ... | ... | ২৭৫ |
| জীব-গতি | ... | ... | ২৭৬ |
| সাধুসঙ্গে নিস্তার | ... | ... | ২৭৭ |
| নামভজন-প্রণালী | ... | ... | ২৭৮ |

গৃহস্থ ও বৈরাগীর প্রতি আদেশ ... ২৮০
বৈরাগীর কর্ত্তব্য ... ... ২৮১
ফল্গু ও যুক্তবৈরাগ্য ... ... ২৮১
গৌরভজন-প্রণালী ... ... ২৮৬
গৌরভজন-প্রণালীতে কৃষ্ণভজন ... ২৮৮
কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তাই শ্রীগুরুদেব ... ... ২৮৮
মহাপ্রভুর আস্বাদ্য গ্রন্থপঞ্চক প্রাকৃতকামগন্ধশূন্য ২৮৮
কৃষ্ণপ্রেম ... ... ২৮৯
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্লোক ... ... ২৯১
ব্রজগোপী ব্যতীত 'প্রীতি' বুঝে না ... ২৯২
সহজিয়ার প্রীতি ... ... ২৯২
রায় রামানন্দের প্রীতি ... ... ২৯৩
প্রীতিশিক্ষায় অধিকার কাহার ? ... ২৯৩
প্রীতিসাধন সম্ভব কখন ? ... ... ২৯৪
জড়ে চিদারোপ কলির ছলনা ... ... ২৯৫
শ্রীরঘুনাথ-প্রতি শ্রীচৈতন্যাজ্ঞা ... ... ২৯৬

মর্কট বৈরাগী ... ... ২৯৬
বিশুদ্ধ বৈরাগী ... ... ২৯৭
সম্বন্ধজ্ঞান-লাভ ও যুক্তবৈরাগ্যাশ্রয় ... ২৯৮
গৃহী ও গৃহত্যাগী বৈষ্ণবাচার ... ... ২৯৯
গৃহস্থবৈষ্ণবের কৃত্য ... ... ২৯৯
গৃহত্যাগী বা বৈরাগী বৈষ্ণবের কৃত্য ... ৩০০
বৈষ্ণবের কুটিনাটি নাই ... ... ৩০০
ভাগবত-শ্লোক ... ... ৩০১
শুদ্ধভক্তের রাধাকৃষ্ণ-সেবা ... ... ৩০১
অন্তরঙ্গা ভক্তি ... ... ৩০২
কৃষ্ণই পুরুষ আর সব প্রকৃতি ... ... ৩০২
গৃহস্থ ও স্বধর্ম্ম ... ... ৩০২
বিধি ও নিষেধ ... ... ৩০৩
ত্রিবিধা বৈষ্ণবী ভক্তি ... ... ৩০৩
কৃষ্ণার্চ্চন ... ... ৩০৪
তত্ত্ববোধে শ্রীমূর্ত্তিপূজা ... ... ৩০৬

আরোপসিদ্ধার মূলতত্ত্ব ... ... ৩০৬
সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি ... ... ৩০৭
স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি ... ... ৩০৭
ত্রিবিধা ভক্তির ত্রিবিধা ক্রিয়া ... ... ৩০৮
শ্রীহরিবাসরে প্রসাদ-সম্মান বিচার ... ৩০৮
শ্রীনাম-ভজন ও একাদশী এক ... ৩১০
বৈষ্ণব-লক্ষণ ... ... ৩১১
নামের স্বরূপ ... ... ৩১১
চিদ্বস্তুর নামরূপাদির বস্তু হইতে অভিন্নত্ব ... ৩১২
নামের সর্ব্বমূলত্ব ... ... ৩১৩
বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবপ্রায় ... ... ৩১৩
জগতে দুইটি চিদ্ব্যাপার ... ... ৩১৪
মুখ্য ও গৌণ নাম ... ... ৩১৪
নাম ও নামাভাস ... ... ৩১৫
ব্যবধানে দোষ ... ... ৩১৬
ব্যবধান দুইপ্রকার ... ... ৩১৭

শুদ্ধনাম ... ... ৩১৭
শ্রদ্ধাবান্‌ই নামে অধিকারী এবং প্রকৃত আচারী ৩১৭
নাম-গ্রহণ-বিচার ... ... ৩১৮
নামাভাস-বিচার ... ৩১৯-৩২৯
অনর্থচতুষ্টয় .. ... ৩১৯
নামাভাসের অবধি ... ... ৩১৯
সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন ... ... ৩২০
সম্বন্ধজ্ঞান ... ... ৩২০
নামাভাসের ফল ... ... ৩২১
নামাভাসের বৈকুণ্ঠাদি-প্রাপকত্ব ... ৩২২
সঙ্কেতাদি চতুর্ব্বিধ নামাভাস ... ... ৩২৩
অনর্থনাশে নামাভাস 'নাম' হইয়া প্রেমদাতা ... ৩২৫
নামাভাস ও নামাপরাধে ভেদ ... ... ৩২৫
আভাস দ্বিবিধ ( ছায়া ও প্রতিবিম্ব ) ... ৩২৬
প্রতিবিম্ব নামাভাসে মায়াবাদ ... ... ৩২৭
কপট প্রতিবিম্ব নামাভাসই নামাপরাধ ... ৩২৭

ছায়া ও প্রতিবিম্ব নামাভাসের ভেদ ... ৩২৭
মায়াবাদ ও ভক্তি পরস্পর বিপরীত ... ৩২৭
মায়াবাদ—নামাপরাধ ... ... ৩২৮
মায়াবাদীর নামাভাসে মুক্ত্যাভাসরূপ সাযুজ্য ... ৩২৯
ছায়ানামাভাসীর গুরুকৃপায় ক্রমে শুদ্ধনামোদয় ৩২৯
ভক্তের মায়াবাদিসঙ্গ অবশ্য পরিত্যাজ্য ... ৩৩০
দশবিধ নামাপরাধ ... ... ৩৩০
দশাপরাধ-শূন্য ব্যক্তির লক্ষণ ... ৩৩১
নিরপরাধে নামগ্রহণে অল্পদিনে ভাবোদয় ... ৩৩১
উন্নতিক্রম ... ... ৩৩২
ভজন-নৈপুণ্য ... ... ৩৩২
নামাপরাধের গুরুতা ... ... ৩৩২
নামাপরাধ পরিত্যাগের উপায় ... ... ৩৩৩
প্রার্থনা ... ... ৩৩৩
নিষ্কিঞ্চন রসিকভক্তের নামাস্বাদন ... ৩৩৪
শ্রীনাম-মাহাত্ম্য ... ... ৩৩৬

শ্রীনবদ্বীপের স্বরূপ ... ... ৩৩৮
ধামবাস-প্রার্থনা ... ... ৩৪১
শ্রীমহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ ... ... ৩৪৪
নিত্যানন্দ-গুণবর্ণন ... ... ৩৪৬
গৌরনিত্যানন্দের দয়া ... ... ৩৪৬
দৈন্য ও প্রপত্তি ... ... ৩৪৭
নির্ব্বেদ ও কৃপাপ্রার্থনা ... ... ৩৪৮
দশাবতার-স্তোত্র ... ... ৩৪৯
শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপ্রভুর বন্দনা ... ... ৩৫২

---

# গীতসূচী

## অ

অঙ্গভঙ্গী চৈত্যসম ... ... ৩২৪
অতএব নাম-অপরাধ ... ... ৩২৫
অতএব ভক্তিলাভে ... ... ৩৩২

অতএব শুদ্ধ কৃষ্ণনাম ... ... ৩১৭
অতএব সাধুনিন্দা ... ... ৩৩১
অন্তরঙ্গ ভক্তি মনে ... ... ৩০২
অন্তর্দ্বীপ-শশধর ... ... ৩৯
অন্য অভিলাষ ছাড়ি' ... ... ১৮৪
অন্য জীবে শুদ্ধা শ্রদ্ধা ... ... ৩২৬
অবতার-সার ... ... ২৭৩
অবিশ্রান্ত নামে ... ... ৩৩৩
অম্বুলিঙ্গ-ভুবনেশ ... ... ৪০
অরুণ-কমলদলে ... ... ১৭৮
অর্থকে 'অনর্থ' জ্ঞান ... ... ২৬৫
অসত্তৃষ্ণা হৃদয়-দৌর্ব্বল্য ... ... ৩১৯
অসাধু-সঙ্গে ভাই ... ... ২৭৮

## আ

আনকথা আনব্যথা ... ... ১৯১
আনকথা না শুনিব ... ... ২০৮

আভাস দ্বিবিধ হয় ... ... ৩২৬
আমি তোমার দুখের দুখী ... ... ৭২
আর কি এমন দশা ... ... ১৫৬
আরে ভাই, ভজ মোর ... ... ১৬৫
আরে মোর জীবন-ধন ... ... ২৩৬
আরে মোর শ্রীরূপ ... ... ২১৯
আরোপসিদ্ধার এক ... ... ৩০৬
আসল কথা বল্‌তে কি ... ... ৭৩

এ

এই চারি পরিচয় ... ... ৩১৩
এই জড়দেহে রাধাকৃষ্ণবুদ্ধ্যারোপ ... ২৯৬
এই নব দাসী বলি' ... ... ১৪৫
এই নামাভাসে মায়াবাদ ... ... ৩২৭
এইবার করুণা কর ... ... ১৭৩
এইবার পাইলে দেখা ... ... ১৫৮
এইরূপে সংসার ভ্রমিতে ... ... ২৭৭

এও ত এক কলির ... ... ৭৬
এক কৃষ্ণনাম যদি ... ... ৩১৫
এক নাম যার মুখে ... ... ৩১১
এবম্ভূত জনের ... ... ৩৩২
এবে শুন সঙ্গসিদ্ধা ... ... ৩০৭

ও

ও মোর জীবন-গতি ... ... ২১৩

ক

কদম্ব-তরুর ডাল ... ... ১৬০
কপটতা হৈলে দূর ... ... ২৫৮
কবে কৃষ্ণধন পাব ... ... ১৫৭
কভু এ সংসারে ... ... ২৯৪
করঙ্গ কৌপীন লঞা ... ... ১৫৪
কাম-ক্রোধ-আদি করি ... ... ২৫৭
কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ ... ... ২৫৬

| | | | |
|---|---|---|---|
| কিন্তু ব্যবহিত হ'লে | ... | ... | ৩১৬ |
| কিবা বর্ণী, কিবাশ্রমী | ... | ... | ২৮৮ |
| কিরূপে পাইব সেবা | ... | ... | ১৭৪ |
| কুসুমিত বৃন্দাবনে | ... | ... | ১৪০ |
| কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে | ... | ... | ৫৪ |
| কৃষ্ণ, জীব—প্রভু, দাস | ... | ... | ৩১৯ |
| কৃষ্ণনাম চিন্তামণি | ... | ... | ৩১১ |
| কৃষ্ণনাম ধরে কত বল | ... | ... | ৩৩৬ |
| কৃষ্ণ-নাম-রূপ-গুণ | ... | ... | ৩২৭ |
| কৃষ্ণপ্রেম ছাড়ি' সব | ... | ... | ৩২৫ |
| কৃষ্ণপ্রেম সুনির্ম্মল | ... | ... | ২৮৯ |
| কৃষ্ণবার্ত্তা বিনা আন | ... | ... | ২৫৪ |
| কৃষ্ণরূপ কৃষ্ণদাস্য | ... | ... | ৩২৮ |
| কৃষ্ণ হৈতে চতুর্ম্মুখ | ... | ... | ৪ |
| কেন ভেকের প্রয়াস ? | ... | ... | ৮০ |
| কেহ যদি বলে ইহা | ... | ... | ২৯৫ |

## গ


| | | | |
|---|---|---|---|
| গুরুদেবে ব্রজবনে | ... | ... | ২৫১ |
| গুরু বলে, শুন বাছা | ... | ... | ৩০৪ |
| গৃহস্থ-বৈরাগী—দুঁহে | ... | ... | ২৮০ |
| গৃহস্থ বৈষ্ণব সদা | ... | ... | ২৯৯ |
| গৃহী-গৃহত্যাগী-ভেদে | ... | ... | ২৯৯ |
| গৃহী হউক, ত্যাগী হউক | ... | ... | ৩০০ |
| গোবর্দ্ধন গিরিবর | ... | ... | ১৩৭ |
| গোরা গোসাঞি পতিতপাবন | ... | ... | ২০ |
| গোরা পঁহু না ভজিয়া | ... | ... | ১৬৯ |
| গোরার আমি, গোরার আমি | | ... | ২৮৯ |
| গোরা ভজ, গোরা ভজ | ... | ... | ২৮৬ |
| গৌরকৃষ্ণে ভেদ যার | ... | ... | ৩৪১ |
| গৌরভাব নাহি জানে যে | ... | ... | ২৮৮ |
| 'গৌরাঙ্গ' বলিতে হবে | ... | ... | ১২৬ |

গৌরাঙ্গের দুটি পদ ... ... ১৬৬
গ্রাম্য কথা না শুনিবে ... ... ২৯৬

ঘ

ঘরে ব'সে বাউল ... ... ৭৯

চ

চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি ... ... ২৮৮
চতুর্ব্বিধ নামাভাস ... ... ৩২৩
চন্দ্রাবলী-প্রাণনাথ ... ... ৫২
চিৎকণ জীব ... ... ২৭৬

ছ

ছায়ানামাভাসী নাহি জানে ... ... ৩২৯
ছায়া-নামাভাসে মাত্র ... ... ৩২৭

জ

জগদীশ জনার্দ্দন ... ... ৫৩
জগন্নাথসুত মহাপ্রভু ... ... ৩৮
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ... ৫৬, ১৫০

জয় জয় গোবিন্দ ... ... ৪২
জয় জয় পঁহু শ্রীল সনাতন ... ... ২২৮
জয়রে জয়রে জয় ... ... ১১৭
জয় জয় রূপ ... ... ২২২
জয় যশোদনন্দন কৃষ্ণ ... ... ৫৫
জয় রাধে জয় কৃষ্ণ ... ... ৬৫
ঠাকুর বৈষ্ণবগণ ... ... ১৭২
ঠাকুর বৈষ্ণবপদ ... ... ১৭১
তত্ত্বটি বুঝিয়া যবে ... ... ৩০৬
তপনমিশ্রের পুত্র ... ... ২৪৫
তাতল সৈকতে ... ... ৩৪৮
তুমি ত দয়ার সিন্ধু ... ... ১৮৯
ত্রিবিধা বৈষ্ণবীভক্তি ... ... ৩০৩

দ

দয়াল নিতাই চৈতন্য ... ... ৬২
দশ অপরাধ ছাড়ি ... ... ৩৩২

দশ অপরাধ যেন ... ... ৩৩৩
দামোদর বৃন্দাবন ... ... ৫০
দুষ্ট মন, তুমি ... ... ২৬৯
দেবলোক পিতৃলোক ... ... ১৮৮

ধ

ধন মোর নিত্যানন্দ ... ... ১৬২
ধন্য অবতার গোরা ... ... ৯
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ... ... ৩২২
ধর্ম্মপথে থাকি' কর ... ... ৭৩
'ধর্ম্ম' বলি বেদে যারে ... ... ২৫২

ন

নটবর গুহাচর ... ... ৫১
নদীয়া গোদ্রুমে ... ... ২৯
নাম-অপরাধ দশবিধ ... ... ৩৩০
নাম-রূপ-গুণ-লীলা ... ... ৩১২
নামসম বস্তু নাই ... ... ৩১৪

নামাভাস কল্পতরু ... ... ৩২৯
নামাভাস-দশাতেও ... ... ৩২১
নামে অধিকার নরমাত্রে ... ... ৩১৭
নিতাই গুণমণি আমার ... ... ৩৪৬
নিতাই-পদকমল ... ... ১৬৩
নিত্য সাধ্য নামে ... ... ৩২৭
নিরন্তর কৃষ্ণস্মৃতি ... ... ৩০৩
নিষ্ঠা করি ভজ ভাই ... ... ২৭৫

প

পরনিন্দা পরচর্চ্চা ... ... ২৭৫
পরম করুণ ... ... ৩৪৬
পরিহাসে কৃষ্ণনাম ... ... ৩২৪
পীরিতি পীরিতি বলে ... ... ২৯২
প্রকৃত সহজ ... ... ২৯৩
প্রভু কহে কোন্ বিদ্যা ... ... ৩৪৪
প্রভু বলে বৈরাগ্য ... ... ২৮১

প্রভু বলে ভক্তি-অঙ্গে ... ... ৩০৮
প্রভু হে এইবার ... ... ১৮০
প্রাণ গোরাচাঁদ মোর ... ... ৭
প্রাণেশ্বর, নিবেদন ... ... ১৩০
প্রাণেশ্বর, এইবার ... ... ১৭৭
প্রেম্‌সে কহো ... ... ৭১

ব

বচনের অগোচর ... ... ২০৪
বড় সুখের খবর গাই ... ... ৩৬
বর্ণ-ব্যবধান আর ... ... ৩১৬
বলান্ বৈরাগী-ঠাকুর ... ... ৮০
বসুদেব-সুত ... ... ৫৩
'বাউল বাউল' বল্‌ছে সবে ... ... ৭৪
বিদ্যার্থি উড়ুপ ... ... ৩৮
বিশুদ্ধ বৈরাগী করে ... ... ২৯৭
বিষ্ণুলক্ষ্য করি জড়বুদ্ধ্যে ... ... ৩২৩

| | | | |
|---|---|---|---|
| বৃন্দাবনবাসী যত | ... | ... | ২৭ |
| বৃন্দাবন রম্যস্থান | ... | ... | ১৫৯ |
| বৃন্দাবনানন্দমূর্ত্তি | ... | ... | ৪১ |
| বৈরাগী ভাই, গ্রাম্যকথা | ... | ... | ২৮১ |
| বৈরাগী বৈষ্ণব | ... | ... | ৩০০ |
| বোল হরি বোল | ... | ... | ৬৪ |
| বৌদ্ধ-জৈন-মায়াবাদী | ... | ... | ৪০ |
| ব্রজধাম নিত্যধন | ... | ... | ২৪৯ |
| ব্রজবন-সুধাকর | ... | ... | ২৬১ |
| ব্রজভূমি চিন্তামণি | ... | ... | ২৫৯ |
| ব্রজের নিকুঞ্জ-বনে | ... | ... | ২৬৭ |


## ভ


| | | | |
|---|---|---|---|
| ভক্তসব প্রকৃতি হইয়া | ... | ... | ৩০৭ |
| ভজনের অনুকূল | ... | ... | ৩১৮ |
| ভজহুঁরে মন | ... | ... | ৭ |
| ভাল অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ | ... | ... | ১ |

## ম


| | | | |
|---|---|---|---|
| ( মন আমার ) হুসার থেকো | ... | ... | ৭৬ |
| মন নাহি দেয় আর | ... | ... | ৩২৪ |
| মনের মালা জপ্‌বি | ... | ... | ৭৮ |
| মানুষ-ভজন করছো | ... | ... | ৭৫ |
| মায়াবাদি-সঙ্গ তেঁহ | ... | ... | ৩৩০ |
| মুখ্য-গৌণ-ভেদে | ... | ... | ৩১৪ |
| মৃগমদ-চন্দন | ... | ... | ১৬২ |
| মেঘ-কুজ্ঝটিকা গেলে | ... | ... | ৩২০ |


## য


| | | | |
|---|---|---|---|
| যত্ কলিরূপ শরীর | ... | ... | ২২০ |
| যবে রূপ-সনাতন | ... | ... | ২৩০ |
| যশোমতী-নন্দন | ... | ... | ৬১ |
| যশোমতী-স্তন্যপায়ী | ... | ... | ৫০ |
| যুগলচরণ-প্রতি | ... | ... | ১৯৬ |

যে আনিল প্রেমধন ... ... ১৬৮
যে বর্ণেতে জন্ম যার ... ... ২৯৭

র

রাগাবেশে ব্রজধাম ... ... ২৫৩
রাগের ভজন পথ, ... ... ১৯৩
রাধাকৃষ্ণ করোঁ ধ্যান, ... ... ২০২
রাধাকৃষ্ণ! নিবেদন ... ... ১২৭
রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর ... ... ১৭৬
রাধাকৃষ্ণ সেবোঁ মুঞি ... ... ১৭৫
রাধাবল্লভ রাধাবিনোদ ... ... ৫৫
রাধাবল্লভ মাধব ... ... ৫৪
রাধামাধব কুঞ্জবিহারী ... ... ৫৪
রামানন্দ বিনা ... ... ২৯৩
রূপের বৈরাগ্যকালে ... ... ২২৩

ল

লোকনাথ প্রভু, তুমি ... ... ১৪৮

## শ


শুদ্ধভক্ত ভক্তভাবে ... ... ৩০১

শুন জীব, বৃন্দাবন ... ... ৩৩৮

শুনিয়াছি সাধুমুখে ... ... ১৪৫

শ্রদ্ধা করি করে নাম ... ... ৩২৪

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু ... ... ১৬৭

শ্রীগুরুচরণ-পদ্ম ... ... ১৮১

শ্রীগোপাল ভট্ট প্রভু ... ... ২৪৩

শ্রীরাধাবল্লভ রাধামাধব ... ... ৫১

শ্রীরাধার ভাবে যিনি ... ... ৮২

শ্রীরূপ-পশ্চাতে আমি ... ... ১৪৬

শ্রীরূপ-মঞ্জরীপদ ... ... ১৪৪

শ্রীরূপের বড় ভাই ... ... ২২৪


## স


সংসারে যতেক ... ... ২৯২

সকলেই করিবেন যুক্ত ... ... ২৯৮

সদ্‌গুরুচরণে জীব ... ... ৩২০
সম্বন্ধতত্ত্বের জ্ঞান ... ... ৩১৯
সর্ব্বধাম শিরোমণি ... ... ১১০
সাক্ষাৎ ভক্তির কার্য্য ... ... ৩০৭
সুদর্শন-মোচন ... ... ৫২
সেই ধন্য ত্রিজগতে ... ... ৩৩১
সেই নাম বদ্ধজীব ... ... ৩১৩
সেই ভক্তি 'স্বরূপসিদ্ধা' ... ... ৩০৮
সৌন্দর্য্য-কিরণ-মালা ... ... ২৬২
স্বধর্ম্মে জীবনযাত্রা ... ... ৩০২

## হ

হ'য়ে বিষয়ে আবেশ ... ... ৮১
হরি বল, হরি বল ... ... ৬৩
( হরি ) হরয়ে নমঃ ... ... ৬৭, ৬৮
হরি হরি, আর কবে ... ... ১৫৩
হরি হরি, আর কি ... ১৩৮, ১৩৯, ১৫২

হরি হরি, কবে মোর ... ১৩৬, ১৪২, ১৫১
হরি হরি, কবে হব ... ... ১৫৬
হরি হরি, কবে হেন ... ... ১৫৯
হরি হরি, কি মোর ... ১২৮, ১৩৩, ১৭০
হরি হরি, কৃপা করি' ... ... ১৩১
হরি হরি, বড় শেল ... ... ১৩২
হরি হরি, বিফলে ... ... ১২৯
হরি হরি, হেন দিন ... ... ১৩৫
হরি হে দয়াল মোর ... ... ৩৪৭
হা হা প্রভু, কর দয়া ... ... ১৪৮
হা হা প্রভু লোকনাথ ... ... ১৪৭
হে হরে মাধুর্য্যগুণে ... ... ৩৩৪

---

## সংস্কৃত শ্লোক-সূচী

অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ ... ... ১৮১
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য ... ... ১৮১

| | | | |
|---|---|---|---|
| অনুগ্রহায় ভক্তানাং | ... | ... | ৩০১ |
| অরে চেতঃ প্রোত্তুং | ... | ... | ২৫৭ |
| অসচ্চেষ্টা-কষ্ট-প্রদ | ... | ... | ২৫৫ |
| অসদ্বার্ত্তা বেশ্যা | ... | ... | ২৫৪ |
| কৃষ্ণং স্মরন্ | ... | ... | ১৯৬ |
| কৃষ্ণোৎকীর্ত্তন-গান- | ... | ... | ১২৩ |
| গুরৌ গোষ্ঠে | ... | ... | ২৫০ |
| ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নম্ | ... | ... | ৩৫২ |
| ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং | ... | ... | ২৫৪ |
| নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় | ... | ... | [illegible] |
| নমো ভক্তিবিনোদায় | ... | ... | [illegible] |
| নমো মহাবদান্যায় | ... | ... | [illegible] |
| প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টা | ... | ... | ২৫[illegible] |
| প্রলয়-পয়োধিজলে | ... | ... | ৩৪[illegible] |
| বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ | ... | ... | [illegible] |
| বেদানুদ্ধরতে | ... | ... | ৩৫[illegible] |

| | | | |
|---|---|---|---|
| মদীশানাথত্বে | ... | ... | ২৬১ |
| মনঃশিক্ষাদৈকাদশক | ... | ... | ২৬৫ |
| যথা দুষ্টত্বং মে | ... | ... | ২৫৯ |
| যদীচ্ছেরাবাসং | ... | ... | ২৫৩ |
| রতিং গৌরীলীলে অপি | ... | ... | ২৬২ |
| শ্রীকৃষ্ণতানামৃতবর্ষিবক্ত্র- | ... | ... | ১১৪ |
| শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম-দেবর্ষি | ... | ... | ২ |
| শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্টং | ... | ... | ১৮১ |
| শ্রীনাথে জানকীনাথে | ... | ... | ১৮৮ |
| সখীনাং সঙ্গিনীরূপাম্ | ... | ... | ১৯৬ |
| সমং শ্রীরূপেণ | ... | ... | ২৬৩ |

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

# সাধক-কণ্ঠমালা

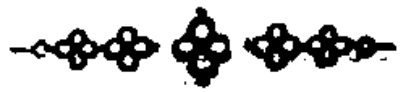

## মঙ্গলাচরণ

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবম্
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥

## শ্রীশ্রীগুরু-বন্দনা

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীতিনামিনে ॥
শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ ॥

মাধুর্য্যোজ্জ্বলপ্রেমাঢ্য-শ্রীরূপানুগভক্তিদ।
শ্রীগৌর-করুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোঽস্তু তে ॥
নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে ॥
নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ-নামিনে।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে ॥
নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥

## শ্রীগুরু-পরম্পরা

শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম-দেবর্ষি-বাদরায়ণ-সংজ্ঞকান্।
শ্রীমধ্ব-শ্রীপদ্মনাভ-শ্রীমন্নৃহরি-মাধবান্ ॥
অক্ষোভ্য-জয়তীর্থ-শ্রীজ্ঞানসিন্ধু-দয়ানিধীন্।
শ্রীবিদ্যানিধি-রাজেন্দ্র-জয়ধর্ম্মান্ ক্রমাদ্বয়ম্ ॥
পুরুষোত্তম-ব্রহ্মণ্য-ব্যাসতীর্থাংশ্চ সংস্তুমঃ।
ততো লক্ষ্মীপতিং শ্রীমন্মাধবেন্দ্রঞ্চ ভক্তিতঃ ॥

তচ্ছিষ্যান্ শ্রীশ্বরাদ্বৈতনিত্যানন্দান্ জগদ্গুরূন্ ।
দেবমীশ্বরশিষ্যং শ্রীচৈতন্যঞ্চ ভজামহে ॥
শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদানেন যেন নিস্তারিতং জগৎ ।
কলিকলুষসন্তপ্তং করুণাসিন্ধুনা স্বয়ম্ ॥
মহাপ্রভু-স্বরূপ-শ্রীদামোদরঃ প্রিয়ঙ্করঃ ।
রূপসনাতনৌ দ্বৌ চ গোস্বামিপ্রবরৌ প্রভূ ॥
শ্রীজীবো রঘুনাথশ্চ রূপপ্রিয়ো মহামতিঃ ।
তৎপ্রিয়ঃ কবিরাজঃ শ্রীকৃষ্ণদাসপ্রভুর্মতঃ ॥
তস্য প্রিয়োত্তমঃ শ্রীলঃ সেবাপরো নরোত্তমঃ ।
তদনুগতভক্তঃ শ্রীবিশ্বনাথঃ সদুত্তমঃ ॥
তদাসক্তশ্চ গৌড়ীয়বেদান্তাচার্য্যভূষণম্ ।
বিদ্যাভূষণপাদশ্রীবলদেবঃ সদাশ্রয়ঃ ॥
বৈষ্ণবসার্ব্বভৌমঃ শ্রীজগন্নাথপ্রভুস্তথা ।
শ্রীমায়াপুরধাম্নস্ত নির্দ্দেষ্টা সজ্জনপ্রিয়ঃ ॥
ভক্তিপ্রচারস্য মূলীভূত ইহোত্তমঃ ।
শ্রীভক্তিবিনোদো দেবস্তৎপ্রিয়ত্বেন বিশ্রুতঃ ।

তদভিন্নসুহৃদ্বর্য্যো মহাভাগবতোত্তমঃ।
শ্রীগৌরকিশোরঃ সাক্ষাদ্ বৈরাগ্যং বিগ্রহাশ্রিতম্ ॥
মায়াবাদি-কুসিদ্ধান্ত-ধ্বান্তরাশি-নিরাসকঃ।
বিশুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তৈঃ স্বান্তপদ্মবিকাশকঃ ॥
দেবোঽসৌ পরমো হংসো মত্তঃ শ্রীগৌরকীর্ত্তনে।
প্রচারাচারকার্য্যেষু নিরন্তরং মহোৎসুকঃ ॥
হরিপ্রিয়জনৈর্গম্য ওঁ বিষ্ণুপাদপূর্ব্বকঃ।
শ্রীপাদো ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীমহোদয়ঃ ॥
সর্ব্বে তে গৌরবংশ্যাশ্চ পরমহংসবিগ্রহাঃ।
বয়ঞ্চ প্রণতা দাসাস্তদুচ্ছিষ্টগ্রহাগ্রহাঃ ॥

---

## শ্রীগুরু-পরম্পরা

কৃষ্ণ হৈতে চতুর্ম্মুখ হয় কৃষ্ণসেবোন্মুখ,
ব্রহ্মা হৈতে নারদের মতি।
নারদ হইতে ব্যাস, মধ্ব কহে ব্যাসদাস,
পূর্ণপ্রজ্ঞ পদ্মনাভগতি ॥

নৃহরি মাধব-বংশে, অক্ষোভ্য-পরমহংসে
শিষ্য বলি' অঙ্গীকার করে।
অক্ষোভ্যের শিষ্য জয়- তীর্থ নামে পরিচয়,
তাঁ'র দাস্যে জ্ঞানসিন্ধু তরে ॥
তাঁহা হৈতে দয়ানিধি, তাঁ'র দাস বিদ্যানিধি,
রাজেন্দ্র হইল তাঁহা হ'তে।
তাঁহার কিঙ্কর জয়- ধর্ম্ম নামে পরিচয়,
পরম্পরা জান ভালমতে ॥
জয়ধর্ম্মদাস্যে খ্যাতি শ্রীপুরুষোত্তম-যতি,
তা' হ'তে ব্রহ্মণ্যতীর্থ-সূরি।
ব্যাসতীর্থ তাঁ'র দাস, লক্ষ্মীপতি ব্যাসদাস,
তাঁহা হ'তে মাধবেন্দ্রপুরী ॥
মাধবেন্দ্রপুরীবর- শিষ্যবর শ্রীঈশ্বর,
নিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত বিভু।
ঈশ্বরপুরীকে ধন্য, করিলেন শ্রীচৈতন্য,
জগদ্গুরু গৌরমহাপ্রভু ॥

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, রাধাকৃষ্ণ নহে অন্য,
রূপানুগ-জনের জীবন।
বিশ্বম্ভর-প্রিয়ঙ্কর, শ্রীস্বরূপদামোদর,
শ্রীগোস্বামী রূপসনাতন ॥
রূপপ্রিয় মহাজন, জীব-রঘুনাথ হন,
তাঁ'র প্রিয় কবি কৃষ্ণদাস।
কৃষ্ণদাস-প্রিয়বর, নরোত্তম সেবাপর,
যাঁ'র পদ বিশ্বনাথ-আশ ॥
বিশ্বনাথ ভক্তসাথ, বলদেব জগন্নাথ,
তাঁ'র প্রিয় শ্রীভক্তিবিনোদ।
মহাভাগবতবর, শ্রীগৌরকিশোরবর,
হরিভজনেতে যাঁ'র মোদ ॥
শ্রীবার্ষভানবীবরা, সদা সেব্যসেবা-পরা,
তাঁহার দয়িতদাস নাম।
এই সব হরিজন, গৌরাঙ্গের নিজ-জন,
তাঁ'দের উচ্ছিষ্টে মোর কাম ॥

# শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা

প্রাণ গোরাচাঁদ মোর, ধন গোরাচাঁদ।
জগত বাঁধিল গোরা পাতি' প্রেমফাঁদ ॥ ধ্রু ॥
মিনতি করিয়া তৃণ ধরিয়া দশনে।
নিবেদন করোঁ গুরু-বৈষ্ণব-চরণে ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দ-অবতারে।
যতেক বৈষ্ণব তাহা কে কহিতে পারে ॥
বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবের শকতি।
মুঞি কোন্ জন হঙ শিশু অল্পমতি ॥
জিহ্বার আরতি আর মনের বাসনা।
তেঞি সে করিতে চাহোঁ বৈষ্ণব-বন্দনা ॥
যে কিছু কহিয়ে গুরু-বৈষ্ণব-প্রসাদে।
ক্রমভঙ্গ না লইবে মোর অপরাধে।

বন্দোঁ শচী জগন্নাথ মিশ্রপুরন্দর।
যাঁহার নন্দন বিশ্বরূপ বিশ্বম্ভর॥
বন্দনা করিব বিশ্বরূপ ধন্য ধন্য।
চৈতন্য-অগ্রজ নাম শ্রীশঙ্করারণ্য॥
বন্দিব সে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
পতিতপাবন-অবতার ধন্য ধন্য॥
বন্দোঁ লক্ষ্মী ঠাকুরাণী আর বিষ্ণুপ্রিয়া।
গদাধর পণ্ডিতগোসাঞি বন্দনা করিয়া॥
বন্দোঁ পদ্মাবতী দেবী হাড়াই পণ্ডিত।
যাঁর পুত্র নিত্যানন্দ অদ্ভুতচরিত॥
দয়ার ঠাকুর বন্দোঁ শ্রীনিত্যানন্দ।
যাঁহা হৈতে নাটে গীতে সভার আনন্দ॥
বসুধা জাহ্নবা বন্দোঁ দুই ঠাকুরাণী।
যাঁ'র পুত্র বীরভদ্র জগতে বাখানি॥
শ্রীবীরভদ্র গোসাঞি বন্দিব সাবধানে।
সকল ভুবন বশ যাঁ'র আচরণে॥

ধন্য অবতার গোরা ন্যাসিশিরোমণি।
এমন সুন্দর নাম কোথাও না শুনি ॥ ধ্রু ॥
সাবধানে বন্দোঁ আগে মাধবেন্দ্রপুরী।
বিষ্ণুভক্তিপথের প্রথম অবতরি ॥
আচার্য্য গোসাঞি বন্দোঁ অদ্বৈত ঈশ্বর।
যে আনিল মহাপ্রভু ভুবনভিতর ॥
সীতা ঠাকুরাণী বন্দোঁ হঞা একমন।
অচ্যুতানন্দাদি বন্দোঁ তাঁহার নন্দন ॥
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ভক্তচূড়ামণি।
যাঁ'র নাম ল'য়ে প্রভু কাঁদিলা আপনি ॥
বন্দিব শ্রীশ্রীনিবাস ঠাকুর পণ্ডিত।
নারদ-খেয়াতি যাঁ'র ভুবনবিদিত ॥
ভক্তি করি' বন্দিব মালিনী ঠাকুরাণী।
শ্রীমুখে গৌরাঙ্গ যাঁ'রে বলিলা জননী ॥

শ্রীনারায়ণী দেবী বন্দিব সাবধানে।
আলবাটী প্রভু যাঁরে করিলা আপনে ॥
হরিদাস ঠাকুর বন্দোঁ বিরক্তপ্রধান।
দ্রব্য দিয়া শিশুরে লওয়াইলা হরিনাম ॥
গোপীনাথ ঠাকুর বন্দোঁ জগতবিখ্যাত।
প্রভুর স্তুতিপাঠে যেঁহ ব্রহ্মা সাক্ষাত ॥
বন্দিব মুরারিগুপ্ত ভক্তিশক্তিমন্ত।
পূর্ব্ব-অবতারে যাঁ'র নাম হনুমন্ত ॥
শ্রীচন্দ্রশেখর বন্দোঁ চন্দ্রসুশীতল।
আচার্য্যরত্ন বলি' যাঁ'র খ্যাতি নিরমল ॥
গোবিন্দ গরুড় বন্দোঁ মহিমা-অপার।
গৌরপদে ভক্তিদ্বারে যাঁ'র অধিকার ॥
বন্দিব অম্বষ্ঠ নাম শ্রীমুকুন্দ দত্ত।
গন্ধর্ব্ব জিনিয়া যাঁ'র গানের মহত্ত্ব ॥
শ্রীগোবিন্দ দাস বন্দোঁ বড় শুদ্ধভাবে।
উৎকলে যাঁহারে প্রভু রাখিলা সমীপে ॥

বন্দোঁ মহানিরীহ পণ্ডিত দামোদর।
পীতাম্বর বন্দোঁ তাঁ'র জ্যেষ্ঠ সহোদর॥
বন্দিব শ্রীজগন্নাথ শঙ্কর নারায়ণ।
বড় উদাসীন এই ভাই পঞ্চজন॥
বন্দোঁ মহাশয় চক্রবর্ত্তী নীলাম্বর।
প্রভুর ভবিষ্য যেঁহ কহিলা সত্বর॥
শ্রীরাম পণ্ডিত বন্দোঁ গুপ্ত নারায়ণ।
বন্দোঁ গুরু বিষ্ণু গঙ্গাদাস সুদর্শন॥
বন্দোঁ সদাশিব আর শ্রীগর্ভ শ্রীনিধি।
বুদ্ধিমন্ত-খান বন্দোঁ আর বিদ্যানিধি॥
বন্দিব ধার্ম্মিক ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর।
প্রভু যাঁ'রে দিল নিজ প্রেমভক্তি বর॥
নন্দন আচার্য্য বন্দোঁ লেখক বিজয়।
বন্দোঁ রামদাস কবিচন্দ্র মহাশয়॥
বন্দোঁ খোলাবেচা-খ্যাতি পণ্ডিত শ্রীধর।
প্রভু-সঙ্গে যাঁ'র নিত্য কৌতুক কোন্দল॥

বন্দোঁ ভিক্ষু বনমালী পুত্রের সহিতে।
প্রভুর প্রকাশ যে দেখিলা আচম্বিতে॥
হলায়ুধ ঠাকুর বন্দোঁ করিয়া আদর।
বন্দনা করিব শ্রীবাসুদেব ভাদর॥
বন্দিব ঈশানদাস করযোড় করি'।
শচী ঠাকুরাণী যাঁ'রে স্নেহ কৈল বড়ি॥
বন্দোঁ জগদীশ আর শ্রীমান্ সঞ্জয়।
গরুড় কাশীশ্বর বন্দোঁ করিয়া বিনয়॥
বন্দনা করিব গঙ্গাদাস কৃষ্ণানন্দ।
শ্রীরাম মুকুন্দ বন্দোঁ করিয়া আনন্দ॥
বল্লভ আচার্য্য বন্দোঁ জগজনে জানি।
যাঁ'র কন্যা আপনি শ্রীলক্ষ্মীঠাকুরাণী॥
সনাতন মিশ্র বন্দোঁ আনন্দিত হৈয়া।
যাঁ'র কন্যা ধন্যা ঠাকুরাণী বিষ্ণুপ্রিয়া॥
আচার্য্য বনমালী বন্দোঁ দ্বিজ কাশীনাথ।
মহাপ্রভুর বিবাহের ঘটনা যাঁ'র সাথ॥

প্রভুর বিবাহোৎসবে ছিল যত জন।
তাঁ'সভার পাদপদ্ম বন্দি সর্ব্বক্ষণ॥

ভাল অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার।
এমন করুণানিধি কভু নাহি আর॥ ধ্রু॥
গোসাঞি ঈশ্বরপুরী বন্দোঁ সাবধানে।
লোকশিক্ষা-দীক্ষা প্রভু কৈলা যাঁ'র স্থানে॥
কেশব ভারতী বন্দোঁ সান্দীপনি মুনি।
প্রভু যাঁ'রে নিজগুরু করিলা আপনি॥
বন্দিব শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর চরণ।
প্রভু যাঁ'রে কহিলেন শ্রীরাধার গণ॥
পরমানন্দপুরী বন্দোঁ উদ্ধব-স্বভাব।
দামোদরস্বরূপ বন্দো ললিতার ভাব॥
নরসিংহতীর্থ বন্দোঁ পুরী সুখানন্দ।
শ্রীগোবিন্দপুরী বন্দোঁ পুরী ব্রহ্মানন্দ॥

নৃসিংহপুরী বন্দোঁ সত্যানন্দ ভারতী।
বন্দিব গরুড় অবধূত মহামতি॥
বিষ্ণুপুরী গোসাঞি বন্দোঁ করিয়া যতন।
বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী" যাঁহার গ্রন্থন॥
ব্রহ্মানন্দস্বরূপ বন্দোঁ বড় ভক্তি করি'।
কৃষ্ণানন্দপুরী বন্দোঁ শ্রীরাঘবপুরী॥
বিশ্বেশ্বরানন্দ বন্দোঁ বিশ্বপরকাশ।
মহাপ্রভুর পদে যাঁ'র বিশেষ বিশ্বাস॥
শ্রীকেশবপুরী বন্দোঁ অনুভবানন্দ।
বন্দিব ভারতী-শিষ্য নাম চিদানন্দ॥
বন্দোঁ রূপ সনাতন দুই মহাশয়।
বৃন্দাবনভূমি দুঁহে করিলা নির্ণয়॥
শ্রীজীবগোসাঞি বন্দোঁ সবার সম্মত।
সিদ্ধান্ত করিয়া যে রাখিল ভক্তিতত্ত্ব॥
রঘুনাথ দাস বন্দোঁ রাধাকুণ্ডবাসী।
রাঘব-গোসাঞি বন্দোঁ গোবর্দ্ধন-বিলাসী॥

বন্দিব গোপালভট্ট বৃন্দাবনমাঝে।
সনাতন-রূপ-সঙ্গে সতত বিরাজে॥
রঘুনাথভট্ট গোসাঞি বন্দিব একচিতে।
বৃন্দাবনে অধ্যাপক শ্রীভাগবতে॥
লোকনাথ ঠাকুর বন্দোঁ ভূগর্ভ ঠাকুর।
জীব নিস্তারিতে যাঁ'র করুণা প্রচুর॥
কাশীশ্বর গোসাঞি বন্দোঁ হঞা একমতি।
মথুরামণ্ডলে যাঁ'র বিশেষ খেয়াতি॥
শুক্লা সরস্বতী বন্দোঁ বড় শুদ্ধমতি।
প্রভুর চরণে যাঁ'র বিশুদ্ধ ভকতি॥
প্রবোধানন্দ গোসাঞি বন্দোঁ করিয়া যতন।
যে করিলা মহাপ্রভুর গুণের বর্ণন॥
জগদানন্দ পণ্ডিত বন্দোঁ সাক্ষাৎ সত্যভামা।
মহাপ্রভু কৈল যাঁ'রে পীরিতি পরমা॥
মহা-অনুভব বন্দোঁ পণ্ডিত রাঘব।
পানিহাটি-গ্রামে যাঁ'র প্রকাশ বৈভব॥

পুরন্দর-পণ্ডিত বন্দোঁ অঙ্গদবিক্রম।
সপরিবারে লাঙ্গুল যাঁ'র দেখিলা ব্রাহ্মণ ॥
কাশীমিশ্র বন্দোঁ প্রভু যাঁহার আশ্রমে।
বাণীনাথ পট্টনায়ক বন্দিব সাবধানে ॥
শ্রীপ্রদ্যুম্নমিশ্র বন্দোঁ রায় ভবানন্দ।
কলানিধি সুধানিধি গোপীনাথ বন্দোঁ ॥
রায় রামানন্দ বন্দোঁ বড় অধিকারী।
প্রভু যাঁ'রে লভিলা দুর্ল্লভ জ্ঞান করি' ॥
বক্রেশ্বর-পণ্ডিত বন্দোঁ দিব্যশরীর।
অভ্যন্তরে কৃষ্ণতেজ গৌরাঙ্গ বাহির ॥
বন্দিব সুগ্রীবমিশ্র শ্রীগোবিন্দানন্দ।
প্রভু লাগি মানসিক যাঁ'র সেতুবন্ধ ॥
সম্ভ্রমে বন্দিব আর গদাধরদাস।
বৃন্দাবনে অতিশয় যাঁহার প্রকাশ ॥
সদাশিব কবিরাজ বন্দোঁ একমনে।
নিরন্তর প্রেমোন্মাদ—বাহ্য নাহি জানে ॥

প্রেমময় তনু বন্দোঁ সেন শিবানন্দ।
জাতি-প্রাণ-ধন যাঁ'র গোরাপদদ্বন্দ্ব॥
চৈতন্যদাস রামদাস আর কর্ণপূর।
শিবানন্দের তিন পুত্র বন্দিব প্রচুর॥
বন্দিব মুকুন্দদাস ভাবে শুদ্ধচিত্ত।
ময়ূরের পাখা দেখি' হইলা মূর্চ্ছিত॥
প্রেমের আলয় বন্দোঁ নরহরিদাস।
নিরন্তর যাঁ'র চিত্তে গৌরাঙ্গবিলাস॥
মধুর চরিত্র বন্দোঁ শ্রীরঘুনন্দন।
আকৃতি প্রকৃতি যাঁ'র ভুবনমোহন॥
রঘুনাথদাস বন্দোঁ-প্রেমসুধাময়।
যাঁহার চরিত্রে সব লোক বশ হয়॥
আচার্য্য পুরন্দর বন্দোঁ পণ্ডিত দেবানন্দ।
গৌরপ্রেমময় বন্দোঁ শ্রীআচার্য্যচন্দ্র॥
আকাইহাটের বন্দোঁ কৃষ্ণদাস ঠাকুর।
পরমানন্দপুরী বন্দোঁ সতীর্থ প্রভুর॥

শ্রীগোবিন্দঘোষ বন্দিব সাবধানে।
যাঁ'র নাম সার্থক প্রভু করিলা আপনে॥
বন্দিব মাধব ঘোষ প্রভুর প্রীতিস্থান।
প্রভু যাঁ'রে করিলা অভ্যঙ্গ-স্বরদান॥
শ্রীবাসুদেব ঘোষ বন্দিব সাবধানে।
গৌরগুণ বিনু যাঁ'র অন্য নাহি জ্ঞানে॥
ঠাকুর শ্রীঅভিরাম বন্দিব সাদরে।
ষোলসাঙ্গের কাষ্ঠ যেঁহো বংশী করি' ধরে॥
সুন্দরানন্দ ঠাকুর বন্দিব বড় আশে।
ফুটাল কদম্বফুল জম্বীরের গাছে॥
পরমেশ্বর দাস ঠাকুর বন্দিব সাবধানে।
শৃগালে লওয়ান নাম সঙ্কীর্ত্তন-স্থানে॥
বংশীবদন ঠাকুর বন্দিব সাদরে।
গদাধর দাস করিলা বংশী অবতারে॥
ইষ্টদেব বন্দোঁ শ্রীপুরুষোত্তম নাম।
কে কহিতে পারে তাঁর গুণ অনুপম॥

সর্ব্বগুণহীন যে, তাহারে দয়া করে।
আপনার সহজ-করুণাশক্তি-বলে॥
সপ্তম বৎসরে যাঁ'র শ্রীকৃষ্ণ-উন্মাদ।
ভুবনমোহন-নৃত্য শকতি অগাধ॥
গৌরীদাস-কীর্ত্তনীয়ার কেশেতে ধরিয়া।
নিত্যানন্দস্তব করাইলা নিজ শক্তি দিয়া॥
গদাধরদাস আর শ্রীগোবিন্দ ঘোষ।
যাঁহার প্রকাশে প্রভু পাইলা সন্তোষ॥
যাঁ'র অষ্টোত্তরশত ঘট গঙ্গা-জলে।
অভিষেক সর্ব্বজ্ঞতা যাঁ'র শিশুকালে॥
করবীর মঞ্জরী আছিল যাঁ'র কাণে।
পদ্মগন্ধ হৈল তাহা সভা-বিদ্যমানে॥
যাঁ'র নামে স্নিগ্ধ হয় বৈষ্ণবসকল।
মূর্ত্তিমন্ত প্রেমসুখ যাঁ'র কলেবর॥
কালিয়া-কৃষ্ণদাস বন্দোঁ বড় ভক্তি করি'।
দিব্য উপবীত বস্ত্র কৃষ্ণতেজোধারী॥

কমলাকর পিপ্পলাই বন্দোঁ ভাববিলাসী।
যে প্রভুরে বলিল—লহ বেত্র, দেহ বাঁশী॥
রত্নাকরসুত বন্দোঁ পুরুষোত্তম-নাম।
নদীয়া-বসতি যাঁ'র দিব্য তেজোধাম॥
উদ্ধারণদত্ত বন্দোঁ হঞা সাবহিত।
নিত্যানন্দসঙ্গে বেড়াইল সর্ব্বতীর্থ॥
গৌরীদাস পণ্ডিত বন্দোঁ প্রভুর আজ্ঞাকারী।
আচার্য্যগোসাঞিরে নিল উৎকলনগরী॥
পুরুষোত্তম পণ্ডিত বন্দোঁ বিলাসী সুজন।
প্রভু যাঁ'রে দিলা আচার্য্যগোসাঞির স্থান॥
বন্দিব সারঙ্গ দাস হঞা একমন।
মকরধ্বজ কর বন্দোঁ প্রভুর গায়ন॥

---

গোরা গোঁসাঞি পতিতপাবন অবতার।
তোমার করুণায় সর্ব্বজীবের উদ্ধার॥ ধ্রু॥

কবিরাজ মিশ্র বন্দো ভাগবতাচার্য্য।
শ্রীমধুপণ্ডিত বন্দোঁ অনন্ত আচার্য্য ॥
গোবিন্দ আচার্য্য বন্দো সর্ব্বগুণশালী।
যে করিল রাধাকৃষ্ণের বিচিত্র ধামালী ॥
সার্ব্বভৌম বন্দো বৃহস্পতির চরিত্র।
প্রভুর প্রকাশে যাঁর অদ্ভুত কবিত্ব ॥
প্রতাপরুদ্র রায় বন্দো ইন্দ্রদ্যুম্ন খ্যাতি।
প্রকাশিলা প্রভু যাঁ'রে ষড়্‌ভুজ-আকৃতি ॥
দ্বিজ রঘুনাথ বন্দোঁ উড়িয়া বিপ্রদাস।
দ্বিজ হরিদাস বন্দোঁ বৈদ্য বিষ্ণুদাস ॥
যাঁ'র গান শুনি' প্রভুর অধিক উল্লাস।
তাঁ'র ভাই বন্দোঁ শ্রীবনমালি দাস ॥
সখী-ভেক ত্যজি' কৈল গোপীপদ আশ।
কহনে না যায় তাঁ'র প্রেমের প্রকাশ ॥
কানাই খুটিয়া বন্দোঁ বিশ্ব-পরচার।
জগন্নাথ বলরাম দুই পুত্র যাঁ'র ॥

বন্দোঁ উড়িয়া বলরাম দাস মহাশয়।
জগন্নাথ বলরাম যাঁ'র বশ হয়॥
জগন্নাথ দাস বন্দোঁ সঙ্গীতপণ্ডিত।
যাঁ'র গানরসে জগন্নাথ বিমোহিত॥
বন্দিব শিবানন্দ পণ্ডিত কাশীশ্বর।
বন্দিব চন্দনেশ্বর আর সিংহেশ্বর॥
বন্দিব সুবুদ্ধিমিশ্র মিশ্র-শ্রীশ্রীনাথ।
তুলসী মিশ্র বন্দোঁ মাহাতী কাশীনাথ॥
শ্রীহরি ভট্ট বন্দোঁ মাহাতী বলরাম।
বন্দোঁ পট্টনায়ক মাধব যাঁ'র নাম॥
বসুবংশ রামানন্দ বন্দিব যতনে।
যাঁ'র বংশে গৌর বিনা অন্য নাহি জানে॥
বন্দিব শ্রীপুরুষোত্তমনাম ব্রহ্মচারী।
শ্রীমধু পণ্ডিত বন্দোঁ বড় ভক্তি করি'॥
শ্রীকর পণ্ডিত বন্দোঁ দ্বিজ রামচন্দ্র।
সর্ব্বসুখময় বন্দোঁ যদু-কবিচন্দ্র॥

বিলাসী বৈরাগী বন্দোঁ পণ্ডিত ধনঞ্জয় ।
সর্ব্বস্ব প্রভুরে দিয়া ভাণ্ড হাতে লয় ॥
জগন্নাথ পণ্ডিত বন্দোঁ আচার্য্য লক্ষ্মণ ।
কৃষ্ণদাস পণ্ডিত বন্দোঁ বড় শুদ্ধমন ॥
সূর্য্যদাস পণ্ডিত বন্দোঁ বিদিত সংসার ।
বসুধা-জাহ্নবা বন্দো দুই কন্যা যাঁ'র ॥
মুরারি চৈতন্যদাস বন্দোঁ সাবধানে ।
আশ্চর্য্য চরিত্র যাঁ'র প্রহ্লাদ-সমানে ॥
পরমানন্দ গুপ্ত বন্দোঁ সেন জগন্নাথ ।
কবিচন্দ্র মুকুন্দ বালক-রাম-সাথ ॥
শ্রীকংসারি সেন বন্দোঁ সেন শ্রীবল্লভ ।
ভাস্কর ঠাকুর বন্দোঁ বিশ্বকর্ম্মা-অনুভব ॥
সঙ্গীতকারক বন্দোঁ বলরাম দাস ।
নিত্যানন্দচন্দ্রে যাঁ'র একান্ত বিশ্বাস ॥
মহেশ পণ্ডিত বন্দোঁ বড়ই উন্মাদী ।
জগদীশ পণ্ডিত বন্দোঁ নৃত্যবিনোদী ॥

নারায়ণীসুত বন্দোঁ বৃন্দাবনদাস।
'চৈতন্য-মঙ্গল' যেঁহ করিলা প্রকাশ॥
বড়গাছির বন্দিব ঠাকুর কৃষ্ণদাস।
প্রেমানন্দে নিত্যানন্দে যাঁহার বিশ্বাস॥
পরমানন্দ অবধূত বন্দোঁ একমনে।
নিরন্তর উন্মত্ত বাহ্য নাহি জানে॥
বন্দিব সে অনাদি গঙ্গাদাস পণ্ডিত।
যদুনাথ দাস বন্দোঁ মধুরচরিত॥
পুরুষোত্তম পুরী বন্দোঁ তীর্থ জগন্নাথ।
শ্রীরাম তীর্থ বন্দোঁ পুরী রঘুনাথ॥
বাসুদেব তীর্থ বন্দোঁ আশ্রম উপেন্দ্র।
বন্দিব অনন্ত পুরী হরিহরানন্দ॥
মুকুন্দ কবিরাজ বন্দোঁ নির্ম্মলচরিত।
বন্দিব আনন্দময় শ্রীজীবপণ্ডিত॥
বন্দনা করিব শিশু-কৃষ্ণদাস-নাম।
প্রভুর পালনে যাঁ'র দিব্য তেজোধাম॥

মাধব আচার্য্য বন্দোঁ কবিত্ব-শীতল।
যাঁহার রচিত ভাষ্য 'পুরুষমঙ্গল'॥
গৌরীদাস-পণ্ডিতের অনুজ কৃষ্ণদাস।
বন্দিব নৃসিংহ আর শ্রীচৈতন্যদাস॥
রঘুনাথ ভট্ট বন্দোঁ করিয়া বিশ্বাস।
বন্দোঁ দিব্যলোচন শ্রীরামচন্দ্রদাস॥
শ্রীশঙ্কর ঘোষ বন্দোঁ অকিঞ্চনরীতি।
ডঙ্কের বাদ্যে যে প্রভুরে করিল পীরিতি॥
পরম আনন্দে বন্দোঁ আচার্য্য মাধব।
ভক্তিফলে হৈলা গঙ্গাদেবীর বল্লভ॥
নারায়ণ পৈড়ারি বন্দোঁ চক্রবর্ত্তী শিবানন্দ।
বন্দনা করিতে বৈষ্ণবের নাহি অন্ত॥
এই অবতারে যত অশেষ বৈষ্ণব।
কহনে না যায় সভার অনন্ত বৈভব॥
অনন্ত বৈষ্ণবগণ অনন্ত মহিমা।
হেন জন নাহি যে করিতে পারে সীমা॥

বন্দনা করিতে মোর কত আছে বুদ্ধি।
দেবেহ করিতে নারে বৈষ্ণবের শুদ্ধি॥
সভাকার উপদেষ্টা বৈষ্ণবঠাকুর।
শ্রবণ-নয়ন-মন বচনে মধুর॥
শরণ লইলুঁ গুরু-বৈষ্ণব-চরণে।
সঙ্ক্ষেপে কহিলুঁ কিছু বৈষ্ণব-বন্দনে॥
বৈষ্ণব-বন্দনা পড়ে শুনে যেই জন।
অন্তরের মল ঘুচে, শুদ্ধ হয় মন॥
প্রভাতে উঠিয়া পড়ে বৈষ্ণব-বন্দনা।
কোন কালে নাহি পায় কোনই যন্ত্রণা॥
দেবের দুর্লভ সেই প্রেমভক্তি লভে।
দেবকীনন্দন দাস কহে এই লোভে॥

ইতি শ্রীদেবকীনন্দন-দাস-বিরচিত

বৈষ্ণব-বন্দনা সমাপ্ত॥

---

## শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-শরণ

বৃন্দাবনবাসী যত বৈষ্ণবের গণ।
প্রথমে বন্দনা করি সবার চরণ॥
নীলাচলবাসী যত মহাপ্রভুর গণ।
ভূমিতে পড়িয়া বন্দোঁ সভার চরণ॥
নবদ্বীপবাসী যত মহাপ্রভুর ভক্ত।
সভার চরণ বন্দোঁ হঞা অনুরক্ত॥
মহাপ্রভুর ভক্ত যত গৌড়দেশে স্থিতি।
সভার চরণ বন্দোঁ করিয়া প্রণতি॥
যে-দেশে যে-দেশে বৈসে গৌরাঙ্গের গণ।
ঊর্দ্ধ বাহু করি বন্দোঁ সবার চরণ॥
হঞাছেন হইবেন প্রভুর যত দাস।
সভার চরণ বন্দোঁ দন্তে করি ঘাস॥
ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে।
এ বেদ-পুরাণে গুণ গায় যেবা শুনে॥

মহাপ্রভুর গণ সব পতিতপাবন।
তাই লোভে মুঞি পাপী লইনু শরণ॥
বন্দনা করিতে মুঞি কত শক্তি ধরি।
তমো-বুদ্ধি-দোষে মুঞি দম্ভ মাত্র করি॥
তথাপি মূকের ভাগ্য মনের উল্লাস।
দোষ ক্ষমি' মো-অধমে কর নিজ দাস॥
সর্ব্ববাঞ্ছা সিদ্ধি হয়, যমবন্ধ ছুটে।
জগতে দুর্ল্লভ হঞা প্রেমধন লুটে॥
মনের বাসনা পূর্ণ অচিরাতে হয়।
দেবকীনন্দন দাস এই লোভে কয়॥

---

# শ্রীনামহট্ট

নদীয়া গোদ্রুমে নিত্যানন্দ মহাজন।
পাতিয়াছে নামহট্ট জীবের কারণ ॥ ১ ॥

---

[ ১ ] 'নদীয়া'—নয়টী দ্বীপস্বরূপ শ্রীনবদ্বীপধাম। 'গোদ্রুমে'—উক্ত নয়টি দ্বীপের মধ্যে গোদ্রুম বা গাদিগাছা। 'নিত্যানন্দ মহাজন'—শ্রীমহাপ্রভু কলিজীবের প্রতি কৃপা করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে ঘরে ঘরে নাম প্রচার করিতে আজ্ঞা দেন; অতএব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুই গোদ্রুমস্থ নামহাটের মূল মহাজন। নামহট্টের সমস্ত কর্ম্মচারীই আজ্ঞা-টহলের অধিকারী হইলেও টহলদার পদাতিক মহাশয়গণই এই কার্য্য বিশেষরূপে নিঃস্বার্থভাবে করিয়া থাকেন। প্রভু নিত্যানন্দ ও পদাতিক হরিদাস ঠাকুর সর্ব্বাগ্রে নিজে নিজে ঐ কার্য্য করিয়া উক্ত পদের মাহাত্ম্য দেখাইয়াছেন। পয়সা ও চাউল ইত্যাদির আশায় যে টহল দেওয়া যায়, তাহা শুদ্ধ আজ্ঞাটহল নহে।

শ্রদ্ধাবান্ জন হে, শ্রদ্ধাবান্ জন হে,
প্রভুর কৃপায় ভাই মাগি এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণশিক্ষা ॥ ২ ॥

---

[ ২ ] টহলদার মহাশয় করতাল বাজাইয়া বলিবেন,—"হে শ্রদ্ধাবান্ জন, আমি আপনার নিকট কোন পার্থিব বস্তু বা উপকার চাহি না। আমার একমাত্র ভিক্ষা যে, আপনি প্রভুর আজ্ঞা পালন করত কৃষ্ণনাম করুন, কৃষ্ণভজন করুন ও কৃষ্ণশিক্ষা করুন। কৃষ্ণনাম করুন অর্থাৎ নামাভাস ছাড়িয়া চিন্ময় নাম করুন। নামাভাস দুই প্রকার ;—ছায়ানামাভাস ও প্রতিবিম্ব-নামাভাস। ছায়া-নামাভাস সহজেই ক্রমশঃ সর্ব্বার্থসাধক 'নাম' হয়। যেহেতু, তাহাতে একটুকু অজ্ঞান-তম থাকিলেও ভক্তি-প্রতিকূল ভোগ-মোক্ষ-বাসনার গন্ধ থাকে না। তত্ত্বানভিজ্ঞ লোকেরা প্রথমে ঐপ্রকার নামাভাস করিতে করিতে সাধুসঙ্গবলে নামরসে অভিজ্ঞ হইয়া শুদ্ধনাম-গানে সমর্থ

অপরাধশূন্য হ'য়ে লহ কৃষ্ণ-নাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন-প্রাণ ॥৩॥

---

হন। তাঁহারাও ধন্য। ভুক্তিমুক্তি-ফলকামীদিগের মধ্যেই প্রতিবিম্ব-নামাভাস হয়। তাঁহারা সেই সেই ক্ষুদ্র অভীষ্ট অনায়াসে নামের নিকট লাভ করেন বটে, কিন্তু শুদ্ধ-নাম-চিন্তামণি লাভ করিতে পারেন না। কেন না, ভোগমোক্ষ-সম্বন্ধী ভক্তিপ্রতিকূল-বাসনা তাঁহাদিগকে সহজে ছাড়ে না। বিশেষ ভাগ্যোদয়ে ভক্ত বা ভগবৎকৃপা দ্বারা অকৈতব-হৃদয় হইলে ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারাও শুদ্ধনামের আশ্রয় পান; কিন্তু তাহা অত্যন্ত বিরল। হে শ্রদ্ধাবান্ জন, নামাভাস ত্যাগ পূর্ব্বক শুদ্ধনাম গান করাই জীবের নিতান্ত শ্রেয়ঃ। কৃষ্ণনাম করিতে করিতে কৃষ্ণভজন কর। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, সেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন দ্বারা অধিকারভেদে বিধিমার্গে বা রাগমার্গে ভজন কর। যদি

বিধিমার্গে রুচি থাকে, তবে তদুচিত শ্রীগুরুচরণে ভজন-তত্ত্ব শিক্ষা করত জীবের নিখিল অনর্থ নিবৃত্তিপূর্ব্বক কৃষ্ণালোচনা কর। যদি রাগমার্গে লোভ হইয়া থাকে, তবে কোন ব্রজবাসী বা ব্রজবাসিনীর অনুরাগ-চরিত্র অনুসরণপূর্ব্বক যথারুচি ব্রজরস ভজন কর। ব্রজরস-ভজনে প্রবৃত্ত হইলে তদুচিত গুরুকৃপায় ব্রজে নিত্যস্থিতি ও যোগ্য চিন্ময়স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের সেবা লাভ করিবে।

[ ৩ ] অপরাধ—দশটি। ( ১ ) বৈষ্ণববিদ্বেষ ও বৈষ্ণব-নিন্দা। ( ২ ) শিবাদি অন্য দেবতাকে কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ ঈশ্বর জ্ঞান। সেই সেই দেবতাকে কৃষ্ণবিভূতি বা কৃষ্ণদাস বলিয়া জানিলে আর ভেদ-জ্ঞান বা অনেক ঈশ্বর-জ্ঞান-জনিত দোষ হয় না। ( ৩ ) গুরুকে অবজ্ঞা। দীক্ষা ও শিক্ষাগুরুভেদে গুরু দ্বিবিধ। গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিবে ও গুরুকে কৃষ্ণের প্রকাশবিশেষ বা তাঁহার নিত্যপ্রেষ্ঠ শুদ্ধ তত্ত্ব বলিয়া জানিবে। ( ৪ ) শ্রুতিশাস্ত্র নিন্দা। শ্রুতিশাস্ত্র, বেদ, তদনুগ পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র, তৎসিদ্ধান্তরূপ

ভগবদ্গীতা শাস্ত্র, তন্মীমাংসা-দর্শনরূপ ব্রহ্মসূত্র ও তাহার ভাষ্যভূত শ্রীমদ্ভাগবত, তদ্বিস্তাররূপ ইতিহাস ও সাত্বত তন্ত্রসকল এবং তত্তৎশাস্ত্র-সমূহের বিশদ ব্যাখ্যাস্বরূপ মহাজনকৃত ভক্তিশাস্ত্র-সমূহ। এই সমস্ত শাস্ত্রে বিশেষ শ্রদ্ধা করিবে। ( ৫ ) হরিনামে অর্থবাদ অর্থাৎ শাস্ত্র লিখিত নাম-মাহাত্ম্যকে স্তুতিমাত্র বলিয়া সিদ্ধান্ত করা। ( ৬ ) নামের বলে পাপাচরণ। শ্রদ্ধায় নাম করিলে পূর্ব্বপাপ-সমূহ অনায়াসে বিনষ্ট হয়, আর পাপ করিতে রুচি হয় না। যদি নামের ভরসায় পাপ করিতে স্পৃহা হয়, সেটি নামাপরাধ। ( ৭ ) ধর্ম্ম-ব্রত-ত্যাগ প্রভৃতি শুভকর্ম্মের সহিত নামকে সমান বলিয়া যিনি নামের নিকট ভোগমোক্ষরূপ ফলের আশা করেন, তিনি—নামাপরাধী। (৮) অশ্রদ্ধাবান্, বিমুখ ও শুনিতে ইচ্ছা করেন না,—এরূপ ব্যক্তিকে হরিনাম দেওয়া অপরাধ। যাঁহার শ্রদ্ধা জন্মে নাই, তাঁহাকে হরিনাম উপদেশ করিবে না। কেবল হরিনামে শ্রদ্ধা উৎপাদন করিবার জন্ত নাম-মাহাত্ম্য

বলিবে। (৯) নামের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও নামে অবিশ্বাস ও অরুচি। (১০) অহংতা-মমতাপূর্ণ ব্যক্তির হরিনাম-গ্রহণে অপরাধ হয়। জড়শরীরে আত্মবুদ্ধিক্রমে যিনি শরীরগত অভিমান করেন ও জড়সম্পত্তিতে স্বকীয় বুদ্ধি করিয়া আসক্ত হন, তাঁহার হরিনামাপরাধ স্বভাবতঃ আছে। যেহেতু, তিনি সাধ্য-সাধনের চিন্ময়ত্ব-জ্ঞান হইতে নিতান্ত বঞ্চিত। হে শ্রদ্ধাবান্ জন, এই দশাপরাধশূন্য হইয়া কৃষ্ণনাম কর। কৃষ্ণই জীবের মাতা, পিতা, সন্তান, দ্রবিণাদি ধন ও পতি বা প্রাণেশ্বর। জীব—চিৎকণ, কৃষ্ণ—চিৎসূর্য্য ও জড়জগৎ—জীবের কারাগার। জড়াতীত কৃষ্ণলীলাই তোমার প্রাপ্যধন।

[৪] হে শ্রদ্ধাবান্ জীব, তুমি কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া মায়িক সংসারে সুখ-দুঃখ ভোগ করিতেছ। এ অবস্থা তোমার যোগ্য নয়। যে কাল পর্য্যন্ত কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা-দোষজনিত কর্ম্মচক্র তোমাকে আবদ্ধ রাখিয়াছে, সে পর্য্যন্ত একটি সদুপায় অবলম্বন কর। প্রবৃত্তিক্রমে তুমি গৃহী,

কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি' অনাচার।
জীবে দয়া, কৃষ্ণ-নাম সর্ব্বধর্ম্মসার ॥ ৪ ॥

---

ব্রহ্মচারী বা বানপ্রস্থ হও অথবা নিবৃত্তিক্রমে তুমি সন্ন্যাসী হও, সেই সেই অবস্থায় অনাচার ছাড়িয়া দেহ, গেহ, স্ত্রী, পুত্র, সম্পত্তি প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ পূর্ব্বক কৃষ্ণের সংসারে বাহ্যেন্দ্রিয়গণ ও মনকে কৃষ্ণভাবমিশ্রিত বিষয়ে বিচরণ করাইয়া বহির্ম্মুখতাশূন্য-হৃদয়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ কর। কৃষ্ণসেবানুকূল্যরূপ পরমামৃত ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া তোমার স্থূল-লিঙ্গ দেহদ্বয় ভঙ্গ করত তোমার নিত্য অপ্রাকৃত স্বরূপকে পুনরুদিত করিবে। চৌর্য্য, মিথ্যাভাষণ, কাপট্য, বিরোধ, লাম্পট্য, জীবহিংসা, কুটীনাটী প্রভৃতি নিজের ও সমাজের অহিতকর কার্য্য সমস্তই অনাচার। সে সমস্ত ছাড়িয়া সদুপায়ের দ্বারা কৃষ্ণের সংসার কর। সারকথা এই যে, সর্ব্বজীবে দয়া পূর্ব্বক শুদ্ধ চরিত্রের সহিত তুমি কৃষ্ণ-নাম কর। কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণে কোন ভেদ নাই। নাম-কৃপায়

## দালালের গীত

বড় সুখের খবর গাই।
সুরভি-কুঞ্জেতে নামের হাট খুলেছে খোদ-নিতাই॥
বড় মজার কথা তায়।
শ্রদ্ধামূল্যে শুদ্ধনাম সেই হাটেতে বিকায়॥
যত ভক্তবৃন্দ বসি'।
অধিকারী দেখে' নাম বেচ্‌ছে দর কষি'॥
যদি নাম কিন্‌বে ভাই।
আমার সঙ্গে চল মহাজনের কাছে যাই॥
তুমি কিন্‌বে কৃষ্ণনাম।
দস্তুরি লইব আমি, পূর্ণ হবে কাম॥

---

নাম, রূপ, গুণ ও লীলাময় কৃষ্ণ তোমার সিদ্ধস্বরূপগত নয়নের গোচরীভূত হইবেন। অল্প দিনের মধ্যেই তোমার চিৎস্বরূপ উদিত হইয়া কৃষ্ণ-প্রেম-সমুদ্রে ভাসিতে থাকিবে।

বড় দয়াল নিত্যানন্দ।
শ্রদ্ধামাত্র ল'য়ে দেন পরম আনন্দ॥
একবার দেখ্‌লে চক্ষে জল।
গৌর-বলে নিতাই দেন সকল সম্বল॥
দেন শুদ্ধ কৃষ্ণ-শিক্ষা।
জাতি, ধন, বিদ্যাবল না করে অপেক্ষা॥
অমনি ছাড়ে মায়াজাল।
গৃহে থাক, বনে থাক, না থাকে জঞ্জাল॥
আর নাইকো কলির ভয়।
আচণ্ডালে দেন নাম নিতাই দয়াময়॥
ভক্তিবিনোদ ডাকি' কয়।
নিতাইচাঁদের চরণ বিনা আর নাহি আশ্রয়॥

---

# শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শতনাম

নদীয়ানগরে নিতাই নেচে নেচে গায় রে ॥ ধ্রু ॥

( ১ )

জগন্নাথসুত মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
মায়াপুরশশী নবদ্বীপসুধাকর ॥
শচীসুত গৌরহরি নিমাই সুন্দর।
রাধাভাবকান্তি-আচ্ছাদিত নটবর ॥
নামানন্দ-চপল বালক মাতৃভক্ত।
ব্রহ্মাণ্ডবদন তর্কী কৌতুকানুরক্ত ॥

( ২ )

বিদ্যার্থি-উড়ুপ চৌরদ্বয়ের মোহন।
তৈর্থিক-সর্ব্বস্ব গ্রাম্যবালিকা-ক্রীড়ন ॥
লক্ষ্মী প্রতি বরদাতা উদ্ধত বালক।
শ্রীশচীর পতি-পুত্র-শোক-নিবারক ॥

লক্ষ্মীপতি পূর্ব্বদেশ-সর্ব্বক্লেশহর।
দিগ্বিজয়ি-দর্পহারী বিষ্ণুপ্রিয়েশ্বর॥
আর্য্যধর্ম্ম-পাল পিতৃ-গয়াপিণ্ডদাতা।
পুরীশিষ্য মধ্বাচার্য্যসম্প্রদায়-পাতা॥
কৃষ্ণনামোন্মত্ত কৃষ্ণতত্ত্ব-অধ্যাপক।
নামসংকীর্ত্তন-যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক॥
অদ্বৈত-বান্ধব শ্রীনিবাস-গৃহধন।
নিত্যানন্দপ্রাণ গদাধরের জীবন॥

( ৩ )

অন্তর্দ্বীপশশধর সীমন্ত-বিজয়।
গোদ্রুম-বিহারী মধ্যদ্বীপ-লীলাশ্রয়॥
কোলদ্বীপপতি ঋতুদ্বীপ-মহেশ্বর।
জহ্নু-মোদদ্রুম-রুদ্রদ্বীপের ঈশ্বর॥
নবখণ্ড-রঙ্গনাথ জাহ্নবী-জীবন।
জগাই মাধাই আদি দুর্ব্বৃত্ততারণ॥

নগরকীর্ত্তনসিংহ কাজী-উদ্ধারণ ।
শুদ্ধনাম-প্রচারক ভক্তার্ত্তিহরণ ॥
নারায়ণী-কৃপাসিন্ধু জীবের নিয়ন্তা ।
অধমপড়ুয়া-দণ্ডী ভক্ত-দোষ-হন্তা ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র ভারতী-তারণ ।
পরিব্রাজ-শিরোমণি উৎকল-পাবন ॥

( ৪ )

অম্বুলিঙ্গ-ভুবনেশ-কপোতেশ-পতি ।
ক্ষীরচোর-গোপাল-দর্শন-সুখী যতী ॥
নির্দ্দণ্ডি-সন্ন্যাসী সার্ব্বভৌম-কৃপাময় ।
স্বানন্দ-আস্বাদানন্দী সর্ব্বসুখাশ্রয় ॥
পুরট-সুন্দর বাসুদেব-ত্রাণকর্ত্তা ।
রামানন্দসখা ভট্টকুল-ক্লেশহর্ত্তা ॥

( ৫ )

বৌদ্ধ-জৈন-মায়াবাদি-কুতর্ক-খণ্ডন ।
দক্ষিণ-পাবন ভক্তিগ্রন্থ-উদ্ধারণ ॥

আলাল-দর্শনানন্দী রথাগ্রনর্ত্তক।
গজপতি-ত্রাণ দেবানন্দ-উদ্ধারক॥
কুলিয়া-প্রকাশে দুষ্ট পড়ুয়ার ত্রাণ।
রূপসনাতনবন্ধু সর্ব্বজীবপ্রাণ॥

( ৬ )

বৃন্দাবনানন্দমূর্ত্তি বলভদ্র-সঙ্গী।
যবন-উদ্ধারী ভট্ট-বল্লভের রঙ্গী॥
কাশীবাসিসন্ন্যাসি-উদ্ধারী প্রেমদাতা।
মর্কটবৈরাগি-দণ্ডী আচণ্ডাল-ত্রাতা॥
ভক্তের গৌরবকারী ভক্তপ্রাণধন।
হরিদাস-রঘুনাথ-স্বরূপ-জীবন॥
নদীয়া নগরে নিতাই নেচে নেচে গায় রে।
ভকতিবিনোদ তাঁ'র পড়ে রাঙ্গা পায় রে॥

## শ্রীশ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তরশত নাম

জয় জয় গোবিন্দ গোপাল গদাধর।
কৃষ্ণচন্দ্র কর কৃপা করুণাসাগর॥
জয় জয় গোবিন্দ গোপাল বনমালী।
শ্রীরাধার প্রাণধন মুকুন্দ মুরারি॥
হরিনাম বিনে রে গোবিন্দনাম বিনে।
বিফলে মনুষ্য-জন্ম যায় দিনে দিনে॥
দিন গেল মিছা কাজে রাত্রি গেল নিদ্রে।
না ভজিনু রাধাকৃষ্ণ-চরণারবিন্দে॥
কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে আইনু।
মিছা-মায়ায় বদ্ধ হ'য়ে বৃক্ষসম হৈনু॥
ফলরূপে পুত্র-কন্যা ডাল ভাঙ্গি' পড়ে।
কালরূপে সংসারেতে পক্ষী বাসা করে॥

যখন কৃষ্ণ জন্ম নিল দেবকী-উদরে ।
মথুরাতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে ॥
বসুদেব রাখি' আইল নন্দের মন্দিরে ।
নন্দের আলয়ে কৃষ্ণ দিনে দিনে বাড়ে ॥
শ্রীনন্দ রাখিল নাম 'নন্দের নন্দন' ।
যশোদা রাখিল নাম 'যাদু বাছাধন' ॥
উপানন্দ নাম রাখে 'সুন্দর-গোপাল' ।
ব্রজবালক নাম রাখে 'ঠাকুর রাখাল' ॥
সুবল রাখিল নাম 'ঠাকুর কানাই' ।
শ্রীদাম রাখিল নাম 'রাখালরাজা ভাই' ॥
'ননীচোরা' নাম রাখে যতেক গোপিনী ।
'কালসোণা' নাম রাখে রাধাবিনোদিনী ॥
চন্দ্রাবলী নাম রাখে 'মোহন-বংশীধারী' ।
কুবুজা রাখিল নাম 'পতিতপাবন হরি' ॥
'অনন্ত' রাখিল নাম অন্ত না পাইয়া ।
'কৃষ্ণ'নাম রাখে গর্গ ধ্যানেতে জানিয়া ॥

কণ্বমুনি রাখে নাম 'দেব চক্রপাণি'।
'বনমালী' নাম রাখে বনের হরিণী॥
গজরাজ নাম রাখে 'শ্রীমধুসূদন'।
অজামিল নাম রাখে 'দেব নারায়ণ'॥
পুরন্দর নাম রাখে 'দেব শ্রীগোবিন্দ'।
দ্রৌপদী রাখিল নাম 'দেব দীনবন্ধু'॥
সুদামা রাখিল নাম 'দারিদ্র্যভঞ্জন'।
ব্রজবাসী নাম রাখে 'ব্রজের জীবন'॥
'দর্পহারী' নাম রাখে অর্জ্জুন সুধীর।
'পশুপতি' নাম রাখে গরুড় মহাবীর॥
যুধিষ্ঠির রাখে নাম 'দেব যদুবর'।
বিদুর রাখিল নাম 'কাঙ্গালের ঠাকুর'॥
বাসুকী রাখিল নাম 'দেব সৃষ্টি-স্থিতি'।
ধ্রুবলোকে নাম রাখে 'ধ্রুবের সারথী'॥
নারদ রাখিল নাম 'ভক্তপ্রাণধন'।
ভীষ্মদেব নাম রাখে 'লক্ষ্মীনারায়ণ'॥

সত্যভামা নাম রাখে 'সত্যের সারথি'।
জাম্ববতী নাম রাখে 'দেব.যোদ্ধাপতি'॥
বিশ্বামিত্র নাম রাখে 'সংসারের সার'।
অহল্যা রাখিল নাম 'পাষাণী-উদ্ধার'॥
ভৃগুমুনি নাম রাখে 'জগতের হরি'।
পঞ্চমুখে 'রাম'-নাম গান ত্রিপুরারি॥
কুঞ্জকেশী নাম রাখে 'বলী সদাচারী'।
প্রহ্লাদ রাখিল নাম 'নৃসিংহ মুরারি'॥
দৈত্যারি দ্বারকানাথ দারিদ্র্যভঞ্জন।
দয়াময় দ্রৌপদীর লজ্জা-নিবারণ॥
স্বরূপে সবার হয় গোলোকেতে স্থিতি।
বৈকুণ্ঠে বৈকুণ্ঠনাথ কমলার পতি॥
বাসুদেব-প্রদ্যুম্নাদি-চতুর্ব্যূহ-সহ।
মহৈশ্বর্য্যপূর্ণ হ'য়ে বিহার করহ॥
অনিরুদ্ধ সঙ্কর্ষণ নৃসিংহ বামন।
মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহাদি অবতারগণ॥

ক্ষীরোদকশায়ী হরি গর্ব্ভোদবিহারী।
কারণসাগরে শক্তি মায়াতে সঞ্চারী॥
বৃন্দাবনে কর লীলা ধরি' গোপবেশ।
সে লীলার অন্ত প্রভু নাহি পায় 'শেষ'॥
পূতনাবিনাশকারী শকটভঞ্জন।
তৃণাবর্ত্ত-বক-কেশী-ধেনুক-মর্দ্দন॥
অঘারি গোবৎসহারী ব্রহ্মার মোহন।
গিরিগোবর্দ্ধনধারী অর্জ্জুনভঞ্জন॥
কালীয়দমনকারী যমুনাবিহারী।
গোপীকুলবস্ত্রহারী শ্রীরাসবিহারী॥
ইন্দ্রদর্পনাশকারী কুব্জামনোহারী।
চাণুর-কংসাদি-নাশী অক্রুরনিস্তারী।
নবীন-নীরদ-কান্তি শিশুগোপবেশ।
শিখিপুচ্ছবিভূষিত ব্রহ্ম পরমেশ॥
পীতাম্বর বেণুধর শ্রীবৎসলাঞ্ছন।
গোপগোপীপরিবৃত কমল-নয়ন॥

বৃন্দাবন-বনচারী মদনমোহন ।
মথুরামণ্ডলচারী শ্রীযদুনন্দন ॥
সত্যভামাপ্রাণপতি রুক্মিণীরমণ ।
প্রদ্যুম্নজনক শিশুপালাদি-দমন ॥
উদ্ধবের গতিদাতা দ্বারকার পতি ।
ত্রিভুবনপরিত্রাতা অখিলের গতি ॥
শাল্ব-দন্তবক্র-নাশী মহিষীবিলাসী ।
সাধুজন-ত্রাণকর্ত্তা ভূভার-বিনাশী ॥
পাণ্ডবের সখা কৃষ্ণ বিদুরের প্রভু ।
ভীষ্মের উপাস্যদেব ভুবনের বিভু ॥
দেবের আরাধ্যদেব মুনিজনগতি ।
যোগিধ্যেয়-পাদপদ্ম রাধিকার পতি ॥
রসময় রসিক নাগর অনুপম ।
নিকুঞ্জবিহারী হরি নবঘনশ্যাম ।
শালগ্রাম দামোদর শ্রীপতি শ্রীধর ।
তারক-ব্রহ্ম সনাতন পরম-ঈশ্বর ॥

কল্পতরু কমললোচন হৃষীকেশ।
পতিতপাবন গুরু জ্ঞান-উপদেশ॥
চিন্তামণি চতুর্ভুজ দেব চক্রপাণি।
দীনবন্ধু দেবকীনন্দন যদুমণি॥
অনন্ত কৃষ্ণের নাম অনন্ত মহিমা।
নারদাদি ব্যাসদেব দিতে নারে সীমা॥
নাম ভজ, নাম চিন্ত, নাম কর সার।
অনন্ত কৃষ্ণের নাম মহিমা অপার॥
শতভার-সুবর্ণ গো-কোটি-কন্যাদান।
তথাপি না হয় কৃষ্ণনামের সমান॥
যেই নাম, সেই কৃষ্ণ, ভজ নিষ্ঠা করি'।
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি॥
শুন শুন ওরে ভাই, নামসঙ্কীর্ত্তন।
যে নাম শ্রবণে হয় পাপবিমোচন॥
কৃষ্ণনাম ভজ জীব, আর সব মিছে।
পলাইতে পথ নাই, যম আছে পিছে॥

কৃষ্ণনাম হরিনাম বড়ই মধুর।
যেই জন কৃষ্ণ ভজে, সে বড় চতুর॥
ব্রহ্মা আদি দেব যাঁরে ধ্যানে নাহি পায়।
সে-হরি-বঞ্চিত হ'লে কি হবে উপায়॥
হিরণ্যকশিপুর করি' উদর বিদারণ।
প্রহ্লাদে করিলা রক্ষা দেব নারায়ণ॥
বলিরে ছলিতে প্রভু হইলা বামন।
দ্রৌপদীর লজ্জা হরি কৈলা নিবারণ॥
অষ্টোত্তরশত নাম যে করে পঠন।
অনায়াসে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ॥
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করে নন্দের নন্দন।
মথুরায় কংসধ্বংস, লঙ্কায় রাবণ॥
বকাসুরবধ-আদি কালীয়দমন।
দ্বিজ হরিদাস কহে নামসঙ্কীর্ত্তন॥

# অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন

## ১ম গীত

নগরে নগরে গোরা গায় ॥ ধ্রু ॥

( ১ )

যশোমতী স্তন্যপায়ী শ্রীনন্দনন্দন ।
ইন্দ্রনীলমণি ব্রজজনের জীবন ॥
শ্রীগোকুল-নিশাচরী-পূতনা-ঘাতন ।
দুষ্ট-তৃণাবর্ত্ত-হন্তা, শকট-ভঞ্জন ॥
নবনীতচোর দধিহরণ-কুশল ।
যমল-অর্জ্জুন-ভঞ্জী গোবিন্দ গোপাল ॥

( ২ )

দামোদর বৃন্দাবন গোবৎস রাখাল ।
বৎসাসুরান্তক হরি নিজজনপাল ॥

বকশত্রু অঘহন্তা ব্রহ্মবিমোহন।
ধেনুকনাশন কৃষ্ণ কালিয়দমন॥
পীতাম্বর শিখিপিচ্ছধারী বেণুধর।
ভাণ্ডারীকানন-লীল দাবানল-হর॥

( ৩ )

নটবর গুহাচর শরতবিহারী।
বল্লবীবল্লভ দেব গোপীবস্ত্রহারী॥
যজ্ঞপত্নীগণ-প্রতি করুণার সিন্ধু।
গোবর্দ্ধনধৃক্ মাধব ব্রজবাসিবন্ধু॥
ইন্দ্রদর্পহারী নন্দরক্ষিতা মুকুন্দ।
শ্রীগোপীবল্লভ রাসক্রীড়-পূর্ণানন্দ॥

( ৪ )

শ্রীরাধাবল্লভ রাধামাধব সুন্দর।
ললিতা-বিশাখা-আদি-সখী-প্রাণেশ্বর॥
নবজলধরকান্তি মদনমোহন।
বনমালী স্মেরমুখ গোপীপ্রাণধন॥

ত্রিভঙ্গী মুরলীধর যামুন-নাগর।
রাধাকুণ্ড-রঙ্গনেতা রসের সাগর॥

( ৫ )

চন্দ্রাবলী-প্রাণনাথ কৌতুকাভিলাষী।
রাধামান-সুলম্পট মিলন-প্রয়াসী॥
মানসগঙ্গার দানী প্রসূন-তস্কর।
গোপীসহ-হঠকারী ব্রজবনেশ্বর॥
গোকুল-সম্পদ্ গোপদুঃখ-নিবারণ।
দুর্ম্মদ-দমন ভক্ত-সন্তাপ-হরণ॥

( ৬ )

সুদর্শন-মোচন শ্রীশঙ্খচূড়ান্তক।
রামানুজ শ্যামচাঁদ মুরলীবাদক॥
গোপীগীত-শ্রোতা মধুসূদন মুরারি।
অরিষ্টঘাতক রাধাকুণ্ডাদি-বিহারী॥
ব্যোমান্তক পদ্মনেত্র কেশীনিসূদন।
রঙ্গক্রীড় কংসহন্তা মল্লপ্রহরণ॥

( ৭ )

বসুদেবসুত বৃষ্ণিবংশ-কীর্ত্তিধ্বজ ।
দীননাথ মথুরেশ দেবকীগর্ভজ ॥
কুব্জা-কৃপাময় বিষ্ণু শৌরি নারায়ণ ।
দ্বারকেশ নরকঘ্ন শ্রীযদুনন্দন ॥
শ্রীরুক্মিণীকান্ত সত্যাপতি সুরপাল ।
পাণ্ডববান্ধব শিশুপালাদির কাল ॥

( ৮ )

জগদীশ জনার্দ্দন কেশবার্ত্তত্রাণ ।
সর্ব্ব-অবতার-বীজ বিশ্বের নিদান ॥
মায়েশ্বর যোগেশ্বর ব্রহ্মতেজাধার ।
সর্ব্বাত্মার আত্মা প্রভু প্রকৃতির পার ॥
পতিতপাবন জগন্নাথ সর্ব্বেশ্বর ।
বৃন্দাবনচন্দ্র সর্ব্বরসের আকর ॥
নগরে নগরে গোরা গায় ।
ভকতিবিনোদ তছু পায় ॥

## ২য় গীত

কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে ।
গোপীবল্লভ শৌরে ॥
শ্রীনিবাস দামোদর শ্রীরাম মুরারে ।
নন্দনন্দন মাধব নৃসিংহ কংসারে ॥

## ৩য় গীত

রাধাবল্লভ মাধব শ্রীপতি মুকুন্দ ।
গোপীনাথ মদনমোহন রাস-রসানন্দ ।
আনন্দ-সুখদকুঞ্জবিহারী গোবিন্দ ॥

## ৪র্থ গীত

রাধামাধব কুঞ্জবিহারী ।
গোপীজনবল্লভ গিরিবরধারী ॥
যশোদানন্দন, ব্রজজন-রঞ্জন,
যামুনতীর-বনচারী ॥

৫ম গীত

রাধাবল্লভ, রাধাবিনোদ।
রাধামাধব, রাধাপ্রমোদ॥
রাধারমণ, রাধানাথ,
রাধাবরণামোদ।
রাধা-রসিক, রাধাকান্ত,
রাধামিলন-মোদ॥

৬ষ্ঠ গীত

জয় যশোদানন্দন কৃষ্ণ গোপাল গোবিন্দ।
জয় মদনমোহন অনন্ত মুকুন্দ।
জয় অচ্যুত মাধব রাম বৃন্দাবনচন্দ্র।
জয় মুরলীবদন শ্যাম গোপীজনানন্দ॥

---

# শ্রীশ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন

( ১ )

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
জয় জয় শচীসুত গৌরাঙ্গসুন্দর।
জয় নিত্যানন্দ পদ্মাবতীর কোঙর ॥
জয় জয় সীতানাথ অদ্বৈতগোসাঞি।
যাঁহার কৃপাতে পাই চৈতন্য-নিতাই ॥
জয় জয় গদাধর প্রেমের সাগর।
গৌরাঙ্গের প্রিয়োত্তম পণ্ডিত-প্রবর ॥
শ্রীবংশীবদন জয় গৌরপ্রিয়োত্তম।
শ্রীবাসপণ্ডিত জয়, জয় ভক্তগণ ॥
সভাকার পদরেণু শিরে রহু মোর।
যাহার প্রভাবে নাশে কলি মহাঘোর।

জয় জয় গুরুগোসাঞি শরণ তোঁহার।
যাঁহার কৃপাতে তরি এ ভব-সংসার॥
জয় জয় রসিকেন্দ্র স্বরূপগোসাঞি।
প্রভুর নিকটে যাঁর অত্যন্ত বড়াই॥
জয় রূপ-সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ॥
জয় জয় নীলাচলচন্দ্র জগন্নাথ।
মো-পাপীরে কৃপা করি' কর আত্মসাৎ॥
জয় শ্রীগোপালদেব ভকতবৎসল।
নবঘন জিনি' তনু পরম উজ্জ্বল॥
জয় জয় গোপীনাথ প্রভু প্রাণ মোর।
পুরীগোসাঞি লাগি' যাঁর নাম 'ক্ষীরচোর'॥
জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় বৃন্দাবন।
জয় জয় শ্রীরাসমণ্ডল সর্ব্বোত্তম॥
শ্রীরাস-নাগরী জয় জয় নন্দলাল।
জয় জয় মোহন শ্রীমদনগোপাল॥

জয় জয় বংশীবট জয় শ্রীপুলিনা।
জয় জয় শ্রীকালিন্দী জয় শ্রীযমুনা ॥
জয় রে দ্বাদশবন কৃষ্ণলীলাস্থান।
তাল-বন খেজুর-বন ভাণ্ডীর-বন নাম ॥
জয় জয় বেল-বন খদির-বহুলা।
জয় জয় কুমুদ-কাম্য-বনে কৃষ্ণলীলা ॥
জয় জয় নিভৃত-নিকুঞ্জ রম্যস্থান।
জয় জয় শ্রীবনাদি ভদ্র-বন নাম ॥
জয় জয় শ্যামকুণ্ড জয় ললিতাকুণ্ড।
জয় জয় রাধাকুণ্ড প্রতাপ-প্রচণ্ড ॥
জয় জয় মানসগঙ্গা জয় গোবর্দ্ধন।
জয় জয় দানঘাট-লীলা সর্ব্বোত্তম ॥
জয় জয় বৃষভানুপুর নামে গ্রাম।
যথায় সঙ্কেত—রাধাকৃষ্ণলীলাস্থান ॥
জয় জয় বিমলাকুণ্ড জয় নন্দীশ্বর।
জয় জয় কৃষ্ণকেলি পাবনসরোবর ॥

জয় জয় রোহিণীনন্দন বলরাম।
জয় জয় রাধাকৃষ্ণ স্বয়ং রসধাম॥
জয় জয় মধুবন মধুপান-স্থান।
যাঁহা মধুপানে মত্ত হৈলা বলরাম॥
জয় জয় রামঘাট পরম নির্জ্জন।
যাঁহা রাসলীলা কৈলা রোহিণীনন্দন॥
জয় জয় নন্দঘাট জয়াক্ষয়বট।
জয় জয় চীরঘাট যমুনা-নিকট॥
জয় জয় বৃষভানু অভিমন্যু জয়।
কৃষ্ণপ্রাণতুল্য শ্রীদামাদি জয় জয়॥
জয় জয় পৌর্ণমাসী বলি যোগমায়া।
রাধাকৃষ্ণলীলা কৈলা কায়া আচ্ছাদিয়া॥
জয় শ্রীসরলা বংশী ত্রিলোকাকর্ষিণী।
কৃষ্ণাধরে স্থিতা নিত্য-আনন্দরূপিণী॥
জয় জয় ললিতাদি সর্ব্বসখীগণ।
যাঁ' সভার প্রেমাধীন শ্রীনন্দনন্দন॥

জয় জয় ব্রজগোপশ্রেষ্ঠ নন্দরাজ।
জয় জয় ব্রজেশ্বরী—শ্রেষ্ঠা গোপীমাঝ॥
জয় জয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীবৃন্দাবন।
বেদ-অগোচর স্থান কন্দর্পমোহন॥
জয় জয় রত্নবেদী রত্নসিংহাসন।
জয় জয় রাধাকৃষ্ণ সঙ্গে সখীগণ।
শুন শুন ওরে ভাই, করিয়ে প্রার্থনা।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণলীলা করহ ভাবনা॥
এই সব রসলীলা যে করে স্মরণ।
শিরে ধরি' বন্দি আমি তাঁহার চরণ॥
আনন্দে বলহ হরি ভজ বৃন্দাবন॥
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পদে মজাইয়া মন॥
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্ম করি' আশ।
নামসঙ্কীর্ত্তন কহে নরোত্তম দাস॥

( ২ )

যশোমতী-নন্দন, ব্রজবর-নাগর,
গোকুল-রঞ্জন কান।
গোপী-পরাণ-ধন, মদন-মনোহর,
কালিয়দমন-বিধান ॥
অমল হরিনাম অমিয় বিলাসা।
বিপিন-পুরন্দর, নবীন নাগরবর,
বংশীবদন সুবাসা ॥
ব্রজজন-পালন, অসুরকুল-নাশন,
নন্দ-গোধন রাখওয়ালা।
গোবিন্দ মাধব, নবনীত-তস্কর,
সুন্দর নন্দগোপালা ॥
যামুনতটচর, গোপীবসনহর,
রাস-রসিক কৃপাময়।
শ্রীরাধাবল্লভ, বৃন্দাবন-নটবর,
ভকতিবিনোদ-আশ্রয় ॥

( ৩ )

দয়াল নিতাই-চৈতন্য ব'লে
নাচ্‌রে আমার মন।
নাচ্‌রে আমার মন, নাচ্‌রে আমার মন॥
( এমন দয়াল তো নাই হে,
মার খেয়ে প্রেম দেয় )
( ওরে ) অপরাধ দূরে যাবে পাবে প্রেমধন॥
( ও নামে অপরাধ বিচার তো নাই হে )
( তখন ) কৃষ্ণনামে রুচি হবে ঘুচিবে বন্ধন।
( কৃষ্ণনামে অনুরাগ তো হবে হে )
( তখন ) অনায়াসে সফল হবে জীবের জীবন॥
( কৃষ্ণরতি বিনা জীবন তো মিছে হে )
শেষে বৃন্দাবনে রাধাশ্যামে পাবে দরশন॥
( গৌর-কৃপা হ'লে হে )

( ৪ )

হরি বল, হরি বল, হরি বল ভাইরে।
হরিনাম আনিয়াছে গৌরাঙ্গ-নিতাইরে ॥
( মোদের দুঃখ দেখেরে )
হরিনাম বিনা জীবের অন্য ধন নাইরে।
হরিনামে শুদ্ধ হ'ল জগাই-মাধাইরে ॥
( বড় পাপী ছিলরে )
মিছে মায়াবদ্ধ হ'য়ে জীবন কাটাইরে।
( আমি আমার ব'লেরে )
আশাবশে ঘুরে ঘুরে আর কোথা যাইরে ॥
( আশার শেষ নাইরে )
হরি ব'লে দেও ভাই আশার মুখে ছাইরে।
( নিরাশ ত সুখরে )
ভোগমোক্ষবাঞ্ছা ছাড়ি' হরিনাম গাইরে ॥
( শুদ্ধসত্ত্ব হ'য়েরে )

না চেয়েও নামের গুণে ও-সব ফল পাইরে।
( তুচ্ছ ফলের প্রয়াস ছেড়েরে )
বিনোদ বলে যাই ল'য়ে নামের বালাইরে ॥
( নামের বালাই ছেড়েরে )

( ৫ )

বোল হরি বোল ( ৩ বার ) ।
মনের আনন্দে ভাই বোল হরি বোল ॥
বোল হরি বোল ( ৩ বার )।
জনমে জনমে সুখে বোল হরি বোল ॥
বোল হরি বোল ( ৩ বার ) ।
মানব জন্ম পেয়ে ভাই বোল হরি বোল ॥
বোল হরি বোল ( ৩ বার )।
সুখে থাক দুঃখে থাক, বোল হরি বোল ॥
বোল হরি বোল ( ৩ বার )।
সম্পদে বিপদে ভাই বোল হরি বোল ॥
বোল হরি বোল ( ৩ বার ) ।

গৃহে থাক, বনে থাক, বোল হরিবোল ॥
বোল হরি বোল ( ৩ বার )।
কৃষ্ণের সংসারে থাকি' বোল হরি বোল ॥
বোল হরি বোল ( ৩ বার )।
অসৎ সঙ্গ ছাড়ি' ভাই বোল হরি বোল ॥
বোল হরি বোল ( ৩ বার )।
বৈষ্ণবচরণে পড়ি' বোল হরি বোল ॥
বোল হরি বোল ( ৩ বার )।
গৌর-নিত্যানন্দ বোল ( ৩ বার ) ॥
গৌর-গদাধর বোল ( ৩ বার )।
গৌর-অদ্বৈত বোল ( ৩ বার ) ॥

( ৬ )

জয় রাধে, জয় কৃষ্ণ, জয় বৃন্দাবন।
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন ॥

শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড গিরি-গোবর্দ্ধন।
কালিন্দী যমুনা জয় জয় মহাবন॥
কেশীঘাট বংশীবট দ্বাদশ-কানন।
যাঁহা সব লীলা কৈল শ্রীনন্দনন্দন।
শ্রীনন্দ-যশোদা জয়, জয় গোপগণ।
শ্রীদামাদি জয়, জয় ধেনুবৎস-গণ॥
জয় বৃষভানু, জয় কৃত্তিকাসুন্দরী।
জয় পৌর্ণমাসী, জয় আভীরনাগরী॥
জয় জয় গোপীশ্বর বৃন্দাবন-মাঝ।
জয় জয় কৃষ্ণসখা বটু দ্বিজরাজ॥
জয় রামঘাট, জয় রোহিণীনন্দন।
জয় জয় বৃন্দাবনবাসী যত জন॥
জয় দ্বিজপত্নী জয় নাগকন্যাগণ।
ভক্তিতে যাঁহারা পাইল গোবিন্দচরণ॥
শ্রীরাসমণ্ডল জয়, জয় রাধাশ্যাম।
জয় জয় রাসলীলা সর্ব্বমনোরম॥

জয় জয়োজ্জ্বলরস সর্ব্বরস-সার।
পরকীয়াভাবে যাহা ব্রজেতে প্রচার॥
শ্রীজাহ্নবীপাদপদ্ম করিয়া স্মরণ।
দীনকৃষ্ণদাস কহে নাম-সংকীর্ত্তন॥

( ৭ )

( হরি ) হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ॥
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।
গিরিধারী গোপীনাথ মদনমোহন॥
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত সীতা।
হরি গুরু বৈষ্ণব ভাগবত গীতা॥
শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এই ছয়-গোসাঞির করি চরণ বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট-পূরণ॥

এই ছয় গোসাঞি যাঁর—মুই তাঁর দাস।
তাঁ'সবার পদরেণু মোর পঞ্চগ্রাস॥
তাঁদের চরণসেবি ভক্তসনে বাস।
জনমে জনমে হয় এই অভিলাষ॥
এই ছয় গোসাঞি যবে ব্রজে কৈলা বাস।
রাধাকৃষ্ণ-নিত্যলীলা করিলা প্রকাশ॥
আনন্দে বলহ হরি, ভজ বৃন্দাবন।
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পদে মজাইয়া মন॥
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্ম করি' আশ।
নামসঙ্কীর্ত্তন কহে নরোত্তমদাস॥

( ৮ )

( হরি ) হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ॥
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।
রাধাগোবিন্দ বল ( ৪ বার )॥

গোবিন্দ গোবিন্দ গোবিন্দ বল।
রাধাগোবিন্দ বল ( ৪ বার ) ॥
গুরুকৃপা-জলে নাশি' বিষয়-অনল।
রাধাগোবিন্দ বল ( ৪ বার ) ॥
কৃষ্ণেতে অর্পিয়া দেহগেহাদি সকল।
রাধাগোবিন্দ বল ( ৪ বার ) ॥
অনন্যভাবেতে চিত্ত করিয়া সরল।
রাধাগোবিন্দ বল ( ৪ বার ) ॥
রূপানুগ বৈষ্ণবের পিয়া পদজল।
রাধাগোবিন্দ বল ( ৪ বার ) ॥
দশ অপরাধ ত্যজি' ভুক্তিমুক্তি-ফল।
রাধাগোবিন্দ বল ( ৪ বার ) ॥
সখীর চরণরেণু করিয়া সম্বল।
রাধাগোবিন্দ বল ( ৪ বার ) ॥
স্বরূপেতে ব্রজবাসে হইয়া শীতল।
রাধাগোবিন্দ বল ( ৪ বার ) ॥

ভজহু রে মন শ্রীনন্দনন্দন
অভয় চরণারবিন্দ রে।
দুর্ল্লভ মানব জনম সৎসঙ্গে
তরহ এ ভবসিন্ধু রে॥
শীত আতপ বাত বরিষণ
এ দিন যামিনী জাগি' রে
বিফলে সেবিনু কৃপণ দুরজন
চপল সুখলব লাগি' রে॥
এ ধন যৌবন, পুত্র পরিজন
ইথে কি আছে পরতীতি রে,
কমলদলজল, জীবন টলমল
ভজহু হরিপদ নিতি রে॥
শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দন,
পাদসেবন, দাস্য রে,
পূজন, সখীজন, আত্মনিবেদন
গোবিন্দদাস অভিলাষ রে॥

শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনান্তে নিম্নলিখিত নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক হরিবোল ও প্রেমধ্বনি দিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম কর্ত্তব্য ;—

## প্রেম-ধ্বনি

প্রেম্‌সে কহো শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত-গদাধর শ্রীবাস-পণ্ডিতকি জয়। শ্রীঅন্তর্দ্বীপ মায়াপুর, সীমন্ত দ্বীপ, গোদ্রুম-দ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুম-দ্বীপ, রুদ্রদ্বীপাত্মক শ্রীনবদ্বীপধামকি জয়। শ্রীরাধাকৃষ্ণ গোপ-গোপী, গো-গোবর্দ্ধন, বৃন্দাবন, রাধাকুণ্ড, যমুনাজীকি জয়। শ্রীতুলসীদেবীকি জয়। শ্রীগঙ্গাজীকি জয়। শ্রীসুরভিকুঞ্জকি জয়। শ্রীনামহট্টকি জয়। শ্রীভক্তিদেবীকি জয়। শ্রীগায়ক-শ্রোতা-ভক্তবৃন্দকি জয়।

---

# বাউল-সঙ্গীত

( ১ )

আমি তোমার দুখের দুখী সুখের সুখী
তাই তোমারে বলি ভাইরে।
নিতাইএর হাটে গিয়ে ( ওরে ও ভাই )
নাম এনেছি তোমার তরে॥
গৌরচন্দ্র-মার্কা করা, এ হরিনাম রসে ভরা,
নামে নামী প'ড়্‌ছে ধরা, লও যদি বদন ভ'রে॥
পাপ তাপ সব দূরে যাবে, সারময় সংসার হ'বে,
আর কোন ভয় নাহি রবে, ডুব্‌বে সুখের পাথারে॥
আমি কাঙ্গাল অর্থহীন, নাম এনেছি ক'রে ঋণ,
দেখে' আমায় অতি দীন, শ্রদ্ধা-মূল্যে দেও ধ'রে॥
মূল্য ল'য়ে তোমার ঠাঁই, মহাজনকে দিব ভাই,
যে কিছু তায় লাভ পাই, রাখবো নিজের ভাণ্ডারে॥

নদীয়া গোদ্রুমে থাকি, চাঁদ বাউল বলিছে ডাকি',
নাম বিনা আর সকল ফাঁকি, ছায়াবাজি এ সংসারে ॥

( ২ )

ধর্ম্মপথে থাকি' কর জীবন যাপন ভাই।
হরি নাম কর সদা (ওরে ও ভাই) হরি বিনা বন্ধু নাই ॥
যে কোন ব্যবসা ধরি', জীবন নির্ব্বাহ করি',
বল মুখে হরি হরি, এই মাত্র ভিক্ষা চাই ॥
গৌরাঙ্গচরণে মজ, অন্য অভিলাষ ত্যজ,
ব্রজেন্দ্রনন্দনে ভজ, তবে বড় সুখ পাই ॥
আমি চাঁদ বাউল দাস, করি তব কৃপা আশ,
জানাইয়া অভিলাষ, নিত্যানন্দ-আজ্ঞা গাই ॥

( ৩ )

আসল কথা বল্‌তে কি।
তোমার কেন্থাধরা, কপ্নিআঁটা—সব ফাঁকি ॥

ধর্ম্মপত্নী ত্যজি' ঘরে, পরনারী-সঙ্গ ক'রে,
অর্থলোভে দ্বারে ফিরে, রাখ্‌লে কি বাকী ॥
তুমি গুরু ব'ল্‌ছো বটে, সাধু গুরু নিষ্কপটে,
কৃষ্ণনাম দেন কর্ণপুটে, সে কি এমন হয় মেকি ?
যেবা অন্য শিক্ষা দেয়, তা'কে কি 'গুরু' বল্‌তে হয় ?
দুধের ফল ত' ঘোলে নয়, ভেবে চিন্তে দেখ দেখি ॥
শম-দম-তিতিক্ষা-বলে, উপরতি, শ্রদ্ধা হ'লে,
তবে ভেক চাঁদ বাউল বলে, এঁচড়ে পেকে হবে কি ?

( ৪ )

'বাউল বাউল' ব'ল্‌ছে সবে, হ'চ্ছে বাউল কোন্‌জনা।
দাড়ি-চূড়া দেখিয়ে ( ও ভাই ) ক'র্‌ছে জীবকে বঞ্চনা ॥
দেহতত্ত্ব—জড়ের তত্ত্ব, তাতে কি ছাড়ায় মায়ার গর্ত্ত,
চিদানন্দ পরমার্থ, জান্‌তে ত তায় পার্‌বে না ॥
যদি বাউল চাওরে হ'তে, তবে চল ধর্ম্মপথে,
যোষিৎসঙ্গ সর্ব্বমতে ছাড়রে মনের বাসনা ॥

বেশভূষা-রঙ্গ যত, ছাড়ি' নামে হওরে রত,
নিতাইচাঁদের অনুগত, হও ছাড়ি' সব দুর্ব্বাসনা ॥
মুখে 'হরেকৃষ্ণ' বল, ছাড়রে ভাই কথার ছল,
নাম বিনা ত সুসম্বল, চাঁদ বাউল আর দেখে না ॥

( ৫ )

মানুষ-ভজন ক'র্‌ছো ও-ভাই ভাবের গান ধ'রে।
গুপ্ত ক'রে রাখ্‌ছো ভাল, ব্যক্ত হবে যমের ঘরে ॥
মেয়ে হিজ্‌ড়ে, পুরুষ খোজা, তবে ত হয় কর্ত্তাভজা,
এই ছলে ক'র্‌ছো মজা, মনের প্রতি চোখ ঠেরে ॥
'গুরু সত্য' ব'ল্‌ছো মুখে, আছ তো ভাই জড়ের সুখে,
সঙ্গ তোমার বহির্ম্মুখে, শুদ্ধ হ'বে কেমন ক'রে?
যোষিৎসঙ্গ-অর্থ-লোভে, মজে ত জীব চিত্তক্ষোভে,
বাউলে কি সে সব শোভে, আগুন দেখে' ফড়িং মরে ॥
চাঁদ বাউল মিনতি করি', বলে ও-সব পরিহরি',
শুদ্ধভাবে বল হরি, যাবে ভব-সাগর-পারে ॥

( ৬ )

এও ত এক কলির চেলা।
মাথা নেড়া কপ্নি পরা, তিলক নাকে গলায় মালা ॥
দেখ্‌তে বৈষ্ণবের মত, আসল শাক্ত কাজের বেলা।
সহজ ভজন ক'র্‌ছেন মামু, সঙ্গে ল'য়ে পরের বালা ॥
সখীভাবে ভজ্‌ছেন তারে, নিজে হ'য়ে নন্দলালা।
কৃষ্ণদাসের কথার ছলে মহাজনকে দিচ্ছেন শলা ॥
নব রসিক আপনে মানি', খাচ্ছেন আবার মন কলা।
বাউল বলে দোহাই ও-ভাই, দূর কর এ লীলাখেলা ॥

---

( ৭ )

(মন আমার) হুসা'র থেকো, ভুল' নাক, শুদ্ধ সহজ তত্ত্বধনে।
নইলে মায়ার বশে, অবশেষে, কাঁদতে হ'বে চিরদিনে ॥

শুদ্ধজীবে জড় নাই ভাই, ঠিক বুঝ তাই,
নিজে সখী ( সে ) বৃন্দাবনে।
সে যখন কৃষ্ণচন্দ্রে ভজে, সুখেতে মজে, মধুর রসে অনুক্ষণে॥
জড়দেহে তা'র সাধনভক্তি, জ্ঞান-বিরক্তি,
দেহের যাত্রা ধর্ম্মভাবে।
সে গৃহে থাকে বনে বা থাকে, মজিয়ে ডাকে,
'কৃষ্ণ' ব'লে একমনে॥
একেই ত বলি সহজ ভজন, শুদ্ধ মন,
কৃষ্ণ পাবার এক উপায়।
ইহা ছাড়ি' যে আরোপ করে, সেই ত মরে,
তা'র ত নাহি ভজন হয়॥
চাঁদ বাউলের এ বিশ্বাস, ছোট হরিদাস,
একটু কেবল বিপথে চ'লে,
শচীসুতের কৃপায়, দূর হ'য়ে হায়, না পায় আর গৌরচরণে॥

———

( ৮ )

মনের মালা জপ্‌বি যখন মন,
কেন ক'র্‌বি বাহ্য বিসর্জ্জন।
মনে মনে ভজন যখন হয়,
প্রেম উথ্‌লে প'ড়ে বাহ্যদেহে ব্যাপ্ত হ'য়ে রয় ;
আবার দেহে চরে, জপায় করে, ধরায় মালা অনুক্ষণ ॥
যে ব্যাটা ভণ্ড তাপস হয়,
বক বিড়াল দেখায়ে বাহ্য নিন্দে অতিশয় ;
নিজে জুত পেলে কামিনী-কনক করে সদা সংঘটন ॥
সে ব্যাটার ভিতর ফক্কাকার,
বাহ্য সাধন নিন্দা বই আর আছে কিবা তা'র ;
(নিজের) মন ভাল দেখা'তে গিয়ে নিন্দে সাধু আচরণ ॥
শুদ্ধ করি' ভিতর বাহির ভাই,
হরিনাম কর্‌তে থাক, তর্কে কাজ নাই ( শুষ্ক ),
তোমার তর্ক ক'র্‌তে জীবন যাবে চাঁদবাউল তায় দুঃখী হন ॥

( ৯ )

ঘরে ব'সে বাউল হ'ওরে মন।
কেন ক'র্‌বি দুষ্ট আচরণ ॥
মনে মনে রাখ্‌বি বাউল-ভাব,
সঙ্গ ছাড়ি' ধর্ম্মভাবে ক'র্‌বি বিষয় লাভ ;
জীবন যাপন ক'র্‌বি, হরি-নামানন্দে সর্ব্বক্ষণ ॥
যতদিন হৃদয়-শোধন নয়,
ঘর ছাড়্‌লে পরে 'মর্কট-বৈরাগী' তা'রে কয় ;
হৃদয়-দোষে, রিপুর বশে, পদে পদে তা'র পতন ॥
এঁচড়ে-পাকা-বৈরাগী যে হয়,
পরের নারী ল'য়ে পালের গোদা হ'য়ে রয় ;
( আবার ) অর্থলোভে দ্বারে দ্বারে করে নীচের আরাধন ॥
ঘরে ব'সে পাকাও নিজের মন,
আর সকল দিন কর হরির নাম-সংকীর্ত্তন ;
তবে চাঁদ বাউলের সঙ্গে শেষে ক'র্‌বি সংসার বিসর্জ্জন ॥

( ১০ )

বলান্ বৈরাগী ঠাকুর, কিন্তু গৃহীর মধ্যে বাহাদুর।
আবার কপ্নি প'রে, মালা ধ'রে, বহেন সেবাদাসীর ধূর ॥
অচ্যুতগোত্র-অভিমানে, ভিক্ষা করেনসর্ব্ব স্থানে,
টাকা পয়সা গণি' ধ্যানে ধারণা প্রচুর ;
করি' চুট্‌কী ভিক্ষা, করেন শিক্ষা, বণিগ্‌বৃত্তি পিণ্ডীশূর ॥
বলে তা'রে বাউল চাঁদ, এটা তোমার গলার ফাঁদ,
জীবের এই অপরাধ শীঘ্র কর দূর ;
যজি' গৃহীর ধর্ম্ম, সু-স্বধর্ম্ম, শুদ্ধ কর অন্তঃপুর ॥
ন্যাসী-মান-আশা ত্যজি', দীনভাবে কৃষ্ণ ভজি',
স্বভাবগত ধর্ম্ম যজি', নাশ দোষাঙ্কুর ;
তবে কৃষ্ণ পাবে, দুঃখ যাবে, হ'বে তুমি সুচতুর ॥

( ১১ )

কেন ভেকের প্রয়াস ?
হয় অকাল-ভেকে সর্ব্বনাশ।
হ'লে চিত্তশুদ্ধি, তত্ত্ববুদ্ধি, ভেক আপনি এসে হয় প্রকাশ ॥

তুমি শুদ্ধ চিদানন্দ, কৃষ্ণসেবা তোর আনন্দ,
পঞ্চভূতের হাতে প'ড়ে' হায় আছ একটী মেষ ;
এখন সাধুসঙ্গে, চিৎপ্রসঙ্গে, তোমার উপায় অবশেষ ॥
ভেক ধরি' চেষ্টা ক'রে, ভেকের জ্বালায় শেষে মরে,
নেড়ানেড়ি ছড়াছড়ি, আখ্‌ড়া বেঁধে বাস ;
অকাল কুষ্মাণ্ড, যত ভণ্ড, কর্‌ছে জীবের সর্ব্বনাশ ॥
শুক, নারদ, চতুঃসন, ভেকের অধিকারী হন,
তাঁ'দের সমান পার্‌লে হ'তে ভেকে ক'র্‌বে আশ ;
বল তেমন বুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি ক'জন ধরায় ক'র্‌ছে বাস ?
আত্মানাত্ম-সুবিবেকে, প্রেমলতায় চিত্ত-ভেকে,
ভজন-সাধন-বারি-সেকে করহ উল্লাস ;
চাঁদবাউল বলে, এমন হ'লে হ'তে পার্‌বে 'কৃষ্ণদাস' ॥

( ১২ )

হ'য়ে বিষয়ে আবেশ, পেলে মন যাতনা অশেষ।
ছাড়ি রাধাশ্যামে, ব্রজধামে, ভুগ্‌ছো হেথা নানাক্লেশ ॥

মায়াদেবীর কারাগারে, নিজের কর্ম্ম-অনুসারে,
ভূতের বেগার খাট্‌তে খাট্‌তে জীবন ক'র্‌ছ শেষ ;
করি' 'আমি আমার' দেহে আবার ক'র্‌ছ জড়রাগদ্বেষ ॥
কনক-কামিনী-সঙ্গ, ছাড়িও ভাই মিছে রঙ্গ,
গ্রহণ কর বাউল চাঁদের শুদ্ধ উপদেশ ;
ত্যজি' লুকোচুরি, বাউলগিরি, শুদ্ধ রসে কর প্রবেশ ॥

---

## শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-মহিমা

শ্রীরাধার ভাবে যিনি সুবর্ণ-বরণ।
সাঙ্গোপাঙ্গে নবদ্বীপে যাঁ'র সংকীর্ত্তন ॥
কলিতে উপাস্য সেই কৃষ্ণ গৌরহরি।
নবধা ভক্তিতে তাঁ'রে উপাসনা করি ॥
নিগম যাঁহারে ব্রহ্মপুর বলি' গান।
পরব্যোম শ্বেতদ্বীপে বর্ণয় পুরাণ ॥
রসিক পণ্ডিত যাঁ'রে 'ব্রজ' বলি' কয়।
বন্দি সেই নবদ্বীপে চিদানন্দময় ॥

# নবদ্বীপ-মহিমা

কবে আমি নবদ্বীপে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
অন্তর্দ্বীপ-বন-মাঝে পাইব দেখিতে॥
সপার্ষদ গৌরচন্দ্র-নর্ত্তন-বিলাস।
দেখি' প্রেম-মূর্চ্ছাবশে ছাড়িব নিশ্বাস॥
নবদ্বীপ-মহিমা যে শাস্ত্রে নাহি কয়।
স্বপ্নেও সে শাস্ত্র যেন শুনিতে না হয়॥
এ-ধামবৈভবে যা'র না হয় উল্লাস।
তারে যেন নাহি দেখি, না করি সম্ভাষ॥
স্ত্রী-গর্দ্দভী-সঙ্গ-রঙ্গে আর কিবা কাজ।
বিত্ত-পুত্র-বিদ্যাবশে শীঘ্র পড়ু বাজ॥
আর দুঃখ কেন বহু সাধনের জন্য।
অন্তর্দ্বীপাশ্রয়ে এবে হও ভাই ধন্য॥
যথা রত্নচ্ছটাময়ী ভূমি সুকোমল।
খগ-মৃগ যথা অনুরাগেতে বিহ্বল॥
বৃক্ষ-লতা-ফুল-ফলে অদ্ভুত দর্শন।
সেই মায়াপুর হয় আমার জীবন॥

কোটি চিন্তামণি যদি মিলে অন্য স্থানে।
শ্রীহরির বহির্দৃষ্টি যদিও সেখানে॥
তথাপি গোদ্রুম-ধূলি ছাড়ি' এ শরীর।
অন্যত্র না যায় যেন এই বুদ্ধি স্থির॥
সেই মধ্যদ্বীপে গৌরলীলা মধ্যদিনে।
সেই দ্বীপ-লীলা, কৃপা কর এই হীনে॥
ব্রহ্মকুণ্ড, কর মোরে কৃপা বিতরণ।
তব কৃপা-কল্পলতা-ফল মহাধন॥
খগ, মৃগ, তরু, লতা, কুঞ্জ, বাপী, নগ।
জল, স্থল, হ্রদ-আদি সমস্ত সৌভগ॥
বিশিষ্ট কাননময় দেবতা দুর্লভ।
জয় জয় কোলদ্বীপ বৈকুণ্ঠ-বৈভব॥
পদ, চর রুদ্রদ্বীপ-ভূমি-মনোলোভা।
আঁখি, মোর সদা হের মোদদ্রুম-শোভা॥
শুনিয়াছি নবদ্বীপ-গুণগণ যত।
জিহ্বা, তুমি সেই সব গাও অবিরত॥

গৌরাটবী-পরিমল ভজ মোর ঘ্রাণ।
ত্রিভুবনে নাহি নবদ্বীপ হেন স্থান ॥
সেই ধাম গৌরকেলি-স্থলে দেহ মোর।
পুলকিত লুটি' ভজ শ্রীগৌরকিশোর ॥
জগৎ ভ্রমিতে যার গন্ধ নাহি পাই।
সর্ব্ববেদাতীত যা'র পথ হয় ভাই ॥
সেই সুধাসিন্ধুরূপ নবদ্বীপভূমি।
আশ্চর্য্য মাধুর্য্য, চিত্ত, সদা রম তুমি ॥
উজ্জ্বলরসের প্রেম-সিন্ধু-নিস্যন্দিনী।
অপূর্ব্ব রাধিকা-ভাব খেলনানন্দিনী ॥
রাধা-প্রকটিত গৌড়াটবী গৌরাবাস।
রস-পীঠ হৃদে মোর হউন প্রকাশ ॥
দেবরাজ-পূজনীয় জহ্নু মুনিস্থান।
নবদ্বীপ জহ্নুদ্বীপ যাহার আখ্যান ॥
সেই গৌরলীলাস্থলে তৃণ-গুল্মভাব।
পাইলে আশার হয় উল্লাস বিভাব ॥

রাধাকৃষ্ণ সেবা করি', শুদ্ধ ধর্ম্ম সদাচরি',
সেবি' সাধু-পদরজঃ ভাই।
লভিয়া বৈরাগ্য-পার, পাইয়াও রস-সার,
সে রাধা-করুণা নাহি পাই॥
সীমন্তে করিয়া বাস, যেবা হয় গৌরদাস,
সে করুণা শীঘ্র তার হয়।
সকল সাধন ত্যজি', অতএব গৌর ভজি,
শ্রীসীমন্ত কর হে আশ্রয়॥

রাধাকৃষ্ণ-সম্মেলন রসের সাগর।
গৌরাঙ্গের ব্রজ নবদ্বীপ মনোহর॥
সে দুয়ের প্রেমোদ্‌ঘূর্ণ রসলীলাপুর।
নবদ্বীপ হয় ভাই পরম মধুর॥
কৃষ্ণ-পাদপদ্ম-ধ্যান নাহি আমি জানি।
শুকাদির আনুগত্যে নহি অভিমানী॥
অতএব শুভাশুভ যে হউক ফল।
রাধাকুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম আমার সম্বল॥

যে ধামের সীমা বেদ স্পর্শিতে না পারে।
পরানন্দোৎসব গূঢ়রূপে যথা স্ফুরে॥
ব্রহ্মা, শিব যাহার মাধুর্য্য নাহি জানে।
কবে বা বসিব সেই নবদ্বীপ-স্থানে॥
যদিও শরীর মোর খণ্ড খণ্ড হয়।
বিষম বিপত্তি-জাল মস্তকে পড়য়॥
তথাপি গোদ্রুম ছাড়ি' অন্যতীর্থপদে।
না হউ আমার আশা সম্পদে বিপদে॥
কবে বা পতিতপত্রে ক্ষুধা নিবারিয়া
গঙ্গাজলে তৃষ্ণা নাশি' অঞ্জলি ভরিয়া
কৃষ্ণরাসস্থলী দেখি' রস-মগ্নান্তরে।
বসিব শ্রীনবদ্বীপ-কানন-ভিতরে॥
নবদ্বীপ-ধামে যাঁ'র নিশ্চয় বসতি।
অবশ্য হ'য়েছে তাঁ'র সাধু-ধর্ম্মে মতি॥
পুরুষার্থাধিক-তত্ত্ব তাঁ'র করতলে।
ব্রহ্মাদি-প্রণম্য তিনি কৃষ্ণ-কৃপাবলে॥

নমি আমি নবদ্বীপ নাম 'গৌড়পুর'।
যাঁহার পীযূষরস অতীব প্রচুর ॥
খগ-পশু-দ্রুমবল্লীগণকে মাতায়।
প্রেম-মত্ত করি' মোর চিত্তকে নাচায় ॥
অনেক পণ্ডিতগণ একত্র মানসে।
কৃতার্থ মানয় অন্যতীর্থের মানসে ॥
সে সব আমরা নাহি বুঝিবারে পারি।
নবদ্বীপবন মাত্র আশ্রয় বিচারি ॥
সর্ব্বদোষাকর আমি গুণলেশহীন।
দুর্লভ পদার্থ মাগি সর্ব্বাধম দীন ॥
কবে সে উজ্জ্বলভক্তি সারবীজরূপ।
গৌড়াটবী লভি' হ'ব পূর্ণরসকূপ ॥
শুদ্ধোজ্জ্বল প্রেমরস অমৃত অপার।
সাগর অপূর্ব্ব অংশ রাধাদত্তসার ॥
গৌরাঙ্গ-কানন হয় অদ্ভুত এ ভবে।
সেইবন মম গতি কতদিনে হ'বে ॥

সকল সাধনহীন হইয়াও নর।
করে যদি নবদ্বীপ-বনমাঝে ঘর॥
ধামের বিচিত্র শক্তি হঠাৎ তাহারে।
রাধাকান্ত-রাসোৎসবে রতি দিতে পারে॥
আমার স্বজনগণ ছাড়ুক আমারে।
দেহবৃত্তি অচল হউক একেবারে॥
তথাপিও চিদানন্দ নবদ্বীপ হ'তে।
চরণ আমার নাহি যাউ অন্য পথে॥
শ্রীরাধার বনে নবদ্বীপ মহাধন॥
তাহাতে বসিতে বাধা করেন যে জন॥
মাতা, পিতা, বন্ধু, সখা, মিত্র, গুরু আর।
কোনই সম্বন্ধ নাহি আমার তাঁহার॥
কলুষ-স্বরূপ আমি এ ভাগ্য কি পাব।
মরণান্তে শ্রীগোদ্রুমে বসতি করিব॥
সেই বনে রাধাকৃষ্ণ বিহার-সময়।
পদ-জ্যোতিঃ দেখি' হ'বে আনন্দ উদয়॥

যে ধামে প্রবিষ্ট হ'য়ে জঙ্গম স্থাবর।
ঘনানন্দ-মহোৎসবে ভাসে নিরন্তর॥
মায়া যার জড়-দৃষ্টি দিয়াছে নয়নে।
জড়ময় দেখে সেই নবদ্বীপ-বনে॥
অতএব আমার প্রার্থনা গৌড়পুরে।
বসিয়া চিন্ময়স্ফূর্ত্তি পাই এ শরীরে॥
সম্বন্ধ-কৌশলে সেই ধামে প্রবেশিলে।
সর্ব্ব জীবে আনন্দ-সম্বিদ্‌ভাব মিলে॥
অতাত্ত্বিক বহির্ম্মুখ দেখিতে না পায়।
দিউন গৌরাঙ্গপুর আশ্রয় আমায়॥
সম্বন্ধ-আশ্রিত জীবে দোষদৃষ্টি যার।
আনন্দ-স্বরূপে হয় অপরাধ তার॥
যত দিন সেই অপরাধ নাহি যায়।
রাধাকৃষ্ণ-সুসম্বন্ধ মিলিবে কোথায়?
নবদ্বীপবাসী-নিন্দা-রত যেই জন,
যেবা নাহি করে মায়াপুরের পূজন,

অন্য তীর্থে যে মূর্খ গোদ্রুম সম জানে,
মোদদ্রুম-সুখ চিৎ-স্বরূপ না মানে,
সে পাপিষ্ঠ নরাধম সহিত সঙ্গতি,
স্বপ্নেও না হয় যেন—বিষম দুর্গতি ॥
চৌর্য্য, লম্পটতা, দ্বেষ, মৎসরতা, লোভ।
মিথ্যাবাক্য, সুদুর্ব্বাক্য, পরদ্রোহ, স্তোভ ॥
ত্যজিয়া যে জন করে গৌড়পুরাশ্রয়।
বৃন্দাবন-আশা তার বন্ধ্যা নাহি হয় ॥
নবদ্বীপ-বাস লাগি' করয় অধর্ম্ম।
ত্যজে গুরুজন আর সকল-স্বধর্ম্ম ॥
তাহে তার দোষ কিবা, এইমাত্র সার।
যাহে গৌড়বাসবাধা সেই পাপভার ॥
আশ্চর্য্য কারুণ্যপূর্ণ শ্রীগৌড়নগরী।
সর্ব্বশাস্ত্রে লেখে তার মহিমা বিস্তারি' ॥
যে সে রূপে থাকি' জীব নবদ্বীপধামে।
দেহান্তে লভিছে সিদ্ধি শ্রীগৌরাঙ্গ-নামে ॥

ওহে মূর্খ জীব, তুমি লোক-বেদাশ্রয়ে।
আচরি' বহুল ধর্ম্ম আছ ক্লিষ্ট হ'য়ে॥
হঠাৎ ছাড়িয়া সব পথ অনিশ্চিত।
শ্রীগোদ্রুমে পর্ণকুটী করহ বিহিত॥
শাস্ত্র সব নানাবিধ করুক জল্পনা।
অতাত্ত্বিক জন তাহা করুক ধারণা॥
তর্কপটু লঘুমতি বিতর্ক করিয়া।
স্থাপুক বিচিত্র মত দেশে দেশে গিয়া॥
আমরা সে সব ছাড়ি' উজ্জ্বল বিমল,
রস-প্রেম-সুধা-সার যেখানে সম্বল,
সেই রাধা-ভাবান্বিত পুরুষের স্থান,
ছাড়িয়া কোথাও নাহি করিব প্রস্থান॥
অপারকরুণাসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণচরণে।
পড়িয়া কাঁদিয়া আমি বলি সর্ব্বক্ষণে॥
তব অনর্গল প্রেমসিন্ধু গৌরবনে।
কোন জন্মে রতি যেন দিও অকিঞ্চনে॥

চঞ্চল দুর্ম্মতি, আর স্বধর্ম্ম-বিরত।
দুরাচার,গৌরচন্দ্রে সম্বন্ধ-রহিত ॥
কাম-লোভে যথা 'আসি' অত্যুত্তম হয়।
নমি সেই মায়াপুর রসের নিলয় ॥
সর্ব্বসুখসার ভক্তিসুখ সুনির্ম্মল।
'পাই যেই নবদ্বীপে, সেই গৌরস্থল ॥
বেদের নিগূঢ় তত্ত্ব, অচিন্ত্য অপার।
মূঢ়বুদ্ধি-জন তত্ত্ব না জানে তাহার ॥
ভজে অন্য দেব, কিম্বা ব্রহ্মজ্ঞানে রত।
অথবা পশুর ন্যায় ভোগেতে বিব্রত ॥
গঙ্গার পশ্চিম তীরে কোলাটবী তীরে।
ফেলেন স্বশক্তিক্রমে প্রেম-পারাবারে ॥
লক্ষ্মী, শিব, ব্রহ্মা, শুক, অর্জ্জুন, উদ্ধব।
প্রভৃতি না জানে যার অচিন্ত্যবৈভব ॥
আর কি কহিব বৃন্দাবনবাসী জন।
যে রস না পায়, যাহা তথা সংঘটন ॥

সেই শ্রীগোদ্রুমবন অদ্ভুত ব্যাপার।
কবে বা দেখিব পেয়ে রাধা-কৃপা সার॥
দুর্ব্বাসনা-রজ্জু শত-বদ্ধ মম মন।
আকর্ষিয়া নিজ-বলে, হে শচীনন্দন॥
রাধাকুণ্ড শ্রীগোদ্রুমে শ্রীরাধার সহ।
বিহার-সময়ে তব পাদপদ্মে লহ॥
দমিতে ইন্দ্রিয়গণে না পারিনু নাথ।
গুণমাত্র নাহি মোর সর্ব্ব দোষোৎপাত॥
কোথা যাব, কি করিব, গতিহীন আমি।
নবদ্বীপে স্থান দিয়া কৃপা কর, স্বামি॥
জাতি, প্রাণ, ধন, যশ, সদ্ধর্ম্ম আমার।
ক্ষয় হউ, সকলে করুন্ তিরস্কার॥
ব্যাধি-জীর্ণ কলেবর পাউক দুর্গতি।
নবদ্বীপ তথাপি ত্যজিতে নহু মতি॥
প্রকৃতির মধ্যে বা বাহিরে কভু ভাই।
নবদ্বীপ সমান মধুর স্থিতি নাই॥

এই ত সিদ্ধান্ত যাঁ'র, তাঁহার চরণে।
সদা নমস্কার করি আমি মনে মনে॥
ত্রিলোক-শোভিতা গঙ্গাজল শুক্লাম্বরা।
কাঞ্চনচম্পকা ভাসা রসোল্লাসপরা॥
কৃষ্ণপ্রেম-পয়োধর-রসে সম্মোহিনী।
শোভা পায় গৌরাটবী গৌরাঙ্গমোহিনী॥
সুরেন্দ্রবৈভবযুতা যথা তরুগণ।
মহা-রসময়ী ভক্তি-বনিতা-রঞ্জন॥
ব্রহ্মপুর আদি তীর্থগণ যথা স্ফুরে।
হেন নবদ্বীপ কেবা আশ্রয় না করে॥
নবদ্বীপ-বাস-প্রতি নিন্দা যতদিন।
ততদিন মানুষ স্বচ্ছন্দ ভক্তিহীন॥
ততদিন বৃন্দাবনে প্রেমের নিলয়।
গোবিন্দ-পদারবিন্দে ভক্তি নাহি হয়॥
বিদ্যুৎকোটি প্রভাময়ী রাধা-আলিঙ্গিত।
নবজলধর শ্যাম-ধ্যানে সমাহিত॥

উচ্চৈঃস্বরে তীর্থে তীর্থে কাকুতি করিয়া।
গৌরধামে ফিরে কৃতী প্রেমাবিষ্ট হঞা॥
গৌরপাদপদ্মপূত নবখণ্ড বনে।
কবে আমি প্রেমপূর্ণ হ'য়ে মনে মনে॥
প্রতিপদে গলদশ্রুপুলক-উল্লাসে।
'হা গৌরাঙ্গ' বলিয়া লুটিব অনায়াসে॥
পূর্ণোজ্জ্বল প্রেমমূর্ত্তি রাধাভাবময়।
যথা কৃষ্ণ নবদ্বীপে সাক্ষাৎ উদয়॥
সেই গৌরস্থলাশ্রিত হয় যেই জন।
সুভক্তি-রহস্য তা'র এক মাত্র ধন॥
চণ্ডাল, কুক্কুর, খর-সম তিরস্কার।
করুক্, তাহাতে খেদ নাহিক আমার॥
স্নেহজ্ঞানে তুষ্ট হ'য়ে নবখণ্ড বনে।
বসিব সর্ব্বদা আমি বৈরাগ্যের সনে॥
ওহে ভাই, সমস্ত সাধন পরিহরি'।
গৌরস্থলাশ্রয় কর চিত্ত দৃঢ় করি'॥

প্রাক্তন-বাসনা-বশে তোমার হৃদয়।
শরীর-বচন-চেষ্টা করিবে নিশ্চয়॥
বরং আমি নবদ্বীপে খর্পর ধরিয়া।
শ্বপচ-পল্লীতে ভ্রমি ভিক্ষার লাগিয়া॥
তথাপি সুকৃতিলব্ধ দুর্ল্লভ শরীর।
অন্যত্র লইতে ইচ্ছা নাহি করি স্থির॥
ছেঁড়া কাঁথা, কৌপীন ধরিয়া আমি কবে।
দিবসান্তে ফলমূল-ভোজন-গৌরবে॥
নবদ্বীপ-বনভাগে রাধাকৃষ্ণ-কথা।
গাইয়া জীবন মোর কাটাইব তথা॥
প্রকৃতির পর পরব্রহ্ম সুবিমলে।
বেদে যা'কে 'পরব্যোম পরপদ' বলে॥
তাহা-মধ্যভাগে শোভে শ্রীগৌড়মণ্ডল।
তাহে শোভে নবদ্বীপ বৃন্দাবন স্থল॥
নবদ্বীপবাসী জন্তুগণে যত দিন।
স্বানন্দ সচ্চিদ্ভাব না হয় প্রবীণ॥

ততদিন হইয়াও সে ধামে প্রবিষ্ট।
ধাম-অপরাধে নাহি লভে নিজ ইষ্ট॥
নবদ্বীপে স্থাবর জঙ্গমে যেই দিন।
সচ্চিদানন্দ-বুদ্ধি হয় মলহীন॥
সেই দিন রাধাকান্তসেবা যোগ্যরূপ।
লভে জীব ব্রহ্মধামে অতি অপরূপ॥
নবদ্বীপে বস্তুতত্ত্ব করহ বিচার।
সকল বিভব আর সর্ব্বধর্ম্মসার॥
সকল ভজনসার সর্ব্বসিদ্ধি-ফল।
সকল-মাধুর্য্যসার বিহার নির্ম্মল॥
কবে আমি নবখণ্ডে লোকধর্ম্ম ত্যজি'।
মহাপ্রেম-মাধ্বী রসে নিরন্তর মজি'॥
গাইব, হাসিব, আর ভূমিতে লুটিব।
দৌড়িব, কাঁদিব, পড়ি' মূর্চ্ছিত হইব॥
গৌরস্থলে লোকধর্ম্ম, গেহ, দেহ, ভুলি'।
তুল্য নিন্দা-স্তুতি, সুখ-দুঃখে-কুতূহলী॥

উন্মাদ প্রেমেতে মত্ত গ্রহগ্রস্ত মত।
বিচরিব কত দিনে করি' ধামব্রত॥
কৃপামূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-শিক্ষা-অনুসারে।
হরেকৃষ্ণ রামনাম সিদ্ধ মন্ত্রাক্ষরে॥
মহাশ্চর্য্য নামাবলী গাইতে গাইতে।
কবে কৃতার্থ হ'ব এ গৌরস্থলীতে॥
ইন্দ্রনীলমণি বৃক্ষখণ্ড নানামত।
পুরট স্ফটিক পদ্মরাগ-বিনির্ম্মিত॥
রত্নবেদী যেখানে ঝঙ্কারে অলিগণ।
শুক পীক ময়ূরের অপূর্ব্ব দর্শন॥
পদ্মপুষ্প-সুশোভিত নানা সরোবর।
সেই নবদ্বীপ ধামে প্রকৃতির পর॥
সেই ধাম-ধ্যানসুখে নিমগ্ন হইয়া।
বসিব শ্রীগৌরধামে রসেতে ডুবিয়া॥
মধ্যদ্বীপে স্বরাটাখ্য পর্ব্বতের পাশে।
কদম্বমণ্ডিত কেলিকুঞ্জ পরকাশে॥

ভ্রমিতে ভ্রমিতে রাসমণ্ডল দেখিয়া।
প্রেমপূর্ণ হব আমি সুকৃতি স্মরিয়া॥
অনিত্য দুঃখদ পত্নী, পুত্র, বিত্ত ছার।
মুক্তিকথা, বৈকুণ্ঠে পিপাসা নাহি আর॥
রাধাভাবদ্যুতি-মাখা কৃষ্ণলীলাবনে।
একবিন্দু রতিমাত্র মাগি নিজ মনে॥
মস্তক নোয়ায়ে নমি শ্রীগোদ্রুমবন।
বাক্য সদা শ্রীগোদ্রুম করিয়ে কীর্ত্তন॥
সূক্ষ্ম বুদ্ধিযোগে স্মরি শ্রীগোদ্রুম ধাম।
গোদ্রুম ছাড়িয়া মোর অন্য নাই কাম॥
রাধাকান্ত-রতিকন্দ শ্রীগৌরাঙ্গবন।
অবিরত কৃষ্ণভক্তগণের জীবন॥
সেই সব ভক্তজন-চরণের ধূলি।
আশামাত্র করি' আমি বসি গৌরস্থলী॥
নানা কেলিনিকুঞ্জমণ্ডলে সুশোভিত।
নানা সরোবর-বাপী-তড়াগমণ্ডিত॥

নানা গুল্ম-লতাদ্রুমমণ্ডপে বেষ্টিত।
নানাজাতি খগমৃগ দ্বারা উল্লসিত ॥
অনেক বিহারস্থল জ্যোতির্ম্ময় ধামে।
কবে আমি গৌরস্থলে লভিব বিশ্রামে ॥
গদ্গদ বচনে কবে গাব কৃষ্ণনাম।
নয়নধারায় আর্দ্র করিব তদ্ধাম ॥
ভাবেতে হেরিব কবে সে যুগল জ্যোতিঃ।
হেম হরিন্মণি ছবি সুবিহ্বলমতি ॥
রাধাকান্তিবিনোদ-কানন বিনা আন।
না বর্ণিব, না শুনিব, না করিব ধ্যান ॥
জাগ্রতে, স্বপ্নে বা আমি বিনা সেই বন।
না দেখিব-কভু ইথে দৃঢ় মম মন ॥
মন নাহি চাহে সত্যলোকে ব্রহ্মপদ।
বৈকুণ্ঠে পার্ষদ দেহ মুক্তির সম্পদ ॥
নবদ্বীপে বিশুদ্ধ মধুর-ভক্ত-জন-।
গৃহে কৃমি জন্মি, লোভ হয় অনুক্ষণ ॥

হেন দিন কবে মোর উদিবে গগনে।
যবে নবদ্বীপস্পৃষ্ট শরীর দর্শনে ॥
দূর হইতে জীবন সার্থক জ্ঞান করি'।
সাষ্টাঙ্গে পড়িব নমি ধরণী-উপরি ॥
সর্ব্বোত্তম নবদ্বীপ-মাহাত্ম্যে বিস্তর।
না থাকে বিশ্বাস-গন্ধ তাহাতে আমার ॥
সে ধাম-বাসের ইচ্ছা যদ্যপিহ নাই।
তবু যেন ধামগুণ নিরন্তর গাই ॥
অচৈতন্যপ্রায় বিশ্ব, সর্ব্বজ্ঞ যে জনে।
সেও নারে নবদ্বীপ-মাহাত্ম্য-বর্ণনে ॥
প্রচ্ছন্ন সে ধাম নন্দনন্দনের ন্যায়।
ভক্তজনমাত্র জানে সদ্‌গুরু-কৃপায় ॥
কবে নবদ্বীপ-বনে সৈকত-প্রচরে।
'হরেরাম, হরেকৃষ্ণ' বলি' উচ্চৈঃস্বরে ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গৌর করিব দর্শন।
পড়িব বিহ্বল হ'য়ে অচল চরণ ॥

জাহ্নবীর পুলিনে পুলিনে তরুতলে।
বিচরিব আমি কবে 'হরি হরি' ব'লে ॥
পতিত গলিত ফল করিব ভক্ষণ।
ললিতা-তটিনীজলে তৃষ্ণা নিবারণ ॥
সেবিলেই নবদ্বীপ বৃন্দাবন স্ফুরে।
নবদ্বীপ-সেবা বিনা বৃন্দাবন দূরে ॥
যে সেবিল গৌর, তার যশোদানন্দন।
গৌরসেবা বিনা কৃষ্ণে না পায় কখন ॥
এ গৌড়মণ্ডলে নবদ্বীপ বৃন্দাবন।
শচীর তনয় সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
সেই নন্দসুত রাধা-দ্যুতিতে আচ্ছাদিত।
ব্রজের দুর্লভ লীলা করিল বিহিত ॥
বৃন্দাবনে বসি' যেবা জপে 'হরি হরি'।
অপরাধ গেলে পায় কিশোর-কিশোরী ॥
নবদ্বীপে গৌর ক্ষমি' অপরাধচয়।
পরম রসদ ব্রজরস বিতরয় ॥

গৌরাঙ্গ-সম্বন্ধে যাঁর নবদ্বীপে স্থিতি।
করস্থিতি ব্রজ তাঁর সনাতন-রীতি ॥
অন্যত্র শ্রীবৃন্দাবন যে করে সন্ধান।
মরু-মরীচিকা যেন ক্রমে দূরে ভান ॥
বৃন্দাবনে আছে যত বন উপবন।
শ্রীকৃষ্ণলীলার স্থল কে করে গণন ॥
নবদ্বীপে সে সকল আছে স্থানে স্থানে।
গৌররূপে কৃষ্ণলীলা প্রকট কারণে ॥
শ্রীগোক্রমচন্দ্র-লীলা অনন্ত অপার।
গৌরস্থলে চিদ্বিহার নমি বার বার।
গৌরপদাশ্রিতগণে করি নমস্কার।
নমি সদা গৌরচন্দ্র করুণাবতার ॥
ওহে বিশ্বম্ভর, ওহে মহারসময়।
প্রেমসম্পদের মণি, ওহে দয়াময় ॥
ওহে পদ্মাবতীসুত দয়ার্দ্রহৃদয়।
পতিতজনের নাথ, গৌরভক্তিময় ॥

ওহে সীতানাথ, চরাচরের ঈশ্বর।
গৌর আনিবারে মাত্র তুমি শক্তিধর ॥
ওহে গদাধর, ওহে শ্রীবাসাদিগণ।
তুমি সব মম গতি, আমি অকিঞ্চন ॥
শ্রীকৃষ্ণ-রসন লাগি' চৈতন্য-আকার।
পরম অদ্ভুত উদারতাপূর্ণ সার ॥
স্বীয় প্রেমামৃত জীবে দিব, মনে করি'।
পরপদ নবদ্বীপে প্রকটিল হরি ॥
ঔদার্য্যের খনি সেই শচীর কুমার।
তাঁহার চরণে আমি নমি বার বার ॥
শাস্ত্রাভ্যাস, তীর্থাটন-চেষ্টা পরিহরি'।
যোষিদ্ব্যাঘ্র ত্যজ, স্বর্গ ছাড় ঘৃণা করি' ॥
দীনভাবে ভজ বিশ্বম্ভরের চরণ।
নবদ্বীপে রস যেই কৈল বিতরণ ॥
তরিতে সংসারসিন্ধু যদি বাঞ্ছা তব।
সংকীর্ত্তনামৃতাস্বাদে থাকে ইচ্ছা-লব ॥

বাঞ্ছা যদি থাকে প্রেমসমুদ্র-বিহারে।
মায়াপুরে কর বাস জাহ্নবীর তীরে॥
শ্রীগৌড়নগরী ধন্য, ধন্য গঙ্গা তথা।
ধন্য সে নগরবাসী গৌরপদাশ্রিতা॥
নবদ্বীপ বিনা নাহি হেন প্রেমোৎসব।
হা গৌরাঙ্গ, দেখিব কবে তব সে বৈভব॥
দৃষ্ট, স্পৃষ্ট, কীর্ত্তিত বা স্মৃত, উপাসিত।
দূর হৈতে নমিত, আদৃত বা পূজিত॥
হইলেই যেই ধাম দেয় প্রেমসার।
চিৎস্বরূপ সেই গৌরধামে নমস্কার॥
তৃণাপেক্ষা হীন বুদ্ধি মোহন আকার।
মিষ্টবাক্য, বিষয়ে বৈরাগ্য বুদ্ধিসার॥
কৃষ্ণপ্রেমোন্মাদ আর নিরপেক্ষ বুদ্ধি।
পায় জীব-গৌরধামার্চ্চনে সর্ব্বশুদ্ধি॥
গুরুবর বহুতর উপাসনা করি'।
শ্রুতিশাস্ত্র-অধ্যয়নে না পাইয়া হরি॥

গৌরপুর-রাসোৎসুক হ'য়ে ভক্তজন।
পরম রহস্য লাভ করে অনুক্ষণ॥
কাল হৈল কলি, বলী ইন্দ্রিয়নিচয়।
অনেক কণ্টকে ভক্তিমার্গ রুদ্ধ হয়॥
হায়, হায়, কোথা যাব, কি করিব আমি।
যদি নবদ্বীপ, কৃপা নাহি কর তুমি॥
দুষ্কর্ম্মে নিরত সদা দুর্ব্বাসনা ঘোর।
নিগূঢ় আবদ্ধমতি ক্লেশেতে বিভোর॥
কোটি কোটি কুমতি কদর্থ করে মোরে।
নবদ্বীপ বিনা বন্ধু কে বিপদ্ ঘোরে?
কঠিন ঊষর ক্ষেত্র আমার আশয়।
ভক্তিকল্পলতাবীজ অঙ্কুর না হয়॥
তবে এক আশা মোর জাগিছে হৃদয়ে।
নবদ্বীপবাসে শোক স্থান না লভয়ে॥
সংসার-বাসনার্ণবে আমি নিপতিত।
কাম-ক্রোধ-আদি নক্রগ্রস্ত অতি ভীত॥

দুর্ব্বাসনা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ নিরাশ্রয়।
গৌরস্থান, দেহ মোরে কৃপার আশ্রয়॥
স্বয়ং কৃষ্ণ স্বর্ণবর্ণ করুণা করিয়া।
প্রেমানন্দোজ্জ্বলে রস-বপু প্রকটিয়া॥
যেই নবদ্বীপে কৈল ভক্ত্যুৎসবময়।
মন সে মধুর ধামে সতত রময়॥
কবে আমি নবদ্বীপে করিয়া বসতি।
শান্ত মনে পাব গৌরভাবোদিত মতি॥
ব্রজবনে রাধাকৃষ্ণ-সেবা ধ্যান করি'।
ভজিব ব্রজের রস অদ্ভুত মাধুরী॥
অলকানন্দার তটে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
দেখিব সে মিশ্রাবাস অতুল জগতে॥
দ্যুতিময় পরানন্দ সচ্চিদ্বিভূতি।
দুর্ল্লভ গৌরাঙ্গপুর চিচ্ছক্তি-বিভূতি॥
নাহি চাই কাশীবাস, গয়া-পিণ্ডদান।
মুক্তি ভুক্তিসম ত্যজি, কিবা বর্গ আন॥

রৌরবে কি ভয় মম, কি ভয় সংসারে।
শ্রীগোদ্রুমে বাস যদি পাই কৃপাদ্বারে॥
ওহে মূঢ় জন, সূক্ষ্ম দৃষ্টির বিধানে।
মুনিগণা প্রাপ্য ভক্তি করহ সন্ধানে॥
বিশ্বাস অভাবে যদি নাহি সংঘটন।
সব চেষ্টা ছাড়ি' লহ নদীয়া-শরণ॥
বৃন্দাবন নবদ্বীপ—অভেদ-স্বরূপ।
ভিন্ন শতকেও ভাষা লিখি একরূপ॥
গৌরধাম-মহিমা বিশেষ তবু জানি।
'নদীয়া-মহিমায়' বলি কিছু ভিন্না বাণী॥

---

# শ্রীমায়াপুর-মহিমা

সর্ব্বধামশিরোমণি সন্ধিনী-বিলাস।
ষোল ক্রোশ নবদ্বীপ চিদানন্দবাস॥
সর্ব্বতীর্থ-দেব-ঋষি-শ্রুতির বিশ্রাম।
স্ফুরুক নয়নে মম নবদ্বীপ ধাম॥
মাথুরমণ্ডলে ষোল ক্রোশ বৃন্দাবন।
গৌড়ে নবদ্বীপ তথা দেখুক নয়ন॥
একের প্রকাশ দুই অনাদি চিন্ময়।
প্রভুর বিলাস-ভেদে শুদ্ধধামদ্বয়॥
প্রভুর অচিন্ত্য শক্তি অনাদি চিন্ময়ে।
জীব নিস্তারিতে আনে প্রপঞ্চনিলয়ে॥
সেই কৃষ্ণকৃপাবলে জড়-বদ্ধ জন।
বৃন্দাবন নবদ্বীপ করুক দর্শন॥
যোগ্যতা লভিয়া সব জীবেন্দ্রিয়গণ।
চিন্ময় বিশেষ সুধা করে আস্বাদন॥

অযোগ্য ইন্দ্রিয় তাহা আস্বাদিতে নারে ।
ক্ষুদ্র জড় বলি' তারে নিন্দে বারে বারে ॥
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্ত-কৃপা-যোগ্যতা-কারণ ।
জীবে দয়া সাধুসঙ্গে লভে ভক্তজন ॥
জ্ঞান-কর্ম্মযোগে সেই যোগ্যতা না হয় ।
শ্রদ্ধাবলে সাধুসঙ্গে করে জড় জয় ॥
জড় জাল জীবেন্দ্রিয়ে ছাড়ে যেই ক্ষণ ।
জীবচক্ষু করে ধাম-শোভা দরশন ॥
আহা কবে সে অবস্থা হইবে আমারে ।
দেখিব শ্রীনবদ্বীপ জড়মায়াপারে ॥
অষ্টদল পদ্মনিভ ধাম নিরমল ।
কোটি চন্দ্রজ্যোৎস্না জিনি' অতীব শীতল ॥
কোটি সূর্য্যপ্রভা জিনি' অতি তেজোময় ।
আমার নয়নপথে হইবে উদয় ॥
অষ্টদ্বীপ অষ্টদল মধ্যে দ্বীপবর ।
অন্তর্দ্বীপ নাম তার অতীব সুন্দর ॥

তার মধ্য-ভাগে যোগপীঠ মায়াপুর।
দেখিয়া আনন্দ লাভ করিব প্রচুর॥
'ব্রহ্মপুর' বলি শ্রুতিগণ যাকে গায়।
মায়ামুক্ত চক্ষে আহা মায়াপুর ভায়॥
সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল নাম মহাবন।
যথা নিত্য লীলা করে শ্রীশচীনন্দন॥
ব্রজে সেই ধাম গোপগোপীগণালয়।
নবদ্বীপে শ্রীগোকুল দ্বিজবাস রয়॥
জগন্নাথ মিশ্র গৃহ পরম পাবন।
মায়াপুরমধ্যে শোভে নিত্য নিকেতন॥
মায়াজালাবৃত চক্ষু দেখে ক্ষুদ্রাগার।
জড়ময় ভূমি, জল, দ্রব্য যত আর॥
মায়া কৃপা করি' জাল উঠায় যখন।
আঁখি দেখে সুবিশাল চিন্ময় ভবন॥
যথা নিত্য-মাতাপিতা, দাসদাসীগণ।
শ্রীগৌরাঙ্গে সেবে, প্রেমে মত্ত অনুক্ষণ॥

লক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়া সেবে প্রভুর চরণ।
পঞ্চতত্ত্বাত্মক প্রভু অপূর্ব্ব দর্শন॥
নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত সেই মায়াপুরে।
গদাধর শ্রীবাসাদি স্থানে স্থানে স্ফুরে॥
অসংখ্য বৈষ্ণবালয় চতুর্দ্দিকে ভায়।
হেন মায়াপুর কৃপা করুন আমায়।
নৈঋর্তে যমুনা গঙ্গা স্বসৌভাগ্য গণি'।
নাগরূপে সেবা করে গোরা দ্বিজমণি॥
ভাগীরথীতটে বহু ঘাট দেবালয়।
প্রৌঢ়ামায়া, বৃদ্ধ শিব, উপবনচয়॥
অসংখ্য ব্রাহ্মণগৃহ মায়াপুরে হয়।
রাজপথ, চত্বর, বিপিন, শিবালয়॥
পূর্ব্ব-দক্ষিণেতে এক সরস্বতী-ধার।
নিরবধি বহে ঈশোদ্যান তটে যার॥
এসব বৈভব নিত্য চিন্ময় অপার।
কেন পাবে কলিজীব মায়াবদ্ধ ছার॥

ত্রিনদী-ভাঙ্গন-ছলে লুকাইল মায়া।
জড় চক্ষু দেখে মাত্র মায়াপুর-ছায়া ॥
সশক্তিক নিত্যানন্দকৃপাবলক্রমে।
স্ফুরুক নয়নে মায়াপুরী সসম্ভ্রমে।
শ্রীগৌরাঙ্গ-গৃহলীলা করি' দরশন।
অতি ধন্য হই এই মূঢ় অকিঞ্চন ॥

---

## শ্রীশ্রীনরোত্তমপ্রভোরষ্টকম্

শ্রীকৃষ্ণতানামৃতবর্ষিবক্ত্র-
চন্দ্রপ্রভাধ্বস্ততমোভরায়।
গৌরাঙ্গদেবানুচরায় তস্মৈ
নমো নমঃ শ্রীলনরোত্তমায় ॥ ১ ॥
সংকীর্ত্তনানন্দজমন্দহাস্য-
দন্তদ্যুতিদ্যোতিততিমুখায়।
স্বেদাশ্রুধারাস্নপিতায় তস্মৈ
নমো নমঃ শ্রীলনরোত্তমায় ॥ ২ ॥

মৃদঙ্গনাদশ্রুতিমাত্রচঞ্চৎ-
পদাম্বুজদ্বন্দ্বমনোহরায় ।
সদ্যঃ সমুদ্যৎপুলকায় তস্মৈ
নমো নমঃ শ্রীলনরোত্তমায় ॥ ৩ ॥
গন্ধর্ব্বগর্ব্বক্ষপণস্বলাস্য-
বিস্মাপিতাশেষকৃতিব্রজায় ।
স্বসৃষ্টগানপ্রথিতায় তস্মৈ
নমো নমঃ শ্রীলনরোত্তমায় ॥ ৪ ॥
আনন্দমূর্চ্ছাবনিপাতভাত-
ধূলিভরালঙ্কৃতবিগ্রহায় ।
যদ্দর্শনং ভাগ্যভরেণ তস্মৈ
নমো নমঃ শ্রীলনরোত্তমায় ॥ ৫ ॥
স্থলে স্থলে যস্য কৃপাপ্রপাভিঃ
কৃষ্ণান্যতৃষ্ণা জনসংহতীনাম্ ।
নির্ম্মূলিতা এব ভবন্তি তস্মৈ
নমো নমঃ শ্রীলনরোত্তমায় ॥ ৬ ॥

যদ্ভক্তিনিষ্ঠোপলরেখিকেব
স্পর্শঃ পুনঃ স্পর্শমণীব যস্য।
প্রামাণ্যমেবং শ্রুতিবদ্যদীয়ং
তস্মৈ নমঃ শ্রীলনরোত্তমায় ॥ ৭ ॥
মূর্ত্তৈব ভক্তিঃ কিময়ং কিমেষ
বৈরাগ্যসারস্তনুমান্ লোকে।
সংভাব্যতে যঃ কৃতিভিঃ সদৈব
তস্মৈ নমঃ শ্রীলনরোত্তমায় ॥ ৮ ॥
শ্রীরাধিকাকৃষ্ণবিলাসসিন্ধৌ
নিমজ্জতঃ শ্রীলনরোত্তমস্য।
পঠেদ্য এবাষ্টকমেতদুচ্চৈ-
রসৌ তদীয়াং পদবীং প্রযাতি ॥ ৯ ॥
কারুণ্যদৃষ্টিশমিতাশ্রিতমস্তকোটি-
রম্যাধরোত্তদতিসুন্দরদন্তকান্তিঃ।
শ্রীমন্নরোত্তমমুখাম্বুজমন্দহাস্যং
লাস্যং তনোতু হৃদি মে বিতরৎস্বদাস্যম্ ॥১০॥

রাজন্মৃদঙ্গকরতালকলাভিরামং
গৌরাঙ্গগানমধুপানভরাভিরামম্।
শ্রীমন্নরোত্তমপদাম্বুজমঞ্জুনৃত্যং
ভৃত্যং কৃতার্থয়তু মাং ফলিতেষ্টকৃত্যম্ ॥১১॥
ইতি শ্রীমন্নরোত্তম প্রভোরষ্টকং সমাপ্তম্।

---

## আচার্য্য-বন্দনা

( সত্যানুরাগীর জন্য )

জয়রে জয়রে জয়, পরমহংস মহাশয়,
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী।
গোস্বামী ঠাকুর জয়, পরম করুণাময়,
দীনহীন অগতির গতি ॥
নীলাচলে হইয়া উদয়।
শ্রীগৌড়মণ্ডলে আসি' প্রেমভক্তি পরকাশি'
জীবের নাশিলা ভব-ভয় ॥

তোমার মহিমা গাই, হেন সাধ্য মোর নাই,
তবে পারি, যদি দেহ' শক্তি।
বিশ্বহিতে অবিরত, আচার-প্রচারে রত,
বিশুদ্ধ শ্রীরূপানুগা ভক্তি॥
শ্রীপাট খেতরি-ধাম, ঠাকুর শ্রীনরোত্তম,
তোমাতে তাঁহার গুণ দেখি॥
শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত-সার, শুনি' লাগে চমৎকার,
কুতার্কিক দিতে নারে ফাঁকি॥
শুদ্ধভক্তি-মত যত, উপধর্ম্ম-কবলিত,
হেরিয়া লোকের মনে ত্রাস।
হানি' সুসিদ্ধান্ত-বাণ, উপধর্ম্ম খান খান,
সজ্জনের বাড়া'লে উল্লাস॥
স্মার্ত্তমত-জলধর, শুদ্ধভক্তি রবি-কর,
আচ্ছাদিল ভাবিয়া অন্তরে।
শাস্ত্রসিন্ধু-মন্থনেতে, সুসিদ্ধান্ত-ঝঞ্ঝাবাতে,
উড়াইলা দিগ্‌দিগন্তরে॥

স্থানে স্থানে কত মঠ, স্থাপিয়াছ নিষ্কপট,
প্রেমসেবা শিখাইতে জীবে।
মঠের বৈষ্ণবগণ, করে সদা বিতরণ,
হরিগুণ-কথামৃত ভবে॥
শুদ্ধভক্তি-মন্দাকিনী, বিমল প্রবাহ আনি'
শীতল করিলা তপ্তপ্রাণ।
দেশে দেশে নিষ্কিঞ্চন, প্রেরিলা বৈষ্ণবগণ,
বিস্তারিতে হরিগুণগান॥
পূর্ব্বে যথা গৌরহরি, মায়াবাদ ছেদ করি'
বৈষ্ণব করিলা কাশীবাসী।
বৈষ্ণবদর্শন সূক্ষ্ম, বিচারে তুমি হে দক্ষ,
তেমতি তোষিলা বারাণসী॥
দৈববর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম, হরিভক্তি যার মর্ম্ম,
শাস্ত্রযুক্ত্যে করিলা নিশ্চয়।
জ্ঞান-যোগ-কর্ম্মচয়, মূল্য তার কিছু নয়,
ভক্তির বিরোধী যদি হয়॥

শ্রীগৌড়মণ্ডল ভূমি, ভক্তসঙ্গে পরিক্রমি'
সুকীর্ত্তি স্থাপিলা মহাশয়।
অভিন্ন ব্রজমণ্ডল, গৌড়ভূমি প্রেমোজ্জ্বল,
প্রচার হইল বিশ্বময়॥
কুলিয়াতে পাষণ্ডীরা, অত্যাচার কৈল যা'রা
তা-সবার দোষ ক্ষমা করি'।
জগতে কৈলে ঘোষণা "তরোরিব সহিষ্ণুনা"
হন "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"
শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজ- সভামধ্যে "পাত্ররাজ,"
উপাধি-ভূষণে বিভূষিত।
বিশ্বের মঙ্গল লাগি' হইয়াছ সর্ব্বত্যাগী,
বিশ্ববাসী জন-হিতে রত॥
করিতেছ উপকার, যা'তে পর-উপকার
লভে জীব শ্রীকৃষ্ণ-সেবায়।
দূরে যায় ভব-রোগ, খণ্ডে যাহে কর্ম্মভোগ,
হরিপাদপদ্ম যা'তে পায়॥

জীব মোহ-নিদ্রাগত, জাগা'তে বৈকুণ্ঠদূত,
"গৌড়ীয়" পাঠাও ঘরে ঘরে।
"উঠরে উঠরে ভাই, আরত সময় নাই,
'কৃষ্ণ ভজ' বলে উচ্চৈঃস্বরে ॥"
তোমার মুখারবিন্দ- বিগলিত মকরন্দ,
সিঞ্চিত অচ্যুত-গুণগাথা।
শুনিলে জুড়ায় প্রাণ, তমো-মোহ অন্তর্দ্ধান,
দূরে যায় হৃদয়ের ব্যথা ॥
জানি আমি মহাশয়, যশো-বাঞ্ছা নাহি হয়,
বিন্দুমাত্র তোমার অন্তরে।
তব গুণ বীণাধারী, মোর কণ্ঠ-বীণা ধরি'
অবশেতে বলায় আমারে ॥
বৈষ্ণবের গুণ-গান, করিলে জীবের ত্রাণ,
শুনিয়াছি সাধুগুরুমুখে।
কৃষ্ণভক্তি সমুদয়, জনম সফল হয়,
এ ভব-সাগর তরে সুখে ॥

তে কারণে প্রয়াস, যথা বামনের আশ,
গগনের চাঁদ ধরিবারে।
অদোষ-দরশী তুমি, অধম পতিত আমি,
নিজগুণে ক্ষমিবা আমারে॥
শ্রীগৌরাঙ্গ-পারিষদ্ ঠাকুর-ভক্তিবিনোদ,
দীনহীন-পতিতের বন্ধু।
কলিতমো বিনাশিতে, আনিলেন অবনীতে,
তোমা' অকলঙ্ক পূর্ণ ইন্দু॥
কর কৃপা বিতরণ, প্রেমসুধা অনুক্ষণ
মাতিয়া উঠুক জীবগণ।
হরিনাম-সংকীর্ত্তনে নাচুক জগত-জনে,
বৈষ্ণব-দাসের নিবেদন॥

---

# শ্রীশ্রীষড়্‌গোস্বাম্যষ্টকম্

কৃষ্ণোৎকীর্ত্তন-গান-নর্ত্তনপরৌ প্রেমামৃতাম্ভোনিধী
ধীরাধীরজন-প্রিয়ৌ প্রিয়করৌ নির্ম্মৎসরৌ পূজিতৌ।
শ্রীচৈতন্য-কৃপাভরৌ ভুবিভুবো ভারাবহন্তারকৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ১ ॥
নানাশাস্ত্র-বিচারণৈকনিপুণৌ সদ্ধর্ম্ম-সংস্থাপকৌ
লোকানাং হিতকারিণৌ ত্রিভুবনে মান্যৌ শরণ্যাকরৌ।
রাধাকৃষ্ণ-পদারবিন্দভজনানন্দেন মত্তালিকৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ২ ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ-গুণানুবর্ণন-বিধৌ শ্রদ্ধা-সমৃদ্ধ্যন্বিতৌ
পাপোত্তাপ-নিকৃন্তনৌ তনুভৃতাং গোবিন্দগানামৃতৈঃ।
আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধনৈকনিপুণৌ কৈবল্য-নিস্তারকৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীবগোপালকৌ ॥ ৩ ॥

ত্যক্ত্বা তূর্ণমশেষ-মণ্ডলপতিশ্রেণীং সদা তুচ্ছবৎ
ভূত্বা দীনগণেশকৌ করুণয়া কৌপীনকন্থাশ্রিতৌ।
গোপীভাব-রসামৃতাব্ধি-লহরী-কল্লোল-মগ্নৌ মুহু-
র্বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীবগোপালকৌ॥ ৪॥
কুজৎ-কোকিল-হংস-সারস-গণাকীর্ণে ময়ূরাকুলে
নানারত্ন-নিবদ্ধ-মূল-বিটপ-শ্রীযুক্ত-বৃন্দাবনে।
রাধাকৃষ্ণমহর্নিশং প্রভজতৌ জীবার্থদৌ যৌ মুদা
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ॥ ৫॥
সংখ্যাপূর্ব্বক-নামগান-নতিভিঃ কালাবসানীকৃতৌ
নিদ্রাহার-বিহারকাদি-বিজিতৌ চাত্যন্তদীনৌ চ যৌ।
রাধাকৃষ্ণগুণস্মৃতের্মধুরিমানন্দেন সম্মোহিতৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীবগোপালকৌ॥ ৬॥
রাধাকুণ্ড-তটে কলিন্দতনয়া-তীরে চ বংশীবটে
প্রেমোন্মাদ-বশাদশেষ-দশয়া গ্রস্তৌ প্রমত্তৌ সদা।
গায়ন্তৌ চ কদা হরের্গুণবরং ভাবাভিভূতৌ মুদা
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ॥ ৭॥

হে রাধে ব্রজদেবিকে চ ললিতে হে নন্দসূনো কুতঃ
শ্রীগোবর্দ্ধন-কল্পপাদপ-তলে কালিন্দীবন্যে কুতঃ।
ঘোষন্তাবিতি সর্ব্বতো ব্রজপুরে খেদৈর্মহাবিহ্বলৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীবগোপালকৌ ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভু-বিরচিতং
শ্রীশ্রীষড়্‌গোস্বামী-গুণলেশসূচকাষ্টকং সম্পূর্ণম্‌।

# শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা

( ১ )

## লালসাময়ী

'গৌরাঙ্গ' বলিতে হবে পুলক শরীর।
'হরি হরি' বলিতে নয়নে ব'বে নীর॥
আর কবে নিতাইচাঁদের করুণা হইবে।
সংসারবাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥
রূপ-রঘুনাথ-পদে হইবে আকুতি।
কবে হাম বুঝব সে যুগলপীরিতি॥
রূপ-রঘুনাথ-পদে রহু মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তমদাস॥

( ২ )

## সংপ্রার্থনাত্মিকা

রাধাকৃষ্ণ ! নিবেদন এই জন করে।
দোঁহে অতি রসময়, সকরুণ-হৃদয়,
অবধান কর নাথ মোরে ॥
হে কৃষ্ণ গোকুলচন্দ্র, গোপীজন-বল্লভ,
হে কৃষ্ণপ্রেয়সী-শিরোমণি।
হেমগৌরী শ্যাম-গায় শ্রবণে পরশ পায়,
গুণ শুনি' জুড়ায় পরাণী ॥
অধম দুর্গতি জনে, কেবল করুণা মনে,
ত্রিভুবনে এ যশঃ-খেয়াতি।
শুনিয়া সাধুর মুখে, শরণ লইনু সুখে,
উপেখিলে নাহি মোর গতি ॥

জয় রাধে, জয় কৃষ্ণ, জয়জয় রাধে কৃষ্ণ,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয়জয় রাধে।
অঞ্জলি মস্তকে করি' নরোত্তম ভূমে পড়ি'
কহে দোঁহে পুরাও মনঃসাধে॥

( ৩ )

## দৈন্যবোধিকা

হরি হরি! কি মোর করমগতি মন্দ।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণপদ, না ভজিনু তিল-আধ,
না বুঝিনু রাগের সম্বন্ধ॥
স্বরূপ, সনাতন, রূপ, রঘুনাথ ভট্টযুগ,
ভূগর্ভ, শ্রীজীব, লোকনাথ।
ইহাঁ সভার পাদপদ্ম, না সেবিনু তিল আধ,
আর কিসে পূরিবেক সাধ॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজ, রসিক ভকতমাঝ,
যেঁহো কৈল চৈতন্যচরিত।
গৌর-গোবিন্দ-লীলা, শুনিতে গলয়ে শিলা,
তাহাতে না হৈল মোর চিত॥
সে সব ভকত-সঙ্গ, যে করিল তার সঙ্গ,
তার সঙ্গে কেনে নহিল বাস।
কি মোর দুখের কথা, জনম গোঙা'নু বৃথা,
ধিক্ ধিক্ নরোত্তমদাস॥

( ৪ )

হরি হরি! বিফলে জনম গোঙাইনু।
মনুষ্যজনম পাইয়া, রাধাকৃষ্ণ না ভজিয়া,
জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু॥
গোলোকের প্রেমধন, হরিনামসঙ্কীর্ত্তন,
রতি না জন্মিল কেনে তায়।
সংসার-বিষানলে, দিবানিশি হিয়া জ্বলে,
জুড়াইতে না কৈনু উপায়॥

ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই, শচীসুত হৈল সেই,
বলরাম হইল নিতাই।
দীনহীন যত ছিল, হরিনামে উদ্ধারিল,
তার সাক্ষী জগাই মাধাই॥
হা হা প্রভু নন্দসুত, বৃষভানুসুতাযুত,
করুণা করহ এইবার।
নরোত্তমদাস কয়, না ঠেলিহ রাঙ্গা পায়,
তোমা বিনে কে আছে আমার॥

( ৫ )

প্রাণেশ্বর! নিবেদন এইজন করে।
গোবিন্দ গোকুলচন্দ্র, পরম আনন্দকন্দ,
গোপীকুলপ্রিয় দেখ মোরে॥
তুয়া পাদপদ্মসেবা, এই ধন মোরে দিবা,
তুমি নাথ করুণার নিধি।
পরম মঙ্গল যশ, শ্রবণে পরম রস,
কার কিবা কার্য্য নহে সিদ্ধি॥

দারুণ সংসারগতি, বিষম-বিষয়-মতি,
তুয়া বিস্মরণ-শেল বুকে।
জরজর তনু মন, অচেতন অনুক্ষণ,
জীয়ন্তে মরণ ভেল দুঃখে॥
মো-হেন অধম জনে, কর কৃপানিরীক্ষণে,
দাস করি' রাখ বৃন্দাবনে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নাম, প্রভু মোর গৌরধাম,
নরোত্তম লইল শরণে॥

( ৬ )

হরি হরি! কৃপা করি' রাখ নিজপদে!
কাম ক্রোধ ছয় জনে, লঞা ফিরে নানা স্থানে,
বিষয় ভুঞ্জায় নানামতে॥
হইয়া মায়ার দাস করি' নানা অভিলাষ,
তোমার স্মরণ গেল দূরে।
অর্থলাভ এই আশে, কপট-বৈষ্ণব-বেশে,
ভ্রমিয়া বুলয়ে ঘরে ঘরে॥

অনেক দুঃখের পরে, লয়েছিলে ব্রজপুরে,
কৃপাডোর গলায় বান্ধিয়া।
দৈবমায়া বলাৎকারে খসাইয়া সেই ডোরে,
ভব-কূপে দিলেক ডারিয়া॥
পুনঃ যদি কৃপা করি' এ জনারে কেশে ধরি'
টানিয়া তুলহ ব্রজধামে।
তবে সে দেখিয়ে ভাল, নতুবা পরাণ গেল,
কহে দীন দাসনরোত্তমে॥

( ৭ )

হরি হরি! বড় শেল মরমে রহিল।
পাইয়া দুর্লভ তনু, শ্রীকৃষ্ণভজন বিনু,
জন্ম মোর বিফল হইল॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন হরি, নবদ্বীপে অবতরি'
জগৎ ভরিয়া প্রেম দিল।
মুঞি সে পামরমতি, বিশেষে কঠিন অতি,
তেঁই মোরে করুণা নহিল॥

স্বরূপ, সনাতন, রূপ, রঘুনাথ ভট্টযুগ,
তাহাতে না হৈল মোর মতি।
দিব্য চিন্তামণিধাম, বৃন্দাবন হেন স্থান,
সেই ধামে না কৈনু বসতি॥
বিশেষ বিষয়ে মতি, নহিল বৈষ্ণবে রতি,
নিরন্তর খেদ উঠে মনে।
নরোত্তমদাস কহে, জীবার উচিত নহে,
শ্রীগুরুবৈষ্ণব-সেবা বিনে॥

## প্রার্থনা দৈন্যবোধিকা

( ৮ )

হরি হরি! কি মোর করম অভাগ।
বিফলে জীবন গেল, হৃদয়ে রহিল শেল,
নাহি ভেল হরি-অনুরাগ॥

যজ্ঞ, দান, তীর্থস্নান, পুণ্যকর্ম্ম, জপ, ধ্যান,
অকারণে সব গেল মোহে।
বুঝিলাম মনে হেন, উপহাস হয় যেন,
বস্ত্রহীন অলঙ্কার দেহে॥
সাধুমুখে কথামৃত, শুনিয়া বিমল চিত
নাহি ভেল অপরাধ-কারণ।
সতত অসৎ-সঙ্গ, সকলি হইল ভঙ্গ,
কি করিব আইলে শমন॥
শ্রুতি স্মৃতি সদা রবে' শুনিয়াছি এই সবে,
হরিপদ অভয় শরণ।
জনম লইয়া সুখে, কৃষ্ণ না বলিনু মুখে,
না করিনু সেরূপ-ভাবন॥
রাধাকৃষ্ণ দুঁহু-পায়, তনু মন রহু তায়,
আর দূরে যাউক বাসনা।
নরোত্তমদাসে কয়, আর মোর নাহি ভয়,
তনু মন সঁপিনু আপনা॥

# অভীষ্ট লালসা

( ৯ )

হরি হরি ! হেন দিন হইবে আমার।

দুঁহু অঙ্গ পরশিব, দুঁহু অঙ্গ নিরখিব,

সেবন করিব দোঁহাকার ॥

ললিতা-বিশাখা-সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে,

মালা গাঁথি' দিব নানা ফুলে।

কনকসম্পুট করি' কর্পূর তাম্বূল পূরি'

যোগাইব অধরযুগলে ॥

রাধাকৃষ্ণ, বৃন্দাবন, এই মোর প্রাণধন,

এই মোর জীবন-উপায়।

জয় পতিতপাবন, দেহ মোরে এই ধন,

তোমা বিনে অন্য নাহি ভায়

শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, অধম জনার বন্ধু,
লোকনাথ লোকের জীবন।
হা হা! প্রভু কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া,
নরোত্তম লইল শরণ॥

( ১০ )

হরি হরি! কবে মোর হইবে সুদিনে।
কেলিকৌতুকরঙ্গে করিব সেবনে॥
ললিতা বিশাখা সনে, যতেক সঙ্গীর গণে,
মণ্ডলী করিব দোঁহ মেলি'।
রাই কানু করে ধরি' নৃত্য করে ফিরি' ফিরি,'
নিরখি' গোঙা'ব কুতূহলী॥
অলস-বিশ্রাম-ঘরে, গোবর্দ্ধন গিরিবরে,
রাইকানু করিবে শয়ন।
নরোত্তমদাসে কয়, এই যেন মোর হয়,
অনুক্ষণ চরণ সেবন॥

( ১১ )

গোবর্দ্ধন গিরিবর, কেবল নির্জ্জন স্থল,
রাই কানু করিবে শয়নে।
ললিতা বিশাখা সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে,
সুখময় রাতুল চরণে॥
কনক সম্পুট করি' কর্পূর তাম্বুল ভরি'
যোগাইব বদনকমলে।
মণিময় কিঙ্কিণী, রতন নূপুর আনি',
পরাইব চরণযুগলে॥
কনক কটোরা পূরি' সুগন্ধি চন্দন বুরি,
দোঁহাকার শ্রীঅঙ্গে ঢালিব।
গুরুরূপা সখী বামে, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠামে,
চামরের বাতাস করিব॥
দোঁহার কমল আঁখি, পুলক হইয়া দেখি'
দুঁহু পদ পরশিব করে।
চৈতন্যদাসের দাস, মনে মাত্র অভিলাষ,
নরোত্তমদাসে সদা স্ফুরে॥

( ১২ )

হরি হরি ! আর কি এমন দশা হব।
কবে বৃষভানুপুরে, আহিরী গোপের ঘরে
তনয়া হইয়া জনমিব ॥
যাবটে আমার কবে এ পাণি-গ্রহণ হবে
বসতি করিব কবে তায়।
সখীর পরম শ্রেষ্ঠ, যে তাঁহার হয় প্রেষ্ঠ,
সেবন করিব তাঁর পায় ॥
তেঁহ কৃপাবান্ হৈঞা, রাতুল চরণে লঞা,
আমারে করিবে সমর্পণ।
সফল হইবে দশা, পূরিবে মনের আশা,
সে দুঁহার যুগল-চরণ ॥
বৃন্দাবনে দুইজন, চতুর্দ্দিকে সখীগণ,
সেবন করিব অবশেষে।
সখীগণ চারিভিতে, নানা যন্ত্র লৈঞা হাতে,
দেখিব মনের অভিলাষে ॥

দুহু চাঁদমুখ দেখি' জুড়াবে তাপিত আঁখি,
নয়নে বহিবে অশ্রুধার।
বৃন্দার নিদেশ পাব, দোঁহার নিকটে যাব,
হেন দিন হইবে আমার ॥
শ্রীরূপমঞ্জরী সখী, মোরে অনাথিনী দেখি'
রাখিবে রাতুল দুটি পা'য়।
নরোত্তমদাস ভণে, প্রিয়নর্ম্মসখীগণে,
কবে দাসী করিবে আমায় ॥

( ১৩ )

হরি হরি! আর কি এমন দশা হব।
ছাড়িয়া পুরুষদেহ, কবে বা প্রকৃতি হব,
দুঁহু অঙ্গে চন্দন পরাব ॥
টানিয়া বাঁধিব চূড়া, নব গুঞ্জাহারে বেড়া,
নানা ফুলে গাঁথি দিব হার।
পীতবসন অঙ্গে পরাইব সখী-সঙ্গে,
বদনে তাম্বুল দিব আর ॥

দুঁহু রূপ মনোহারী, হেরিব নয়ন ভরি'
নীলাম্বরে রাই সাজাইয়া।
নবরত্ন-জরি আনি, বান্ধিব বিচিত্র বেণী,
তাহে ফুল মালতী গাঁথিয়া॥
সেই রূপমাধুরী, দেখিব নয়ন ভরি,'
এই করি মনে অভিলাষ।
জয় রূপ সনাতন, দেহ মোরে এই ধন,
নিবেদয়ে নরোত্তম দাস।

( ১৪ )

কুসুমিত বৃন্দাবনে, নাচত শিখিগণে,
পিককুল, ভ্রমর ঝঙ্কারে।
প্রিয় সহচরী সঙ্গে, গাইয়া যাইবে রঙ্গে,
মনোহর নিকুঞ্জ-কুটীরে।
হরি হরি! মনোরথ ফলিবে আমারে।
দুঁহুক মন্থর গতি, কৌতুকে হেরব অতি,
অঙ্গ ভরি পুলক অন্তরে॥

চৌদিকে সখীর মাঝে, রাধিকার ইঙ্গিতে
চিরুণী লইয়া করে করি'।
কুটিল কুন্তল সব, বিথারিয়া আঁচরব,
বনাইব বিচিত্র কবরী॥
মৃগমদ মলয়জ, সব অঙ্গে লেপব,
পরাইব মনোহর হার।
চন্দন কুঙ্কুমে, তিলক বনাইব,
হেরব মুখ সুধাকর॥
নীল পট্টাম্বর, যতনে পরাইব,
পায়ে দিব রতন-মঞ্জীরে।
ভৃঙ্গারের জলে রাঙ্গা চরণ ধোয়াইব,
মুছব আপন চিকুরে॥
কুসুম-কমলদলে, শেষ বিছাইব,
শয়ন করাব দোঁহাকারে।
ধবল চামর আনি, মৃদু মৃদু বীজব,
ছরমিত ছুঁহুক শরীরে॥

কনকসম্পুট করি' কর্পূর তাম্বুল ভরি'
যোগাইব দোঁহার বদনে।
অধরসুধারসে, তাম্বুল-সুবাসে,
ভোখব অধিক যতনে॥
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, লোকনাথ দীনবন্ধু,
মুই-দীনে কর অবধান।
রাধাকৃষ্ণ, বৃন্দাবন, প্রিয়নর্ম্মসখীগণ,
নরোত্তম মাগে এই দান॥

## পুনঃ স্বাভীষ্ট-লালসা

( ১৫ )

হরি হরি! কবে মোর হইবে সুদিন।
গোবর্দ্ধন-গিরিবরে, পরম নিভৃত ঘরে,
রাই কানু করাব শয়ন॥

ভৃঙ্গারের জলে রাঙ্গা- চরণ ধোয়াইব,
মুছব আপন চিকুরে।
কনকসম্পুট করি, কর্পূর তাম্বুল পূরি'
যোগাইব দুঁহুক অধরে॥
প্রিয়সখীগণ-সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে,
চরণ সেবিব নিজ করে।
দুঁহুক কমল-দিঠি, কৌতুকে হেরব,
দুঁহু অঙ্গ পুলক অন্তরে॥
মল্লিকা মালতী যূথি, নানা ফুলে মালা গাঁথি'
কবে দিব দোঁহার গলায়।
সোণার কটোরা করি' কর্পূর চন্দন ভরি'
কবে দিব দোঁহাকার গায়॥
আর কবে এমন হব, দুঁহু মুখ নিরখিব,
লীলারস নিকুঞ্জশয়নে।
শ্রীকুন্দলতার সঙ্গে, কেলি কৌতুক-রঙ্গে,
নরোত্তম করিবে শ্রবণে॥

( ১৬ )

শ্রীরূপমঞ্জরী-পদ, সেই মোর সম্পদ
সেই মোর ভজন-পূজন।
সেই মোর প্রাণ-ধন, সেই মোর আভরণ,
সেই মোর জীবনের জীবন॥
সেই মোর রসনিধি, সেই মোর বাঞ্ছাসিদ্ধি,
সেই মোর বেদের ধরম।
সেই ব্রত, সেই তপ, সেই মোর মন্ত্র জপ,
সেই মোর ধরম করম॥
অনুকূল হবে বিধি, সে-পদে হইবে সিদ্ধি
নিরখিব এ দুই নয়নে।
সে রূপমাধুরীরাশি, প্রাণ-কুবলয়-শশী
প্রফুল্লিত হবে নিশিদিনে॥
তুয়া-অদর্শন-অহি, গরলে জারল দেহি,
চিরদিন তাপিত জীবন।

হা হা প্রভু। কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া
নরোত্তম লইল শরণ ॥

( ১৭ )

শুনিয়াছি সাধুমুখে বলে সর্ব্বজন।
শ্রীরূপকৃপায় মিলে যুগলচরণ ॥
হা হা প্রভু সনাতন গৌরপরিবার।
সবে মিলি' বাঞ্ছা পূর্ণ করহ আমার ॥
শ্রীরূপের কৃপা যেন আমা প্রতি হয়।
সে পদ আশ্রয় যার, সেই মহাশয় ॥
প্রভু লোকনাথ কবে সঙ্গে লঞা যাবে।
শ্রীরূপের পাদপদ্মে মোরে সমর্পিবে ॥
হেন কি হইবে মোর—নর্ম্মসখীগণে।
অনুগত নরোত্তমে করিবে শাসনে ॥

( ১৮ )

এই নব-দাসী বলি' শ্রীরূপ চাহিবে।
হেন শুভক্ষণ মোর কতদিনে হবে ॥

শীঘ্র আজ্ঞা করিবেন—দাসী হেথা আয় !
সেবার সুসজ্জা-কার্য্য করহ ত্বরায় ॥
আনন্দিত হঞা হিয়া আজ্ঞাবলে ।
পবিত্র মনেতে কার্য্য করিবে তৎকালে ॥
সেবার সামগ্রী রত্নথালেতে করিয়া ।
সুবাসিত বারি স্বর্ণঝারিতে পূরিয়া ॥
দোঁহার সম্মুখে লয়ে দিব শীঘ্রগতি ।
নরোত্তমের দশা কবে হইবে এমতি ॥

( ১৯ )

শ্রীরূপ-পশ্চাতে আমি রহিব ভীত হঞা ।
দোঁহে পুনঃ কহিবেন আমা পানে চাঞা ॥
সদয় হৃদয়ে দোঁহে কহিবেন হাসি' ।
কোথায় পাইলে রূপ, এই নব দাসী ॥
শ্রীরূপমঞ্জরী তবে দোঁহবাক্য শুনি' ।
মঞ্জুনালী দিল মোরে এই দাসী আনি' ॥

অতি নম্রচিত্ত আমি ইহারে জানিল।
সেবাকার্য্য নিয়া তবে হেথায় রাখিল॥
হেন তত্ত্ব দোঁহাকার সাক্ষাতে কহিয়া।
নরোত্তমে সেবায় দিবে নিযুক্ত করিয়া॥

( ২০ )

হা হা প্রভু লোকনাথ, রাখ পাদদ্বন্দ্বে।
কৃপাদৃষ্ট্যে চাহ যদি হইয়া আনন্দে॥
মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি তবে হঙ পূর্ণতৃষ্ণ।
হেথায় চৈতন্য মিলে, সেথা রাধাকৃষ্ণ॥
তুমি না করিলে দয়া কে করিবে আর।
মনের বাসনা পূর্ণ কর এইবার॥
এ তিন সংসারে মোর আর কেহ নাই।
কৃপা করি' নিজ পদতলে দেহ' ঠাঞি॥
রাধাকৃষ্ণ-লীলাগুণ গাঙ রাত্রিদিনে।
নরোত্তম-বাঞ্ছা পূর্ণ নহে তুয়া বিনে॥

( ২১ )

লোকনাথ প্রভু, তুমি দয়া কর মোরে।
রাধাকৃষ্ণচরণ যেন সদা চিত্তে স্ফুরে ॥
তোমার সহিত থাকি সখীর সহিতে।
এই ত বাসনা মোর সদা উঠে চিতে ॥
সখীগণজ্যেষ্ঠ যেঁহো, তাঁহার চরণে।
মোরে সমর্পিবে কবে সেবার কারণে ॥
তবে সে হইবে মোর বাঞ্ছিত পূরণ।
আনন্দে সেবিব দোঁহার যুগল চরণ ॥
শ্রীরূপমঞ্জরি সখি, কৃপাদৃষ্টে চাঞা।
তাপী নরোত্তমে সিঞ্চ সেবামৃত দিঞা ॥

( ২২ )

হা হা প্রভু, কর দয়া করুণা তোমার।
মিছা মায়াজালে তনু দহিছে আমার ॥
কবে হেন দশা হবে—সখী-সঙ্গ পাব।
বৃন্দাবনে ফুল গাঁথি' দোঁহাকে পরাব ॥

সম্মুখে বসিয়া কবে চামর ঢুলাব।
অগুরু-চন্দন-গন্ধ দোঁহ অঙ্গে দিব॥
সখীর আজ্ঞায় কবে তাম্বুল যোগাব।
সিন্দুর-তিলক কবে দোঁহাকে পরাব॥
বিলাসকৌতুককেলি দেখিব নয়নে।
চন্দ্রমুখ নিরখিব বসায়ে সিংহাসনে॥
সদা সে মাধুরী দেখি মনের লালসে।
কতদিনে হবে দয়া নরোত্তমদাসে॥

( ২৩ )

হরি হরি, কবে হেন দশা হবে মোর।
সেবিব দোঁহার পদ আনন্দে বিভোর॥
ভ্রমর হইয়া সদা রহিব চরণে।
শ্রীচরণামৃত সদা করিব আস্বাদনে॥
এই আশা করি আমি—যত সখীগণ।
তোমাদের কৃপায় হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥

বহুদিন বাঞ্ছা' করি, পূর্ণ যাতে হয়।
সবে মেলি দয়া কর হইয়া সদয়॥
সেবা-আশে নরোত্তম কান্দে দিবানিশি।
কৃপা করি' কর মোরে অনুগত দাসী॥

( ২৪ )

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
কৃপা করি' সবে মেলি করহ করুণা।
অধম পতিতজনে না করিহ ঘৃণা॥
এ তিন-সংসার-মাঝে তুয়া পদ সার।
ভাবিয়া দেখিনু মনে—গতি নাহি আর॥
সে পদ পাবার আশে খেদ উঠে মনে।
ব্যাকুল হৃদয় সদা করিয়ে ক্রন্দনে॥
কিরূপে পাইব কিছু না পাই সন্ধান।
প্রভু-লোকনাথ-পদ নাহিক স্মরণ॥

তুমি ত দয়াল প্রভু, চাহ একবার।
নরোত্তম-হৃদয়ের ঘুচাও অন্ধকার॥

( ২৫ )

হরি হরি, কবে মোর হইবে সুদিন।
ভজিব শ্রীরাধাকৃষ্ণ হৈঞা প্রেমাধীন॥
সুযন্ত্রে মিশাঞা গাব সুমধুর তান।
আনন্দে করিব দুঁহার রূপগুণ-গান॥
'রাধিকা গোবিন্দ' বলি' কান্দিব উচ্চৈঃস্বরে।
ভিজিবে সকল অঙ্গ নয়নের নীরে॥
এইবার করুণা কর রূপ সনাতন।
রঘুনাথদাস মোর, শ্রীজীব-জীবন॥
এইবার করুণা কর ললিতা-বিশাখা।
সখ্যভাবে শ্রীদাম-সুবল-আদি সখা॥
সবে মিলি' কর দয়া পূরুক মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তমদাস॥

( ২৬ )

হরি হরি! আর কি এমন দশা হব।
এ ভব সংসার ত্যজি' পরম আনন্দে মজি'
আর কবে ব্রজভূমে যাব॥
সুখময় বৃন্দাবন, কবে হবে দরশন,
সে-ধূলি লাগিবে কবে গায়।
প্রেমে গদগদ হৈঞা, রাধাকৃষ্ণ নাম লৈয়া,
কান্দিয়া বেড়াব উভরায়॥
নিভৃতে নিকুঞ্জে যাঞা, অষ্টাঙ্গে প্রণাম হৈয়া
ডাকিব 'হা রাধানাথ' বলি।
কবে যমুনার তীরে, পরশ করিব নীরে,
করে পিব করপুটে তুলি'॥
আর কবে এমন হব, শ্রীরাসমণ্ডলে যাব,
কবে গড়াগড়ি দিব তায়।
বংশীবট-ছায়া পাঞা, পরম আনন্দ হঞা,
পড়িয়া রহিব তার ছায়॥

কবে গোবর্দ্ধন গিরি, দেখিব নয়ন ভরি'
কবে হবে রাধাকুণ্ডে বাস।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে কবে, এ দেহ পতন হবে,
কহে দীন নরোত্তমদাস॥

( ২৭ )

হরি হরি, আর কবে পালটিবে দশা।
এ সব করিয়া বামে, যাব বৃন্দাবনধামে,
এই মনে করিয়াছি আশা।
ধন, জন, পুত্র, দারে, এ সব করিয়া দূরে,
একান্ত হইয়া কবে যাব।
সব দুঃখ পরিহরি' বৃন্দাবনে বাস করি'
মাধুকরী মাগিয়া খাইব॥
যমুনার জল যেন, অমৃত সমান হেন,
কবে পিব উদর পূরিয়া।
কবে রাধাকুণ্ডজলে, স্নান করি' কুতূহলে,
শ্যামকুণ্ডে রহিব পড়িয়া॥

ভ্রমিব দ্বাদশ বনে, রসকেলি যে যে স্থানে,
প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিয়া।
শুধাইব জনে জনে, ব্রজবাসিগণস্থানে,
নিবেদিব চরণ ধরিয়া॥
ভজনের স্থান কবে, নয়নগোচর হবে,
আর যত আছে উপবন।
তার মধ্যে বৃন্দাবন, নরোত্তমদাসের মন,
আশা করে যুগল চরণ॥

( ২৮ )

করঙ্গ কৌপীন লঞা, ছেঁড়া কান্থা গায় দিয়া,
তেয়াগিব সকল বিষয়।
কৃষ্ণে অনুরাগ হবে, ব্রজের নিকুঞ্জে কবে,
যাইয়া করিব নিজালয়॥
হরি হরি, কবে মোর হইবে সুদিন।
ফলমূল বৃন্দাবনে, খাঞা দিবা অবসানে,
ভ্রমিব হইয়া উদাসীন॥

শীতল যমুনাজলে, স্নান করি কুতূহলে,
প্রেমাবেশে আনন্দিত হঞা।
বাহুর উপর বাহু তুলি, বৃন্দাবনে কুলি কুলি,
কৃষ্ণ বলি বেড়াব কান্দিয়া॥
দেখিব সঙ্কেতস্থান, জুড়াবে তাপিত প্রাণ,
প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিব।
কাঁহা রাধা প্রাণেশ্বরি, কাঁহা গিরিবরধারি,
কাঁহা নাথ বলিয়া ডাকিব॥
মাধবীকুঞ্জের'পরি, সুখে বসি' শুকশারী,
গাইবেক রাধাকৃষ্ণ-রস।
তরুমূলে বসি' তাহা, শুনি' জুড়াইব হিয়া,
কবে সুখে গোঙাব দিবস॥
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ, শ্রীমতী-রাধিকা-সাথ,
দেখিব রতন-সিংহাসনে।
দীন নরোত্তমদাস, করয়ে দুর্লভ আশ,
এমতি হইবে কতদিনে॥

( ২৯ )

হরি হরি ! কবে হব বৃন্দাবনবাসী ।
নিরখিব নয়নে যুগল-রূপরাশি ॥
ত্যজিয়া শয়ন-সুখ বিচিত্র পালঙ্ক ।
কবে ব্রজের ধূলায় ধূসর হবে অঙ্গ ॥
ষড়্‌রস-ভোজন দূরে পরিহরি ।
কবে ব্রজে মাগিয়া খাইব মাধুকরী ॥
পরিক্রমা করিয়া বেড়াব বনে বনে ।
বিশ্রাম করিব যাই' যমুনাপুলিনে ॥
তাপ দূর করিব শীতল বংশীবটে ।
( কবে ) কুঞ্জে বৈঠব হাম বৈষ্ণব-নিকটে ॥
নরোত্তমদাস কহে করি' পরিহার ।
কবে বা এমন দশা হইবে আমার ॥

( ৩০)

আর কি এমন দশা হব ।
সব ছাড়ি' বৃন্দাবনে যাব ॥

আর কবে শ্রীরাসমণ্ডলে।
গড়াগড়ি দিব কুতূহলে॥
আর কবে গোবর্দ্ধন গিরি।
দেখিব নয়নযুগ ভরি॥
শ্যামকুণ্ডে রাধাকুণ্ডে স্নান।
করি' কবে জুড়াব পরাণ॥
আর কবে যমুনার জলে।
মজ্জনে হইব নিরমলে॥
সাধুসঙ্গে বৃন্দাবনে বাস।
নরোত্তমদাস করে আশ॥

( ৩১ )

কবে কৃষ্ণধন পাব, হিয়ার মাঝারে থোব,
জুড়াইব তাপিত-পরাণ।
সাজাইয়া দিব হিয়া বসাইব প্রাণপ্রিয়া,
নিরখিব সে চন্দ্রবয়ান॥

হে সজনি, কবে মোর হইবে সুদিন।
সে প্রাণনাথের সঙ্গে, কবে বা ফিরিব রঙ্গে,
সুখময় যমুনাপুলিন॥
ললিতা বিশাখা লঞা, তাঁহারে ভেটিব গিয়া,
সাজাইয়া নানা উপহার।
সদয় হইয়া বিধি, মিলাইবে গুণনিধি,
হেন ভাগ্য হইবে আমার॥
দারুণ বিধির নাট ভাঙ্গিল প্রেমের হাট,
তিলমাত্র না রাখিল তার।
কহে নরোত্তমদাস, কি মোর জীবনে আশ,
ছাড়ি' গেল ব্রজেন্দ্রকুমার॥

( ৩২ )

এইবার পাইলে দেখা চরণ দু'খানি।
হিয়ার মাঝারে রাখি' জুড়াব পরাণী॥
তাঁ'রে না দেখিয়া মোর মনে বড় তাপ।
অনলে পশিব কিংবা জলে দিব ঝাঁপ॥

মুখের মুছাব ঘাম খাওয়াব পান গুয়া ।
ঘামেতে বাতাস দিব চন্দনাদি চুয়া ॥
বৃন্দাবনের ফুলের গাঁথিয়া দিব হার ।
বিনাইয়া বান্ধিব চূড়া কুন্তলের ভার ॥
কপালে তিলক দিব চন্দনের চাঁদ ।
নরোত্তমদাস কহে পিরীতের ফাঁদ ॥

( ৩৩ )

বৃন্দাবন রম্যস্থান, দিব্য চিন্তামণিধাম,
রতন-মন্দির মনোহর ।
আবৃত কালিন্দী-নীরে, রাজহংস কেলি করে,
তাহে শোভে কনক-কমল ॥
তার মধ্যে হেমপীঠ, অষ্টদলে বেষ্টিত
অষ্টদলে প্রধানা নায়িকা ।
তার মধ্যে রত্নাসনে, ব'সে আছেন দুইজনে,
শ্যাম-সঙ্গে সুন্দরী রাধিকা ॥

ওরূপ-লাবণ্যরাশি, অমিয় পড়েছে খসি'
হাস্য পরিহাস সম্ভাষণে।
নরোত্তমদাস কয়, নিত্যলীলা সুখময়,
সদাই স্ফুরুক মোর মনে॥

( ৩৪ )

কদম্ব তরুর ডাল, নামিয়াছে ভূমে ভাল,
ফুটিয়াছে ফুল সারি সারি।
পরিমলে ভরল, সকল বৃন্দাবন,
কেলি করে ভ্রমরা ভ্রমরী।
রাইকানু বিলাসই রঙ্গে।
কিবা রূপ-লাবণি, বৈদগধখনি ধনি,
মণিময় আভরণ অঙ্গে॥
রাধার দক্ষিণ কর, ধরি প্রিয় গিরিধর,
মধুর মধুর চলি' যায়।
আগে পাছে সখীগণ, করে ফুল বরিষণ
কোন সখী চামর ঢুলায়॥

পরাগে ধূসর স্থল, চন্দ্র-করে সুশীতল,
মণিময় বেদীর উপরে।
রাই কানু কর যোড়ি' নৃত্য করে ফিরি' ফিরি'
পরশে পুলকে তনু ভরে॥
তার মধ্যে হেমপীঠ, অষ্টদলে বেষ্টিত,
অষ্টদলে প্রধানা নায়িকা।
তার মধ্যে রত্নাসনে, বসি' আছেন দুইজনে,
শ্যাম-সঙ্গে সুন্দরী রাধিকা॥
ওরূপ লাবণ্যরাশি, অমিয় পড়িছে খসি,
হাস্য-পরিহাস-সম্ভাষণে।
নরোত্তমদাস কয়, নিত্যলীলা সুখময়,
সদাই স্ফুরুক মোর মনে॥

( ৩৫ )

মৃগমদ-চন্দন, করে করি' সখীগণ,
বরিখয়ে ফুল গন্ধরাজে।
শ্রমজল বিন্দু বিন্দু, শোভা করে মুখ-ইন্দু,
অধরে মুরলী কিবা বাজে॥
হাস-বিলাস-রস, সরল মধুর ভাষ,
নরোত্তম-মনোরথ ভরু।
ভুঁহুক বিচিত্র বেশ, কুসুমে রচিত কেশ,
লোচন-মোহন লীলা করু॥

## স্বনিষ্ঠা

( ৩৬ )

ধন মোর নিত্যানন্দ, পতি মোর গৌরচন্দ্র,
প্রাণ মোর যুগলকিশোর।
অদ্বৈত আচার্য্য বল, গদাধর মোর কুল,
নরহরি বিলসই মোর॥

বৈষ্ণবের পদধূলি, তাহে মোর স্নানকেলি,
তর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম।
বিচার করিয়া মনে, ভক্তিরস আস্বাদনে,
মধ্যস্থ শ্রীভাগবত পুরাণ ॥
বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট, তাহে মোর মনোনিষ্ঠ,
বৈষ্ণবের নামেতে উল্লাস।
বৃন্দাবনে চৌতারা, তাহে মোর মনোঘেরা,
কহে দীন নরোত্তমদাস ॥

## নিত্যানন্দ-নিষ্ঠা

( ৩৭ )

নিতাই-পদ-কমল, কোটিচন্দ্র-সুশীতল,
যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায় ॥

সে সম্বন্ধ নাহি যার, বৃথা জন্ম গেল তার,
সেই পশু বড় দুরাচার।
নিতাই না বলিল মুখে, মজিল সংসারসুখে,
বিদ্যা কুলে কি করিবে তার॥
অহঙ্কারে মত্ত হৈঞা, নিতাই-পদ পাসরিয়া,
অসত্যেরে সত্য করি' মানি।
নিতাইয়ের করুণা হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে,
ধর নিতাইয়ের চরণ দু'খানি॥
নিতাইয়ের চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য,
নিতাই-পদ সদা কর আশ।
নরোত্তম বড় দুঃখী, নিতাই মোরে কর সুখী,
রাখ রাঙ্গা চরণের পাশ॥

---

# গৌরাঙ্গনিষ্ঠা

( ৩৮ )

আরে ভাই ! ভজ মোর গৌরাঙ্গচরণ ।

না ভজিয়া মৈনু দুখে, ডুবি' গৃহ-বিষ-কূপে,

দগ্ধ কৈল এ পাঁচ পরাণ ॥

তাপত্রয়-বিষানলে, অহর্নিশি হিয়া জ্বলে

দেহ সদা হয় অচেতন ।

রিপুবশ ইন্দ্রিয় হৈল, গোরাপদ পাশরিল,

বিমুখ হইল হেন ধন ॥

হেন গৌর দয়াময়, ছাড়ি' সব লাজ-ভয়,

কায়মনে লহ রে শরণ ।

পরম দুর্ম্মতি ছিল, তারে গোরা উদ্ধারিল,

তারা হৈল পতিতপাবন ॥

গোরা দ্বিজ-নটরাজে, বান্ধহ হৃদয়-মাঝে,
কি করিবে সংসার-শমন।
নরোত্তমদাসে কহে, গোরা-সম কেহ নহে
না ভজিতে দেয় প্রেমধন॥

## সাবরণ-গৌরমহিমা

( ৩৯ )

গৌরাঙ্গের দুটি পদ, যার ধন সম্পদ্
সে জানে ভকতি-রস-সার।
গৌরাঙ্গের মধুর লীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার॥
যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তার হয় প্রেমোদয়,
তারে মুঞি যাই বলিহারি।
গৌরাঙ্গ-গুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তারে স্ফুরে,
সে জন ভকতি-অধিকারী॥

গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্যসিদ্ধ করি' মানে,
সে যায় ব্রজেন্দ্রসুতপাশ।
শ্রীগৌড়মণ্ডল-ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি,
তার হয় ব্রজভূমে বাস॥
গৌরপ্রেমরসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে,
সে রাধামাধব-অন্তরঙ্গ।
গৃহে বা বনেতে থাকে, 'হা গৌরাঙ্গ' ব'লে ডাকে,
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ॥

## পুনঃপ্রার্থনা

( ৪০ )

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দয়া কর মোরে।
তোমা বিনা কে দয়ালু জগৎ-সংসারে॥
পতিত-পাবন-হেতু তব অবতার।
মো সম পতিত প্রভু না পাইবে আর॥

হা হা প্রভু নিত্যানন্দ, প্রেমানন্দসুখী।
কৃপাবলোকন কর আমি বড় দুঃখী॥
দয়া কর সীতাপতি অদ্বৈত গোসাঞি।
তব কৃপাবলে পাই চৈতন্য-নিতাই॥
হা হা স্বরূপ, সনাতন, রূপ, রঘুনাথ।
ভট্টযুগ, শ্রীজীব, হা প্রভু লোকনাথ॥
দয়া কর শ্রীআচার্য্য প্রভু শ্রীনিবাস।
রামচন্দ্রসঙ্গ মাগে নরোত্তমদাস॥

## সপার্ষদ-ভগবদ্বিরহজনিত-বিলাপঃ

( ৪১ )

যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য ঠাকুর॥
কাঁহা মোর স্বরূপ-রূপ, কাঁহা সনাতন?
কাঁহা দাস-রঘুনাথ পতিতপাবন?

কাঁহা মোর ভট্টযুগ, কাঁহা কবিরাজ ?
এককালে কোথা গেল গোরা নটরাজ ?
পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব ?
সে সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈল বিলাস।
সে সঙ্গ না পাঞা কান্দে নরোত্তমদাস॥

## আক্ষেপ

( ৪২ )

গোরা পঁহু না ভজিয়া মৈনু
প্রেম-রতন-ধন হেলায় হারাইনু॥
অধনে যতন করি' ধন তেয়াগিনু।
আপন করমদোষে আপনি ডুবিনু॥
সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস।
তে-কারণে লাগিল যে কর্ম্মবন্ধ-ফাঁস॥

বিষয় বিষম বিষ সতত খাইনু।
গৌরকীর্ত্তনরসে মগন না হৈনু॥
কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ পাইয়া।
নরোত্তমদাস কেন না গেল মরিয়া॥

( ৪৩ )

হরি হরি! কি মোর করম অনুরত।
বিষয়ে কুটিলমতি, সৎসঙ্গে না হইল রতি,
কিসে আর তরিবার পথ॥
স্বরূপ, সনাতন, রূপ, রঘুনাথ, ভট্টযুগ,
লোকনাথ সিদ্ধান্তসাগর।
শুনিতাম সে-সব কথা, ঘুচিত মনের ব্যথা,
তবে ভাল হইত অন্তর॥
যখন গৌর-নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ,
নদীয়ানগরে অবতার।
তখন না হৈল জন্ম, এবে দেহে কিবা কর্ম্ম,
মিছা মাত্র বহি' ফিরি ভার॥

হরিদাস আদি বুলে, মহোৎসব আদি করে,
না হেরিনু সে সুখ-বিলাস।
কি মোর দুঃখের কথা, জনম গোঙানু বৃথা,
ধিক্ ধিক্ নরোত্তমদাস ॥

## বৈষ্ণব-মহিমা

( ৪৪ )

ঠাকুর বৈষ্ণবপদ, অবনীর সুসম্পদ,
শুন ভাই, হঞা এক মন।
আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,
আর সব মরে অকারণ ॥
বৈষ্ণবচরণজল, প্রেম-ভক্তি দিতে বল,
আর কেহ নহে বলবন্ত।
বৈষ্ণব-চরণ-রেণু, মস্তকে ভূষণ বিনু
আর নাহি ভূষণের অন্ত ॥

তীর্থজল পবিত্র গুণে, লিখিয়াছে পুরাণে,
সে সব ভক্তির প্রবঞ্চন।
বৈষ্ণবের পাদোদক- সম নহে এই সব,
যাতে হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥
বৈষ্ণব-সঙ্গেতে মন, আনন্দিত অনুক্ষণ,
সদা হয় কৃষ্ণপরসঙ্গ।
দীন নরোত্তম কান্দে, হিয়া ধৈর্য্য নাহি বান্ধে,
মোর দশা কেন হৈল ভঙ্গ॥

## বৈষ্ণবে বিজ্ঞপ্তি

( ৪৫ )

ঠাকুর বৈষ্ণবগণ, করি এই নিবেদন,
মো বড় অধম দুরাচার।
দারুণ-সংসার-নিধি, তাহে ডুবাইল বিধি,
কেশে ধরি' মোরে কর পার॥

বিধি বড় বলবান্, না শুনে ধরম-জ্ঞান,
সদাই করমপাশে বান্ধে।
না দেখি তারণ লেশ, যত দেখি সব ক্লেশ,
অনাথ, কাতরে তেঞি কান্দে॥
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, অভিমান সহ,
আপন আপন স্থানে টানে।
ঐছন আমার মন, ফিরে যেন অন্ধজন,
সুপথ বিপথ নাহি জানে॥
না লইনু সৎ মত অসতে মজিল চিত,
তুয়া পায়ে না করিনু আশ।
নরোত্তমদাসে কয়, দেখি' শুনি' লাগে ভয়,
তরাইয়া লহ নিজ পাশ॥

( ৪৬ )

এইবার করুণা কর বৈষ্ণব-গোসাঞি।
পতিতপাবন তোমা বিনে কেহ নাই॥

কাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায়।
এমন দয়াল প্রভু কেবা কোথা পায় ?
গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর—এই তোমার গুণ ॥
হরিস্থানে অপরাধে তারে' হরিনাম।
তোমা-স্থানে অপরাধে নাহিক এড়ান ॥
তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ-বিশ্রাম।
গোবিন্দ কহেন—মম বৈষ্ণব পরাণ ॥
প্রতিজন্মে করি আশা চরণের ধূলি।
নরোত্তমে কর দয়া আপনার বলি' ॥

( ৪৭ )

কিরূপে পাইব সেবা মুই দুরাচার।
শ্রীগুরুবৈষ্ণবে রতি না হৈল আমার ॥
অশেষ মায়াতে মন মগন হইল।
বৈষ্ণবেতে লেশমাত্র রতি না জন্মিল ॥

বিষয়ে ভুলিয়া অন্ধ হৈনু দিবানিশি।
গলে ফাঁস দিতে ফিরে মায়া সে পিশাচী॥
ইহারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
সাধুকৃপা বিনা আর নাহিক উপায়॥
অদোষদরশি প্রভো, পতিত উদ্ধার'।
এইবার নরোত্তমে করহ নিস্তার॥

## শ্রীরূপরতিমঞ্জর্য্যোঃ বিজ্ঞপ্তিঃ

( ৪৮ )

রাধাকৃষ্ণ সেবোঁ মুঞি জীবনে মরণে।
তাঁর স্থান, তাঁর লীলা দেখোঁ রাত্রিদিনে॥
যে স্থানে লীলা করে যুগলকিশোর।
সখীর সঙ্গিনী হঞা তাঁহে হঙ ভোর॥
শ্রীরূপমঞ্জরী-পদ সেবোঁ নিরবধি।
তাঁর পাদপদ্ম মোর মন্ত্র-মহৌষধি॥
শ্রীরতিমঞ্জরী দেবি, মোরে কর দয়া।
অনুক্ষণ দেহ তুয়া পাদপদ্মছায়া॥

শ্রীরসমঞ্জরী দেবি, কর অবদান।
অনুক্ষণ দেহ তুয়া পাদপদ্মধ্যান॥
বৃন্দাবনে নিত্য নিত্য যুগল-বিলাস।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস॥

## সখীবৃন্দে বিজ্ঞপ্তি

( ৪৯ )

রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল-কিশোর।
জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর॥
কালিন্দীর কূলে কেলি-কদম্বের বন।
রতন বেদীর উপর বসাব দুজন॥
শ্যামগৌরী অঙ্গে দিব ( চুয়া ) চন্দনের গন্ধ।
চামর ঢুলাব কবে হেরিব মুখচন্দ্র॥
গাঁথিয়া মালতীর মালা দিব দোঁহার গলে।
অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর তাম্বূলে॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দ।
আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস।
সেবা অভিলাষ করে নরোত্তমদাস॥

## সিদ্ধদেহেন শ্রীবৃন্দাবনৈশ্বর্য্যাং সাক্ষাদ্বিজ্ঞপ্তিঃ

(৫০)

প্রাণেশ্বরি, এইবার করুণা কর মোরে।
দশনেতে তৃণ ধরি' অঞ্জলি মস্তকে করি'
এইজন নিবেদন করে॥
প্রিয় সহচরী-সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে,
অঙ্গে বেশ করিবেক সাধে।
রাখ এই সেবা কাজে, নিজ পদ-পঙ্কজে,
প্রিয় সহচরীগণ-মাঝে॥
সুগন্ধি চন্দন, মণিময় আভরণ,
কৌষিক বসন নানা রঙ্গে।
এই সব সেবা যাঁর, দাসী যেন হঙ তাঁর,
অনুক্ষণ থাকি তাঁর সঙ্গে॥

জল সুবাসিত করি' রতন ভৃঙ্গারে ভরি'
কর্পূরবাসিত গুয়া পান।
এসব সাজাইয়া ডালা, লবঙ্গ, মালতী-মালা,
ভক্ষ্যদ্রব্য নানা অনুপম॥
সখীর ইঙ্গিত হবে, এসব আনিয়া কবে,
যোগাইব ললিতার কাছে।
নরোত্তমদাস কয়, এই যেন মোর হয়,
দাঁড়াইয়া রহু সখীর পাছে॥

( ৫১ )

অরুণ-কমল-দলে, শেযবিছাইব,
বসাইব কিশোরকিশোরী।
অলকা-আবৃত-মুখ- পঙ্কজ মনোহর,
মরকত-শ্যাম হেম-গোরী॥

প্রাণেশ্বরি, কবে মোরে হবে কৃপাদিঠি।
আজ্ঞায় আনিয়া কবে, বিবিধ ফুলবর
শুনব বচন দুঁহু মিঠি॥
মৃগমদ-তিলক, সসিন্দুর বনায়ব,
লেপব চন্দন-গন্ধে।
গাঁথি' মালতীফুল, হার পরাওব,
ধাওয়াব মধুকরবৃন্দে॥
ললিতা কবে মোরে, বীজন দেওয়ব,
বীজন মারুত মন্দে।
শ্রমজল-সকল, মিটব দুঁহু কলেবর,
হেরব পরম আনন্দে॥
নরোত্তমদাস- আশ পদপঙ্কজ-
সেবন-মাধুরীপানে।
হোওয়ব হেন দিন না দেখিয়ে কোন চিহ্ন,
দুঁহুজন হেরব নয়ানে॥

## শ্রীকৃষ্ণে বিজ্ঞপ্তিঃ

( ৫২ )

প্রভু হে, এইবার করহ করুণা।
যুগলচরণ দেখি' সফল করিব আঁখি,
এই মোর মনের কামনা॥
নিজপদ-সেবা দিবা, নাহি মোরে উপেখিবা,
তুঁহু পঁহু করুণাসাগর।
তুঁহু বিনু নাহি জানোঁ, এই বড় ভাগ্য মানোঁ,
মুই বড় পতিত পামর॥
ললিতা-আদেশ পাঞা, চরণ সেবিব যাঞা,
প্রিয়সখী সঙ্গে, হয় মনে।
তুঁহু দাতাশিরোমণি, অতি দীন মোরে জানি,
নিকটে চরণ দিবে দানে॥
পাব রাধাকৃষ্ণ-পা, ঘুচিবে মনের ঘা,
দূরে যাবে এসব বিকল।
নরোত্তমদাসে কয়, এই বাঞ্ছা সিদ্ধি হয়,
দেহ প্রাণ সকল সফল॥

ইতি শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা

**সমাপ্ত**

# শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের

## শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।
শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
স্বয়ং (সোঽয়ং) রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্॥

অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ প্রসৃমররুচিরুদ্ধতারকাপালিঃ।
কলিতশ্যামা ললিতো রাধা প্রেয়ান্ বিধুর্জয়তি॥

( ১ )

শ্রীগুরুচরণপদ্ম, কেবল ভকতিসদ্ম,
বন্দো মুঞি সাবধান মতে।
যাঁহার প্রসাদে ভাই, এ ভব তরিয়া যাই,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাঁহা হ'তে॥

গুরুমুখপদ্মবাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য
আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরুচরণে রতি, এই সে উত্তম গতি,
যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা ॥
চক্ষুদান দিলা যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই,
দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।
প্রেমভক্তি যাঁহা হৈতে, অবিদ্যা-বিনাশ যাতে,
বেদে গায় যাঁহার চরিত ॥
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, অধম জনার বন্ধু,
লোকনাথ লোকের জীবন।
হা হা প্রভো! কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া,
এবে যশ ঘুষুক ত্রিভুবন।
বৈষ্ণব-চরণ-রেণু, ভূষণ করিয়া তনু,
যাঁহা হৈতে অনুভব হয়।
মার্জ্জন হয় ভজন, সাধুসঙ্গে অনুক্ষণ,
অজ্ঞান-অবিদ্যা-পরাজয় ॥

জয় সনাতন-রূপ, প্রেমভক্তি-রসকূপ,
যুগল-উজ্জ্বলরস-তনু।
যাঁহার প্রসাদে লোক, পাসরিল সব শোক,
প্রকটল কল্পতরু জনু॥
প্রেমভক্তিরীতি যত, নিজগ্রন্থে সু-ব্যকত,
করিয়াছেন দুই মহাশয়।
যাহার শ্রবণ হৈতে, পরানন্দ হয় চিতে,
যুগল-মধুর-রসাশ্রয়॥
যুগল-কিশোর-প্রেম, জিনি' লক্ষবাণ হেম,
হেন ধন প্রকাশিলা যাঁরা।
জয় রূপ সনাতন, দেহ' মোরে সেই ধন,
সে রতন মোর গেল হারা॥
ভাগবতশাস্ত্রমর্ম্ম, নববিধ ভক্তি-ধর্ম্ম,
সদাই করিব সুসেবন।
অন্যদেবাশ্রয় নাই, তোমারে কহিনু ভাই,
এই ভক্তি পরম কারণ॥

সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য,
সতত ভাসিব প্রেমমাঝে।
কর্ম্মী, জ্ঞানী, ভক্তিহীন, ইহারে করিবে ভিন,
নরোত্তম এই তত্ত্ব গাজে॥

---

( ২ )

অন্য-অভিলাষ ছাড়ি' জ্ঞান কর্ম্ম পরিহরি'
কায়-মনে করিব ভজন।
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণসেবা, না পূজিব দেবীদেবা,
এই ভক্তি পরম কারণ॥
মহাজনের যেই পথ, তাতে হব অনুরত,
পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার।
সাধন-স্মরণ-লীলা, ইহাতে না কর হেলা,
কায় মনে করিয়া সুসার॥

অসৎসঙ্গ সদা ত্যাগ, ছাড় অন্য গীতরাগ,
কর্ম্মী, জ্ঞানী পরিহরি' দূরে।
কেবল ভকত-সঙ্গ, প্রেম-কথা-রসরঙ্গ,
লীলাকথা ব্রজরসপুরে॥
যোগি-ন্যাসি-কর্ম্মি-জ্ঞানী, অন্যদেব-পূজক-ধ্যানী,
ইহ-লোক দূরে পরিহরি'।
কর্ম্ম, ধর্ম্ম, দুঃখ, শোক, যেবা থাকে অন্য যোগ,
ছাড়ি' ভজ গিরিবরধারী॥
তীর্থযাত্রা-পরিশ্রম, কেবল মনের ভ্রম,
সর্ব্বসিদ্ধি গোবিন্দচরণ।
দৃঢ়বিশ্বাস হৃদে ধরি' মদ-মাৎসর্য্য পরিহরি'
সদা কর অনন্যভজন॥
কৃষ্ণভক্তসঙ্গ করি' কৃষ্ণভক্ত-অঙ্গ হেরি'
শ্রদ্ধান্বিতে শ্রবণ-কীর্ত্তন।
অর্চ্চন, বন্দন, ধ্যান, নবভক্তি মহাজ্ঞান,
এই ভক্তি পরম কারণ॥

হৃষীকে গোবিন্দ-সেবা, না পূজিব দেবীদেবা,
এই ত অনন্যভক্তি-কথা।
আর যত উপালম্ভ, বিশেষ সকলি দম্ভ,
দেখিতে লাগয়ে মনে ব্যথা॥
দেহে বৈসে রিপুগণ, যতেক ইন্দ্রিয়গণ
কেহ কার বাধ্য নাহি হয়।
শুনিলে না শুনে কাণ, জানিলে না জানে প্রাণ,
দঢ়াইতে না পারে নিশ্চয়॥
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, দম্ভসহ,
স্থানে স্থানে নিযুক্ত করিব।
আনন্দ করি' হৃদয়, রিপু করি' পরাজয়,
অনায়াসে গোবিন্দ ভজিব॥
'কাম' কৃষ্ণ-কর্ম্মার্পণে 'ক্রোধ' ভক্তদ্বেষি-জনে
'লোভ' সাধুসঙ্গে হরিকথা।
'মোহ' ইষ্টলাভ-বিনে 'মদ' কৃষ্ণগুণগানে,
নিযুক্ত করিব যথা তথা॥

অন্যথা স্বতন্ত্র কাম, অনর্থাদি যার ধাম,
ভক্তিপথে সদা দেয় ভঙ্গ।
কিবা বা করিতে পারে, কাম-ক্রোধ সাধকেরে
যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ॥
ক্রোধে বা না করে কিবা, ক্রোধত্যাগ সদা দিবা,
লোভ-মোহ এই ত কথন।
ছয় রিপু সদা হীন, করিব মনের অধীন,
কৃষ্ণচন্দ্র করিয়া স্মরণ॥
আপনি পলাবে সব, শুনিয়া গোবিন্দ-রব,
সিংহরবে যেন করিগণ।
সকল বিপত্তি যাবে, মহানন্দসুখ পাবে
যার হয় একান্ত ভজন॥
না করিহ অসৎ চেষ্টা, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা,
সদা চিন্ত' গোবিন্দচরণ।
সকল সন্তাপ যাবে, পরানন্দ সুখ পাবে,
প্রেমভক্তি পরম কারণ॥

অসৎসঙ্গ কুটিনাটি, ছাড় অন্য পরিপাটী,
অন্যদেবে না করিহ রতি।
আপন আপন স্থানে, পিরীতি সবাই টানে,
ভক্তিপথে পড়য়ে বিগতি॥
আপন ভজন-পথ, তাহে হব অনুরত,
ইষ্টদেবস্থানে লীলাগান।
নৈষ্ঠিক ভজন এই, তোমারে কহিল ভাই,
হনুমান তাহাতে প্রমাণ॥
তথাহি,—
( শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি ।
তথাপি মম সর্ব্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ॥ )
দেবলোক, পিতৃলোক, পায় তারা মহাসুখ,
'সাধু, সাধু' বলে অনুক্ষণ।
যুগল ভজয়ে যারা, প্রেমানন্দে ভাসে তারা,
তাঁদের নিছনি ত্রিভুবন॥

পৃথক্ আয়াসযোগে, দুঃখময় বিষয়ভোগ,
ব্রজে বাস গোবিন্দ-সেবন।
কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণনাম, সত্য সত্য রসধাম,
ব্রজ-জন-সঙ্গে অনুক্ষণ॥
সদা সেবা-অভিলাষ, মনেতে করি' বিশ্বাস,
সদাকাল হইয়া নির্ভয়।
নরোত্তমদাস বোলে, পড়িনু অসৎ-ভোলে
পরিত্রাণ কর মহাশয়॥

( ৩ )

তুমি ত দয়ার সিন্ধু, অধমজনার বন্ধু,
মোরে প্রভু কর অবধান।
পড়িনু অসৎ-ভোলে, কাম-তিমিঙ্গিলে গিলে,
ওহে নাথ কর পরিত্রাণ॥
যাবৎ জনম মোর, অপরাধে হৈনু ভোর
নিষ্কপটে না ভজিনু তোমা।

তথাপিহ তুমি গতি, না ছাড়িহ প্রাণপতি,
মোর সম নাহিক অধমা ॥
'পতিতপাবন' নাম, ঘোষণা তোমার শ্যাম
উপেখিলে নাহি মোর গতি।
যদি হঙ অপরাধী, তথাপিহ তুমি গতি
সত্য সত্য যেন সতীর পতি ॥
তুমি ত পরম দেবা, নাহি মোরে উপেখিবা,
শুন শুন প্রাণের ঈশ্বর।
যদি করোঁ অপরাধ, তথাপিহ তুমি নাথ,
সেবা দিয়া কর অনুচর।
কামে মোর হতচিত, নাহি জানে নিজ হিত,
মনের না ঘুচে দুর্ব্বাসনা।
মোরে নাথ অঙ্গীকুরু, তুমি বাঞ্ছাকল্পতরু
করুণা দেখুক সর্ব্বজনা ॥
মো-সম পতিত নাই, ত্রিভুবনে দেখ চাই,'
'নরোত্তম-পাবন' নাম ধর।

ঘুষুক সংসারে নাম, পতিত উদ্ধার' শ্যাম,
নিজ-দাস কর গিরিধর ॥
নরোত্তম বড় দুঃখী, নাথ! মোরে কর সুখী,
তোমার ভজন-সংকীর্ত্তনে।
অন্তরায় নাহি যায়, এই সে পরম ভয়,
নিবেদন করি অনুক্ষণে ॥

( ৪ )

আন কথা, আন ব্যথা, নাহি যেন যাই তথা,
তোমার চরণ-স্মৃতি-মাঝে।
অবিরত অবিকল, তুয়া গুণ কলকল,
গাই যেন সতের সমাজে ॥
অন্যব্রত, অন্যদান, নাহি করোঁ বস্তুজ্ঞান,
অন্যসেবা, অন্যদেবপূজা।
'হা হা কৃষ্ণ!' বলি' বলি' বেড়াব আনন্দ করি'
মনে আর নহে যেন দুজা ॥

জীবনে মরণে গতি, রাধাকৃষ্ণ প্রাণপতি,
দুহাঁর পিরীতিরস-সুখে।
যুগল ভজয়ে যারা, প্রেমানন্দে ভাসে তারা,
এই কথা রহু মোর বুকে ॥
যুগলচরণ-সেবা, এই ধন মোরে দিবা,
যুগলেতে মনের পিরীতি।
যুগল-কিশোর-রূপ কামরতিগুণভূপ,
মনে রহু ও লীলা-পিরীতি ॥
দশনেতে তৃণ করি' হা হা কিশোর-কিশোরী,
চরণাব্জে নিবেদন করি।
ব্রজরাজসুত শ্যাম বৃষভানুসুতা নাম,
শ্রীরাধিকা-নাম মনোহারী ॥
কনক-কেতকী রাই, শ্যাম মরকত তায়,
কন্দর্প-দরপ করু চুর।
নটবর-শিরোমণি, নটিনীর শিখরিণী
দুহুঁ গুণে দুহুঁ মন ঝুর ॥

শ্রীমুখ সুন্দরবর, হেমনীলকান্তিধর,
ভাব-ভূষণ করু শোভা।
নীল-পীত-বাসধর, গৌরীশ্যাম মনোহর,
অন্তরের ভাবে দোঁহে লোভা॥
আভরণ মণিময়, প্রতি অঙ্গে অভিনয়,
তছু পায় নরোত্তম কহে।
দিবানিশি গুণ গাঙ, পরম আনন্দ পাঙ,
মনে এই অভিলাষ হয়ে॥

( ৫ )

রাগের ভজনপথ, কহি এবে অভিমত,
লোক-বেদ-সার এই বাণী।
সখীর অনুগা হঞা, ব্রজে সিদ্ধদেহ পাঞা,
এই ভাবে জুড়াবে পরাণী॥
শ্রীরাধিকার সখী যত, তাহা বা কহিব কত,
মুখ্য সখী করিয়ে গণন।

ললিতা, বিশাখা তথা, সুচিত্রা, চম্পকলতা,
রঙ্গদেবী, সুদেবী কথন ॥
তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুরেখা, এই অষ্ট সখী লেখা,
এবে কহি নর্ম্ম-সখীগণ।
ইহোঁ সেবা-সহচরী, 'প্রিয়-প্রেষ্ঠ' নাম ধরি'
প্রেমসেবা করে অনুক্ষণ ॥
( সমস্নেহা বিষমস্নেহা, না করিহ দুই লেহা,
কহি মাত্র অধিকস্নেহাগণ।
নিরন্তর থাকে সঙ্গে, কৃষ্ণকথালীলারঙ্গে
নর্ম্মসখী এই সব জন ॥ )
শ্রীরূপমঞ্জরী আর, শ্রীরতিমঞ্জরী সার,
লবঙ্গমঞ্জরী, মঞ্জুনালী।
শ্রীরসমঞ্জরী-সঙ্গে কস্তূরিকা-আদি রঙ্গে,
প্রেমসেবা করে কুতূহলী ॥
এ-সবার অনুগা হঞা, প্রেমসেবা নিব চাঞা
ইঙ্গিতে বুঝিব সব কাজে।

রূপে গুণে ডগমগি, সদা হব অনুরাগী,
বসতি করিব সখীমাঝে ॥
বৃন্দাবনে দুইজন, চারিদিকে সখীগণ,
সময়ের সেবা-রস-সুখে।
সখীর ইঙ্গিত হবে, চামর ঢুলাব তবে,
তাম্বূল যোগাব চাঁদমুখে ॥
যুগলচরণ সেবি, নিরন্তর এই ভাবি,
অনুরাগে থাকিব সদায়।
সাধনে ভাবিব যাহা, সিদ্ধদেহে পাব তাহা,
রাগপথের এই সে উপায় ॥
সাধনে যে ধন চাই, সিদ্ধদেহে তাহা পাই,
পক্কাপক্ক মাত্র সে বিচার।
পাকিলে সে প্রেম-ভক্তি, অপক্কে 'সাধন' খ্যাতি
ভকতি-লক্ষণ-অনুসার ॥
নরোত্তম দাস কহে, এই যেন মোর হয়ে,
ব্রজপুরে অনুরাগে বাস।

সখীগণ-গণনাতে, আমারে গণিবে তাতে,
তবহুঁ পূরিব অভিলাষ ॥

তথাহি—

সখীনাং সঙ্গিনীরূপামাত্মানং বাসনাময়ীম্।
আজ্ঞাসেবাপরাং তত্তৎ কৃপালঙ্কারভূষিতাম্ ॥
কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্।
তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা ॥

( ৬ )

যুগল-চরণ-প্রতি, পরম-আনন্দ-ততি,
রতিপ্রেমা হউ পরবন্ধে।
কৃষ্ণনাম-রাধানাম, উপাসনা রসধাম,
চরণে পড়িয়ে পরানন্দে ॥
মনের স্মরণ প্রাণ, মধুর মধুর নাম,
বিলাস যুগল স্মৃতিসার।
সাধ্য সাধন এই, আর নাই ইহা বই,
এই তত্ত্ব সর্ব্বতত্ত্বসার ॥

জলদ-সুন্দর-কান্তি, মধুর মধুর ভাতি,
বৈদগধি-অবধি সুবেশ।
সুপীত বসনধর, আভরণ মণিবর,
ময়ূরচন্দ্রিকা করু কেশ॥
মৃগমদ-সুচন্দন, কুঙ্কুমাদিবিলেপন,
মুগ্ধকারী মূরতি ত্রিভঙ্গ।
নবীন-কুসুমাবলী, শ্রীঅঙ্গে শোভয়ে ভালি,
মধুলোভে ফিরে মত্ত ভৃঙ্গ॥
ঈষৎ মধুরস্মিত, বৈদগধি-লীলামৃত,
লুবধল ব্রজবধুবৃন্দ।
চরণ-কমল-পর, মণিময় সুমঞ্জীর,
নখমণি জিনি' বালচন্দ্র॥
নূপুর-মরাল-ধ্বনি, কুলবধূ-মরালিনী,
শুনিঞা রহিতে নারে ঘরে।
হৃদয়ে বাঢ়য়ে রতি, যেন মিলে পতি, সতী,
কুলের ধরম যায় দূরে॥

কৃষ্ণমুখ-দ্বিজরাজে, সরলা বংশী বিরাজে,
যার ধ্বনি ভুবন মাতায়।
শ্রবণের পথ দিয়া, হৃদয়ে প্রবেশ হঞা,
প্রাণ আদি আকর্ষি' আনয়॥
গোবিন্দ-সেবন সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য,
বৃন্দাবনভূমি তেজোময়।
তাহাতে যমুনাজল, করে নিত্য ঝলমল,
তার তীরে অষ্ট কুঞ্জ হয়॥
শীতল কিরণ-কর, কল্পতরু-গুণধর,
তরুলতা ষড়্ঋতু-সেবা।
পূর্ণচন্দ্রসম জ্যোতিঃ, চিদানন্দময় মূর্ত্তি,
মহানন্দ দরশনলোভা॥
গোবিন্দ আনন্দময়, নিকটে বনিতাচয়,
বিহরে মধুর অতি শোভা।
দুহু প্রেমে ডগমগি, দুঁহে দোঁহা অনুরাগী,
দুঁহু রূপে দুহু মনোলোভা॥

ব্রজপুর-বনিতার, চরণ আশ্রয় সার,
কর মন একান্ত করিয়া।
অন্য বোল গণ্ডগোল, নাহি শুন উতরোল,
রাখ প্রেম হৃদয়ে ভরিঞা॥
কৃষ্ণ প্রভু একবার, করিবেন অঙ্গীকার,
জেন' মন এ সত্য বচন।
ধন্য লীলা বৃন্দাবন, রাধাকৃষ্ণ-শ্রীচরণ,
ধন্য সখী মঞ্জরীর গণ॥
পাপপুণ্যময় দেহ, সকল অনিত্য এহ,
ধন জন সব মিছা ধন্দ।
মরিলে যাইবে কোথা, তাহাতে না পাও ব্যথা,
তবু কার্য্য কর সদা মন্দ॥
রাজার যে রাজ্যপাট, যেন নাটুয়ার নাট,
দেখিতে দেখিতে কিছু নয়।
হেন মায়া করে যেই, পরম ঈশ্বর সেই,
তাঁরে মন সদা কর ভয়॥

পাপে না করিহ মন, অধম সে পাপিজন,
তারে মন দূরে পরিহরি'।
পুণ্য যে সুখের ধাম, তার না লইও নাম,
'পুণ্য,' 'মুক্তি' দুই ত্যাগ করি'॥
প্রেমভক্তি-সুধানিধি, তাহে ডুব নিরবধি,
আর যত ক্ষারনিধিপ্রায়।
নিরন্তর সুখ পাবে, সকল সন্তাপ যাবে,
পরতত্ত্ব করিলে উপায়॥
অন্যের পরশ যেন, নাহি হয় কদাচন,
ইহাতে হইবে সাবধান।
রাধাকৃষ্ণনামগান, এই সে পরম ধ্যান,
আর না করিহ পরমাণ॥
কর্ম্মী, জ্ঞানী, মিছাভক্ত, না হবে তায় অনুরক্ত,
শুদ্ধভজনেতে কর মন।
ব্রজ-জনের যেই মত, তাহে হবে অনুগত,
এই সে পরমতত্ত্ব ধন॥

প্রার্থনা করিব সদা, শুদ্ধভাবে প্রেমকথা,
নাম-মন্ত্রে করিয়া অভেদ।
আস্তিক করিয়া মন, ভজ রাঙ্গা শ্রীচরণ,
গ্রন্থিপাপ হবে পরিচ্ছেদ॥
রাধাকৃষ্ণ-শ্রীচরণ, মাত্র পরমার্থ-ধন,
সযতনে হৃদয়েতে লও।
দুঁহু নাম শুনি' শুনি' ভক্তমুখে পুনিপুনি,
পরম আনন্দ সুখ পাও॥
হেমগৌরতনু রাই, আঁখি দরশন চাই'
রোদন করয়ে অভিলাষে।
জলধর ঢরঢর, অঙ্গ অতি মনোহর,
রূপেতে ভুবন পরকাশে॥
সখীগণ চারিপাশে, সেবা করে অভিলাষে,
পরম সে শোভাসুখ ধরে।
এই মনে আশা মোর, ঐছে রসে হঞা ভোর,
নরোত্তম সদাই বিহরে॥

( ৭ )

রাধাকৃষ্ণ করোঁ ধ্যান, স্বপনে না বল আন,
প্রেম বিনু আর নাহি চাঙ।
যুগলকিশোর-প্রেম, জিনি' লক্ষবাণ হেম,
আরতি-পিরীতি-রসে ধাঙ॥
জল বিনু যেন মীন, দুঃখ পায় আয়ুহীন,
প্রেম বিনু এইমত ভক্ত।
চাতক জলদ-গতি, এমতি একান্ত-রতি,
যেই জানে, সেই অনুরক্ত॥
সরোজ-ভ্রমর যেন, চকোর-চন্দ্রিকা তেন,
পতিব্রতা স্ত্রীলোকের পতি।
অন্যত্র না চলে মন, যেন দরিদ্রের ধন,
এইমত প্রেমভক্তি-রীতি॥
বিষয় গরলময়, তাতে মান' সুখচয়,
সে না সুখ, দুঃখ করি' মান'।

গোবিন্দবিষয় রস, সঙ্গ কর তাঁর দাস,
প্রেমভক্তি সত্য করি' জান ॥
মধ্যে মধ্যে আছে দুষ্ট, দৃষ্টি করি হয় রুষ্ট,
গুণহি বিগুণ করি' মানে।
গোবিন্দ-বিমুখ জনে, স্ফূর্ত্তি নহে হেন ধনে,
লৌকিক করিয়া সব জানে ॥
অজ্ঞান অভাগা যত, নাহি লয় সত-মত,
অহঙ্কারে না জানে আপনা।
অভিমানী ভক্তিহীন, জগমাঝে সেই দীন,
বৃথা তার অশেষ ভাবনা ॥
আর সব পরিহরি' পরম ঈশ্বর হরি,
সেব মন প্রেম করি' আশা।
এক ব্রজরাজপুর, গোবিন্দ রসিকবর,
করহ সদাই অভিলাষা ॥
নরোত্তমদাস কহে, সদা মোর প্রাণ দহে,
হেন ভক্ত-সঙ্গ না পাইয়া।

অভাগ্যের নাহি ওর, মিছামোহে হৈনু ভোর,
দুঃখ রহে অন্তরে জাগিয়া ॥

( ৮ )

বচনের অগোচর, বৃন্দাবন ধামবর,
স্বপ্রকাশ প্রেমানন্দঘন।
যাহাতে প্রকট সুখ, নাহি জরামৃত্যু-দুঃখ,
কৃষ্ণলীলারস অনুক্ষণ ॥
রাধাকৃষ্ণ দুঁহ প্রেম, জিনি' লক্ষবাণ হেম,
দোঁহার হিল্লোলে রস সিন্ধু।
চকোর নয়ন-প্রেম, কাম রতি করে ধ্যান,
পিরীতিসুখের দুঁহে বন্ধু ॥
রাধিকা প্রেয়সীবরা, বাম অঙ্গে মনোহরা,
কনক-কেশর-কান্তি ধরে।
অনুরাগ-রক্ত-শাড়ী নীলপট্ট মনোহারী,
প্রত্যঙ্গে ভূষণ শোভা করে ॥

করয়ে লোচন পান, রূপলীলা দুঁহ প্রাণ,
আনন্দে মগন সহচরী।
বেদ-বিধি-অগোচর, রতনবেদীর'পর,
সেব নিতি কিশোর-কিশোরী॥
দুর্ল্লভ জনম হেন, নাহি ভজ হরি কেন,
কি লাগিয়া মর ভব-বন্ধে।
ছাড় অন্য ক্রিয়া-কর্ম্ম, নাহি দেখ বেদ-ধর্ম্ম,
ভক্তি কর কৃষ্ণপদদ্বন্দ্বে॥
বিষয় বিষম গতি, নাহি ভজ ব্রজপতি,
শ্রীনন্দনন্দন সুখসার।
স্বর্গ আর অপবর্গ, সংসার নরকভোগ,
সর্ব্বনাশ জনমবিকার॥
দেহে না করিহ আস্থা, মন্দ রীতে যম শাস্তা,
দুঃখের সমুদ্রে কর্ম্মগতি।
দেখিয়া শুনিঞা ভজ, সাধুশাস্ত্রমত যজ,
যুগলচরণে কর রতি॥

কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড,
'অমৃত' বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায়॥
রাধাকৃষ্ণে নাহি রতি, অন্য জনে বলে পতি,
প্রেমভক্তি কিছু নাহি জানে।
নাহি ভক্তির সন্ধান, ভরমে করয়ে ধ্যান,
বৃথা তার সে ছার ভাবনে॥
জ্ঞান কর্ম্ম করে লোক, নাহি জানে ভক্তিযোগ,
নানা মতে হইয়া অজ্ঞান।
তার কথা নাহি শুনি, পরমার্থতত্ত্ব জানি,
প্রেমভক্তি ভক্তগণপ্রাণ॥
জগত-ব্যাপক হরি, অজ-ভব আজ্ঞাকারী,
মধুর মধুর লীলাকথা।
এই তত্ত্ব জানে যেই, পরম উত্তম সেই,
তাঁর সঙ্গ করিব সর্ব্বথা॥

পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ, তাঁহে হও অতিতৃষ্ণ,
ভজ তাঁরে ব্রজভাব লঞা।
রসিক ভকত-সঙ্গে, বিহর নিয়ত রঙ্গে,
ব্রজপুরে বসতি করিঞা॥
দিবানিশি ভাবভরে, মনেতে ভাবনা ক'রে,
নন্দব্রজে রহিবে সদাই।
এই বাক্য সত্য জান, কভু ইথে নাহি আন,
পরমাণ শ্রীজীব গোঁসাই॥
শ্রীকৃষ্ণ-ভকতজন, তাঁহার চরণে মন,
আরোপিয়া কথা-অনুসারে।
সখীর সর্ব্বথা মত, হইঞা তাঁহার যূথ,
সদা বিহরিব ব্রজপুরে॥
লীলারসকথা গান, যুগলকিশোর ধ্যান,
প্রার্থনা করিব অভিলাষে।
জীবনে মরণে এই, আর কিছু নাহি চাই,
কহে দীন নরোত্তমদাসে॥

( ৯ )

আন কথা না শুনিব, আন কথা না বলিব,
সকলি কহিব পরমার্থ।
প্রার্থনা করিব সদা, লালসা অভীষ্ট-কথা,
ইহা বিনু সকলি অনর্থ॥
ঈশ্বরের তত্ত্ব যত, তাহা বা কহিব কত,
অনন্ত অপার কেবা জানে।
ব্রজপুর-প্রেম নিত্য, এই সে পরম সত্য,
ভজ সদা অনুরাগ-মনে॥
গোবিন্দ গোকুলচন্দ্র, পরম আনন্দকন্দ,
পরিবার-গোপ-গোপী-সঙ্গে।
নন্দীশ্বর যাঁর ধাম, গিরিধারী যাঁর নাম,
সখী-সঙ্গে ভজ তাঁরে রঙ্গে॥
প্রেমভক্তিতত্ত্ব এই, তোমারে কহিল ভাই,
আর দুর্ব্বাসনা পরিহরি'।

শ্রীগুরুপ্রসাদে ভাই, এ সব ভজন পাই,
প্রেমভক্তি সখী অনুচরি' ॥
সার্থক ভজনপথ, সাধুসঙ্গ অবিরত,
স্মরণ ভজন কৃষ্ণ-কথা।
প্রেমভক্তি হয় যদি, তবে হয় মনঃশুদ্ধি,
তবে যায় হৃদয়ের ব্যথা ॥
বিষয় বিপত্তি জান,' সংসার স্বপন মান',
নরতনু ভজনের মূল।
অনুরাগে ভজ সদা, প্রেমভাবে লীলাকথা,
আর যত হৃদয়ের শূল ॥
রাধিকা-চরণরেণু, ভূষণ করিয়া তনু,
অনায়াসে পাবে গিরিধারী।
রাধিকা-চরণাশ্রয়, করে যেই মহাশয়,
তারে মুঞি যাঙ বলিহারি ॥
জয় জয় রাধানাম, বৃন্দাবন যাঁর ধাম,
কৃষ্ণসুখবিলাসের নিধি।

হেন রাধাগুণ-গান, না শুনিল মোর কাণ,
বঞ্চিত করিল মোরে বিধি ॥
তাঁর ভক্তসঙ্গে সদা, রসলীলা-প্রেমকথা,
যে করে সে পায় ঘনশ্যাম।
ইহাতে বিমুখ যেই, তার কভু সিদ্ধি নাই,
নাহি যেন শুনি তার নাম ॥
কৃষ্ণনামগানে ভাই, রাধিকা-চরণ পাই,
রাধা-নাম-গানে কৃষ্ণচন্দ্র।
সংক্ষেপে কহিল কথা, ঘুচাহ মনের ব্যথা,
দুঃখময় অন্যকথা-দ্বন্দ্ব ॥
অহঙ্কার, অভিমান, অসৎসঙ্গ, অসজ্জ্ঞান,
ছাড়ি' ভজ গুরুপাদপদ্ম।
কর আত্মনিবেদন, দেহ-গেহ-পরিজন,
গুরুবাক্য পরম মহত্ত্ব ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, নিরবধি তাঁরে সেব,
প্রেম-কল্পতরু-বরদাতা।

শ্রীব্রজরাজনন্দন, রাধিকা-জীবনধন,
অপরূপ এই সব কথা ॥
নবদ্বীপে অবতরি' রাধাভাব অঙ্গীকরি'
তাঁর কান্তি অঙ্গের ভূষণ।
তিন বাঞ্ছা অভিলাষি' শচীগর্ভে পরকাশি'
সঙ্গে লঞা পারিষদগণ ॥
গৌরহরি অবতরি' প্রেমের বাদর করি'
সাধিলা মনের তিন কাজ।
রাধিকার প্রাণপতি, কিবা ভাবে কান্দে নিতি,
ইহা বুঝে ভকত-সমাজ ॥
গোপনে সাধিলে সিদ্ধি, সাধন নবধা ভক্তি,
প্রার্থনা করিব দৈন্যে সদা।
করি' হরি-সংকীর্ত্তন, সদাই বিভোল মন,
ইষ্টলাভ বিনু সব বাধা ॥
সংসার-বাটোয়ারে, কাম-ফাঁসে বান্ধি মারে,
ফুকারি' কহয়ে হরিদাস।

করহ-ভকতসঙ্গ, প্রেমকথা-রস-রঙ্গ,
তবে হবে বিপদ বিনাশ ॥
স্ত্রী-পুত্র-বান্ধব যত, মরি' যাবে শত শত,
আপনাকে হও সাবধান।
মুঞি সে বিষয়হত, না ভজিনু হরিপদ,
মোর আর নাহি পরিত্রাণ ॥
রামচন্দ্র কবিরাজ, সেই সঙ্গে মোর কাজ,
তাঁর সঙ্গ বিনু সব শূন্য।
যদি হয় জন্ম পুনঃ, তাঁর সঙ্গ হয় যেন,
তবে হয় নরোত্তম ধন্য ॥
আপন ভজন-কথা, না কহিব যথা তথা,
ইহাতে হইও সাবধান।
না করিহ কেহ রোষ, না লইহ মোর দোষ,
প্রণমহ ভক্তের চরণ ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু মোরে বোলান যে বাণী।
তাহা কহি, ভাল-মন্দ কিছুই না জানি ॥

লোকনাথ-প্রভুপদ হৃদে করি' আশ।
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা কয় নরোত্তম দাস॥

ইতি শ্রীল নরোত্তমদাস-ঠাকুর-বিরচিত
**শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা সমাপ্ত।**

---

# শ্রীষড়্‌গোস্বামীর শোচক

## শ্রীমদ্রূপগোস্বামিপ্রভুর শোচক

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।
শ্রীমদ্ রূপগোস্বামিনে নমঃ।

(১)

ও মোর জীবন-গতি, শ্রীরূপ গোঁসাই অতি,
গুণের সমুদ্র দয়াময়।
যাঁহার করুণা হৈলে, চৈতন্য-চরণ মিলে,
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-প্রাপ্তি হয়॥

পরম বৈরাগ্য যাঁ'র, চরিত্রের নাহি পার,
অসীম ঐশ্বর্য্য পরিহরি'।
চৈতন্যের আগমন, শুনি' হরষিত মন,
প্রয়াগে চলিলা ত্বরা করি' ॥
অনুজ বল্লভ-সনে, শীঘ্র গেলা সেই স্থানে,
মহাপ্রভু যথায় বসিয়া।
চৈতন্যের শ্রীচরণ, দর্শনে আনন্দ মন,
ভূমে দোঁহে পড়ে লোটাইয়া ॥
পুনঃ পুনঃ দুই জনে, নিরখিয়া প্রভু-পানে,
প্রেম-জলে ভরিল নয়ন।
দন্তে তৃণ-গুচ্ছ ধরে, বিধি-মতে স্তব করে,
শুনিলে ব্যাকুল হয় মন ॥
শ্রীরূপেরে নিরখিয়ে প্রভু প্রেমে মত্ত হ'য়ে
প্রিয়বাক্য অনেক কহিলা।
অজ ভব দেবগণ আরাধয়ে যে চরণ,
সে চরণ মস্তকে ধরিলা ॥

প্রেমে বশ গৌররায়, উঠ উঠ বলি' তায়,
মহাসুখে কৈল আলিঙ্গন।
শ্রীরূপ যুড়িয়ে কর, স্তুতি করে বহুতর,
তাহা কিছু না হয় বর্ণন॥
তবে প্রভু রূপে লৈয়ে, নিকটেতে বসাইয়ে,
সনাতনের পুছে সমাচার।
শ্রীরূপ কহিল সব, শুনিয়া চৈতন্যদেব,
কহে কিছু চিন্তা নাহি আর॥
শ্রীরূপে প্রসন্ন হৈয়া কিছুদিন কাছে থুয়া,
রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব জানাইলা।
পরম আনন্দ মন, রূপে করি' আলিঙ্গন,
বৃন্দাবন যাইতে আজ্ঞা দিলা॥
কাতরে শ্রীরূপ কয়, সঙ্গে থাকি, আজ্ঞা হয়,
শুনি প্রভু মহা হর্ষ-চিত্তে।
কহেন মধুর বাণী, সদা সঙ্গে আছ তুমি,
পুনশ্চ আসিবে ব্রজ হৈতে॥

এই মত কহে যত, তবে প্রভু শচীসুত,
কাশী চলে নৌকায় চড়িয়া।
প্রভুর শ্রীচন্দ্র মুখ, নয়নে হেরিয়ে রূপ,
ভূমে পড়ে মূর্চ্ছিত হইয়া॥
সে সময় ভেল যাহা, কহিতে না পারি তাহা,
কতক্ষণে কিছু সম্বরিলা।
মহাপ্রভুর শ্রীচরণ, তাহে সমর্পিয়া মন,
বৃন্দাবন গমন করিলা॥
অত্যন্ত আনন্দ চিতে, শীঘ্র আইলা মথুরাতে,
সুবুদ্ধি মিশ্রের দেখা পাইলা।
মিশ্র আনন্দিত হৈয়া, দুইজনে সঙ্গে লৈয়া,
দ্বাদশ-কানন দেখাইলা॥
বিস্তারিতে নারি আর, গমনাগমন তাঁর,
কতদিন পরে বৃন্দাবনে।
শ্রীরূপ শ্রীসনাতন, হৈল দোঁহে সুমিলন,
দোঁহে প্রেমে আপ্ত নাহি জানে॥

আলিঙ্গন করি' দোঁহে, চৈতন্যের গুণ কহে,
যাহা শুনি' পাষাণ মিলায়।
আনন্দ হইল চিত্তে, নাহি পারে সম্বরিতে,
কাঁদি' দোঁহে ধরণী লোটায়॥
অতি অনুরাগ মনে, শ্রীরূপ শ্রীবৃন্দাবনে,
রহে সদা প্রেমের উল্লাসে।
ফল-মূল মাধুকরী, বিপ্রগৃহে ভিক্ষা করি'
ভুঞ্জে, কভু থাকে উপবাসে॥
ছিঁড়া কাঁথা বহির্ব্বাস, এইমাত্র বহে পাশ,
তরুতলে করেন শয়ন।
দিবানিশি অবিশ্রাম, জপয়ে মধুর নাম,
ভাব-ভরে করয়ে নর্ত্তন॥
ক্ষণে করে সংকীর্ত্তন, অন্তর্মনা অনুক্ষণ
কি কব ভজনরীতি তাঁ'র।
প্রভুর আজ্ঞায় কত, বর্ণিলা অমৃত-গ্রন্থ
প্রেম-সম অক্ষর যাঁহার॥

মহাধীর অত্যুদার, কে বুঝে হৃদয় তাঁর,
কভু যমুনার তটে যায়া।
'হা শচীনন্দন' বলি' কান্দয়ে দুহাত তুলি'
ডাকে রাধাকৃষ্ণনাম লয়া॥
অতি সুকোমল দেহ, সদা প্রেমে নাচে সেহ,
আর কি বলিব এক মুখে।
অধম পামরগণ, পতিত দুঃখিত জন,
নিজগুণে কৃপা করেন তাকে।
নরহরি দুরাচার, কর মোরে অঙ্গীকার,
তাপেতে হইল সদা ভোর।
তুয়া পাদপদ্মে মন, রহে যেন সর্ব্বক্ষণ,
এই নিবেদন শুন মোর॥

( ২ )

পাহিড়া

আরে মোর শ্রীরূপ গোসাঞি।
গৌরাঙ্গচাঁদের ভাব, প্রচার করিয়া সব,
জানাইতে হেন আর নাই ॥
বৃন্দাবন নিত্যধাম, সর্ব্বোপরি অনুপম,
সর্ব্ব অবতারী নন্দসুত।
তাঁর কান্তাগণাধিকা, সর্ব্বারাধ্যা শ্রীরাধিকা,
তাঁর সখীগণ-সঙ্গযূথ ॥
রাগমার্গে তাহা পাইতে, যাঁহার করুণা হৈতে,
বুঝিল পাইল যে তে জনা।
এমন দয়ালু ভাই, কোথাও দেখিয়ে নাই,
তাঁর পদ করহ ভাবনা ॥
শ্রীচৈতন্য-আজ্ঞা পাঞা, ভাগবত বিচারিয়া
যত ভক্তিসিদ্ধান্তের খনি।

তাহা উঠাইয়া কত, নিজগ্রন্থ করি যত,
জীবে দিলা প্রেমচিন্তামণি ॥
রাধাকৃষ্ণ রসকেলি, নাট্যগীত পদাবলী,
শুদ্ধ পরকীয়া মত করি'।
চৈতন্যের মনোবৃত্তি স্থাপন করিলা ক্ষিতি
আস্বাদিয়া তাহার মাধুরী ॥
চৈতন্য-বিরহে শেষ, পাই অতিশয় ক্লেশ,
তাহে যত প্রলাপ বিলাপ।
সে সব কহিতে ভাই, দেহে প্রাণ রহে নাই,
এ রাধাবল্লভ হিয়ে তাপ ॥

( ৩ )

বিহাগড়া

যঙ্ কলিরূপ শরীর না ধরত।
তঙ্ ব্রজপ্রেম- মহানিধি-কুঠরিক,
কোন্ কপাট উঘারত ॥

নীর ক্ষীর হংসন, পান বিধায়ন,
কোন্ পৃথক্ করি পায়ত।
কো সব ত্যজি' ভজি' বৃন্দাবন,
কো সব গ্রন্থ বিরচিত॥
যব পিতু বনফুল, ফলত নানাবিধ,
মনোরাজি অরবিন্দ।
সো মধুকর বিনু, পান কোন্ জানত,
বিত্তমান করি বন্ধ॥
কো জানত, মথুরা বৃন্দাবন,
কো জানত ব্রজনীত।
কো জানত, রাধামাধব-রতি,
কো জানত সোই প্রীত॥
যাকর চরণ- প্রসাদে সকল জন,
গাই' গাওয়াই' সুখ পাওত।
চরণ-কমলে, শরণাগত মাধো,
তব মহিমা উর লাগত॥

( ৪ )

বিহাগড়া

জয় জয় রূপ মহারস সাগর।

দরশন পরশন, বচন রসায়ন,

আনন্দহুকে গাগর॥

অতি গম্ভীর ধীর করুণাময়,

প্রেম-ভকতিকে আগর।

উজ্জ্বল-প্রেম- মহামণি প্রকটিত,

দেশ গৌড় বৈরাগর॥

সদ্‌গুণ-মণ্ডিত, পণ্ডিত-রঞ্জন,

বৃন্দাবন নিজ নাগর।

কিরীতি বিমল যশ শুন তঁহি মাধো,

সতত রহল হিয়ে জাগর॥

ইতি শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুর শোচক সম্পূর্ণ।

---

## শ্রীসনাতন গোস্বামিপ্রভুর শোচক

( ১ )

রূপের বৈরাগ্য-কালে, সনাতন বন্দিশালে,
বিষাদ ভাবয়ে মনে মনে।
শ্রীরূপে করুণা করি' ত্রাণ কৈল গৌরহরি,
মো-অধমে নহিল স্মরণে॥
মোর কর্ম্ম দড়ি-ফান্দে, মোর হাতে গলে বান্ধে,
রাখিয়াছে কারাগারে ফেলি'।
আপন করুণা-ফাঁসে দৃঢ় বান্ধি' মোর কেশে,
চরণ-নিকটে লহ তুলি'॥
পশ্চাতে অগাধ-জল, দুই পাশে দাবানল,
সম্মুখে যুড়িল ব্যাধ বাণ।
কাতরে হরিণী ডাকে, পড়িয়া বিষম পাকে,
তুমি নাথ মোরে কর ত্রাণ॥

জগাই মাধাই হেলে, বাসুদেবে অজামিলে,
অনায়াসে করিলে উদ্ধার।
করুণা-আভাস করি' সনাতনে পদতরী,
দেহ যেন ঘোষয়ে সংসার॥
এদুঃখ-সমুদ্র-ঘোরে, নিস্তার করহ মোরে,
তোমা বিনা নাহি অন্যজন।
হেনকালে অন্যজনে, অলক্ষিতে সনাতনে,
পত্র দিল রূপের লিখন॥
রূপের লিখন পেয়ে, মনে আনন্দিত হয়ে,
সদা করে গৌরাঙ্গ ধেয়ান।
শ্রীরাধাবল্লভ দাস মনে করে অভিলাষ
পত্র পেয়ে করিলা পয়ান॥

( ২ )

শ্রীরূপের বড় ভাই, শ্রীসনাতন গোঁসাই,
পাৎসার উজির হৈয়া ছিলা।

শ্রীরূপের পত্র পেয়ে, বন্দী হৈতে পলাইয়ে,
কাশীপুরে গৌরাঙ্গ ভেটিলা ॥
ছিঁড়া কাঁথা অঙ্গে মলি, হাতে নখ মাথে চুলি,
নিকটে যাইতে অঙ্গ হেলে।
দুই গুচ্ছ তৃণ করে, এক গুচ্ছ দন্তে ধরে,
পড়িলা চৈতন্যপদতলে ॥
দরবেশ-রূপ দেখি' প্রভুর সজল আঁখি,
বাহু পসারিয়া আইসে ধেয়ে।
সনাতনে করি' কোলে, কাতরে গোঁসাই বলে,
অধমেরে স্পর্শ কি লাগিয়ে ॥
অস্পৃশ্য পামর দীন, দুরাচার বুদ্ধিহীন,
নীচকুলে নীচ ব্যবহার।
এহেন পামর-জনে, স্পর্শ' প্রভু কি কারণে,
যোগ্য নহে তোমা স্পর্শিবার ॥
প্রভু কহে সনাতন, দৈন্য কর কি কারণ,
তব দৈন্যে ফাটে মোর হিয়া।

কৃষ্ণের করুণা আছে, ভালমন্দ নাহি বাছে,
তোমা স্পর্শি পবিত্র লাগিয়া ॥
ভোট কম্বল দেখি' গায়, প্রভু পুনঃ পুনঃ চায়,
লজ্জিত হইলা সনাতন।
গৌড়ীয়ারে ভোট দিয়া, ছিঁড়া এক কান্থা লৈয়া,
প্রভু-পাশে পুনরাগমন ॥
আজ্ঞা দিল রূপ-সনে দেখা হ'বে বৃন্দাবনে,
প্রভু-আজ্ঞায় করিলা গমনে।
গৌরাঙ্গ-করুণা করি' রাধা-কৃষ্ণ-নাম মাধুরী,
শিক্ষা করাইলা সনাতনে ॥
ছেঁড়া কান্থা নেড়া মাথা, মুখে কৃষ্ণগুণ-গাথা,
পরিধান ছেঁড়া বহির্ব্বাস।
কভু কান্দে কভু হাসে, কভু প্রেমানন্দে ভাসে,
কভু ভিক্ষা, কভু উপবাস ॥
অতঃপর সনাতন, প্রবেশিলা বৃন্দাবন,
রূপ-সঙ্গে হইল মিলন।

প্রেমে অশ্রু নেত্রে ভরি', সনাতনের গলে ধরি'
কান্দে রূপ গদ্‌গদ বচন ॥
ব্রজপুরে ঘরে ঘরে, মাধুকরী ভিক্ষা করে,
এইরূপে গোঁয়ায় সনাতন।
কতদিনে তাহা ছাড়ি' কুঞ্জে কুঞ্জে রহে পড়ি'
ফল-মূল করয়ে ভক্ষণ ॥
উচ্চস্বরে আর্ত্তনাদে, রাধা-কৃষ্ণ বলি' কাঁদে,
হা নাথ হা নাথ বলি' ডাকে।
গৌরাঙ্গের যত গুণ, কহে রূপ-সনাতন,
এইরূপে কতদিন থাকে ॥
কতদিন অন্তর্মনা, ছাপ্পান্ন দণ্ড ভাবনা,
চারিদণ্ড নিদ্রা বৃক্ষ-তলে।
কৃষ্ণনাম গানে থাকে, স্বপ্নে রাধাকৃষ্ণ দেখে,
অবসর নহে একতিলে ॥
ছাড়ি' ভোগ-অভিলাষ, তরুতলে করে বাস,
দুই চারি দিন উপবাস।

কখনও বনের শাক অলবণে করি' পাক
মুখে দেয় দুই এক গ্রাস ॥
সূক্ষ্মবস্ত্র বাজে গায়, ধূলায় ধূসর কায়,
কণ্টকেতে বিদ্ধ হয় পাশ।
এ রাধাবল্লভ দাস মনে করে অভিলাষ,
কতদিনে হ'ব তাঁ'র দাস ॥

( ৩ )

শ্রীরাগ

জয় জয় পঁহু শ্রীল সনাতন নাম।
সকল ভুবন মাহা যছু গুণগ্রাম ॥
ত্যেজল সকল সুখ সম্পদ্ অপার।
শ্রীচৈতন্য-চরণ-যুগল করু সার ॥
শ্রীবৃন্দাবন-ভূমে করি' বাস।
লুপত তীর্থ-সব করল প্রকাশ ॥

শ্রীগোবিন্দ-সেবা পরচারি'।
করল ভাগবত অর্থ বিচারি' ॥
যুগল-ভজন-লীলা-গুণ নাম।
করল বিথার গ্রন্থ অনুপম ॥
সতত গৌর-প্রেমে গর গর দেহ।
ভ্রমই বৃন্দাবনে না পায়ই থেহ ॥
বিপুল পুলক-ভর নয়নহি নীর।
'রাই কানু' বলি' পড়ই অথির ॥
ভাব-বিভূষণ সকল শরীর।
অনুখণ বিহরই যমুনাক তীর ॥
যছু করুণায় বৃন্দাবন পাই।
ভাবই মনোহর সোই গোসাঞি ॥

ইতি—শ্রীসনাতন গোস্বামি প্রভুর শোচক সমাপ্ত।

## শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামি-প্রভুর শোচক

যবে রূপ-সনাতন, ব্রজে গেলা দুইজন,
শুনাইতে রঘুনাথ দাস।
নিজরাজ্য অধিকার, ইন্দ্র-সম সুখ যা'র,
ছাড়িয়া চলিলা প্রভু-পাশ॥
উঠি রাত্রে নিশা-ভাগে, দুয়ারে প্রহরী জাগে,
পথ ছাড়ি' বিপথে গমন।
ক্ষুধা-তৃষ্ণা নাহি পায়, মনোদ্বেগে চলি' যায়,
সদা চিত্তে চৈতন্য-চরণ॥
একদিন এক গ্রামে, সন্ধ্যাকালে গো-বাথানে,
'হা চৈতন্য' বলিয়া বসিলা।
এক গোপ দুগ্ধ দিলা, তাহা খেয়ে বিশ্রামিলা,
সেই রাত্রে তথাই রহিলা॥

যে অঙ্গ পালঙ্গ বিনে, ভূমি-শয্যা নাহি জানে,
সে অঙ্গ বাথানে গড়ি' যায়।
যিনি ঘোড়া দোলা বিনে, পথ-শ্রম নাহি জানে,
কণ্টকে হাঁটয়ে সেই পায়॥
যিঁহো বেলা দণ্ড চারি, তোলা জলে স্নান করি'
ষড়্‌রস করিত ভোজন।
এবে যদি কিছু পান, সন্ধ্যা-কালে তাহা খান,
না পাইলে অমনি শয়ন॥
বার দিনের পথ যান, তিন সন্ধ্যা অন্ন খান,
প্রবেশিলা নীলাচল পুরে।
দেখিয়া সে শ্রীমন্দির, দুনয়নে বহে নীর,
'হা চৈতন্য' বলে উচ্চস্বরে॥
এ রাধাবল্লভদাস মনে করি অভিলাষ
কোথা মোর রঘুনাথ দাস।
তাঁহার প্রসঙ্গ মাত্র, পুলকিত হয় গাত্র,
তাঁর পদ-রেণু করি আশ॥

শ্রীচৈতন্য-কৃপা হৈতে রঘুনাথ দাস-চিত্তে
পরম বৈরাগ্য উপজিল।
কলত্র গৃহ সম্পদ, নিজরাজ্য অধিপদ,
মলপ্রায় সকল তেজিল॥
পুরশ্চর্য্যা কৃষ্ণনামে গিয়া সে পুরুষোত্তমে,
গৌরাঙ্গের পদযুগ সেবে।
এই মনে অভিলাষ, পুনঃ রঘুনাথ দাস,
নয়ন-গোচর হ'বে কবে॥
গৌরাঙ্গ দয়ালু হৈয়া রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দিয়া
গোবর্দ্ধন-শিলা-গুঞ্জাহারে।
ব্রজবনে গোবর্দ্ধনে, শ্রীরাধার শ্রীচরণে,
সমর্পণ করিল যাহারে॥
গৌরাঙ্গের অগোচরে নিজকেশ ছিঁড়ি করে,
বিরহে ব্যাকুল ব্রজে গেলা।
দেহ-ত্যাগ করি' মনে, গেলা গিরি-গোবর্দ্ধনে,
দু' গোঁসাই তাঁহারে রাখিলা॥

ধরি' রূপ সনাতন রাখিল তাঁর জীবন,
দেহ-ত্যাগ করিতে না দিলা।
দুই গোঁসাইর আজ্ঞা পেয়ে, রাধাকুণ্ডের তটে গিয়ে
নিয়ম করিয়া বাস কৈলা॥
ছিঁড়া বস্ত্র পরিধান, ব্রজফল গব্য পান,
অন্ন আদি না করে আহার।
তিন সন্ধ্যা স্নানাচরি' স্মরণ-কীর্ত্তন করি'
রাধাপদ ভজন যাহার॥
ষাট দণ্ড রাত্রি দিনে, রাধাকৃষ্ণ-লীলা-গানে
স্মরণেতে সদাই গোঁয়ায়।
চারি দণ্ড শুয়ে থাকে, স্বপ্নে রাধাকৃষ্ণ দেখে,
তিলার্দ্ধেক ব্যর্থ নাহি যায়॥
চৈতন্যের পাদাম্বুজে, রাখে মনোভৃঙ্গরাজে,
স্বরূপের সদাই আশ্রয়।
ভিন্ন দেহ রূপ মনে, গতি যাঁর সনাতনে,
ভট্ট গোঁসায়ের প্রিয় মহাশয়॥

শ্রীরূপের গণ যত, যাঁহার পদ আশ্রিত,
অত্যন্ত বাৎসল্য যা'র জীবে।
সেই আর্ত্তনাদ করি' কান্দি' বলে হরি হরি,
প্রভুর করুণা হ'বে কবে ॥
হে রাধিকার বল্লভ, গান্ধর্ব্বিকার বান্ধব,
রাধিকারমণ রাধানাথ।
হে হে বৃন্দাবনেশ্বর, হা হা কৃষ্ণ দামোদর,
কৃপা করি' কর আত্মসাথ ॥
প্রভু রূপ সনাতন, তিন হৈলা অদর্শন,
অন্ধ হৈল এ দুই নয়ন।
বৃথা আঁখি কাঁহা দেখি, বৃথা দেহে প্রাণ রাখি,
সেবাচার বাড়ায় দ্বিগুণ ॥
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীশচীসুত, তা'র গুণ যত যত,
অবতার শ্রীবিগ্রহ নাম।
গুপ্ত ব্যক্ত লীলাস্থান দৃষ্ট শ্রুত বৈষ্ণবগণ,
সভাকারে করয়ে প্রণাম ॥

রাধাকৃষ্ণের বিয়োগে ছাড়িল সকল ভোগে
রুখা শুখা অন্ন মাত্র সার।
শ্রীচৈতন্যের বিচ্ছেদেতে অন্ন ছাড়ি' সেই হৈতে
ফল গব্য করেন আহার॥
সনাতনের অদর্শনে তাহা ছাড়ি' সেই দিনে,
কেবল করেন জল পান।
রূপের বিচ্ছেদ যবে, জল ছাড়ি' দিল তবে,
রাধাকৃষ্ণ বলি রাখে প্রাণ॥
স্বরূপের অদর্শনে না দেখে রূপের গণে,
বিরহে বিকল হৈয়া কান্দে।
কৃষ্ণকথালাপ বিনে, শ্রবণে নাহিক শুনে,
উচ্চস্বরে ডাকে আর্ত্তনাদে॥
হা হা রাধা কৃষ্ণ কোথা, কোথা আছ হে ললিতা,
হে বিশাখে দেহ দরশন।
হা চৈতন্য মহাপ্রভু, হা স্বরূপ মোর প্রভু,
হা হা প্রভু রূপ-সনাতন॥

কাঁদে গোঁসাই রাত্রদিনে, পুড়ি' যায় তনু মনে,
বিরহে হৈল জর জর।
মন্দ মন্দ জিহ্বা নড়ে, প্রেমে অশ্রু নেত্রে পড়ে
মনে কৃষ্ণ করয়ে স্মরণ॥
সেই রঘুনাথ দাস, পূরিবে মনের আশ,
এই মোর বড় আছে সাধ।
এ রাধাবল্লভ-দাস, মনে করে অভিলাষ;
সভে মোর করহ প্রসাদ॥ ইতি

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামি-প্রভুর শোচক সমাপ্ত।

---

## শ্রীজীব-গোস্বামিপ্রভুর শোচক

শ্রীজীব-গোস্বামিনে নমঃ

আরে মোর জীবন-ধন, অনুপমের নন্দন,
শ্রীজীব গোঁসাই দয়াময়।

অতি সুচরিত যাঁর, শুনি' লাগে চমৎকার,
পরম পণ্ডিত মহাশয় ॥
গৃহে থাকি অনুক্ষণ, কৃষ্ণকথা আলাপন,
তিলার্দ্ধেক নাহি যায় বৃথা।
অত্যন্ত উদার-চিত্ত, প্রেমেতে সতত মত্ত,
ক্ষণেক না শুনে অন্য কথা ॥
অল্পকালে হেন গুণ, ঐশ্বর্য্যে নাহিক মন,
সদা চিন্তে বৃন্দাবন যাইতে।
কি কহিব অনুরাগ, করি' গোঁসাই সর্ব্বত্যাগ,
যাত্রা কৈল মহা আনন্দেতে ॥
নিত্যানন্দপ্রভু-স্থানে, শীঘ্র গেলা হর্ষ মনে,
যাইয়া করিলা দরশন।
নেত্রে অশ্রুযুক্ত হৈয়া, ধরণীতে লোটাইয়া,
বন্দিলেন যুগল চরণ ॥
নিত্যানন্দ প্রভু-প্রীতে নিজপদ তার মাথে,
ধরিলেন পরম আনন্দে।

দুই ভুজ ধরি' তোলে, শ্রীজীবে করিল কোলে,
রূপ-সনাতনের সম্বন্ধে ॥
গোঁসাই আনন্দ মন, দৈন্য করে পুনঃপুনঃ,
আজ্ঞা দেহ যাই বৃন্দাবন।
শুনি' নিত্যানন্দ রায়, শ্রীজীবের পানে চায়,
প্রেমজলে ভরিল নয়ন ॥
পুনঃ নিত্যানন্দ রাম, সোঙরি' চৈতন্যনাম,
কহে অতি মধুর বচন।
তোমার বংশে সেই স্থান, দিয়াছেন এই শুন,
শীঘ্র তুমি যাহ বৃন্দাবন ॥
নিত্যানন্দের আজ্ঞা পাঞা, চলে মহা সুখী হঞা,
কি কহিব যৈছন গমন।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলি' কভু ডাকে ভুজ তুলি'
কভু ডাকে রূপ-সনাতন ॥
চিন্তে মনে অনুক্ষণ, কবে যাব বৃন্দাবন,
কবে রাধাগোবিন্দ দেখিব।

সুললিত কৃষ্ণগুণ, কবে হ'বে দরশন,
নয়ন পরাণ জুড়াইব ॥
এইরূপে পথে চলে, কা'রে কিছু নাহি বলে,
ভক্ষ্য দ্রব্য মিলে অনায়াসে।
অতি সুকুমার হয়, কভু দুঃখ না জানয়,
চলে মাত্র প্রেমের আবেশে ॥
কতদিনে মথুরাতে, গেলেন আনন্দচিত্তে,
মধুপুরী করিল দর্শন।
যমুনাতে স্নান করি' বৃন্দাবন-পানে হেরি'
অবিরত ঝরয়ে নয়ন ॥
তথা হৈতে হর্ষ মনে, প্রবেশিলা বৃন্দাবনে,
দু' গোঁসাইর চরণ বন্দিল।
দূরে গেল মনোদুঃখ, হইল পরম সুখ,
আর কত বন্দিতে নারিল ॥
রূপের আনন্দ হৈল, শ্রীজীবেরে কৃপা কৈল,
সনাতনের অনুমতি পা'য়ে।

রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব-সুখে, সুখী করাইল তাকে,
সবে হর্ষ শ্রীজীব দেখিয়ে ॥
শ্রীজীবের গুরু-ভক্তি, কহিতে নাহিক শক্তি,
অনুক্ষণ করয়ে সেবন ।
গোঁসাই যে আজ্ঞা করে, তাহা যত্নে ধরে শিরে,
অন্য না জানয়ে যার মন ॥
নিত্যানন্দের আজ্ঞা লয়া, যৈছে আইলা সুখী হৈয়া,
তৈছে গোঁসাই আজ্ঞা-ফল পাইলা ।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ, নাহিক তাঁহার সম,
বহু গ্রন্থ বর্ণন করিলা ॥
গুণের নাহিক অন্ত, কি কহিব ভক্তিতত্ত্ব,
রাখিলেন সিদ্ধান্ত করিয়া ।
সনাতনের দয়া যত, তাহা বা কহিব কত,
শ্রীজীবের বৈরাগ্য দেখিয়া ॥
বৃন্দাবনে সবে সুখী, দেখিয়া জুড়ায় আঁখি,
জীব গোঁসাইর চরিত্র সুধীর ।

যেরূপে ভজন করে, তাহা কে কহিতে পারে,
সদা প্রেমে পুলক শরীর ॥
ব্রজপুরে এই মতে, রহয়ে উল্লাস চিতে,
কে বুঝিবে তাঁহার আশয়।
দু' গোঁসাইর অদর্শনে, যে বিরহ ভেল মনে,
তাহা কহিবার যোগ্য নয় ॥
ধরণীতে লোটাইয়া, কান্দয়ে আকুল হৈয়া,
ফুৎকার করয়ে অনুক্ষণ।
'হা চৈতন্য' মোর প্রাণ, প্রভু নিত্যানন্দ রাম,
কোথা প্রভু রূপ-সনাতন ॥
ধারা বহে দু'নয়নে, না চাহয়ে কার পানে,
চিত্তে অতি অস্থির হইলা।
রাত্রে প্রভু রূপ আসি' স্বপ্ন দিল কাছে বসি'
তবে কিছু দুঃখ সম্বরিলা ॥
সেইদিন শ্রীনিবাস, আইল শ্রীজীব-পাশ,
তাঁ'রে দেখি' হর্ষ হৈলা মন।

নরোত্তম তা'র পরে আসিয়া মিলিলা তাঁরে
জীব-সঙ্গে সদাই দু'জন ॥
প্রেমের স্বরূপ দোঁহে, দেখিয়া আনন্দে রহে,
ভক্তিগ্রন্থ পঠায় সদায়।
রাধাকৃষ্ণলীলা যত, সেই রসে মহামত্ত,
আর কিছু মনে নাহি ভায় ॥
সদা গোবিন্দের সেবা পরিপাটি জানে কেবা
যৈছন পিরীতি নাহি সীমা।
যদি হয় লক্ষ মুখ, তথাপি না হয় সুখ,
কি কহিব জীবের মহিমা ॥
পতিত অধম জনে, করি' কৃপা নিজগুণে
যত্নে প্রেমভক্তি করে দান।
আর কি কহিব গুণ, শুনিয়া পাষণ্ডগণ,
অনায়াসে পায় পরিত্রাণ ॥
নরহরি দাসে কয়, তরাও হে মহাশয়,
পড়ি' আছি ভবসিন্ধু-মাঝে।
এ পামরে করি' দয়া, দেহ মোরে পদছায়া,
তবে সে দয়ালু নাম সাজে ॥

ইতি শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুর শোচক সমাপ্ত।

## শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামি-প্রভুর শোচক

শ্রীগোপাল ভট্ট প্রভু, তুয়া শ্রীচরণ কভু,
দেখিব কি নয়ন ভরিয়া।
শুনিয়া অসীম গুণ, পাঁজরে বিন্ধিল ঘুণ,
নিছনি নিয়া যাইরে মরিয়া॥
পিরীতে গড়ল তনু, দশবাণ হেম জনু,
চান্দ মুখ অরুণ অধর।
ঝলকে দশন কাঁতি, জিনি' মুকুতার পাঁতি,
হাসি' কহে অমৃত-মধুর॥
পরাণের পরাণ যার, রূপসনাতন আর,
রঘুনাথযুগল জীবন।
পণ্ডিত কৃষ্ণ লোকনাথ, জানে দেহ-ভেদ মাত্র,
সরবস্ব শ্রীরাধারমণ॥

প্রেমেতে বিথার অঙ্গ, চৈতন্যচরণ-ভৃঙ্গ,
শ্রীনিবাসে দয়ার অধীন।
সভে মেলি' রসাস্বাদ, ভাবভরে উন্মাদ,
এই ব্যবসায় চিরদিন॥
লীলা-সুধা-সুরধুনী, রসিকমুকুটমণি,
রসাবেশে গদ গদ হিয়া।
অহো অহো রাগসিন্ধু, অহো দীনজনবন্ধু,
যশ গায় জগত ভরিয়া॥
হা হা মূর্ত্তি সুমধুর, হা হা করুণার পূর,
হাহা চিন্তামণিগুণখনি।
হা হা প্রভু একবার, দেখাহ মাধুরীসার,
শ্রীচরণকমল-লাবণি॥
অনেক জন্মের পরে, অশেষ ভাগ্যের তরে
তুয়া পরিকর-পদ-পায়ে।
নিজ করমের দোষে, মজিনু বিষয়-রসে,
জনম গোঁয়ানু খলি খায়া।

অপরাধো পড়ে মনে, তথাপি তোমার গুণে,
পতিতপাবন আশা-বন্ধ।
লোভেতে চঞ্চল মতি, উপেক্ষিলে নাহি গতি,
ফুকারই মনোহর মন্দ ॥

ইতি শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামিপ্রভু শোচক সমাপ্ত।

---

## শ্রীরঘুনাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামিপ্রভুর শোচক

তপন মিশ্রের পুত্র রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য।
প্রভুকে দেখিতে চলে ছাড়ি' সর্ব্ব কার্য্য ॥
কাশী হইতে চলিলা গৌড়পথ দিয়া।
সঙ্গেতে সেবক এক চলে ঝাঁপি লৈয়া ॥
এই মতে রঘুনাথ আইলা নীলাচলে।
মহাপ্রভুর চরণে গিয়া মিলিলা কুতূহলে ॥
দণ্ডবৎ প্রণাম করি' পড়িলা চরণে।
প্রভু রঘুনাথ জানি' কৈলা আলিঙ্গনে ॥

ভাল হৈল আইলা দেখ কমললোচন ।
আজি আমার ইহা করিবে প্রসাদ-ভোজন ॥
গোবিন্দেরে কহি' এক বাসা দেয়াইলা ।
স্বরূপাদি ভক্তগণ-সনে মিলাইলা ॥
এই মতে প্রভু-সনে রহিলা অষ্টমাস ।
দিনে দিনে প্রভুর কৃপায় বাড়য়ে উল্লাস ॥
অষ্টমাস রহি' প্রভু ভট্টে বিদায় দিলা ।
বিবাহ না করিহ বলি' নিষেধ করিলা ॥
বৃদ্ধ পিতা-মাতার যাই' করহ সেবন ।
বৈষ্ণবপাশ ভাগবত কর অধ্যয়ন ॥
পুনরপি একবার আসিবে নীলাচলে ।
এত কহি' কণ্ঠমালা দিলা তার গলে ॥
আলিঙ্গন করি' প্রভু তারে বিদায় দিলা ।
প্রেমে গদ গদ ভট্ট কাঁদিতে লাগিলা ।
স্বরূপাদি প্রভু ঠাঁই অনুজ্ঞা মাগিয়া ।
বারাণসী আইলা ভট্ট প্রভু-আজ্ঞা পাইয়া ॥

চারি বৎসর ঘরে পিতা-মাতার সেবা কৈলা।
বৈষ্ণব পণ্ডিত ঠাঁই ভাগবত পড়িলা॥
পিতামাতা কাশী পাইলে উদাসীন হৈয়া।
পুনঃ প্রভু ঠাঁই গেল ভাবেতে গলিয়া॥
পূর্ব্ববৎ অষ্টমাস প্রভু-পাশ ছিলা।
অষ্টমাস রহি প্রভু পুন আজ্ঞা দিলা॥
আমার আজ্ঞায় রঘুনাথ যাহ বৃন্দাবনে।
তথা গিয়া রহ রূপ-সনাতন সনে॥
ভাগবত পড় সদা লহ কৃষ্ণনাম।
অচিরে করিবেন কৃপা কৃষ্ণ ভগবান্॥
এত বলি প্রভু তারে আলিঙ্গন কৈলা।
প্রভুর কৃপাতে কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হৈলা॥
চৌদ্দহাত জগন্নাথের তুলসীর মালা।
ছুটা পান চিড়া মহোৎসবে পায়েছিলা॥
সেই মালা ছুটাপান প্রভু তাঁরে দিলা।
ইষ্টদেব করি' মালা ধরিয়া রাখিলা॥

প্রভু-ঠাঁই আজ্ঞা পায়া আইলা বৃন্দাবনে।
আশ্রয় করিলা আসি রূপ-সনাতনে ॥
রূপ গোঁসাইর সভায় করে ভাগবত পঠন।
ভাগবত পড়িতেও লয় তার মন ॥
অশ্রু কম্প গদ গদ প্রভুর কৃপাতে।
নেত্রে অশ্রু কণ্ঠরুদ্ধ না পারে পড়িতে ॥
পিকস্বর কণ্ঠ তাতে রাগের বিভাগ।
এক শ্লোকের পড়িতে ফিরায় চারি রাগ ॥
কৃষ্ণের মাধুর্য্যগুণ যবে পড়ে মনে।
প্রেমেতে বিহ্বল হৈয়া কিছুই না জানে ॥
গোবিন্দের চরণে কৈল আত্মসমর্পণ।
গোবিন্দচরণারবিন্দ যার প্রাণধন ॥

ইতি শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামিপ্রভুর শোচক সমাপ্ত।

**ষড়্‌গোস্বামীর শোচক সম্পূর্ণ**

---

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

# শ্রীমনঃশিক্ষা

শ্রীশ্রীগুরুচরণেভ্যো নমঃ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

শ্রীরঘুনাথ-দাস-গোস্বামিচরণেভ্যো নমঃ।

ব্রজধাম নিত্যধন, রাধাকৃষ্ণ দুইজন,
লীলাবেশে একতনু হঞা।
ধাম-সহ গৌড়দেশে, প্রকট হইলা এসে,
নিজ নিত্য পারিষদ লঞা॥
মন, তুমি সত্য বলি' জান।
নবদ্বীপে গৌরহরি, নামসংকীর্ত্তন করি'
প্রেমামৃত গৌড়ে কৈল দান॥
সন্ন্যাসের ছল করি' নীলাচলে সেই হরি,
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যতীশ্বর।

দামোদর রামানন্দ, ল'য়ে করি' পরানন্দ,
গূঢ়তত্ত্ব জানায় বিস্তর ॥
রঘুনাথে সেই তত্ত্ব, শিখাইয়া পরমার্থ,
পাঠাইল শ্রীরূপের কাছে।
শ্রীদাস-গোস্বামী ব্রজে, রূপসহ কৃষ্ণ ভ'জে
মনঃশিক্ষাশ্লোক লিখিয়াছে ॥
তাঁহার দাসের দাস, হৈতে যার বড় আশ,
এ ভক্তিবিনোদ অকিঞ্চন।
মনঃশিক্ষাভাষা গায়, যথা শুদ্ধভক্ত পায়,
দয়া করি' করেন শ্রবণ ॥*॥*॥

( ১ )

গুরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়িষু সুজনে ভূসুরগণে
স্বমন্ত্রে শ্রীনাম্নি ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বশরণে।
সদা দম্ভং হিত্বা কুরু রতিমপূর্ব্বামতিতরা-
মন্নে স্বান্তভ্রাতশ্চটুভিরভিযাচে ধৃতপদঃ ॥

গুরুদেবে, ব্রজবনে, ব্রজভূমিবাসী জনে,
শুদ্ধভক্তে, আর বিপ্রগণে।
ইষ্টমন্ত্রে, হরিনামে, যুগলভজনকামে,
কর রতি অপূর্ব্ব যতনে॥
ধরি মন চরণে তোমার।
জানিয়াছি এবে সার, কৃষ্ণভক্তি বিনা আর,
নাহি ঘুচে জীবের সংসার॥
কর্ম্ম, জ্ঞান, তপঃ, যোগ, সকলই ত কর্ম্মভোগ,
কর্ম্ম ছাড়াইতে কেহ নারে।
সকল ছাড়িয়া ভাই, শ্রদ্ধাদেবীর গুণ গাই,
যাঁর কৃপা ভক্তি দিতে পারে॥
ছাড়ি' দম্ভ অনুক্ষণ, স্মর অষ্টতত্ত্ব মন,
কর তাহে নিষ্কপট রতি।
সেই রতি প্রার্থনায়, শ্রীদাসগোস্বামী পায়,
এ ভক্তিবিনোদ করে নতি॥*॥১॥*॥

( ২ )

**ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণ-নিরুক্তং কিল কুরু**
**ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-প্রচুর-পরিচর্য্যামিহ তনু।**
**শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে গুরুবরং**
**মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ ॥**

'ধর্ম্ম' বলি' বেদে যারে, এতেক প্রশংসা করে,
'অধর্ম্ম' বলিয়া নিন্দে যারে।
তাহা কিছু নাহি কর, ধর্ম্মাধর্ম্ম পরিহর,
হও রত নিগূঢ় ব্যাপারে ॥
যাচি মন ধরি' তব পায়।
সে-সকল পরিহরি', ব্রজভূমে বাস করি'
রত হও যুগলসেবায় ॥
শ্রীশচীনন্দন-ধনে, শ্রীনন্দনন্দন-সনে,
এক করি' করহ ভজন।
শ্রীমুকুন্দ-প্রিয়জন, গুরুদেবে জান মন,
তোমা লাগি' পতিতপাবন ॥

জগতে প্রকট ভাই, তাঁহাবিনা গতি নাই,
যদি চাহ আপন কুশল।
তাঁহার চরণে ধরি' তদাদেশ সদা স্মরি'
এ ভক্তিবিনোদে দেহ' বল ॥*॥২॥*॥

( ৩ )

**যদীচ্ছেরাবাসং ব্রজভুবি সরাগং প্রতিজনু-**
**র্যুবদ্বন্দ্বং তচ্চেৎ পরিচরিতুমারাদভিলষেঃ।**
**স্বরূপং শ্রীরূপং সগণমিহ তস্যাগ্রজমপি**
**স্ফুটং প্রেম্না নিত্যং স্মর নম তদা ত্বং শৃণু মনঃ॥**

রাগাবেশে ব্রজধাম বাসে যদি তীব্রকাম,
থাকে তব হৃদয়-ভিতরে।
রাধাকৃষ্ণ-লীলারস, পরিচর্য্যা সুলালস,
হও যদি নিতান্ত অন্তরে॥
বলি তবে, শুন মম মন।
ভজনচতুরবর, শ্রীস্বরূপ দামোদর,
প্রভুসেবা যাঁহার জীবন॥

সগণ-শ্রীরূপ যিনি, রসতত্ত্ব-জ্ঞানমণি,
লীলাতত্ত্ব যে কৈল প্রকাশ।
তাঁহার অগ্রজ ভাই, যাঁহার সমান নাই,
বর্ণিল যে যুগলবিলাস॥
সেই সব মহাজনে, স্পষ্ট প্রেম-বিজ্ঞাপনে,
স্মর, নম তুমি নিরন্তর।
ভক্তিবিনোদের নতি, মহাজনগণ প্রতি,
বিজ্ঞাপিত করহ সত্বর॥৩॥*॥

( ৪ )

অসদ্বার্ত্তা বেশ্যা বিসৃজ মতিসর্ব্বস্বহরণীঃ
কথা মুক্তিব্যাঘ্র্যা ন শৃণু কিল সর্ব্বাত্মগিলনীঃ।
অপি ত্যক্ত্বা লক্ষ্মীপতিরতিমিতো ব্যোমনয়নীং
ব্রজে রাধাকৃষ্ণৌ স্মরতি মণিদৌ ত্বং ভজ মনঃ॥

কৃষ্ণবার্ত্তা বিনা আন, 'অসদ্বার্ত্তা' বলি' জান,
সেই বেশ্যা অতি ভয়ঙ্করী।

শ্রীকৃষ্ণবিষয়া মতি, জীবের দুর্ল্লভ অতি,
সেই বেশ্যা মতি লয় হরি' ॥
শুন মন, বলি হে তোমায়।
'মুক্তি'-নামে শার্দ্দূলিনী, তার কথা যদি শুনি,
সর্ব্বাত্মসম্পত্তি গিলি' খায় ॥
তদুভয় ত্যাগ কর, মুক্তিকথা পরিহর,
লক্ষ্মীপতিরতি রাখ দূরে।
সে রতি প্রবল হ'লে, পরব্যোমে দেয় ফেলে,
নাহি দেয় বাস ব্রজপুরে ॥
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-রতি, অমূল্য ধনদ অতি,
তাই তুমি ভজ চিরদিন।
রূপ-রঘুনাথ-পায়, সেই রতি প্রার্থনায়,
এ ভক্তিবিনোদ দীনহীন ॥*॥৪॥*॥

( ৫ )

অসচ্চেষ্টা-কষ্ট-প্রদ-বিকটপাশালিভিরিহ
প্রকামং কামাদি-প্রকটপথপাতিব্যতিকরৈঃ।
গলে বদ্ধা হন্যেঽহমিতি বকভিদ্বর্ত্মপগণে
কুরু ত্বং ফুৎকারানবতি স যথা ত্বাং মন ইতঃ ॥

কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ, মদ-মৎসরতা-সহ,
জীবের জীবনপথে বসি'।
অসচ্চেষ্টা রজ্জুফাঁসে, পথিকের ধর্ম্ম-নাশে,
প্রাণ ল'য়ে করে কষাকষি ॥
মন, তুমি ধর বাক্য মোর।
এই সব বাটপাড়, অতিশয় দুর্নিবার,
যখন ঘেরিয়া করে জোর ॥
আর কিছু না করিয়া, বৈষ্ণবের নাম লঞা,
ফুকারিয়া ডাক উচ্চরায়।
বকশত্রু-সেনাগণে, কৃপা করি' নিজজনে,
যাতে করে উদ্ধার তোমায় ॥
বাটপাড় ছয়জন, অসচ্চেষ্টা-রজ্জুগণ
দিয়া গলে করিল বন্ধন।
প্রাণবায়ু গতপ্রায়, রূপ রঘুনাথ হায়,
কর ভক্তিবিনোদে রক্ষণ ॥৬॥৫॥*॥

( ৬ )

অরে চেতঃ প্রোদ্যৎকপটকুটিনাটিভরখর-
ক্ষরন্মূত্রে স্নাত্বা দহসি কথমাত্মানপি মাম্।
সদা ত্বং গান্ধর্ব্বা-গিরিধরপদপ্রেমবিলসৎ-
সুধাম্ভোধৌ স্নাত্বা স্বমপি নিতরাং মাঞ্চ সুখয়॥

কাম, ক্রোধ আদি করি', বাহিরে সে সব অরি'
আছে এক গূঢ় শত্রু তব।
কপটতা নাম তার, তারে কুটিনাটি ভার,
খরমূর্ত্তি পরম কিতব॥
ওরে মন গূঢ় কথা ধর।
সেই খরমূত্রে ভু'লে, স্নান করি' কুতূহলে,
'পবিত্র' বলিয়া মনে কর॥
বনে বা গৃহে বা থাক, সেই খরে দূরে রাখ,
যার মূত্রে তুমি আমি জ্বলি।
ছাড়িয়া কাপট্যবশ, যুগলবিলাসরস-
সাগরে করহ স্নানকেলি॥

রূপরঘুনাথ-পায়, এ ভক্তিবিনোদ চায়,
দেখিতে যুগলরসসিন্ধু।
জীবন সার্থক করে, সর্ব্বজীব-চিত্ত হরে,
সেই সাগরের এক বিন্দু ॥*॥৬॥*॥

( ৭ )

প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টা শ্বপচ-রমণী মে হৃদি নটেৎ
কথং সাধুঃ প্রেমা স্পৃশতি শুচিরেতন্ননু মনঃ।
সদা ত্বং সেবস্ব প্রভু-দয়িতসামন্তমতুলং
যথা তাং নিষ্কাশ্য ত্বরিতমিহ তং বেশয়তি সঃ ॥

কপটতা হইলে দূর, প্রবেশে প্রেমের পূর,
জীবের হৃদয় ধন্য করে।
অতএব বহু যত্নে, আনিবারে প্রেমরত্নে,
কাপট্য রাখহ অতি দূরে ॥
শুন মন নিগূঢ় বচন।
প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টাধম, চণ্ডালিনী হৃদে মম,
যত কাল করিবে নর্ত্তন ॥

কাপট্য তদুপপতি, না ছাড়িবে মম মতি,
শ্বপচিনী যাহে হয় দূর।
তদর্থে যতন করি', প্রভু-প্রেষ্ঠ-পদ ধরি',
সেবা তুমি করহ প্রচুর॥
তেঁহ প্রভু-সেনাপতি, বিক্রম করিয়া অতি,
শ্বপচিনী-সঙ্গ ছাড়াইয়া।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমধনে, দিবে কবে অকিঞ্চনে,
বলে ভক্তিবিনোদ কাঁদিয়া॥*॥৭॥*॥

( ৮ )

যথা তুষ্টত্বং মে দবয়তি শঠস্যাপি কৃপয়া
যথা মহ্যং প্রেমামৃতমপি দদাত্যুজ্জ্বলমসৌ।
যথা শ্রীগান্ধর্ব্বা-ভজন-বিধয়ে প্রেরয়তি মাং
তথা গোষ্ঠে কাক্বা গিরিধরমিহ ত্বং ভজ মনঃ॥

ব্রজভূমি চিন্তামণি, চিদানন্দ-রত্নখনি,
যথা নিত্য রসের বিলাস।
'জীবে দিব গূঢ় ধন', চিন্তি' কৃষ্ণ বৃন্দাবন,
জড়ে আনি করিল প্রকাশ॥

কৃষ্ণ মোর দয়ার সাগর।

তুমি মন ব্রজধাম, ভ্রমি' ভ্রমি' অবিরাম,

ডাক কৃষ্ণে হইয়া কাতর॥

অবিদ্যা-বিলাসবশে, ছিলে তুমি জড়রসে,

দুষ্টতা হৃদয়ে পাইল স্থান।

হৈলে তুমি শঠরাজ, ভুলিলে আপন কাজ,

হৃদয়ে বরিলে অভিমান॥

এবে উপদেশ শুন, গাইয়া যুগলগুণ,

গোষ্ঠে গোষ্ঠে করহ রোদন।

দয়া করি' গিরিধর, শুনিয়া কাকুতি-স্বর,

তবে দোষ করিবে শোধন॥

উজ্জ্বল রসের প্রীতি, শ্রীরাধা-ভজন-নীতি,

অনায়াসে দিবেন আমায়।

রূপরঘুনাথ মোরে, কৃপা করি' অতঃপরে,

এই তত্ত্ব গোপনে শিখায়॥*॥৮॥*॥

( ৯ )

মদীশানাথত্বে ব্রজ-বিপিনচন্দ্রং ব্রজবনে-
শ্বরীং মন্নাথত্বে তদতুল-সখীত্বে তু ললিতাম্।
বিশাখাং শিক্ষালীবিতরণ-গুরুত্বে প্রিয়সরো-
গিরীন্দ্রৌ তৎপ্রেক্ষা-ললিতরতিদত্বে স্মর মনঃ॥

ব্রজবন-সুধাকর, ব্রজবনের ঈশ্বর,
ব্রজেশ্বরী আমার ঈশ্বরী।
ললিতা তাঁহার সখী, তুল্য তার নাহি লিখি,
বিশাখা শিক্ষিকা-পদ ধরি॥
এই ভাবে ভাব ওরে মন।
রাধাকুণ্ড সরোবর, গোবর্দ্ধন-গিরীশ্বর,
রতিপ্রদতত্ত্ব তদীক্ষণ॥
ব্রজে গোপীদেহ ধরি', মঞ্জরী আশ্রয় করি'
প্রাপ্ত সেবা কর সম্পাদন।
মঞ্জরীর কৃপা হবে, সখীর চরণ পাবে,
সখী দেখাইবে নিত্য ধন॥

প্রহরে প্রহরে আর, দণ্ডে দণ্ডে সেবাসার,
করিয়া যুগলধনে ডাক।
সকল অনর্থ যাবে, চিদ্বিলাস-রস পাবে,
ভক্তিবিনোদের কথা রাখ ॥*৯॥*॥

( ১০ )

রতিং গৌরী-লীলে অপি তপতি সৌন্দর্য্যকিরণৈঃ
শচী-লক্ষ্মী-সত্যাঃ পরিভবতি সৌভাগ্যবলনৈঃ।
বশীকারৈশ্চন্দ্রাবলিমুখ-নবীনব্রজসতীঃ
ক্ষিপত্যারাদ্ যা তাং হরিদয়িতরাধাং ভজ মনঃ ॥

সৌন্দর্য্য-কিরণমালা, জিনে রতি, গৌরী, লীলা,
অনায়াসে স্বরূপবৈভবে।
শচী, লক্ষ্মী, সত্যভামা, যত ভাগ্যবতী রামা,
সৌভাগ্য-বলনে পরাভবে ॥
ভজ মন চরণ তাঁহার।
চন্দ্রাবলী-মুখ যত, নবীনা ন গরীশত,
বশীকারে করে তিরস্কার ॥

সে যে কৃষ্ণ-প্রাণেশ্বরী, কৃষ্ণ-প্রাণাহ্লাদকরী,
হ্লাদিনী স্বরূপশক্তি সতী।
তাঁহার চরণ ত্যজি' যদি কৃষ্ণচন্দ্র ভজি,
কোটিযুগে কৃষ্ণগেহে গতি॥
সখীকৃপা-ভেলা ধরি', প্রেমসিন্ধুমাঝে চরি'
বৃষভানুনন্দিনী-চরণে।
কবে বা পড়িয়া রব, ঈশ্বরীর কৃপা পাব,
গণিত হইব নিজ-জনে॥*॥১০॥*॥

( ১১ )

সমং শ্রীরূপেণ স্মর-বিবশ-রাধাগিরিভৃতো
ব্রজে সাক্ষাৎ সেবালভনবিধয়ে তদ্গণযুজোঃ।
তদিজ্যাখ্যাধ্যানশ্রবণনতি-পঞ্চামৃতমিদং
ধয়ন্নীত্যা গোবর্দ্ধনমনুদিনং ত্বং ভজ মনঃ॥

ব্রজের নিকুঞ্জ-বনে, রাধাকৃষ্ণ সখীসনে,
লীলারসে নিত্য থাকে ভোর।

সেই দৈনন্দিন লীলা, বহু ভাগ্যে যে সেবিলা,
তাহার ভাগ্যের বড় জোর ॥
মন যদি চাহ সেইধন।
শ্রীরূপের সঙ্গ ল'য়ে, তাঁর অনুচরী হ'য়ে,
কর তাঁর নির্দ্দিষ্ট ভজন ॥
হৃদয়ে রাগের ভাবে, কালোচিত সেবা পাবে,
সদা রসে রহিবে মজিয়া।
বাহিরে সাধন-দেহ, করিবে ভজন-গেহ,
নিঃসঙ্গে বা সাধুসঙ্গ লঞা ॥
যুগল পূজন, ধ্যান, নতি, স্তুতি, সংকীর্ত্তন,
পঞ্চামৃতে সেব গোবর্দ্ধনে।
রূপ-রঘুনাথ-পায়, এ ভক্তিবিনোদ চায়,
দৃঢ় মতি এরূপ ভজনে ॥

মনঃশিক্ষাদৈকাদশকবরমেতন্মধুরয়া
গিরা গায়ত্যুচ্চৈঃ সমধিগত-সর্ব্বার্থততি যঃ।
সযূথঃ শ্রীরূপানুগ ইহ ভবন্ গোকুলবনে
জনো রাধাকৃষ্ণাতুলভজনরত্নং স লভতে ॥

ইতি শ্রীমনঃশিক্ষাখ্যং একাদশকং সম্পূর্ণম্ ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রার্পণমস্তু।

---

অর্থকে 'অনর্থ' জান, পরমার্থ দিব্যজ্ঞান,
হৃদয়ে ভাবহ একবার।
দারা, পুত্র, বন্ধুজন, কেহ নহে নিজ জন,
মরণেতে কেহ নহে কার ॥
তোমার মরণ হ'লে দেহটি ভাসায়ে জলে,
সবে যাবে গৃহে আপনার।
তবে কেন মিথ্যা আশা, বিষয়-জল-পিপাসা,
যদি কেহ নাহি হৈল কার ॥

যদি বল, লভি সুখ, জীবনে না পাই দুঃখ,
অতএব অর্থচেষ্টা করি।
সেই মিথ্যাকথা রায়, জীবন অনিত্য হায়,
নাহি রহে শত বর্ষোপরি ॥
অতএব জান সার, যেতে হবে মায়াপার,
যথা সুখে দুঃখ নাহি হয়।
কিসে বা সাধিব বল, সেই ত অপূর্ব্ব ফল,
যাহে নাহি শোক, দুঃখ, ভয় ॥
কেবল বৈরাগ্য করি', তাহা না পাইতে পারি,
কেবল জ্ঞানেতে তাহা নাই।
বৈরাগ্য, জ্ঞানের বলে, বিষয়-বন্ধন গলে,
জীবের কৈবল্য হয় ভাই ॥
কৈবল্যে আনন্দ নাই, 'সর্ব্বনাশ' বলি তাই,
কৈবল্যের নিতান্ত ধিক্কার।
এদিকে বিষয় গেল, শ্রেষ্ঠ কিছু না মিলিল,
কৈবল্যের করহ বিচার ॥

অতএব জ্ঞানিজন, ভুক্তি-মুক্তি নাহি লন,
কৃষ্ণভক্তি করেন সাধন।
বিষয়েতে অনাসক্তি, কৃষ্ণপদে আনুরক্তি,
সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন॥
জীব সে কৃষ্ণের দাস, ভক্তি বিনা সর্ব্বনাশ,
ভক্তিবৃক্ষে ফলে প্রেমফল।
সেই ফল প্রয়োজন, কৃষ্ণপ্রেম নিত্যধন,
ভুক্তি মুক্তি তুচ্ছ সে সকল॥
কৃষ্ণ—চিদানন্দ-রবি, মায়া—তাঁর ছায়া-ছবি,
জীব—তাঁর কিরণাণুকণ।
তটস্থ ধর্ম্মের বশে, জীব যদি মায়া স্পর্শে,
মায়া তারে করয়ে বন্ধন॥
কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ যেই, মায়া-স্পর্শি-জীব সেই,
মায়াস্পর্শে কর্ম্ম-সঙ্গ পায়।
মায়াজালে ভ্রমি' মরে, কর্ম্মজ্ঞানে নাহি তরে,
কষ্টনাশ মন্ত্রণা করায়॥

কভু কর্ম্ম আচরয়, অষ্টাঙ্গাদি যোগময়,
কভু ব্রহ্মজ্ঞান আলোচন।
কভু কভু তর্ক করে, অবশেষে নাহি তরে,
নাহি মানে আত্ম-তত্ত্ব-ধন॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যবে, ভক্তজন-সঙ্গ হবে,
তবে শ্রদ্ধা লভিবে নির্ম্মল।
সাধু সঙ্গে কৃষ্ণ ভজি' হৃদয়-অনর্থ ত্যজি'
নিষ্ঠা লাভ করে সুবিমল॥
ভজিতে ভজিতে তবে, সেই নিষ্ঠা 'রুচি' হবে,
ক্রমে রুচি হইবে 'আসক্তি'।
আসক্তি হইবে 'ভাব', তাহে হবে 'প্রেম'-লাভ,
এই ক্রমে হয় শুদ্ধভক্তি॥
শ্রবণ, কীর্ত্তন, মতি, সেবা, কৃষ্ণার্চ্চন, নতি,
দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন।
নবধা সাধন এই, ভক্ত-সঙ্গে করে যেই,
সেই লভে কৃষ্ণপ্রেমধন॥

## "বৈষ্ণব কে ?"

দুষ্ট মন, তুমি কিসের বৈষ্ণব ?

প্রতিষ্ঠার তরে, নির্জ্জনের ঘরে,

তব হরিনাম কেবল কৈতব ॥ ১ ॥

জড়ের প্রতিষ্ঠা, শূকরের বিষ্ঠা,

জান না কি তাহা মায়ার বৈভব।

কনক-কামিনী, দিবস-যামিনী,

ভাবিয়া কি কাজ, অনিত্য সে সব ॥ ২ ॥

তোমার কনক, ভোগের জনক,

কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।

কামিনীর কাম, নহে তব ধাম,

তাহার মালিক কেবল যাদব ॥ ৩ ॥

প্রতিষ্ঠাশা-তরু, জড়মায়ামরু,

না পেল রাবণ যুঝিয়া রাঘব।

বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা তাতে কর নিষ্ঠা

তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব ॥ ৪ ॥

হরিজনদ্বেষ, প্রতিষ্ঠাশাক্লেশ,
কর কেন তবে তাহার গৌরব।
বৈষ্ণবের পাছে, প্রতিষ্ঠাশা আছে,
তাত কভু নহে অনিত্য বৈভব ॥ ৫ ॥
সে হরিসম্বন্ধ, শূন্য-মায়াগন্ধ,
তাহা কভু নয় জড়ের কৈতব।
প্রতিষ্ঠা-চণ্ডালী, নির্জ্জনতা-জালি,
উভয়ে জানিহ মায়িক রৌরব ॥ ৬ ॥
কীর্ত্তন ছাড়িব, প্রতিষ্ঠা মাখিব,
কি কাজ ঢুঁড়িয়া তাদৃশ গৌরব।
মাধবেন্দ্রপুরী, ভাব-ঘরে চুরি,
না করিল কভু সদাই জানব ॥ ৭ ॥
তোমার প্রতিষ্ঠা, শূকরের বিষ্ঠা,
তার সহ সম কভু না মানব।
মৎসরতা-বশে, তুমি জড়রসে,
ম'জেছ ছাড়িয়া কীর্ত্তনসৌষ্ঠব ॥ ৮ ॥

তাই দুষ্ট মন, নির্জ্জন ভজন,
প্রচারিছ ছলে কুযোগি-বৈভব।
প্রভু সনাতনে, পরম যতনে,
শিক্ষা দিল যাহা, চিন্ত' সেই সব ॥ ৯ ॥
সেই দুটি কথা, ভুল' না সর্ব্বথা,
উচ্চৈঃস্বরে কর হরিনাম-রব।
ফল্গু, আর যুক্ত, বদ্ধ, আর মুক্ত,
কভু না ভাবিহ 'একাকার' সব ॥ ১০ ॥
কনক-কামিনী, প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী,
ছাড়িয়াছে যারে সেই ত বৈষ্ণব।
সেই অনাসক্ত, সেই শুদ্ধ ভক্ত,
সংসার তথায় পায় পরাভব ॥ ১১ ॥
যথাযোগ্য ভোগ, নাহি তথা রোগ,
অনাসক্ত সেই, কি আর কহব।
আসক্তিরহিত, সম্বন্ধসহিত,
বিষয়সমূহ সকলি মাধব ॥ ১২ ॥

সে যুক্ত-বৈরাগ্য, তাহা ত সৌভাগ্য,
তাহাই জড়েতে হরির বৈভব।
কীর্ত্তনে যাহার, প্রতিষ্ঠাসম্ভার,
তাহার সম্পত্তি কেবল কৈতব ॥ ১৩ ॥
বিষয়-মুমুক্ষু, ভোগের বুভুক্ষু,
দু'য়ে ত্যজ মন, দুই অবৈষ্ণব।
কৃষ্ণের সম্বন্ধ, অপ্রাকৃত স্কন্ধ,
কভু নহে তাহা জড়ের সম্ভব ॥ ১৪ ॥
মায়াবাদী জন, কৃষ্ণেতর মন,
মুক্ত অভিমানে সে নিন্দে বৈষ্ণব।
বৈষ্ণবের দাস, তব ভক্তি আশ,
কেন বা ডাকিছ নির্জ্জন আহব ॥ ১৫ ॥
যে ফল্গু-বৈরাগী, কহে নিজে ত্যাগী,
সে না পারে কভু হইতে বৈষ্ণব।
হরিপদ ছাড়ি' নির্জ্জনতা বাড়ি,
লভিয়া কি ফল ফল্গু সে বৈভব ॥ ১৬ ॥

রাধাদাস্যে রহ ছাড় ভোগ-অহি,
প্রতিষ্ঠাশা নহে কীর্ত্তনগৌরব।
রাধা-নিত্যজন, তাহা ছাড়ি' মন,
কেন বা নির্জ্জন-ভজনকৈতব ॥ ১৭ ॥

ব্রজবাসিগণ, প্রচারক ধন,
প্রতিষ্ঠা-ভিক্ষুক তারা নহে শব।
প্রাণ আছে তার, সে হেতু প্রচার,
প্রতিষ্ঠাশাহীন কৃষ্ণগাথা সব ॥ ১৮ ॥

শ্রীদয়িতদাস, কীর্ত্তনেতে আশ,
কর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম রব।
কীর্ত্তন-প্রভাবে, স্মরণ হইবে,
সে কালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব ॥ ১৯ ॥

---

অবতার-সার, গোরা অবতার,
কেন না ভজিলি তাঁরে।
করি' নীরে বাস, গেল না পিয়াস,
আপন করম ফেরে ॥১॥

কণ্টকের তরু, সদাই সেবিলি (মন),
অমৃত পাইবার আশে।
প্রেমকল্পতরু, শ্রীগৌরাঙ্গ আমার,
তাহারে ভাবিলি বিষে ॥২॥
সৌরভের আশে, [illegible] পলাশ শুঁকিলি (মন),
নাশাতে পশিল কীট।
'ইক্ষুদণ্ড' ভাবি' কাঠ চুষিলি (মন),
[illegible] পাইবি মিঠ ॥৩॥
'হার' বলিয়া [illegible] ( [illegible]) গলায় পরিলি (মন),
[illegible] কিঙ্কর-সাপ।
'শীতল' বলিয়া ( [illegible]) আগুন পোহালি (মন),
পাইলি বজর-তাপ ॥৪॥
সংসার ভজিলি, শ্রীগৌরাঙ্গ ভুলিলি,
না শুনিলি সাধুর কথা।
ইহ-পরকাল, দুকাল খোয়ালি (মন),
খাইলি আপন মাথা ॥৫॥

# গৌরভজন-নিষ্ঠা

( ১ )

নিষ্ঠা করি ভজ ভাই গৌরাঙ্গচরণ।
অন্য দেব দেবী কভু না কর ভজন॥
গৌরাঙ্গের দাস বলি' সর্ব্বদেবে জান।
কৃষ্ণ হইতে গৌরকে কভু না জানিবে আন॥
নিজগুরুদেবে জান গৌরকৃপা-পাত্র।
গৌরাঙ্গ-পার্ষদে জান গৌরদেহগাত্র॥
গৌরবৈরী রসপোষ্টা এই মাত্র জান।
সকলে গৌরাঙ্গদাস এ কথাটি মান॥

( ২ )

পরনিন্দা পরচর্চ্চা না কর কখন।
দৃঢ়ভাবে একান্তে ভজ শ্রীগৌরচরণ॥

গৌর যে শিখা'ল নাম, সেই নাম গাও।
অন্য সব নাম-মাহাত্ম্য সেই নামে পাও॥
গৌর বিনা গুরু নাই এ ভব-সংসারে।
সরল গৌরাঙ্গ-ভক্তি শিখাও সবারে॥
কুটিনাটি ছাড়, মন করহ সরল।
গৌরভজা লোকরক্ষা একত্রে নিষ্ফল॥
হয় গোরা ভজ, নয় লোক ভজ ভাই।
এক পাত্রে দুই কভু না রহে একঠাঞি॥
জগাই বলে, যদি একনিষ্ঠ না হইবে।
দুই নায়ে নদীপারের দুর্দ্দশা লভিবে॥

---

## জীব-গতি

চিৎকণ জীব, কৃষ্ণ চিন্ময় ভাস্কর।
নিত্য কৃষ্ণ দেখি' কৃষ্ণে করেন আদর॥
কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হঞা ভোগ বাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে।

পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয়॥
'আমি সিদ্ধ কৃষ্ণদাস'—এই কথা ভুলে'।
মায়ার নফর হঞা চিরদিন বুলে॥
কভু রাজা, কভু প্রজা, কভু বিপ্র, শূদ্র।
কভু দুঃখী, কভু সুখী, কভু কীট ক্ষুদ্র॥
কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্ত্যে, নরকে বা কভু।
কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস, প্রভু॥

## সাধুসঙ্গে নিস্তার

এইরূপে সংসার ভ্রমিতে কোনজন।
সাধুসঙ্গে নিজতত্ত্ব অবগত হন॥
নিজতত্ত্ব জানি' আর সংসার না চায়।
'কেন বা ভজিনু মায়া'—করে হায় হায়॥
কেঁদে বলে,—"ওহে কৃষ্ণ, আমি তব দাস।
তোমার চরণ ছাড়ি' হৈল সর্ব্বনাশ॥"

কাকুতি করিয়া কৃষ্ণে যদি ডাকে একবার।
কৃপা করি' কৃষ্ণ তারে ছাড়ান সংসার ॥
মায়াকে পিছনে রাখি' কৃষ্ণপানে চায়।
ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায় ॥
কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল।
মায়া-আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল ॥
'সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম'—এই মাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই।

---

## নামভজন-প্রণালী

অসাধু-সঙ্গে ভাই, কৃষ্ণনাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে, তবু নাম কভু নয় ॥
কভু নামাভাস হয়, সদা নাম অপরাধ।
এসব জানিবে ভাই কৃষ্ণভক্তির বাধ ॥
যদি করিবে কৃষ্ণনাম, সাধুসঙ্গ কর।
ভুক্তি মুক্তি-সিদ্ধিবাঞ্ছা দূরে পরিহর ॥

দশ অপরাধ ত্যজ, মান-অপমান।
অনাসক্ত্যে বিষয় ভুঞ্জ, আর লহ কৃষ্ণনাম॥
কৃষ্ণভক্তির অনুকূল-সব করহ স্বীকার।
কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল-সব কর পরিহার॥
জ্ঞান-যোগ-চেষ্টা ছাড়, আর কর্ম্মসঙ্গ।
মর্কট-বৈরাগ্য ত্যজ, যাতে দেহরঙ্গ॥
'কৃষ্ণ আমায় পালে, রাখে' জান সর্ব্বকাল।
আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল॥
সাধু পাওয়া কষ্ট বড় জীবের জানিয়া।
সাধু-ভক্তরূপে কৃষ্ণ আইল নদীয়া॥
গোরাপদ আশ্রয় করহ বুদ্ধিমান্।
গোরা বই সাধু-গুরু আছে কেবা আন॥

---

## গৃহস্থ ও বৈরাগীর প্রতি আদেশ

গৃহস্থ-বৈরাগী—দুঁহে বলে গোরারায়।
দেখ ভাই, নাম বিনা (যেন) দিন নাহি যায়॥
বহু অঙ্গ-সাধনে ভাই নাহি প্রয়োজন।
কৃষ্ণনামাশ্রয়ে শুদ্ধ করহ জীবন॥
বদ্ধজীবে কৃপা করি' কৃষ্ণ হৈল 'নাম'।
কলি-জীবে দয়া করি' কৃষ্ণ হইল গৌরধাম॥
একান্ত সরলভাবে ভজ গৌরজন।
তবে ত পাইবে ভাই শ্রীকৃষ্ণচরণ॥
গৌরজন-সঙ্গ কর 'গৌরাঙ্গ' বলিয়া।
'হরেকৃষ্ণ' নাম বল নাচিয়া নাচিয়া॥
অচিরে পাইবে ভাই নামপ্রেমধন।
যাহা বিলাইতে প্রভুর নদে' আগমন॥

---

## বৈরাগীর কর্ত্তব্য

বৈরাগী ভাই গ্রাম্যকথা না শুনিবে কাণে।
গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে যবে মিলিবে আনে॥
স্বপনেও না কর ভাই স্ত্রী-সম্ভাষণ।
গৃহে স্ত্রী ছাড়িয়া ভাই আসিয়াছ বন॥
যদি চাহ প্রণয় রাখিতে গৌরাঙ্গের সনে।
ছোট হরিদাসের কথা থাকে যেন মনে॥
ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে।
হৃদয়েতে রাধাকৃষ্ণ সর্ব্বদা সেবিবে॥
বড় হরিদাসের ন্যায় কৃষ্ণনাম বলিবে বদনে।
অষ্টকাল রাধাকৃষ্ণ সেবিবে কুঞ্জবনে॥

---

## ফল্গু ও যুক্তবৈরাগ্য

প্রভু বলে, বৈরাগ্য দুই ত' প্রকার।
'ফল্গু' 'যুক্ত' ভেদে আমি শিখাইনু বারবার॥

কর্ম্মী জ্ঞানী যবে করে নির্ব্বেদ আশ্রয়।
তার চিত্তে ফল্গুবৈরাগ্য পায় দুষ্টাশয়॥
সংসারেতে তুচ্ছবুদ্ধি আসিয়া তখন।
জড়-বিপরীত-ধর্ম্মে করে প্রবর্ত্তন॥
কৃষ্ণসেবা, সাধুসেবা, আত্মরসাস্বাদ।
জড়বিপরীত ধর্ম্মে পায় নিতান্ত অবসাদ॥
ফল্গুবৈরাগীর মন সদা শুষ্ক, রসহীন।
নামরূপগুণলীলা না হয় সমীচীন॥
যুক্তবৈরাগীর ভক্তি হয় ত সুলভ।
কৃষ্ণভক্তিপূত বিষয় তার ঘটে সব॥
প্রকৃতির জড়ধর্ম্ম তার চিত্ত ছাড়ে অনায়াসে।
চিৎ-আশ্রয়ে মজে শীঘ্র অপ্রাকৃত ভক্তিরসে॥
ভক্তিযোগে শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা পায়।
'ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি' প্রতিজ্ঞা জানায়॥
প্রসন্ন হইয়া কৃষ্ণ যারে কৃপা করে।
সেই জন ধন্য এই সংসার ভিতরে॥

গোলোকের পরম ভাব তার চিত্তে স্ফুরে।
গোকুলে গোলোক পায় মায়া পড়ে দূরে॥
ওরে ভাই, শুষ্কবৈরাগ্য এবে দূর কর।
যুক্তবৈরাগ্য আনি' সদা হৃদয়েতে ধর॥
বিষয় ছাড়িয়া ভাই, কোথা যাবে বল?
বনে যাবে সেখানেও বিষয় জঞ্জাল॥
পেট তোমার সঙ্গে যাবে, দেহের রক্ষণে।
কত লেঠা হবে, তাহা ভেবে দেখ মনে॥
অকারণে জীবনের শীঘ্র হবে ক্ষয়।
মরিলে কেমনে আর মায়া ক'র্‌বে জয়॥
যদিও না মর, তবু হইবে দুর্ব্বল।
জ্ঞান-নাশ হৈলে কোথা জ্ঞানের সম্বল?
ঘরে বসি' সদাকাল কৃষ্ণনাম লঞা।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা॥
'যথা-যোগ্য' এই শব্দ-দুটির মর্ম্মার্থ বুঝে লহ।
কপটার্থ লঞা যেন দেহারামী না হ' (ও)॥

শুদ্ধভক্তির অনুকূল কর অঙ্গীকার।
শুদ্ধভক্তির প্রতিকূল কর অস্বীকার॥
মর্ম্মার্থ ছাড়িয়া যেবা শব্দ-অর্থ করে।
রসের বশে দেহারামী কপট মার্গ ধরে॥
ভাল খায়, ভাল পরে, ( করে ) বহু ধনার্জ্জন।
যোষিৎসঙ্গে রত হঞা ফিরে রাত্রি-দিন।
ভাল শয্যা অট্টালিকা খোঁজে অর্ব্বাচীন॥
দেহযাত্রার উপযোগী নিতান্ত প্রয়োজন।
বিষয় স্বীকার করি' কর দেহের রক্ষণ॥
সাত্ত্বিক সেবন কর, আসব বর্জ্জন।
সর্ব্বভূতে দয়া করি' কর উচ্চ-সংকীর্ত্তন॥
দেবসেবা ছল করি' বিষয় নাহি কর।
বিষয়েতে রাগদ্বেষ সদা পরিহর'॥
পরহিংসা কপটতা অন্য-সনে বৈর।
কভু নাহি কর ভাই যদি মোর বাক্য ধর॥

নির্জ্জনে সুদৃঢ়-ভক্তি কর আলোচন।
কৃষ্ণসেবার সম্বন্ধে দিন করহ যাপন ॥
মঠ-মন্দির-দালান-বাড়ীর না কর প্রয়াস।
অর্থ থাকে, কর ভাই যেমন অভিলাষ ॥
অর্থ নাই, তবে মাত্র সাত্ত্বিক সেবা কর।
জল-তুলসী দিয়া গিরিধারীকে বক্ষে ধর ॥
ভাবেতে কাঁদিয়া বল—'আমি ত তোমার।
তব পাদপদ্ম চিত্তে রহুক আমার ॥'
বৈষ্ণবে আদর কর প্রসাদাদি দিয়া।
অর্থ নাই, দৈন্যবাক্যে তোষ মিনতি করিয়া ॥
পরিজন, পরিকর, কৃষ্ণ-দাস-দাসী।
আত্মসম পালনে হইবে মিষ্টভাষী ॥
স্মরণ, কীর্ত্তন, সেবা, সর্ব্বভূতে দয়া।
এই ত করিবে যুক্তবৈরাগ্য লইয়া ॥
কৃষ্ণ যদি নাহি দেয় পরিজন-পরিকর।
অথবা দিয়া ত' লয় সর্ব্বসুখের আকর ॥
শোক মোহ ছাড় ভাই নাম কর নিরন্তর।

* * *

# গৌর-ভজন-প্রণালী

## সরল মনে 'গোরা' ভজন

গোরা ভজ, গোরা ভজ, গোরা ভজ ভাই।
গোরা বিনা এজগতে গুরু আর নাই॥
যদি ভজিবে গোরা, সরল কর নিজ মন।
কুটিনাটি ছাড়ি' ভজ গোরার চরণ॥
মনের কথা গোরা জানে, ফাঁকি কেমনে দিবে।
সরল হ'লে গোরার শিক্ষা বুঝিয়া লইবে॥
আনের মন রাখিতে গিয়া আপনাকে দিবে ফাঁকি।
মনের কথা জানে গোরা, কেমনে হৃদয় ঢাকি॥
গোরা বলে, আমার মত করহ চরিত।
আমার আজ্ঞা পালন কর, চাহ যদি হিত॥

## কপট ভজন

'গোরার আমি, গোরার আমি' মুখে বলিলে নাহি চলে।
গোরার আচার, গোরার বিচার লইলে ফল ফলে॥
লোক-দেখান গোরা-ভজা তিলক মাত্র ধরি'।
গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরি॥

অধঃপতন হবে ভাই কৈলে কুটিনাটি।
নাম-অপরাধে তোমার ভজন হবে মাটি ॥
নাম লঞা যে করে পাপ, হয় অপরাধ।
এর মত আর কিবা আছে ভক্তিবাধ ?
নাম করিতে কষ্ট নাই, নাম সহজ ধন ॥
ওষ্ঠ-স্পন্দনমাত্রে হয় নামের কীর্ত্তন।
তাহাও না হয় যদি হয় নামের স্মরণ ॥
তুণ্ড বন্ধে, চিত্ত ভ্রংশে, শ্রবণ তবু হয়।
সর্ব্বপাপক্ষয়ে জীবের মুখ্য ফলোদয় ॥
বহু জন্ম অর্চ্চনেতে এই ফল ধরে।
কৃষ্ণনাম নিরন্তর তুণ্ডে নৃত্য করে ॥
কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির সেই শক্তি নহে।
বিধিভঙ্গ-দোষে ফলহীন, শাস্ত্রে কহে ॥
সে সব ছাড় ভাই, নাম কর সার।
অতি অল্পদিনে তবে জিনিবে সংসার ॥

---

## গৌরভজন-প্রণালীতে কৃষ্ণভজন

গৌরভাব নাহি জানে যে, কৃষ্ণ ভজিতে চায়।
অপ্রাকৃত কৃষ্ণতত্ত্ব তার কভু নাহি ভায়॥

---

## কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তাই শ্রীগুরুদেব

কিবা বর্ণী, কিবাশ্রমী, কিবা বর্ণাশ্রমহীন।
কৃষ্ণতত্ত্ব-বেত্তা যেই, সেই আচার্য্য প্রবীণ॥
আসল কথা ছেড়ে ভাই বর্ণে যে করে আদর।
অসদ্‌গুরু করি তার বিনষ্ট পূর্ব্বাপর॥

---

## মহাপ্রভুর আস্বাদ্য গ্রন্থপঞ্চক প্রাকৃত কাম-গন্ধ শূন্য

চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, কর্ণামৃত, রায়ের গীতি,
এ সব অমূল্য শাস্ত্র জান।
এ সবে নাহিক কাম, এ সব প্রেমের ধাম,
অপ্রাকৃত তাহাতে বিধান॥

স্ত্রী-পুরুষ-বিবরণ, যে কিছু তাঁহি বর্ণন,
সে সব উপমামাত্র সার।
প্রাকৃত কাম-বর্ণন, তাহে কৃষ্ণ অদর্শন,
অপ্রাকৃত করহ বিচার॥
কি পুরুষ কিবা নারী, এ তত্ত্ব বুঝিতে নারি,
জড়দেহে করে রসরঙ্গ।
সে গুরু কৃষ্ণের ভাণে শুদ্ধ রীতি নাহি জানে,
তাহার ভজন মায়ারঙ্গ॥

## কৃষ্ণপ্রেম

কৃষ্ণপ্রেম সুনির্ম্মল, যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল,
সেই প্রেমা অমৃতের সিন্ধু।
নির্ম্মল সে অনুরাগ, নাহি তাহে জড় দাগ,
শুক্লবস্ত্র শূন্যমসীবিন্দু॥
শুদ্ধপ্রেম-সুখসিন্ধু, পাই তার এক বিন্দু,
সেই বিন্দু জগৎ ডুবায়।

জড় দেহে করি প্রীতি, কেবল কামের রীতি,
শুদ্ধদেহ না হয় উদয় ॥
দূরে শুদ্ধ প্রেমবন্ধ, কপট প্রেমেতে অন্ধ,
সেই প্রেমে কৃষ্ণ নাহি পায়।
তবে যে করে ক্রন্দন, স্ব-সৌভাগ্য প্রখ্যাপন,
করে ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥
কৃষ্ণপ্রেম যার হয়, তার বিভাব চিন্ময়,
অনুভাব দেহেতে প্রকাশ।
সাত্ত্বিকাদি ব্যভিচারী, চিন্ময় স্বরূপ ধরি,
চিৎস্বরূপে করয়ে বিলাস ॥
ধন্য সেই লীলাশুক, কৃষ্ণ তারে হ'য়ে সম্মুখ,
দিল ব্রজের অপ্রাকৃত রস।
ছাড়িল এদেহ-রঙ্গ, প্রাকৃতালম্বন ভঙ্গ,
তাহে কৃষ্ণ পরম সন্তোষ ॥
বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, ছাড়ি' পূর্ব্বরসাভাস
অপ্রাকৃত রস লাভ কৈল। ৮

পূর্ব্বে ছিল তুচ্ছ রস, তাহা ছাড়ি প্রেমবশ,
হঞা কৃষ্ণভজন লভিল ॥
তুচ্ছরসে মাতওয়ার, না পায় কৃষ্ণরস-সার,
নহে বংশীবদনালম্বন ।
জড় দেহে সাজে সাজ, মাথায় তার পড়ে বাজ,
প্রাণকীটের করয়ে ধারণ ॥
সেই তুচ্ছ রস ত্যজি', শ্রীনন্দনন্দন ভজি',
দেখে কৃষ্ণ শ্রীবংশীবদন ।
নিজে গোপী-দেহ পায়, ব্রজবনে বেগে যায়,
পূর্ব্বসঙ্গ করয়ে ত্যজন ॥

## শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্লোক :—

ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ
ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম্ ।
বংশীবিলাসাননলোকনং বিনা
বিভর্ম্মি যৎ প্রাণপতঙ্গকান্ বৃথা ॥

## ব্রজগোপী ব্যতীত 'প্রীতি' বুঝে না

পীরিতি পীরিতি বলে, পীরিতি বুঝিল কে ?
যে জন পীরিতি বুঝিতে পারে, ব্রজগোপী হয় সে ॥
পীরিতি বলিয়া তিনটি আখর বিদিত ভুবন-মাঝে।
যাহাতে পশিল, সেই সে মজিল, কি তার কলঙ্ক লাজে ॥
ব্রজে গোপী হঞা চিদ্দেহ স্মরিয়া জড়ের সম্বন্ধ ছাড়ে।
বিষয়ে আশ্রয়ে শুদ্ধ আলম্বন, পারকীয় রস বাড়ে ॥
ব্রজ বিনা কোথাও নাহি পারকীয় ভাব।
বৈকুণ্ঠলক্ষ্মীতে তার সদা অসদ্ভাব ॥

## সহজিয়ার প্রীতি

সংসারে যতেক, পুরুষ রমণী,
আলম্বন দোষে সদা।
রক্তমাংসদেহে আরোপ করিতে,
নারকী হয় সর্ব্বদা ॥

অতএব তা'রা সহজ সাধনে
কৃষ্ণকৃপা যবে পায়।
জড়দেহ-গন্ধ, ছাড়িয়া সে সব,
চিদানন্দরসে ধায়॥

## রায় রামানন্দের প্রীতি

প্রকৃত সহজ শ্রীকৃষ্ণভজন
করে রামানন্দ রায়।
সুবৈধ সাধনে, এ জড় দেহেতে,
সুযুক্ত বৈরাগ্য ভায়॥
বিশুদ্ধ দেহেতে, ব্রজে কৃষ্ণ ভজে,
মহাপ্রভুর কৃপা পাঞা।
নাটকাভিনয়ে, দেবদাসী-শিক্ষা,
সঙ্গদোষশূন্য হঞা॥

## প্রীতিশিক্ষায় অধিকার কাহার?

রামানন্দ বিনা, তাহে অধিকার,
কেহ নাহি পায় আর॥

পরস্ত্রীদর্শন, স্পর্শন, সেবন,
বুদ্ধি হৃদে আছে যার।
পীরিতি-শিক্ষায়, জানিবে নিশ্চয়,
নাহি তার অধিকার॥

## প্রীতিসাধন সম্ভব কখন?

কভু এ সংসারে, স্ত্রী-পুং-ব্যবহারে,
না হয় পীরিতি-ধন।
চর্ম্মসুখ যত, অনিত্য নিয়ত,
নহে নিত্যসংঘটন॥
গোপীভাব ধরি', চিদ্ধর্ম্ম আচরি',
পীরিতি সাধিবে যেই।
স্ত্রী-পুং-ব্যবহার, নাহিক তাহার,
ভিতরে গোপিনী সেই॥
বাহিরে সজ্জন ধর্ম্ম আচরণ,
আমরণ বৈধাচার।

অন্তরেতে গোপী, চিত্তে কৃষ্ণ সেবে,
কেবল পীরিতি তার ॥
"যঃ কৌমার-হরঃ" ইত্যাদি কবিতা,
কেবল উপমাস্থল।
নায়ক নায়িকা চিৎস্বরূপ হঞা,
কৃষ্ণ ভজে সুনির্ম্মল ॥

## জড়ে চিদারোপ কলির ছলনা

কেহ যদি বলে ইহা অরোপ-চিন্তায়।
পরপুরুষেতে কৃষ্ণভজন উপায় ॥
চৈতন্য-আজ্ঞায় আমি একথা না মানি।
জড়েতে এরূপ বুদ্ধি নরক বলি' জানি ॥
জড়দেহে চিদারোপ, সঙ্গ তুচ্ছ অতি।
তাহে কৃষ্ণভাব আনা সমূহ দুর্ম্মতি ॥
কলির ছলনা এই জানিহ নিশ্চয়।
ইহাতে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম অধঃপথে যায় ॥

সুকৃতি পুরুষমাত্র উপমা বুঝিয়া।
স্বীয় অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণভজে গিয়া॥
চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি আদি মহাজন।
পূর্ব্ববুদ্ধি দূরে রাখি করিল ভজন॥
সে সবার শেষবাক্যে চিন্ময়ী পীরিতি।
আছে তবু নাহি বুঝে দুষ্কৃতির রীতি॥

## শ্রীরঘুনাথ-প্রতি শ্রীচৈতন্যাজ্ঞা

গ্রাম্য কথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে॥
অমানী, মানদ, কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণসেবা মানসে করিবে॥

## মর্কট বৈরাগী

এই জড়দেহে রাধাকৃষ্ণবুদ্ধ্যারোপ।
মর্ক্কট বৈরাগী করে সর্ব্বধর্ম্ম লোপ॥
প্রভু বলিয়াছেন "মর্ক্কট বৈরাগী সে জন।
বৈরাগীর প্রায় থাকি' করে প্রকৃতি-সম্ভাষণ॥"

## বিশুদ্ধ বৈরাগী

বিশুদ্ধ বৈরাগী করে নাম-সংকীর্ত্তন।
মাগিয়া খাইয়া করে জীবন যাপন ॥
বৈরাগী হইয়া যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা ॥
বৈরাগী হইয়া করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায় আর হয় রসের বশ ॥
বৈরাগী করিবে সদা নাম-সংকীর্ত্তন।
শাক-পত্র-ফল-মূলে উদর ভরণ ॥
জিহ্বার লালসে যেই সমাজে বেড়ায়।
শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায় ॥

## ভজনবিহীন ধর্ম্ম কেবল কৈতব

যে বর্ণেতে জন্ম যার, যে আশ্রমে স্থিতি।
তত্তদ্ধর্ম্মে দেহযাত্রা এই শুদ্ধ নীতি ॥

এই মতে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া।
নিরন্তর কৃষ্ণ ভজে একান্ত হইয়া॥
সেই সে সুবোধ সুধার্ম্মিক সুবৈষ্ণব।
ভজন-বিহীন ধর্ম্ম কেবল কৈতব॥
কৃষ্ণ নাহি ভজে, করে ধর্ম্ম-আচরণ।
অধঃপথে যায় তার মানব-জীবন॥
গৃহী, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসী।
কৃষ্ণভক্তিশূন্য অসম্ভাষ্য দিবানিশি॥

## সম্বন্ধ জ্ঞানলাভ ও যুক্তবৈরাগ্য-আশ্রয়

সকলেই করিবেন যুক্ত বৈরাগ্য-আশ্রয়।
কৃষ্ণ ভজিবেন বুঝি' সম্বন্ধ নিশ্চয়॥
সম্বন্ধনির্ণয়ে হয় আলম্বন-বোধ।
শুদ্ধ আলম্বন হৈলে হয় প্রেমের প্রবোধ॥
প্রেমে কৃষ্ণ ভজে সেই বাপের ঠাকুর।
প্রেমশূন্য জীব কেবল ছাঁচের কুকুর॥

কৃষ্ণভক্তি আছে যার বৈষ্ণব সে জন।
গৃহ ছাড়ি' ভিক্ষা করে, না করে ভজন।
বৈষ্ণব বলিয়া তারে না কর গণন॥
অন্যদেব-নির্ম্মাল্যাদি না করে গ্রহণ।
কর্ম্মকাণ্ডে কভু না মানিবে নিমন্ত্রণ॥

## গৃহী ও গৃহত্যাগী বৈষ্ণবাচার

গৃহী-গৃহত্যাগী-ভেদে বৈষ্ণববিচার।
দুঁহ ভক্তি-অধিকারী পৃথক্ আচার॥
দুঁহার চাহিয়ে যুক্তবৈরাগ্য-বিধান।
সুজ্ঞান সুভক্তি দুঁহার সমপরিমাণ॥

## গৃহস্থ বৈষ্ণবের কৃত্য

গৃহস্থবৈষ্ণব সদা স্বধর্ম্মে অর্জ্জিবে।
আতিথ্যাদি-সেবা যথাসাধ্য আচরিবে॥
বৈধপত্নীসহবাসে নহে ভক্তি-হানি।
সার্ষপ সুতৈল ব্যবহারে দোষ নাহি মানি॥

দধি-দুগ্ধ-স্মার্ত্ত-উপচরিত—'আমিষ'।
যুক্তবৈরাগীর হয় গ্রহণে—'নিরামিষ'॥
গৃহস্থবৈষ্ণব সদা নামাপরাধ রাখি' দূরে।
আনুকূল্য লয়, প্রাতিকূল্য ত্যাগ করে॥
ঐকান্তিক নামাশ্রয় তাহার মহিমা।
গৃহস্থবৈষ্ণবের নাই মাহাত্ম্যের সীমা॥
পরহিংসা-ত্যাগ, পর-উপকারে রত।
সর্ব্বভূতে দয়া গৃহীর এইমাত্র ব্রত॥

## গৃহত্যাগী বা বৈরাগী বৈষ্ণবের কৃত্য

বৈরাগী বৈষ্ণব প্রাণবৃত্তি অঙ্গীকরি'।
অসঞ্চয় স্ত্রীসম্ভাষণ-শূন্য, ভজে হরি॥
এইরূপ আচারভেদে সকল বৈষ্ণব।
কৃষ্ণ ভজি' পায় কৃষ্ণের অপ্রাকৃত বৈভব॥

## বৈষ্ণবের কুটিনাটি নাই

গৃহী হউক, ত্যাগী হউক, ভক্ত্যে ভেদ নাই।
ভেদ কৈলে কুম্ভীপাক নরকেতে যাই॥

মূল-কথা, কুটিনাটি ব্যবহার যার।
বৈষ্ণবকুলেতে সেই মহাকুলাঙ্গার॥
সরলভাবেতে গঠি নিজ ব্যবহার।
জীবনে মরণে কৃষ্ণভক্তি জানি সার॥
কুটিনাটি কপটতা শাঠ্য কুটিলতা।
না ছাড়িয়া হরি ভজে তার দিন গেল বৃথা॥
সেই সব, ভাগবত কদর্থ করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি ভুলাইয়া॥

## ভাগবত-শ্লোক ঃ—

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥
লম্পট পাপিষ্ঠ আপনাকে কৃষ্ণ মানি'।
কৃষ্ণলীলা অনুকৃতি করে ধর্ম্মহানি॥

## শুদ্ধভক্তের রাধাকৃষ্ণসেবা

শুদ্ধভক্ত ভক্তভাবে চিৎস্বরূপ হঞা।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবে সখীভাব লঞা॥

কৃষ্ণভাবে তৎপর হয় যে পামর।
কুম্ভীপাক প্রাপ্ত হয় মরণের পর॥

## অন্তরঙ্গ ভক্তি

অন্তরঙ্গ ভক্তি মনে, দেহে কিছু নয়।
কুটিনাটি-বলে মূঢ় আচরণ হয়॥
সেইসব অসৎসঙ্গ দূরে পরিহরি'।
কৃষ্ণ ভজে শুদ্ধভক্ত সিদ্ধদেহ ধরি'॥

## কৃষ্ণই পুরুষ, আর সব প্রকৃতি

ভক্ত সব প্রকৃতি হইয়া মজে কৃষ্ণ পায়।
পুরুষ একলে কৃষ্ণ, দাস মহাশয়॥

## গৃহস্থ ও স্বধর্ম্ম

স্বধর্ম্মে জীবনযাত্রা সহজে ঘটয়॥
পরধর্ম্মে কষ্ট আছে, স্বাভাবিক নয়॥
স্বধর্ম্মে ভক্তির অনুকূল যাহা হয়।
তাই ভক্তিমান্ জন গ্রহণ করয়॥

যাহা যখন ভক্তি-প্রতিকূল হঞা যায়।
তাহা ত্যাগ করিলে ত শুদ্ধভক্তি পায়॥
অতএব স্বধর্ম্মনিষ্ঠা চিত্ত হৈতে ত্যজি'।
ভক্তিনিষ্ঠা করিলেই সাধুধর্ম্ম ভজি॥
স্বধর্ম্মত্যাগের নাম নিষ্ঠা-পরিহার।
নিয়মাগ্রহ দূর হৈলে হয় বৈষ্ণব-আচার॥

## বিধি ও নিষেধ

নিরন্তর কৃষ্ণস্মৃতি মূল বিধি ভাই।
শ্রীকৃষ্ণবিস্মৃতি যাহে, নিষেধমূল তাই॥

## ত্রিবিধা বৈষ্ণবী ভক্তি

ত্রিবিধা বৈষ্ণবীভক্তি করহ বিচার।
(১) 'আরোপসিদ্ধা', (২) 'সঙ্গসিদ্ধা',
(৩) 'স্বরূপ-সিদ্ধা' আর॥
আরোপ-সিদ্ধার কথা বলিব প্রথমে।
সুস্থির হইয়া বুঝ চিত্তের সংযমে॥

বদ্ধ বহির্ম্মুখ জীব বিষয়ি-প্রধান।
জড়সঙ্গমাত্র করি' করে অবস্থান॥
জড়সুখ জড়দুঃখ নিয়ত তাহার।
প্রাকৃত সংসর্গ বিনা কিছু নাহি আর॥
অপ্রাকৃত বলি' কিছু নাহি পায় জ্ঞান।
অপ্রাকৃত তত্ত্ব মনে নাহি পায় স্থান॥
নিজে অপ্রাকৃত বস্তু তাহাও না জানে।
অরক্ষিত শিশু যেন সদাই অজ্ঞানে॥
কোন ভাগ্যে কোন জন্মে সুকৃতির ফলে।
শ্রদ্ধার উদয় হয় হৃদয়কমলে॥
প্রথম সন্ধানে শুনে, 'আমি কৃষ্ণদাস'।
এ সংসার হইতে উদ্ধারে করে আশ॥

## কৃষ্ণার্চ্চন

গুরু বলে, 'শুন, বাছা, কর কৃষ্ণার্চ্চন'।
কৃষ্ণার্চ্চনে তবে তার ইচ্ছা-সংঘটন॥

কৃষ্ণ যে অপ্রাকৃত প্রভু, এই মাত্র শুনে।
কৃষ্ণস্বরূপ অপ্রাকৃত, তাহা নাহি জানে॥
নিজ চতুর্দ্দিকে যাহা করে দরশনে।
তঁহি মধ্যে ইষ্ট যাহা, বুঝি' দেখে মনে॥
ইষ্টদ্রব্যে ইষ্টমূর্ত্তির করয় পূজন।
এই স্থলে হয় তার আরোপ-চিন্তন॥
মনুষ্য-মূরতি এক করিয়া গঠন।
গন্ধ পুষ্প-ধুপ-দীপে করয়ে অর্চ্চন॥
আরোপ-বুদ্ধ্যে ভাবে সব অপ্রাকৃত ধন॥
আরোপ চিন্তিয়া কভু অপ্রাকৃতাপন॥
ইহাতে যে কর্ম্মার্পণ আরোপের স্থল।
আরোপে ক্রমশঃ ভক্তিতত্ত্বে পায় বল॥
এই ত আরোপসিদ্ধা ভক্তির লক্ষণ।
কনিষ্ঠাধিকারীর হয় এই সমর্চ্চন॥

## তত্ত্ববোধে শ্রীমূর্ত্তিপূজা

তত্ত্বটি বুঝিয়া যবে শ্রীমূর্ত্তি পূজয়।
তবে মধ্যম অধিকার হয় ত উদয়॥
উত্তমাধিকারে আরোপের নাহি স্থান।
মানসে অপ্রাকৃত তত্ত্বের পায়ত সন্ধান॥
প্রেমের উদয় হয় প্রেমচক্ষে হেরি'।
প্রাণেশ্বরে ভজে পূর্ব্ব-আরোপ দূর করি'॥
ভক্তি স্বভাবতঃ নহে হেন কর্ম্মার্পণে।
আরোপসিদ্ধা ভক্তি মধ্যে হয় ত গণনে॥

## আরোপসিদ্ধার মূলতত্ত্ব

আরোপসিদ্ধার এক মূলতত্ত্ব এই।
জড়বস্তু জড়কর্ম্ম ভক্তিভাবে লই॥
জড়বস্তু জড়কর্ম্ম মধ্যে ঘৃণ্য যাহা।
অর্পণেও ভক্তি নাহি হয় কভু তাহা॥

উপাদেয় ইষ্ট বলি' কর্ম্মার্পণ করে।
'আরোপসিদ্ধা ভক্তি' বলি' বলিব তাহারে॥
মায়াবাদে অর্চ্চনাঙ্গ আরোপ-লক্ষণ।
ভক্তিবাদে স্বরূপসিদ্ধা ভক্তির দর্শন॥

## সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি

এবে শুন 'সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি' যেই রূপ।
শুদ্ধজ্ঞান সুবৈরাগ্য সঙ্গসিদ্ধার স্বরূপ॥
যথা ভক্তি তথা যুক্তবৈরাগ্য শুদ্ধজ্ঞান।
সাহচর্য্যে সঙ্গসিদ্ধ বুঝহ সন্ধান॥
দৈন্য দয়া সহিষ্ণুতা ভক্তিসহচর।
সঙ্গসিদ্ধ-ভক্তি-অঙ্গ জান অতঃপর॥

## স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি

সাক্ষাৎ ভক্তির কার্য্য যাহাতে নিশ্চয়।
'স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি'র ক্রিয়া তাহাই হয়॥
শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধ ভজন।
স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি বলি তন্নামকীর্ত্তন॥

কৃষ্ণেতে সাক্ষাৎ তাহাদের মুখ্যগতি।
আরোপসিদ্ধা সঙ্গসিদ্ধার গৌণভাবে স্থিতি॥
স্বতঃসিদ্ধ আত্মবৃত্তি শুদ্ধাভক্তিসার।
বদ্ধজীবে মনোবৃত্তে উদয় তাহার।
কৃষ্ণোন্মুখ জড়দেহে তাহার বিস্তৃতি।
এ জগতে ভক্তিদেবীর এইরূপ স্থিতি॥

## ত্রিবিধা ভক্তির ত্রিবিধা ক্রিয়া

সেই ভক্তি 'স্বরূপসিদ্ধা', সাক্ষাৎ ক্রিয়া যথা।
'সঙ্গসিদ্ধা' সহচর সাহায্যে সর্ব্বথা॥
'আরোপসিদ্ধা' হয় যথা প্রাকৃতবস্তু-ক্রিয়া।
অপ্রাকৃত ভাবে সাধে প্রাকৃত নাশিয়া॥

## শ্রীহরিবাসরে প্রসাদ-সম্মান-বিচার

প্রভু বলে, "ভক্তি-অঙ্গে, একাদশী-মান-ভঙ্গে,
সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়।
প্রসাদ পূজন করি', পরদিনে পাইলে তরি,
তথি পরদিনে নাহি রয়॥

শ্রীহরিবাসর দিনে, কৃষ্ণনামরসপানে,
তৃপ্ত হয় বৈষ্ণব সুজন।
অন্য রস নাহি লয়, অন্য কথা নাহি কয়,
সর্ব্বভোগ করয়ে বর্জ্জন॥
প্রসাদ-ভোজন নিত্য, শুদ্ধবৈষ্ণবের কৃত্য,
অপ্রসাদ না করে ভক্ষণ।
শুদ্ধা একাদশী যবে, নিরাহার থাকে তবে,
পারণেতে প্রসাদ-ভোজন॥
অনুকল্পস্থান মাত্র, নিরন্নপ্রসাদ-পাত্র,
বৈষ্ণবকে জানিহ নিশ্চিত।
অবৈষ্ণব জন যা'রা প্রসাদ-ছলেতে তা'রা,
ভোগে হয় দিবানিশি রত।
পাপপুরুষের সঙ্গে, অন্নাহার করে রঙ্গে,
নাহি মানে হরিবাসরব্রত॥
ভক্তি-অঙ্গ সদাচর', ভক্তির সম্মান কর,
ভক্তিদেবী-কৃপা লাভ হ'বে।

অবৈষ্ণবসঙ্গ ছাড়, একাদশীব্রত ধর,
নামব্রতে একাদশী তবে ॥
প্রসাদ-সেবন আর শ্রীহরিবাসরে।
বিরোধ না করে কভু বুঝহ অন্তরে ॥
এক অঙ্গ মানে, আর অন্য অঙ্গে দ্বেষ।
যে করে নির্ব্বোধ সেই জানহ বিশেষ ॥
যে অঙ্গের যেই দেশকালবিধিব্রত।
তাহাতে একান্তভাবে হও ভক্তিরত ॥
সর্ব্ব অঙ্গের অধিপতি ব্রজেন্দ্রনন্দন।
যাহে তেঁহ তুষ্ট তাহা করহ পালন ॥
একাদশীদিনে নিদ্রাহার-বিসর্জ্জন।
অন্যদিনে প্রসাদ-নির্ম্মাল্য সুসেবন ॥

## শ্রীনাম-ভজন ও একাদশী এক

শ্রীনাম ভজন আর একাদশীব্রত।
একতত্ত্ব নিত্য জানি' হও তাহে রত ॥

## বৈষ্ণব লক্ষণ

এক নাম যার মুখে, বৈষ্ণব সে হয়।
তারে গৃহী যত্ন করি' মানিবে নিশ্চয়॥
নিরন্তর যার মুখে শুনি কৃষ্ণনাম।
সেই সে বৈষ্ণবতর সর্ব্বগুণধাম॥
বৈষ্ণব উত্তম সেই, যাহারে দেখিলে।
কৃষ্ণনাম আসে মুখে, কৃষ্ণভক্তি মিলে॥

## নামের স্বরূপ

কৃষ্ণনাম চিন্তামণি অনাদি চিন্ময়।
যেই কৃষ্ণ, সেই নাম—এক তত্ত্ব হয়॥
চৈতন্যবিগ্রহ নাম, নিত্যমুক্ত তত্ত্ব।
নাম নামী ভিন্ন নয়, নিত্য শুদ্ধ সত্ত্ব॥
এ জড় জগতে তার অক্ষর আকার।
রসরূপে রসিকেতে সত্ত্ব-অবতার॥

কৃষ্ণবস্তু হয় চারি ধর্ম্মে পরিচিত।
নাম, রূপ, গুণ, কর্ম্ম, অনাদি বিহিত॥
নিত্য-বস্তু রস-রূপ কৃষ্ণ সে অদ্বয়।
সেই চারি পরিচয়ে বস্তু সিদ্ধ হয়॥
সন্ধিনী শক্তিতে তাঁর চারি পরিচয়।
নিত্যসিদ্ধরূপে খ্যাত সর্ব্বদা চিন্ময়॥
কৃষ্ণ আকর্ষয়ে সর্ব্ব বিশ্বগত জন।
সেই নিত্য ধর্ম্মগত কৃষ্ণনাম-ধন॥
কৃষ্ণরূপ কৃষ্ণ হৈতে সর্ব্বদা অভেদ।
নাম, রূপ এক বস্তু নাহিক প্রভেদ॥
শ্রীনাম স্মরিলে রূপ আইসে সঙ্গে সঙ্গে
রূপ, নাম ভিন্ন নয়, নাচে নানা রঙ্গে॥

## চিদ্বস্তুর নামরূপাদির বস্তু হইতে অভিন্নত্ব

নাম-রূপ-গুণ-লীলা অভিন্ন উদয়।
অচিৎ সম্পর্কে বদ্ধ জীবে ভিন্ন হয়॥

শুদ্ধজীবে নাম, রূপ, গুণ ক্রিয়া এক।
জড়াশ্রিত দেহে ভেদ এই সে বিবেক॥
কৃষ্ণে নাহি জড়গন্ধ অতএব তাঁর।
নাম-রূপ-গুণ-লীলা একতত্ত্ব ভায়॥

## নামের সর্ব্বমূলত্ব

এই চারি পরিচয় মধ্যে নাম তাঁর।
সকলের আদি সে প্রতীতি সবাকার॥
অতএব নাম মাত্র বৈষ্ণবের ধর্ম্ম।
নামে প্রস্ফুটিত হয় রূপ, গুণ, কর্ম্ম॥
কৃষ্ণের সমগ্র লীলা নামে বিদ্যমান।
নাম সে পরমতত্ত্ব তোমার বিধান॥

## বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবপ্রায়

সেই নাম বদ্ধজীব শ্রদ্ধাসহকারে।
শুদ্ধরূপে লইলে 'বৈষ্ণব' বলি তারে॥

নামাভাস যার হয়, সে 'বৈষ্ণবপ্রায়'।
নামকৃপাবলে ক্রমে শুদ্ধ ভাব পায় ॥

## জগতে দুইটি চিদ্ব্যাপার

নাম সম বস্তু নাই এ ভব-সংসারে।
নাম সে পরম ধন কৃষ্ণের ভাণ্ডারে ॥
জীব নিজে চিদ্ব্যাপার, কৃষ্ণনাম আর।
আর সব প্রাপঞ্চিক জগৎ সংসার ॥

## মুখ্য ও গৌণ নাম

মুখ্য-গৌণ-ভেদে কৃষ্ণনাম দ্বিপ্রকার।
মুখ্য নামাশ্রয়ে জীব পায় সর্ব্বসার ॥
চিল্লীলা আশ্রয় করি' যত কৃষ্ণনাম।
সেই সেই মুখ্যনাম সর্ব্বগুণধাম ॥
গোবিন্দ, গোপাল, রাম, শ্রীনন্দনন্দন।
রাধানাথ, হরি, যশোমতী-প্রাণধন ॥
মদনমোহন, শ্যামসুন্দর, মাধব।
গোপীনাথ, ব্রজগোপ, রাখাল, যাদব ॥

এইরূপ নিত্যলীলাপ্রকাশক নাম।
এ সব কীর্ত্তনে জীব পায় কৃষ্ণধাম ॥
জড়া প্রকৃতির পরিচয়ে নাম যত।
প্রকৃতির গুণে গৌণ বেদের সম্মত ॥
সৃষ্টিকর্ত্তা, পরমাত্মা, ব্রহ্ম, স্থিতিকর।
জগৎ-সংহর্ত্তা, পাতা, যজ্ঞেশ্বর, হর ॥
এইরূপ নাম, কর্ম্ম-জ্ঞানকাণ্ড-গত।
পুণ্য, মোক্ষ দান করে শাস্ত্রের সম্মত ॥
নামের যে মুখ্য ফল কৃষ্ণপ্রেমধন।
তার মুখ্যনামে মাত্র লভে সাধুগণ ॥

## নাম ও নামাভাস

এক কৃষ্ণনাম যদি মুখে বাহিরায়।
অথবা শ্রবণ-পথে অন্তরেতে যায় ॥
শুদ্ধবর্ণ হয় বা অশুদ্ধবর্ণ হয়।
তাতে জীব তরে এই শাস্ত্রের নির্ণয় ॥

কিন্তু এক কথা ইথে আছে সুনিশ্চিত।
নামাভাস হইলে বিলম্বে হয় হিত ॥
নামাভাস হইলেও অন্য শুভ হয়।
প্রেমধন কেবল বিলম্বে উপজয় ॥
নামাভাসে পাপক্ষয়ে শুদ্ধনাম হয়।
তখনই শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লভয়ে নিশ্চয় ॥

## ব্যবধানে দোষ

কিন্তু ব্যবহিত হ'লে হয় অপরাধ।
সেই অপরাধে হয় প্রেমলাভে বাধ ॥
নাম-নামী ভেদবুদ্ধি ব্যবধান হয়।
ব্যবহিত থাকিলে কদাপি প্রেম নয় ॥

## ব্যবধান দুই প্রকার

বর্ণ-ব্যবধান আর তত্ত্ব-ব্যবধান।
ব্যবধান দ্বিপ্রকার বেদের বিধান ॥
তত্ত্ব-ব্যবধান—মায়াবাদ দুষ্টমত।
কলির জঞ্জাল এই শাস্ত্র-অসম্মত ॥

## শুদ্ধনাম

অতএব শুদ্ধ কৃষ্ণনাম যাঁর মুখে।
তাঁহাকে বৈষ্ণব জানি' সদা সেবি সুখে ॥
নামাভাস ভেদি শুদ্ধনাম লভিবারে।
সদ্‌গুরু সেবিবে জীব যত্ন-সহকারে ॥
ভজনে অনর্থনাশ যেই ক্ষণে পায়।
চিৎস্বরূপ নাম নাচে ভক্তের জিহ্বায় ॥
নাম সে অমৃতধারা নাহি ছাড়ে আর।
নামরসে মত্ত জীব নাচে অনিবার ॥
নাম নাচে, জীব নাচে, নাচে প্রেমধন।
জগৎ নাচায়, মায়া করে পলায়ন ॥

## শ্রদ্ধাবান্‌ই নামে অধিকারী এবং প্রকৃত আচার

নামে অধিকার নরমাত্রে কৈলে দান।
সর্ব্বশক্তি নামে প্রভু করিলে বিধান ॥

যার শ্রদ্ধা হয় নামে সেই অধিকারী।
যার মুখে কৃষ্ণনাম-সেই সে আচারী॥
দেশ কাল অশৌচাদি নিয়ম সকল।
শ্রীনাম-গ্রহণে নাই, নাম সে প্রবল॥
দানে, যজ্ঞে, স্নানে, জপে আছে ত বিচার।
কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে মাত্র শ্রদ্ধা অধিকার॥
যুগধর্ম্ম হরিনাম অনন্য শ্রদ্ধায়।
যে করে আশ্রয়, তার সর্ব্বলাভ হয়॥
কলিজীব নিষ্কপটে কৃষ্ণের সংসারে।
অবস্থিত হ'য়ে কৃষ্ণনাম সদা করে॥

## নামগ্রহণ-বিচার

ভজনের অনুকূল সর্ব্বকার্য্য করি'।
ভজনের প্রতিকূল সব পরিহরি'॥
কৃষ্ণের সংসারে থাকি' কাটায়ে জীবন।
নিরন্তর হরিনাম করেন স্মরণ॥

আর কোন ধর্ম্ম, কর্ম্ম, কভু না করিবে।
স্বতন্ত্র ঈশ্বরজ্ঞানে অন্যে না পূজিবে॥
কৃষ্ণনাম ভক্তসেবা সতত করিবে।
কৃষ্ণপ্রেম লাভ তার অবশ্য হইবে॥

## নামাভাস-বিচার

কৃষ্ণ, জীব—প্রভু, দাস ; জড়াত্মিকা মায়া।
যে না জানে, তার শিরে অজ্ঞানের ছায়া॥

### অনর্থচতুষ্টয়

অসত্তৃষ্ণা হৃদয়-দৌর্ব্বল্য অপরাধ।
অনর্থ এসব মেঘরূপে করে বাধ॥
নাম-সূর্য্যরশ্মি ঢাকে, নামাভাস হয়।
স্বতঃসিদ্ধ কৃষ্ণনামে সদা আচ্ছাদয়॥

### নামাভাসের অবধি

সম্বন্ধতত্ত্বের জ্ঞান যাবৎ না হয়।
তাবৎ সে নামাভাস জীবের আশ্রয়॥

সাধক যদ্যপি পায় সদ্‌গুরু-আশ্রয়।
ভজন-নৈপুণ্যে মেঘ আদি দূর হয়॥

## সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন

মেঘ-কুজ্ঝটিকা গেলে নাম-দিবাকর।
প্রকাশ হইয়া ভক্তে দেন প্রেমবর॥
সদ্‌গুরু সম্বন্ধজ্ঞান করিয়া অর্পণ।
অভিধেয়রূপে করান নামানুশীলন॥
নাম-সূর্য স্বল্পকালে প্রবল হইয়া।
অনর্থ-কুজ্ঝটিকা দেন তাড়াইয়া॥
প্রয়োজনতত্ত্ব তবে দেন প্রেমধন।
প্রাপ্তপ্রেম জীব করে নাম-সংকীর্ত্তন॥

## সম্বন্ধ জ্ঞান

সদ্‌গুরুচরণে জীব শ্রদ্ধা-সহকারে।
প্রথমে সম্বন্ধজ্ঞান পায় সুবিচারে॥
কৃষ্ণ—নিত্য প্রভু, আর জীব নিত্যদাস।
কৃষ্ণপ্রেম নিত্য জীব-স্বভাব প্রকাশ॥

কৃষ্ণ-নিত্যদাস জীব তাহা বিস্মরিয়া।
মায়িক জগতে ফিরে সুখ অন্বেষিয়া॥
মায়িক জগৎ হয় জীব-কারাগার।
জীবের বৈমুখ্য-দোষে দণ্ড প্রতিকার॥
তবে যদি জীব সাধু-বৈষ্ণব-কৃপায়।
সম্বন্ধজ্ঞানেতে পুনঃ কৃষ্ণনাম পায়॥
তবে পায় প্রেমধন সর্ব্বধর্ম্মসার।
যাহার নিকটে সাযুজ্যাদির ধিক্কার॥
যাবৎ সম্বন্ধজ্ঞান স্থির নাহি হয়।
তাবৎ অনর্থে নামাভাসের আশ্রয়॥

## নামাভাসের ফল

নামাভাস-দশাতেও অনেক মঙ্গল।
জীবের অবশ্য হয় সুকৃতি প্রবল॥
নামাভাসে নষ্ট হয় আছে পাপ যত।
নামাভাসে মুক্তি হয় কলি হয় হত॥

নামাভাসে নর হয় সুপংক্তি-পাবন।
নামাভাসে সর্ব্বরোগ হয় নিবারণ॥
সকল আশঙ্কা নামাভাসে দূর হয়।
নামাভাসী সর্ব্বারিষ্ট হৈতে শান্তি পায়॥
যক্ষ, রক্ষ, ভূত, প্রেত, গ্রহ সমুদয়।
নামাভাসে সকল অনর্থ দূরে যায়॥
নরকে পতিত লোক সুখে মুক্তি পায়।
সমস্ত প্রারব্ধ-কর্ম্ম নামাভাসে যায়॥
সর্ব্ববেদাদিক সর্ব্বতীর্থ হইতে বর।
নামাভাস সর্ব্বশুভকর্ম্ম-শ্রেষ্ঠতর॥

## নামাভাসের বৈকুণ্ঠাদি-প্রাপকত্ব

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্ব্বর্গদাতা।
সর্ব্বশক্তি ধরে নামাভাস জীবত্রাতা॥
জগৎ-আনন্দকর শ্রেষ্ঠপদপ্রদ।
অগতির একগতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠপদ॥

বৈকুণ্ঠাদি লোক-প্রাপ্তি নামাভাসে হয়।
বিশেষতঃ কলিযুগে সর্ব্বশাস্ত্র কয়॥

## সঙ্কেত, পরিহাস, স্তোভ ও হেলা, এই চারি প্রকার নামাভাস

চতুর্ব্বিধ নামাভাস এইমাত্র জানি।
সঙ্কেত ও পরিহাস স্তোভ হেলা মানি॥

## 'সাঙ্কেত্য'রূপ নামাভাসের প্রকারদ্বয়

বিষ্ণুলক্ষ্য করি জড়বুদ্ধ্যে নাম লয়।
অন্য লক্ষ্য করি বিষ্ণুনাম উচ্চারয়॥
সঙ্কেতে দ্বিবিধ এই হয় নামাভাস।
অজামিল সাক্ষী তার শাস্ত্রেতে প্রকাশ॥
যবন সকল মুক্ত হবে অনায়াসে।
'হারাম, 'হারাম' বলি কহে নামাভাসে॥
অন্যত্র সঙ্কেতে যদি হয় নামাভাস।
তথাপি নামের তেজ না হয় বিনাশ॥

## 'পরিহাস' নামাভাস

পরিহাসে কৃষ্ণনাম যেইজন করে।
জরাসন্ধ সম সেই এ সংসার তরে॥

## 'স্তোভ' নামাভাস

অজামিল চৈদ্য-সম করে নামাভাস।
স্তোভ মাত্র হয় তবু নাশে ভবপাশ॥

## 'হেলা' নামাভাস

মন নাহি দেয় আর অবজ্ঞা ভাবেতে।
কৃষ্ণ রাম বলে, হেলা নামাভাস তাতে॥
এইসব নামাভাসে ম্লেচ্ছগণ তরে।
বিষয়ী অলসজন এই পথ ধরে॥

## শ্রদ্ধা ও হেলা নামাভাসের ভেদ

শ্রদ্ধা করি করে নাম অনর্থ-সহিত।
শ্রদ্ধানাম হয় সেই তোমার বিহিত॥

সঙ্কেতাদি অবজ্ঞা পর্য্যন্ত ভাব ধরি'।
নাম করে হেলায় যে শ্রদ্ধা পরিহরি'॥
নামাভাস অবধি সে হেলা নাম হয়।
তাহাতেও মুক্তি লভে পাপ হয় ক্ষয়॥

## অনর্থনাশে নামাভাস নাম হইয়া প্রেমদাতা

কৃষ্ণপ্রেম ছাড়ি' সব নামাভাসে পায়।
নামাভাসে পুনঃ শুদ্ধ নাম হ'য়ে যায়॥
অনর্থ-বিগমে যবে শুদ্ধ নাম হয়।
কৃষ্ণপ্রেম তবে তার হইবে নিশ্চয়॥
নামাভাস সাক্ষাৎ সে প্রেম দিতে নারে।
নাম হ'য়ে প্রেম দেয় বিধি অনুসারে॥

## নামাভাস ও নামাপরাধে ভেদ

অতএব নাম-অপরাধ পরিহরি'।
নামাভাস করে যেই তাঁরে নতি করি॥
কর্ম্মজ্ঞান হইতে অনন্ত শ্রেষ্ঠতর।
বলি' নামাভাসে জানি ওহে সর্ব্বেশ্বর॥

রতিমূলা শ্রদ্ধা যদি শুদ্ধভাবে হয়।
তবেত বিশুদ্ধ নাম হইবে উদয়॥

## আভাস দ্বিবিধ ঃ—( ১ ) ছায়া-নামাভাস

আভাস দ্বিবিধ হয় প্রতিবিম্ব, ছায়া।
শ্রদ্ধাভাস দ্বিপ্রকার সব তব মায়া॥
ছায়া-শ্রদ্ধাভাসে ছায়া-নামাভাস হয়।
সেই নামাভাসে জীবের শুভ প্রসবয়॥

## ( ২ ) প্রতিবিম্ব নামাভাস

অন্য জীবে শুদ্ধা শ্রদ্ধা করিয়া দর্শন।
নিজ মনে শ্রদ্ধাভাস আনে যেই জন॥
ভোগ-মোক্ষবাঞ্ছা তাহে থাকে নিত্য মিশি'।
অশ্রমে অভীষ্ট-লাভে যতে দিবানিশি॥
শ্রদ্ধার লক্ষণ মাত্র, শ্রদ্ধা তাহা নয়।
তাকে প্রতিবিম্ব-শ্রদ্ধাভাস শাস্ত্রে কয়॥
প্রতিবিম্ব-শ্রদ্ধাভাসে নামাভাস যত।
প্রতিবিম্ব-নামাভাস হয় অবিরত॥

## প্রতিবিম্ব-নামাভাসে মায়াবাদ কপটতা উৎপন্ন করে

এই নামাভাসে মায়াবাদ দুষ্ট মত।
প্রবেশিয়া শঠতায় হয় পরিণত ॥

## কপট প্রতিবিম্ব-নামাভাসই নামাপরাধ

নিত্য সাধ্য নামে সাধন বুদ্ধি করি'।
নামের মহিমা নাশি' অপরাধে মরি ॥

## ছায়া নামাভাস ও প্রতিবিম্ব-নামাভাসের ভেদ

ছায়া-নামাভাসে মাত্র হয় ত অজ্ঞান।
হৃদয়-দৌর্ব্বল্য হৈতে অনর্থ-বিধান ॥
সেই সব দোষ নাম করেন মার্জ্জন।
প্রতিবিম্ব-নামাভাসে দোষের বর্দ্ধন ॥

## মায়াবাদ ও ভক্তি ইহারা পরস্পর বিপরীত ধর্ম্ম, মায়াবাদই অপরাধ

কৃষ্ণ-নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি—সকল।
মায়াবাদিমতে মিথ্যা নশ্বর সমল ॥

সেই মতে প্রেমতত্ত্ব নিত্য নাহি হয়।
ভক্তি-বিপরীত মায়াবাদ সুনিশ্চয়॥
ভক্তিবৈরী মধ্যে মায়াবাদের গণন।
অতএব মায়াবাদী—অপরাধী হন॥
মায়াবাদী-মুখে নাম নাহি বাহিরায়।
নাম বাহিরায় তবু নামত্ব না পায়॥
মায়াবাদী যদি করে নাম উচ্চারণ।
নামকে অনিত্য বলি' লভয়ে পতন॥

## ভক্তিকে অনিত্য বলায় মায়াবাদ 'অপরাধ'

কৃষ্ণরূপ কৃষ্ণদাস্য জীবের স্বভাব।
মায়াবাদ অনিত্য কল্পিত বলে সব॥
হেন মায়াবাদ নাম-অপরাধে গণি।
মায়াবাদ হয় সর্ব্ববিপদের খনি॥

## মায়াবাদীর নামাভাসে মুক্ত্যাভাসরূপ সাযুজ্য-লাভ

নামাভাস কল্পতরু মায়াবাদিজনে।
অভীষ্ট অর্পণ করে সাযুজ্য-নির্ব্বাণে॥
সর্ব্বশক্তি নামে আছে, তাই নামাভাস।
প্রতিবিম্ব হইলেও দেন মুক্ত্যাভাস॥
পঞ্চবিধ মুক্তি-মধ্যে সাযুজ্য-আভাস।
ভবক্লেশ নাশে মাত্র, ফলে সর্ব্বনাশ॥

## ছায়া-নামাভাসীর সদ্‌গুরুকৃপা-প্রভাবে ক্রমে শুদ্ধনামোদয়

ছায়া-নামাভাসী নাহি জানে দুষ্টমত।
মতবাদে চিত্তবল নহে তার হত॥
ছায়া-নামাভাসী ধন্য সদ্‌গুরু-প্রভাবে।
অল্পদিনে নাম-প্রেম অনায়াসে পাবে॥

## ভক্তের মায়াবাদিসঙ্গ অবশ্য পরিত্যাজ্য

মায়াবাদিসঙ্গ তেঁহ সতর্কে ছাড়িয়া।
শুদ্ধনামপরায়ণে তুষিবে সেবিয়া॥

## দশবিধ নামাপরাধ

নাম-অপরাধ দশবিধ শাস্ত্রে কয়।
সেই অপরাধে মোর বড় হয় ভয়॥
এক এক করি' আমি বলিব সকল।
অপরাধে বাঁচি যা'তে দেহ মোরে বল॥
সাধুনিন্দা, অন্য দেবে স্বাতন্ত্র্য মনন।
নামতত্ত্ব, গুরু আর শাস্ত্র-বিনিন্দন॥
হরিনামে অর্থবাদ, কল্পিত মনন।
নামবলে পাপ, শ্রদ্ধাহীনে নামার্পণ॥
অন্য শুভকর্ম্মের সমান কৃষ্ণনাম।
একথা মানিলে অপরাধ অবিশ্রাম॥
নামেতে অনবধান হয় অপরাধ।
তাহাকে পুরাণ-কর্ত্তা বলেন প্রমাদ॥

নামের মাহাত্ম্য জানে, তবু নাহি ভজে।
অহং-মম আসক্তিতে সংসারেতে মজে॥

## দশাপরাধ-শূন্য ব্যক্তির লক্ষণ

অতএব সাধুনিন্দা যতনে ছাড়িয়া।
পরতত্ত্ব বিষ্ণু শুদ্ধ মনেতে জানিয়া॥
নামগুরু নামশাস্ত্র সর্ব্বোত্তম জানি।
বিশুদ্ধ চিন্ময় নাম হৃদয়েতে মানি॥
পাপস্পৃহা পাপবীজ ত্যজিয়া যতনে।
প্রচারিয়া শুদ্ধনাম শ্রদ্ধান্বিত জনে॥
অন্য শুভকর্ম্ম হইতে লইয়া বিরাম।
স্মরে যে শরণাগত অপ্রমাদে নাম॥

## নিরপরাধে নাম-গ্রহণে অল্পদিনে ভাবোদয়

সেই ধন্য ত্রিজগতে সেই ভাগ্যবান্।
কৃষ্ণকৃপাযোগ্য সেই গুণের নিধান॥

অতি অল্প দিনে তাঁর শ্রীনাম-গ্রহণে।
ভাবোদয় হয় আর পায় প্রেমধনে ॥

## উন্নতিক্রম

এবম্ভূত জনের সাধনদশা-প্রায়।
অতি স্বল্প দিনে যায় কৃষ্ণের ইচ্ছায় ॥
ভাব দশা হৈতে হৈতে প্রেম দশা হয়।
প্রেম দশা সর্ব্বসিদ্ধি, সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥

## ভজন-নৈপুণ্য

দশ অপরাধ ছাড়ি নামের গ্রহণ।
ইহাই নৈপুণ্য হয় সাধনে ভজন ॥

## নামাপরাধের গুরুতা

অতএব ভক্তিলাভে যদি লোভ হয়।
দশ অপরাধ ছাড়ি করি নামাশ্রয় ॥
এক এক অপরাধ সতর্ক হইয়া।
যতনেতে ছাড়ি চিত্তে বিলাপ করিয়া ॥

নামের চরণে করি দৃঢ় নিবেদন।
নামকৃপা হ'লে অপরাধ-বিধ্বংসন ॥
অন্য শুভকর্ম্মে নাম-অপরাধ ক্ষয়।
কোন প্রায়শ্চিত্ত-যোগে কভু নাহি হয় ॥

## নামাপরাধ পরিত্যাগের উপায়

অবিশ্রান্ত নামে নাম-অপরাধ যায়।
তাহে অপরাধ কভু স্থান নাহি পায় ॥
দিবারাত্র নাম লয় অনুতাপ করে।
তবে অপরাধ যায়, নাম-ফল ধরে ॥
অপরাধ-গতে শুদ্ধনামের উদয়।
শুদ্ধনাম ভাবময় আর প্রেমময় ॥

## প্রার্থনা

দশ অপরাধ যেন হৃদয়ে না পশে।
কৃপা কর মহাপ্রভু, মজি নামরসে ॥

## নিষ্কিঞ্চন রসিকভক্তের নামাস্বাদন-প্রকার

হে হরে মাধুর্য্যগুণে, হরি লবে নেত্রমনে,
মোহন মুরতি দরশাই।
হে কৃষ্ণ আনন্দধাম, মহাআকর্ষক ঠাম,
তুয়া বিনে দেখিতে না পাই॥
হে হরে ধরম হরি, গুরুভয় আদি করি,
কুলের ধরম কৈলে দূর।
হে কৃষ্ণ বংশীর স্বরে, আকর্ষিয়া আনি বলে,
দেহ-গেহ-স্মৃতি কৈলা দূর॥
হে কৃষ্ণ কর্ষিয়া আমি, কঞ্চুলি কর্ষহ তুমি,
তা দেখি চমক মোহে লাগে।
হে কৃষ্ণ বিবিধ ছলে, উরজ কর্ষহ বলে,
স্থির নহ অতি অনুরাগে॥
হে হরে আমারে হরি, লৈয়া পুষ্পতল্পোপরি,
বিলাসের লালসে কাকুতি।

হে হরে গোপতবস্ত্র, হরিয়া সে ক্ষণমাত্র,
ব্যক্ত কর মনের আকুতি ॥
হে হরে বসন হর, তাহাতে যেমন কর,
অন্তরের হার মত বাধা।
হে রাম রমণ অঙ্গ, নানা বৈদগধি রঙ্গ,
প্রকাশি পূরহ নিজ সাধা ॥
হে হরে হরিতে বলি, নাহি হেন কুতূহলী,
সবার সে বাক্য না রাখিলা।
হে রাম রমণ-রত, তাহে প্রকটিয়া কত,
কি রস-আবেশে ভাসাইলা ॥
হে রাম রমণ-শ্রেষ্ঠ, মন রমণীয় শ্রেষ্ঠ,
তুয়া সুখে আপনি না জানি।
হে রাম রমণভাগে, ভাবিতে মরমে জাগে,
সে রস-মুরতি-তনুখানি ॥
হে হরে হরণ তোর, তাহার নাহিক ওর,
চেতন হরিয়া কর ভোর।

হে হরে আমার লক্ষ্য, হর সিংহপ্রায় দক্ষ,
তোমা বিনা কেহ নাহি মোর ॥
তুমি সে আমার জ্ঞান, তোমা বিনা নাহি আন,
ক্ষণেকে কলপ শত যায় ।
সে তুমি অনত গিয়া, রহ উদাসীন হৈয়া
কহ দেখি কি করি উপায় ॥
ওহে নব ঘনশ্যাম, কেবল রসের ধাম,
কৈছে রঁহু করি মন ঝুরে ।
চৈতন্য বেলয় যায়, হেন অনুরাগ পায়,
তবে বন্ধু মিলয় অদূরে ॥

## শ্রীনামমাহাত্ম্য

কৃষ্ণনাম ধরে কত বল ।
বিষয়-বাসনানলে, মোর চিত্ত সদা জ্বলে,
রবিতপ্ত মরুভূমি-সম ।
কর্ণরন্ধ্র পথ দিয়া, হৃদিমাঝে প্রবেশিয়া,
বরিষয় সুধা অনুপম ॥

হৃদয় হইতে বলে, জিহ্বার অগ্রেতে চলে,
শব্দরূপে নাচে অনুক্ষণ।
কণ্ঠে মোর ভঙ্গে স্বর, অঙ্গ কাঁপে থর থর,
স্থির হইতে না পারে চরণ॥
চক্ষে ধারা দেহে ঘর্ম্ম, পুলকিত সব চর্ম্ম,
বিবর্ণ হইল কলেবর।
মূর্চ্ছিত হইল মন, প্রলয়ের আগমন,
ভাবে সর্ব্ব দেহ জর জর॥
করি এত উপদ্রব, চিত্তে বর্ষে সুধাদ্রব,
মোরে ডারে প্রেমের সাগরে।
কিছু না বুঝিতে দিল, মোরে ত বাতুল কৈল,
মোর চিত্তবিত্ত সব হরে॥
লইনু আশ্রয় যাঁ'র হেন ব্যবহার তাঁ'র
বর্ণিতে না পারি এ সকল।
কৃষ্ণনাম ইচ্ছাময়, যাহে যাহে সুখী হয়,
সেই মোর সুখের সম্বল॥

প্রেমের কলিকা নাম, অদ্ভুত রসের ধাম,
হেন বল করয়ে প্রকাশ।
ঈষৎ বিকশি' পুন, দেখায় নিজ রূপ গুণ,
চিত্ত হরি' লয় কৃষ্ণপাশ॥
পূর্ণ বিকশিত হঞা, ব্রজে মোরে যায় লঞা,
দেখায় মোরে স্বরূপ-বিলাস।
মোরে সিদ্ধ দেহ দিয়া, কৃষ্ণ-পাশে রাখে নিয়া,
এদেহের করে সর্ব্বনাশ॥
কৃষ্ণনাম-চিন্তামণি, অখিল রসের খনি,
নিত্যমুক্ত শুদ্ধ রসময়।
নামের বালাই যত, সব ল'য়ে হই হত,
তবে মোর সুখের উদয়॥

———

## শ্রীনবদ্বীপের স্বরূপ

শুন জীব, বৃন্দাবন নবদ্বীপ ধাম।
অজস্র আনন্দময় জীবের বিশ্রাম॥

শুদ্ধ জীবগণ জড়া প্রকৃতির পার।
সদা বাস করে হেথা কৃষ্ণ-পরিবার॥
এই ধাম নিত্যধাম বিশুদ্ধ চিন্ময়।
জড়দেশকাল হেথা পায় পরাজয়॥
এ ধামের দেশ-কাল চিদানন্দময়।
জড়ধর্ম্ম-বিপর্য্যয় সদা লক্ষ্য হয়॥
গৃহ, দ্বার, নদ-নদী, কানন, চত্বর।
চিন্ময় সকল জান অতি মনোহর॥
সেইত আনন্দধাম প্রকৃতির পার।
অচিন্ত্য কৃষ্ণের শক্তি পরম উদার॥
সেই শক্তিক্রমে ধাম হেথা অবতার।
জীবের নিস্তার জন্য কৃষ্ণ ইচ্ছা সার॥
ধাম মধ্যে কভু নহে জড় অবস্থিতি।
জড়-বদ্ধ-জীব নাহি পায় হেথা গতি॥
ধামের উপরে জড়-মায়া পাতি' জাল।
আচ্ছাদিয়া রাখে এই ধাম চিরকাল॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে যার নাহিক সম্বন্ধ।
জালের উপরে বাস করে সেই অন্ধ॥
মনে ভাবে, 'আমি আছি নবদ্বীপ-পুরে।'
প্রৌঢ়া মায়া মুগ্ধ করি' রাখে তারে দূরে॥
যদি কোন ভাগ্যোদয়ে সাধুসঙ্গ পায়।
তবে কৃষ্ণচৈতন্য-সম্বন্ধ আসে তায়॥
সম্বন্ধ নিগূঢ় তত্ত্ব বল্লভনন্দন।
সহজে না বুঝে বদ্ধজীব সেইধন॥
মুখে বলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু মোর।
হৃদয় সম্বন্ধহীন সদা মায়াভোর॥
সেই সব লোক বৈসে মায়াজালোপরি।
কভু শুদ্ধভক্তি নাহি পায় হরি হরি॥
ধর্ম্মধ্বজী সুকপটী সদা দৈন্যহীন।
দম্ভগুণে আপনাকে ভাবে সমীচীন॥
সেই দম্ভ ছাড়ে সাধুচরণ-প্রসাদে।
তৃণ হৈতে আপনাকে 'হীন' করি মানে॥

বৃক্ষাপেক্ষা হয় তার সহিষ্ণুতা-গুণ।
অমানী আপনি, অন্যে সম্মানে নিপুণ॥
এই চারিগুণে গুণী কৃষ্ণগুণ গায়।
চৈতন্যসম্বন্ধ তার বসেন হিয়ায়॥
শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধ শান্ত, দাস্য, সখ্য আর।
বাৎসল্য, মধুর—ইতি পঞ্চ পরকার॥
শান্ত, দাস্য-ভাবে করি' গৌরাঙ্গ-ভজন।
লভে বাৎসল্যাদি রস কৃষ্ণে সাধুজন॥
যার যেই সম্বন্ধজনিত সিদ্ধ ভাব।
তাহার ভজনে সেই ভাবের প্রভাব॥

## ধামবাস-প্রার্থনা

গৌর-কৃষ্ণে ভেদ যার, সেই জীব ছার।
শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধ কভু না হয় তাহার॥
সাধুসঙ্গে দৈন্য-আদি গুণ যার হয়।
সেই জীব দাস্যরসে গৌরাঙ্গ ভজয়॥

দাস্যরস-পরাকাষ্ঠা গৌরাঙ্গ-ভজনে।
'মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ' বলে সাধুজনে॥
মধুর প্রেমেতে যার হয় অধিকার।
রাধাকৃষ্ণরূপে গৌর-ভজন তাহার॥
রাধাকৃষ্ণ-ঐক্য মোর শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
যুগল-বিলাস ঐক্যে শত নাহি ভায়॥
দাস্য পরিপক্কে যবে জীবের হৃদয়ে।
শ্রীমধুর-রস উদে মূর্ত্তিমান্ হ'য়ে॥
সে সময় ভজনীয় তত্ত্ব গৌরহরি।
রাধাকৃষ্ণরূপ হ'য়ে ব্রজে অবতরি'॥
নিত্য-লীলারসে সেই ভক্তকে ডুবায়।
রাধাকৃষ্ণ-নিত্যলীলা ব্রজধাম পায়॥
নবদ্বীপে ব্রজে সেই নিগূঢ় সম্বন্ধ।
এক হ'য়ে দুই হয়, নাহি দেখে অন্ধ॥
সেই ত সম্বন্ধ গৌরে কৃষ্ণে জান সার।
মধুর রসেতে গৌর যুগল আকার॥

বৈষ্ণব-চরণে মোর এই সে প্রার্থনা।
শ্রীগৌরসম্বন্ধ মোর হউক যোজনা॥
শ্রীগৌরসম্বন্ধ-সহ নবদ্বীপ-বাস।
হউক অচিরে মোর এই অভিলাষ॥
বিষয়-গর্ত্তের কীট অতি দুরাচার।
ভক্তিহীন কামরত ক্রোধে মত্ত আর॥
এহেন দুর্জ্জন আমি মায়ার কিঙ্কর।
শ্রীগৌর-সম্বন্ধ কিসে পাই অতঃপর॥
নবদ্বীপধাম মোরে অনুগ্রহ করি'।
উদয় হউন হৃদে, তবে আমি তরি॥
প্রৌঢ়ামায়া কুলদেবী-কৃপা-অকপট।
ভরসা তরিতে মাত্র অবিদ্যা-সঙ্কট॥
বৃদ্ধশিব ক্ষেত্রপাল হউন সদয়।
চিদ্ধাম আমার চক্ষে হউন উদয়॥
নবদ্বীপবাসী যত গৌর-ভক্তগণ।
এ পামর শিরে সবে ধরুন চরণ॥
এই ত প্রার্থনা মোর শুন সর্ব্বজন।
অচিরেতে যেন পাই চৈতন্যচরণ॥

## শ্রীমহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ

( প্রশ্নোত্তর )

বিদ্যা—প্রভু কহে, "কোন্ বিদ্যা বিদ্যামধ্যে সার ?"
রায় কহে, "কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর ॥"

কীর্ত্তি—"কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি ?"
"কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাঁহার হয় খ্যাতি ॥"

সম্পত্তি—"সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি ?"
"রাধাকৃষ্ণে প্রেম যাঁর, সেই বড় ধনী ॥"

দুঃখ—"দুঃখমধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর ?"
"কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর ॥"

মুক্ত—"মুক্তমধ্যে কোন্ জীব 'মুক্ত' করি মানি ?"
"কৃষ্ণপ্রেম যাঁর, সেই মুক্তশিরোমণি ॥"

গান—"গান মধ্যে কোন্ গান জীবের নিজ ধর্ম্ম ?"
"রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি যেই গীতের মর্ম্ম ॥"

**শ্রেয়ঃ**—"শ্রেয়োমধ্যে কোন্ শ্রেয়ঃ জীবের হয় সার ?"
"কৃষ্ণভক্তসঙ্গ বিনা শ্রেয়ো নাহি আর ॥"

**স্মরণ**—"কাহার স্মরণ জীব করে অনুক্ষণ ?"
"কৃষ্ণনাম-গুণলীলা প্রধান স্মরণ ॥"

**ধ্যান**—"ধ্যেয়-মধ্যে জীবের কর্ত্তব্য কোন্ ধ্যান ?"
"রাধাকৃষ্ণপদাম্বুজ ধ্যান-প্রধান ॥"

**বাস**—"সর্ব্ব ত্যজি' জীবের কর্ত্তব্য কাঁহা বাস ?"
"শ্রীবৃন্দাবন ভূমি, যাঁহা নিত্যলীলারাস ॥"

**শ্রবণ**—"শ্রবণমধ্যে জীবের কোন্ শ্রেষ্ঠ শ্রবণ ?"
"রাধাকৃষ্ণপ্রেমলীলা কর্ণরসায়ন ॥"

**উপাস্য**—"উপাস্যের মধ্যে কোন্ উপাস্য প্রধান ?"
"শ্রেষ্ঠ উপাস্য যুগল-রাধাকৃষ্ণ-নাম ॥"

**দুর্গতি**—"ভুক্তি মুক্তি বাঞ্ছে যেই, কাঁহা দুঁহার গতি ?"
"স্থাবরদেহ, দেবদেহ যৈছে অবস্থিতি ॥"

**জ্ঞান**—"অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞাননিম্বফলে।"
"রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র-মুকুলে ॥"

**প্রেম**—"অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্ক জ্ঞান।"
"কৃষ্ণপ্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান্ ॥"

## নিত্যানন্দ-গুণবর্ণন

নিতাই গুণমণি আমার নিতাই গুণমণি।
আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাইল অবনী॥
প্রেমের বন্যা লইয়া নিতাই আইলা গৌড় দেশে।
ডুবিল ভকতগণ দীন হীন ভাসে॥
দীন হীন পতিত পামর নাহি বাছে।
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম সবাকারে যাচে॥
আবদ্ধ করুণা-সিন্ধু নিতাই কাটিয়া মুহান।
ঘরে ঘরে বুলে প্রেম-অমিয়ার বান॥
লোচন বলে মোর নিতাই যেবা না ভজিল।
জানিয়া শুনিয়া সেই আত্মঘাতী হৈল॥

---

## গৌর-নিত্যানন্দের দয়া

পরম করুণ পঁহু দুইজন
নিতাই গৌরচন্দ্র।
সব অবতার- সার-শিরোমণি
কেবল আনন্দ-কন্দ॥

ভজ ভজ ভাই চৈতন্য নিতাই
সুদৃঢ় বিশ্বাস করি'।
বিষয় ছাড়িয়া সে রসে মজিয়া
মুখে বল হরি হরি ॥
দেখ ওরে ভাই ত্রিভুবনে নাই
এমন দয়াল দাতা।
পশু পাখী ঝুরে পাষাণ বিদরে
শুনি' যার গুণগাথা ॥
সংসারে মজিয়া রহিলি পড়িয়া
সে পদে নহিল আশ।
আপন করম ভুঞ্জায়ে শমন
কহয়ে লোচন দাস ॥

## দৈন্য ও প্রপত্তি

হরি হে দয়াল মোর জয় রাধানাথ।
বার বার এই বার লহ নিজ সাথ ॥
বহু যোনি ভ্রমি' নাথ, লইনু শরণ।
নিজগুণে কৃপা কর অধমতারণ ॥
জগতকারণ তুমি জগতজীবন।
তোমা ছাড়া কার নহি হে রাধারমণ ॥

ভুবনমঙ্গল তুমি ভুবনের পতি।
তুমি উপেক্ষিলে নাথ, কি হইবে গতি॥
ভাবিয়া দেখিনু এই জগত-মাঝারে।
তোমা বিনা কেহ নাহি এ দাসে উদ্ধারে॥

---

## নির্ব্বেদ ও কৃপাপ্রার্থনা

তাতল সৈকতে বারি-বিন্দুসম
সুত-মিত-রমণী-সমাজে।
তোহে বিসরি মন তাহে সমর্পল
অব মঝু হব কোন কাজে॥
মাধব, হাম পরিণাম নিরাশা।
তুহুঁ জগতারণ দীন দয়াময়
অতয়ে তোহারি বিশোয়াসা॥
আধ জনম হম নিদে গমাওল
জরা শিশু কতদিন গেলা।
নিধুবনে রমণী- রসরঙ্গে মাতল
তোহে ভজব কোন বেলা॥
কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।

তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
সাগর লহরি সমানা ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শেষ শমন-ভ'য়
তুয়া বিনু গতি নহি আরা।
আদি অনাদিক নাথ কহাওসি
অব তারণ-ভার তোহারা ॥

---

## দশাবতার-স্তোত্র

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদম্।
কেশব ধৃতমীনশরীর জয় জগদীশ হরে ॥১॥

ক্ষিতিরিহ বিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে
ধরণিধরণকিণচক্রগরিষ্ঠে।
কেশব ধৃতকূর্ম্মশরীর জয় জগদীশ হরে ॥২॥

বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না।
কেশব ধৃতশূকররূপ জয় জগদীশ হরে ॥৩॥

তব করকমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গং
দলিতহিরণ্যকশিপুতনুভৃঙ্গম্।
কেশব ধৃতনরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে ॥৪॥

ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুতবামন
পদনখনীরজনিতজনপাবন।
কেশব ধৃতবামনরূপ জয় জগদীশ হরে ॥৫॥

ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপং
স্নপয়সি পয়সি শমিতভবতাপম্
কেশব ধৃতভৃগুপতিরূপ জয় জগদীশ হরে ॥৬॥

বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্‌পতিকমনীয়ং
দশমুখমৌলিবলিং রমণীয়ম্।
কেশব ধৃতরামশরীর জয় জগদীশ হরে ॥৭॥

বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভং
হলহতিভীতিমিলিতযমুনাভম্।
কেশব ধৃতহলধররূপ জয় জগদীশ হরে ॥৮॥

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতম্।
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে ॥৯॥

ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়তি করবালং
ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্ ।
কেশব ধৃতকল্কিশরীর জয় জগদীশ হরে ॥১০॥
শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতমুদারং
শৃণু সুখদং শুভদং ভবসারম্ ।
কেশব ধৃতদশবিধরূপ জয় জগদীশ হরে ॥১১॥

## উক্তানেবাবতারান্ পুনঃ সংক্ষেপেণ কীর্ত্তয়তি—

বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে ।
দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে
ম্লেচ্ছান্মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ

---

শ্রীমদ্ভাগবতে

## মহাপ্রভুর বন্দনা

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্তিহং প্রণতপালভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥

ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ-সুরেপ্সিত-রাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যম্।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিত-মন্বধাবদ্
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥

সমাপ্ত

# পরমগুর্ব্বষ্টকম্

শ্রীগৌড়ধামাশ্রিতশুদ্ধভক্তং
রূপানুগাগ্র্যং নিরবদ্য রূপম্ ।
বৈরাগ্যধর্ম্মোজ্জ্বল-বিগ্রহং তং
বন্দে প্রভুং গৌরকিশোর-সংজ্ঞম্ ॥ ১ ॥

অসৎ-প্রসঙ্গং পরিহায় নিত্যং
গৌরাঙ্গ-সেবাব্রত-মগ্নচিত্তম্ ।
গৌড়-ব্রজাভেদ বিশিষ্ট-প্রজ্ঞং
বন্দে প্রভুং গৌরকিশোর-সংজ্ঞম্ ॥ ২ ॥

শ্রীধামমায়াপুরদিব্য-গূঢ়-
মাহাত্ম্য-গীতোন্মুখবং বরেণ্যম্ ।
ধন্যং মহাভাগবতাগ্রগণ্যং
বন্দে প্রভুং গৌরকিশোর-সংজ্ঞম্ ॥ ৩ ॥

পূতাবধূত-ব্রজ-শীর্ষরত্নং
শ্রীরাধিকাকৃষ্ণ নিগূঢ়-ভক্তম্ ।
সদা ব্রজাবেশ-সরাগ-চেষ্টং
বন্দে প্রভুং গৌরকিশোর-সংজ্ঞম্ ॥ ৪ ॥

শোকাস্পদাতীত-প্রভাব-রম্যং
মূঢ়ৈরবেদ্যং প্রণতাভিগম্যম্।
নিত্যানুভূতাচ্যুত সদ্-বিলাসং
বন্দে প্রভুং গৌরকিশোর-সংজ্ঞম্ ॥ ৫ ॥

কাপট্যধর্ম্মান্বিত-চণ্ড-দণ্ড-
বিধায়কং সজ্জন সঙ্গ-রঙ্গম্।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপদাব্জ ভৃঙ্গং
বন্দে প্রভুং গৌরকিশোর-সংজ্ঞম্ ॥ ৬ ॥

দামোদরোত্থানদিনে প্রধানে
ক্ষেত্রে পবিত্রে কুলিয়াভিধানে।
প্রপঞ্চলীলা-পরিহারবন্তং
বন্দে প্রভুং গৌরকিশোর-সংজ্ঞম্ ॥ ৭ ॥

তব হি "দয়িতদাসে" সত্যসূর্য্য-প্রকাশে
জগতি দুরিতনাশে প্রোদ্যতে চিদ্বিলাসে।
বয়মনুগতভৃত্যাঃ পাদ্মপদ্মং প্রপন্না
অনুদিনমনুকম্পাং প্রার্থয়ামো নগণ্যাঃ ॥